হিন্দুস্থান রেকর্ড

সূচীপত্র

(বর্ণমালানুসারে)

নবত.

হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস রেকর্ড

সূচীপত্র

(বর্ণমালানুসারে)

—১—

Published by P. Bose, 16, Joynarayan T. P. Lane, Narkeldanga, Calcutta & Printed by A. Mitra at the Narkeldanga Printing House 3, Sastitala Road, Narkeldanga, Calcutta.

হিন্দুস্থান রেকর্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

এচ্ ১

কীর্ত্তন।

তবু মনে রে'খো
যদি দূরে যাই চ'লে
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা প'ড়ে যায়
নব প্রেম জালে, মনে রে'খো।
যদি থাকি কাছাকাছি
দেখিতে না পাও ছায়ার মত
আছি না আছি।
যদি জল আসে আঁখি পাতে
একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে।
যদি পড়িয়া মনে
ছল ছল জল নাই
দেখা দেয় নয়ন কোনে।

আবৃত্তি ।

'এখনো তো বড়ো হইনি আমি,
ছোটো আছি ছেলেমানুষ ব'লে ।
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হবো,
বড়ো হ'য়ে বাবার মতো হ'লে ।
দাদা তখন প'ড়্‌তে যদি না চায়,
পাখীর ছানা পোষে কেবল খাঁচায়,
তখন তারে এম্‌নি ব'কে দেবো ;
বল্‌বো "তুমি চুপটি ক'রে পড়ো ।"
বল্‌বো "তুমি ভারী দুষ্টু ছেলে"—
যখন হবো বাবার মতো বড়ো ।
তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা,
ভালো ভালো পুষ্‌বো পাখীর ছানা ॥
সাড়ে দশটা যখন যাবে বেজে
নাবার জন্যে ক'র্‌বো না তো তাড়া ।
ছাতা একটা ঘাড়ে ক'রে নিয়ে
চটি-পায়ে বেড়িয়ে আস্‌বো পাড়া ।
গুরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে
চৌকি এনে দিতে বল্‌বো ঘরে ;—
তিনি যদি বলেন "শেলেট কোথা ?
দেরি হ'চ্ছে ব'সে পড়া করো ।"
আমি ব'ল্‌বো "খোকা তো আর নেই,
হ'য়েছি যে বাবার মতো বড়ো ।"
গুরুমশায় শুনে তখন ক'বে—
'বাবু মশায়, আসি এখন তবে ॥'

খেলা ক'রতে নিয়ে যেতে মাঠে
ভুলু যখন আস্‌বে বিকেল বেলা,
আমি তাকে ধমক দিয়ে কবো,
"কাজ ক'র্‌ছি, গোল কোরো না মেলা।"

রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়,
এক্‌লা যাবো ক'র্‌বো না তো ভয়;
মামা যদি বলেন ছুটে এসে—
"হারিয়ে যাবে আমার কোলে চড়ো"—
ব'ল্‌বো আমি "দেখ্‌ছো নাকি মামা,
হ'য়েছি যে বাবার মতো বড়ো।"
দেখে দেখে মামা ব'ল্‌বে "তাই তে
খোকা আমার সে-খোকা আর নাই তো॥

আমি যেদিন প্রথম বড়ো হবো
মা সেদিনে গঙ্গাস্নানের পরে,
আস্‌বে যখন খিড়্‌কি দুয়োর দিয়ে
ভাব্‌বে "কেন গোল শুনিনে ঘরে?"
তখন আমি চাবি খুল্‌তে শিখে'
যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝি-কে,
মা দেখে তাই ব'ল্‌বে তাড়াতাড়ি
"খোকা তোমার খেলা কেমন তরো?"
আমি ব'ল্‌বো "মাইনে দিচ্ছি আমি,
হ'য়েছি যে বাবার মতো বড়ো।
ফুরোয় যদি টাকা, ফুরোয় খাবার,
যত চাই মা, এনে দেবো আবার॥"

আশ্বিনেতে পূজোর ছুটি হবে
মেলা ব'স্‌বে গাজনতলার হাটে,
বাবার নৌকা কত দূরের থেকে
লাগ্‌বে এসে বাবুগঞ্জের হাটে।
বাবা মনে ভাব্‌বে সোজাসুজি
খোকা তেম্‌নি খোকাই আছে বুঝি,
ছোটো ছোটো রঙীন জামা জুতো
কিনে এনে ব'ল্‌বে আমায় "পরো।"
আমি ব'ল্‌বো "দাদা পরুক্ এসে,"
আমি এখন তোমার মতো বড়ো।
দেখ্‌ছো না কি যে-ছোট মাপ জামার,--
প'র্‌তে গেলে আঁট হবে-যে আমার॥"

—০—

কবি শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন, বার-এ্যাট-ল

এচ্ ২

বাউল।

মিছে তুই ভাবিস্ মন!
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা, আজীবন!
পাখীরা বনে বনে, গাহে গান আপন মনে;
নাইবা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান অকারণ।
ফুলটি ফোটে যবে, ভাবে কি কাল কি হবে?
না হয় তাদের মত শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি' বিতরণ।
মনদুখ, চাপি' মনে, হেসে নে সবার সনে,
যখন ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা, জানাস প্রাণের বেদন

আজি তোর যার বিরহে, নয়নে অশ্রু বহে,
হয়ত তাহার পাবি দেখা গানটি হ'লে সমাপন।

মিশ্র তিলক।

জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরাণী
শূন্য করি' লইবে মম চিত্তখানি।
এসগো মম অন্তরে ধীরে মৃদু মন্থরে
বিদ্যুৎ-প্রবেশে তব শঙ্কা মানি।
বল গো অয়ি চঞ্চলে, এনেছ ওকি অঞ্চলে!
দিবে কি মোরে ভরিয়া দুটি পাণি?
তব চরণ-রণ্‌ঝনা করিবে কি গো বঞ্চনা
কুহক-কল-কণ্ঠে এ কি বাণী (গো)!
কি সুধা তব সঙ্গীতে কি শোভা তনু-ভঙ্গীতে
ভুলায় তব ইঙ্গিতে কি মোহ আনি'!

শ্রীমতী রেণুকা সেনগুপ্ত।

কীর্ত্তন।

যদি গোকুল চন্দ্র ব্রজে না এলো (সখিগো)
আমার জীবন আভরণ পরশ রতন
কাঁচেরি সমান ভেল।
জীবন আমার বিফলে গেল
(কোনও কাজেই লাগ্‌ল না গো)

আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি';
আমি যোগিনী হইয়ে যাব সেই দেশে
যেথায় নিঠুর হরি;
(দে দে আমায় সাজায়ে দেগো
আমার ভূষণ ভাল লাগে না গো)
মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
যাইব যোগিনী হ'য়ে,
যদি মিলায় বিধি মম গুণনিধি
বাঁধিব অঞ্চলে করি';
আমি অঞ্চলেতে বেঁধে আনিব
সেই চঞ্চল গোবিন্দেরে।

ভৈরবী।

পাগলা! মনটারে তুই বাঁধ্;
কেন রে তুই যেথা সেথা পরিস্ প্রাণে ফাঁদ?
শীতল বায়ে আস্‌লে নিশি,
তুই কেন রে হোস্ উদাসী?
(ওরে) নীলাকাশে অমন ক'রে হেসেই থাকে চাঁদ!
সংসারেতে উঠ্‌লে হাসি,
তুই শুনিস্ রে ব্রজের বাঁশী!
ওরে) ভাবিস্ কিরে সবই গোকুল সবই কালাচাঁদ
কতই পেলি ভালবাসা,
তবু না তোর মেটে আশা
এবার তুই একলা ঘরে নয়ন ভ'রে কাঁদ!

চ ১২

কীর্ত্তন।

আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়
বল্‌ছ হরি আমায় ধর ;
আঘাত দিয়ে কহ মোরে,
এই ত আমার কর।
(হরি) হাত বাড়ায়ে মলেম ঘুরে
কাছে থেকেও রইলে দূরে ;
এত আমার আপন হ'য়েও
রইলে সদা আমার পর।
(হরি) ফুরায়ে যে এল বেলা
সাঙ্গ কবে করবে খেলা ?
তুমি কর নিঠুর লীলা,
আমার প্রাণে লাগে ডর।
শকতি নাই তোমায় ধরি
হার মেনেছি হে শ্রীহরি
দিয়ে খুলি চোখের ঠুলি
দেখা দাও হে দুঃখহর।

—•—

কীর্ত্তন।

ওগো সাথী ! মম সাথী ! আমি সেই পথে যাব সাথে।
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-তিলক মাথে।
(আমি সেই পথে যাব সাথে)
যে পথে কাননে আসে ফুলদল
যে পথে কমলে পশে পরিমল

যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশিরসিক্ত প্রাতে
(আমি সেই পথে যাব সাথে)
যে পথে বঁধুরা যমুনার কূলে
লয় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে ;
যে-পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে !
(আমি সেই পথে যাব সাথে)
যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়
যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়
সে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির রাতে ।
(আমি সেই পথে যাব সাথে !)

—০—

এচ্ ৪২

কীর্ত্তন।

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
(অতুলনীয় শ্যাম রূপ) (জগতে তুলনা নাই)
(কিবা) জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ ॥
(সুন্দর শ্যাম তনু) (শ্যাম নব ঘন পরা)
কঞ্জ লোচন কলুষ মোচন
শ্রবন রোচন ভাষ।
(কিবা করুণা ভরা আঁখিরে) (বারেক হেরে কলুষ হরে)
(কিবা) অমল কোমল চরণ-কিশলয়
নিলয় গোবিন্দ দাস ॥

—০—

কীর্ত্তন।

মাধব তুহু রহলু মধুপুর।

ব্রজপুর আকুল দুকুল কলরব

কানু কানু করি ঝুর ॥

(ভাবছে সদাই নয়ন জলে) (তোমার লাগি)

(হে মাধব) (আকুল হয়ে)

কুসুম ত্যেজি অলি ক্ষিতিতলে লুঠই

তরুগণ মলিন সমান।

সারি শুক পিক ময়ূরী না নাচত

কোকিল না করতহি গান ॥

(ময়ূরী আর নাচে না) (কোকিল আর গায় না)

বরজ কাহিনী সব কি কহব মাধব

দশ দিশে শুনি যে হুতাশ।

সহজে যমুনা জল হওল অধিক

(যমুনার জল অধিক হ'ল) (ব্রজবাসীগণের নয়ন জলে)

কহতহি গোবিন্দ দাস ॥

—০—

শ্রীযুক্ত অনুপম ঘটক।

চ ৪

মিশ্র-ভীমপলশ্রী।

আজি সখি ঝর ঝর ঝরে বাদরে (গো)।

পরাণ কাঁদে যে আমার তেমনি ক'রে ॥

বাহিরে রজনী কাঁদে বেদনা ভরা—

যুগে যুগে যেন সে যে দয়িত-হারা ;

(আমি) একেলা বাঁধিগো হিয়া কেমন ক'রে,
বাদল দিয়াছে আঁখি জলেতে ভ'রে।

—•—

ভাটিয়ালী।

জানি তোমার সাথে দেখা হবে
সাগর কিনারায়,
তাই তো আমি দাঁড়িয়ে আছি
নদীর মোহনায়।
হাতের কটা কাজ ফুরুলে
দিনের আলো নি'ভে এলে গো—
নাও খানি মোর ভাসিয়ে দেব
হোক্‌না অবেলায়,
বন্ধু তুমি পথ দেখাবে,
অচিন পাড়ির ভয় নাশিবে;
গান গেয়ে দাঁড় বাইব (আমি)
ঝড়ের জোছনায়।

—•—

এচ ৪৩

আয় আয় আয় বাদল পিয়াসী
আয় আয় ছুটে চাতকী।
আজ তোর দুখে কেঁদেছে
অসীম নীলিম সাকী॥
তোর সারা শীত পিয়াসা
তোর ভরা বুক তিয়াসা
তোর মন কাঁদান ভাষা
ঝরাল মেঘের আঁখি।

আজ নভতল শ্যামল মায়ায়
ছায় ধরাতল কাজল ছায়ায়
বন উপবন মাধবী কায়ায়
গিয়াছে তরল আঁধারে ঢাকি।
তোর বন সোহাগ সুরে
ঐ কাঁদ্‌ল গগন দূরে
আজ মন কবি তাই ঝুরে
সজল গগন থাকি ॥

—০—

ঐত এলো ঝড়ের রাতি
আবার হ'বে মাতামাতি।
গাছে গাছে নাচ্‌বে শাখা
মেঘে মেঘে মেল্‌বে পাখা
ঝড়ো হাওয়ায় ঝাপটা লেগে
নিব্‌বে ঘরের বাতি ॥
শ্রাবণ মেঘে বারে বারে
ডাক দেবে মোরে দ্বারে দ্বারে
জানি জানি অকারণে
জাগ্‌বো আমি গানে গানে
জাগ্‌বো আমি প্রাণে মনে
জাগবো আমি আঁধার রাতি ॥

—০—

হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল পার্টি

এচ ৫ স্বদেশী গান।

কোরাস্

উঠ গো, ভারত-লক্ষ্মী! উঠ আদি জগত-জন-পূজ্যা
দুঃখ-দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত লজ্জা
ছাড়গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে!

জননী, গো লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটী নরনারী গো।

কাণ্ডারী নাহিক কমলা! দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে
তোমার অভয় পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।

জননী গো' লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটী নরনারী গো।

ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল কূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি, চূর্ণ কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে,
দূরিত করি' পাপ-পুঞ্জে তপ-তুঞ্জে,
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে।

জননী গো, লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটী নরনারী গো ।

কোরাস্ ২

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নত-শির,—নাহি ভয়
ভুলি' ভেদাভেদ-জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান,—হবে জয় ।
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্ ,
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময় !
জগজন মানিবে বিস্ময় !
তেত্রিশ কোটী মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হ'তে পারি দীন, তবু নাহি মোরা হীন ;
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন—
ঐ দেখ প্রভাত উদয় !
ঐ দেখ প্রভাত উদয় !
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে
বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে ;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে,
সত্যের নাহি পরাজয় !
সত্যের নাহি পরাজয় !

শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য, এম, এ, ।

এচ ৭

কুঁচ বরণ কন্যা রে তার মেঘ বরণ কেশ
আমায় লয়ে যাওরে নদী সেই সে কন্যার দেশ ।
পরণে তার মেঘ ডম্বুর উদয় তারার সাড়ী
রূপ নিয়ে তার চাঁদ সুরুযে করে কাড়াকাড়ি
আমি তারি লাগি বিবাগী ভাই চির পথিক বেশ ।
পিছলে পড়ে চাঁদের কিরণ নিটোল তারি গায়ে
সন্ধ্যা সকাল আসে তারি আল্তা হ'তে পায়
ও সে ময়না ঘরে ঘুরে বেড়ায় ময়নামতীর চরে
তারে দেখলে মড়া বেঁচে ওঠে জ্যান্ত মানুষ মরে
(তার) জল তরঙ্গে বাজেরে তার সোণার চুড়ির রেশ ॥

—০—

মদির আঁখির সুধায় সাকী ডুবাও আমার এ তনু মন
আজিকে তোমায় আমায়ও বেদনার বাসর জাগরণ ॥
মদালস আঁখি তব, সাকী দিল দোলা প্রাণে
বাদল ছাওয়া গুল-বাগিচায়, বুলবুল্ কাঁদে ৺জল গানে ॥
গোলাবী গুলের নেশা, ছিল মোর ফুলেল ফাগুনে
শুকায়ে গিয়াছে ফুলবন, নাই গোলাব গুলিস্তানে ॥
শুনি সাকী তোমার কাছে,
ব্যথা ভোলার দারু আছে
হিয়া কি অমিয়া যাচে,
জানো তুমি খোদা জানে ॥

দুখের পসরা লয়ে, কি হবে কাঁদিয়া বৃথা
সকলি গিয়াছে যখন, যাক্ ইমান্ সরাব পানে ॥

—০—

এচ ২৪

ডাক দিয়ে যায় কেগো আমায় বাজিয়ে বাঁশী
মন যে আমার আপন মনে হল উদাসী
পুলকে মোর সকল হিয়া
উঠলো যে আজ শিহরিয়া
বাতাসে কোন মধুর বেদন ওঠে আভাসি।
বাদল রাতে তারি বাঁশী শুনি গো বাজে
জাগিয়ে রাখা যূথি-বনের সুরভি মাঝে,
অজানা কোন ব্যথা মম
দুলিয়ে পরাণ যায় যে মম
দূর থেকে সে সুরে সুরে করে পিয়াসী।

—॰—

তার কাজল নয়নে ছিল স্বপন মাখা
ছিল হিয়াতে বকুল মালা বসনে ঢাকা।
কি ভাবি আকুল চোখে
চাহিয়া গেল রে মুখে
যেন নয়নে প্রাণের কথা ছিল রে আঁকা
সে যে মৃদুল চরণে চ'লে গেলরে ধীরে
শুধু যেতে যেতে মুখপানে চাহিল ফিরে
যেন সকরুণ গানে
কি যে কয়ে গেল প্রাণে
হায় তখন বুঝিনি তারে,—হ'লনা ডাকা ॥

—ঃ০ঃ—

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ঃ

এচ ৮

তুমি কিছু দিয়ে যাও,
মোর প্রাণে গোপনে। (গা)
ফুলের গন্ধে, বাঁশীর গানে,
মর্ম্মর মুখরিত পবনে ॥
তুমি কিছু নিয়ে যাও,
বেদনা হতে বেদনে।
যে মোর অশ্রু আঁখিতে এল
যে বাণী নীরব নয়নে ॥

—০—

শুভ্র প্রভাতে পূর্ব্ব গগনে উদিল,
কল্যানী সুখতারা।
তরুণ অরুণ রশ্মি ভাঙ্গে অন্ধ তামসী
রজনীর কারা।

—০—

শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক

এচ ৯

প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে হে নটরাজ
নটরাজ! জটার বাঁধন পড়লো খুলে;
জাহ্নবী তার মুক্তাধারায়
উন্মাদিনী দিশাহারায়
সঙ্গীতে তার তরঙ্গদল উঠলো দুলে।

রবির আলো সাড়া দিলো
আকাশ পারে শুনিয়ে দিলো
অভয়বাণী ঘরছাড়ারে
আপন স্রোতে আপনি মাতে
সাথী হ'লো আপন সাথে
সব হারা সে সব পেলো
তার কূলে কূলে ॥

—•—

তোমার আসন শূন্য আজি—
হে বীর পূর্ণ করো ;
ঐ যে দেখি বসুন্ধরা,
কাঁপলো থর থরো।
বাজলো তূর্য্য আকাশ পথে
সূর্য্য আসেন অগ্নিরথে
এই প্রভাতে দখিণ হাতে
বিজয় খড়্গ ধরো।
ধর্ম্ম তোমার সহায়,
তোমার সহায় বিশ্ববাণী
অমর বীর্য্য সহায় তোমার
সহায় বজ্রপাণি।
দুর্গম পথ সগৌরবে
তোমার চরণ চিহ্ন লবে
চিত্তে অভয় বর্ম্ম তোমার
বক্ষে তাহাই পরো।

—•—

শ্রীমতী শেফালিকা

এচ ১০

ঘরেতে আজ একা।
বাইরে বাদল বাজায় মাদল,
নেইকো যে তার দেখা।
শুন্‌ছি ব'সে শূন্য ঘরে,
দাদুর কাঁদে আতুর স্বরে
কেয়া কদম্‌ ফুটছে যখন জাগছে বনে কেকা।
ওগো আমার মনের মানুষ, মনের কথা জেনে
কেমন করে রইলে ভুলে, ভাবছি অবাক মেনে ;
মন্‌ যে চাহে মেঘলা রাতে, তোমার বুকে বুক মেলাতে
আর পারিনা লিখতে সখা, চোখের জলের লেখা ॥

—•—

কোন্‌ বনে আজ ভিজছো বঁধু
ভাবছি একলা ঘরে
(আর) মন যে কেমন করে
আমার প্রেমিক শ্যামের তরে।
পিছল পথের পথিক কখন আসবে আঙিনাতে
নয়ন যে মোর ঘুম ভুলেছে—
আজকে তিমির রাতে ;
তাইতো আঁখি আকুল হয়ে
মেঘের সাথে ঝরে ॥

—•—

কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মণ বি-এ।

এচ ১১

মেঠোসুর

ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে
আমি মাঠের বাটে যাই।
আকাশ তখন উষার সিঁথায়
সিঁদুর মাথায় ভাই।
শ্যামলা মেয়ে চুল এলিয়ে
কানে ফুলের দুল দুলিয়ে
তাল পুকুরে শালুক তুলে
তাকিয়ে দেখি তাই।
রূপ যেন তার চোখ ধাঁধান রোদ মাখান ছুরি,
(আমি) আউলি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি ধ'রে ব'টের ঝুরি :
আমার রয়না জারি জুরি।
যায় চলে সে ভিন্ গেরামে
আমার চোখে বাদল নামে
মুখ ফুটে হায় বলতে নারি
তার কাছে কি চাই॥

—•—

কাজরী।

এই পথে আজ এস প্রিয়া
করো না আর ভুল।
বকুল মালায় সাজিয়ে দেবো
তোমার এলো চুল॥

কইবনা গো একটি কথা
সইবো বুকে নীরব ব্যথা
কানে শুধু দুলিয়ে দেবো
ভুঁই চাঁপারি দুল।
সইতে যদি না পার সই নদীর কল তান,
মলিন যদি লাগে চোখে আকুল মম দান ;
নদীর বাঁকে বনের পথে
শিথিল করি কোন মতে—
খোঁপার মালা হতে দিও
একটি শুধু ফুল॥

—•—

এচ্ ২১

বঁধু এলো মধুরাতে
ওগো সাকি, মোছ আঁখি
ঢাল সুধা পেয়ালাতে।
নাহি মালা ছিল জ্বালা
ছিল ব্যথা হিয়া মাঝে।
বন তলে ফুল দোলে
দোল আজি বধু সাথে।
শীতবায়ে বনছায়ে
ছিল শুধু হিম ধারা
মধুমাসে আলো হাসে
কেন বারি আঁখি পাতে।
ভালবেসে পর হেসে চাঁপা কলি
রূপডোরে বাঁধ তারে
আসেনি যে বেদনাতে॥

—•—

তুমি তো বঁধু জানো
কাঁদিছে কেন আঁখি ;
নিভায়ে আশা আলো
আঁধারে—একা থাকি।
মরুতে বাসা বাঁধি
কি হবে মেঘে সাধি
ছেড়েছি যারে পেয়ে
কেমনে তারে ডাকি ?
ছিঁড়েছি যত মালা
জলে যে তারি জ্বালা
জ্বালে সে বুকে চিতা
কি দিয়ে বল ঢাকি ?

—০—

এন ৫১ ও কালো মেঘ বল্‌তে পার
কোন দেশেতে থাক।
তাল তমালের ঝুলন খেলায়
কাজল কেন মাখ।
বন গহনের শ্যামলা মেয়ে
আকাশ পানে একলা চেয়ে
পাগলা আলোর সাপ খেলিয়ে
আমায় কেবল ডাক ॥
শ্রাবণ ধারার জলাঞ্জলী
ভুঁই কদমে ঝর্‌ছে গো
বন্ধু আমার দূর বিদেশে
বুক যে কেমন কর্‌ছে গো

মোর নয়নের জল যদি চাও
তার কাছে আজ তাই নিয়ে যাও
আমার আঁখির জলছবিটি সবার
চোখে আঁকো ॥

—•—

এই কাননের ফুল নিয়ে যাও
আমার আঁচল থেকে।
এস পথিক কমল কুঁড়ির
পরাগ আতর মেখে।
এস তরুণ হাওয়ার মত
চাঁদের চোখের চাওয়ার মত
নিশীথ বাঁশীর গাওয়ার মত
স্বপন ছবি এঁকে ॥
আমার অশ্রুরাশি দিয়ে
আমার সুখের হাসি দিয়ে
আমার জীবন মরণ দিয়ে
রাখব তোমায় ঢেকে।

—•—

শ্রীমতী ফুল্লনলিনী: (কালো)

এচ ১৩

ধানি—তেতালা।

কৃষ্ণমুরারী বিনতি করি হে গিরিধারী,
অঞ্চল ছাড় চঞ্চলমতি, করকি করকি
লাজ কি নাই নিঠুর কানাই

পথের মাঝেতে

কেন ধর করে বুঝিতে নারি।

সঙ্গের সখিরা সব এখনই আসিবে হেথা,

হেরি তোমা সনে তারা কত না কহিবে কথা;

সর সর শ্যাম ছুয়োনা প্রভাতে,

মিলিব রাতে রহিব সাথে কদম তলাতে;

ঘরে যেতে দাও বৃথা না কাঁদাও

হের না ছলকি পড়িছে গাগরী।

সোহন—শ্যাম।

কত কেঁদেছে সে।

বঁধুয়া আমার কুঞ্জদুয়ারে সারাটি রজনী

দাঁড়ায়ে সজনি কত না সেধেছে।

মলিন বয়ান ভাসে আঁখিনীরে,

আমি হেরি না হেরিনু মিছে মান ভরে,

মোর পদতলে মুরলীটী তার,

শিখিপাখা সনে সই বারবার

অপরাধী পারা লুটেছে॥

এনে দে এনে দে হারান রতনে

আমি তুষিয়া রাখিব ধরিয়া চরণে

হের বিরহ জ্বালায় দহে তনু মন

হিয়াখানি মোর ফাটিছে॥

শ্রীযুক্ত হর্ষদেব রায় বি, এ

এচ ১৪

সিন্ধু খাম্বাজ—খং।

দিন গেল মা বৃথা কাজে,
তোমায় ডাকা হ'ল না।
আমি দিবানিশি ঘুরে মরি,
তোমার ধার ত' ধারি না॥
তুমি যত ডাক কাছে
আমি তত থাকি পিছে,
এখন দিনের শেষে কালের কোলে
আমি মা মা বলে ঝাঁপ দিব মা।

———

ভৈরবী—মধ্যমান।

শ্যামা মা তোর মুণ্ডমালা
ছেড়ে পর মা বনমালা,
মায়ের শান্ত স্বরূপ দেখে
জুড়ায় অঙ্গ প্রাণের জালা॥
হ'সনে মা আর শ্মশানচারী,
হৃষিকেশে কর মা সংসারী,
তোর প্রলয় মূর্ত্তি ছাড় মা এবার
তুই যে মা গো ত্রিদিব বালা।

—০—

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত মতিলাল
(এমেচার)

এচ ১৬

ফুলেরি বাসরে ফুলেরি সাজেতে
সাজাতে তোমারে সাধ।
কত আছে সাধ সাধভরা বুকে
সে সাধে যেন পড়ে না বাজ।
প্রভাতের এ ফুলে গেঁথেছি এ মালা
সাঝেরি ফুলেতে পুনঃ ভরি ডালা
মনমত হারে সাজাতে তোমারে
পুজিতে বাসনা আজ॥

—০—

তব চরণ তলে হৃদয় আমার
চায় মিশাতে মধুর রাতে
হে প্রিয় মোর বরণ মালা
চাই দোলাতে জোছনাতে।
উদাসী আজ তোমারি তরে
নীরবে মোর নয়ন ঝরে
জীবন আমার ধন্য হবে চরণ ধুলা নিয়ে মাথে।
সুন্দর হে আজ তোমারি তরে
নয়ন জলে মালাটী গাঁথা
শূন্য জীবন পুর্ণ কর যাক দূরে আজ সকল ব্যাথা॥
আজ বিরহের অন্তরালে
মিলন বাঁশী বল কে বাজালে

সেই সুরে মোর পাগল হিয়া
মিলন মাগে তোমারি সাথে ।

শ্রীমতী সন্তোষকুমারী (তেলেনা) ও শ্রীমতী মনোরমা

এচ ১৭

তোমার বাঁশী বাজবে থেকে থেকে ।
চপল নদী যেথায় গেছে বেঁকে ।
কবে গহিন রাতে,
বাঁশীর ইসারেতে,
উঠবে কেঁপে গানের ছোঁওয়া লেগে
বাতায়নের ফুল
হয়ত কোকিল কাঁদবে বন তলে
কাঁদিয়ে নদী কুল ;
থামাই যদি বাঁশী
নয়ন জলে ভাসি
তোমার লীলা চোখের জলে ঢেকে ॥

—০—

আজি ফুলেরি বনে
অলি জাগে, পাখী গাহে, সুখ স্বপনে ।
ভ্রমরা মদির আঁখি
আদর সোহাগে থাকি
কানে কানে কও কথা মধু লগনে ।

বুকে দোলে ফুল দল
প্রাণ ভরা পরিমল
বাহুমালা দিয়ে বাঁধ ফুল শয়নে ॥

— ০ —

শ্রীমতী সন্তোষ কুমারী (তেলেনা)ঃ

৮ ৩৭

তোমায় আমায় মিলন হ'লে একটী তরী
বাইবো মোরা প্রেমের গাঙ্গে স্বপ্নে মরি।
যেথায় বন বকুল ছায়া,
সেই ঘাটে হায় মোদের মায়া,
ফুল কুড়ায়ে গাঁথবো মালা পুলক ভরি ॥
সন্ধ্যা সকাল হয় ত' যাবে স্বপ্নে বেয়ে,
চোখে চোখে ক্লান্তি হারা রইব চেয়ে ;
তোমার সুরে আমার বাণী
গানের ধারায় মিলবে জানি
সেই সুরেতে বাইব খেয়া পুলক ভরি ॥

— ঃ —

তখন অস্তাচলে রবি ডুবে যায়
সোনার বঁধুর দেখা হ'ল সাঁঝের মোহনায়।
নিঝুম সাঁঝে নদীর ঘাটে
ভেঙ্গে লাজের কূল
পরাল সে খোঁপার মূলে
কৃষ্ণচূড়ার ফুল

(ওলো কৃষ্ণচূড়ার ফুল)
সুখের বানে গেলাম ভেসে (লো)
সোহাগ দরিয়ায়।
আজকে আবার এমনি সাঁঝে আলো মেঘের মেলা
উতল হাওয়ার চপল পারে ধানের খেতে খেলা,
ওপারে ঐ বঁধুর বাঁশী
কেঁদে ভাষায় কূল
এ পারে হায় মালা ছিঁড়ে
স্রোতে ভাসাই ফুল
(ওলো স্রোতে ভাসাই ফুল)
চোখের জলে একলা ভাসি (লো)
নদীর কিনারায়॥

—॰—

শ্রীযুক্ত অনিলভূষণ বাগ্‌চী :

এচ্ ১৯

তুমি কোন্ পথে এলে পথিক,
দেখি নাই তোমারে।
হঠাৎ স্বপন সম দেখা দিলে
বনেরি কিনারে।
ফাগুনে যে বান ডেকেছে
মাটির পাথারে
তোমার সবুজ পালে লাগ্‌লো হাওয়া
এলো জোয়ারে॥

কোন্ দেশে যে বাসা তোমার
কে জানে ঠিকানা।
কোন্ গানের সুরের পারে, তাহার
পথের নাই নিশানা।
তোমার সেই দেশেরই তরে
আমার মন যে কেমন করে
তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস
আমার প্রাণে বিহারে ॥

—:০:—

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
বাইবো না মোর খেয়া তরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেবো বেচা কেনা,
মিটিয়ে দোব লেনা দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে;
আমায় তখন নাইবা মনে রাখ্‌লে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাকলে।
যখন জম্‌বে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়
কাঁটালতা উঠ্‌বে ঘরের দ্বারগুলায়
ফুলের বাগান ঘন ঘাসের
প'রবে সজ্জা বন বাসের
শ্যাওলা এসে ঘির্‌বে দিঘির ধারগুলায়,
আমায় তখন নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাকলে ॥

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই-আমি।
নূতন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নূতন বাহুর ডোরে,
আসবো যাব চিরদিনের সেই-আমি।
আমায় তখন নাইবা মনে রাখ্‌লে!
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাকলে॥

এচ্ ৫৩

ঝড় বাদলের অন্ধ রাতে
বসে আজি একা।
এই পথে আজ তার সাথে মোর
হয় ত হবে দেখা॥
মনের চোখে সদাই হেরি
কানন বীথি আঁধার ঘেরি
জাগল বুঝি বরষ উজল
রূপের মোহের রেখা।
কল্পনারি স্বপন লাগে
চরণ ধ্বনি নাহি জাগে
হয় ত নিশা প্রভাত হবে
হবে নাকো দেখা।
জাগতে তবু হবে আমায়
নিয়ে স্বপন লেখা॥

স্বপন মাঝে গোপন প্রিয়া

চরণ দুটি ফেলে

(ওগো) নুপুর পায়ে ঝুমর ঝুমর

নিঝুম রাতে এলে ॥

আজ এ রাতে বাদল বাতে

বাতায়নের পথে

(ও গো) গন্ধ হয়ে এলে ব'য়ে

চমক দিয়ে গেলে ॥

(ওলো) চঞ্চলে নীল অঞ্চলে

আবরি তনুখানি

(ওগো) ঘুম ভাঙ্গাতে বাদল রাতে

(তুমি) এলে আগল ঠেলে।

(যদি) ঘুম ভাঙ্গালে নৃত্যতালে

স্বপনলোকের সাথি

(ওগো) নৃত্য পরা চিত্তহরা

যেওনা অবহেলে ॥

—০—

শ্রীমতী আঙ্গুর বালা (কাঁলো)

E5 ২০

আমার গানের নাইকো মানে

তবু তোমায় গান শোনাই—

যেমন ক'রে অকারণেই বাজে ভোরের ফুল-সানাই!

ঝর্ণা, ঝ'রে-পড়ার তানে,

দখিন বাতাস বাজালে বীণ,
মিছেই মোরা কারণ চাই।
তোমার প্রেমের সোনার খাঁচায়,
প্রাণ-কোকিলের মন কে নাচায়,
গোলাপ-রাঙা প্রলাপ বুকের,
সুখের ঘোরে ফুটিয়ে যাই!

—•—

শুধু চোখে চোখে চেয়ে থাকো
(কথা নয় কথা নয়)
মুখোমুখি বসে শুধু চাঁদিমার হাসি মাখো।
প্রাণ যবে প্রাণ পায়
কথা যে ফুরায়ে যায়
চোখে আজ বীণা বাজে
(শুধু) মুখে গান গেয়ো নাকো॥

—ঃ০ঃ—

এচ্ ১১০৪৫

জুঁই চামেলী ফোটে নিকো
দক্ষিণ সমীরণে।
এমন দিনে এলে প্রিয়
এলে আমার বনে॥
কি দিয়ে যে বরণ করি
নীরব লাজে তাইতে মরি
আমার বনে ফোটেনি ফুল
পুলক শিহরণে॥

ছিলাম আমি বিভোর ঘুমে
জাগালে মোর নয়ন চুমে
দিলাম শুধু বাহুর মালা
সজল নয়নে ॥

—০—

গানের কলি ফোটার বেলায়
দাও গো মোরে দাও সাড়া।
গাইব শুধু তোমারই গান
গাইব আমি আপন হারা ॥
যুগে যুগে এমনি চেয়ে
তোমারই গান এমনি গেয়ে
ফুটিয়ে তুলি বনের কুসুম
ফুটিয়ে তুলি চন্দ্র তারা ॥
জাগুগ আমার কুঁড়ির স্বপন
দাওগো পরশ হে মোর তপন
নয়নে মোর নয়ন রাখো
পড়ুক ঝরে আলোর ধারা ॥

—০—

এচ ১১০৫৪ এ ভরা ভাদরে
ভুলায়ে আমারে
কেন আঁখিনীরে
ভাষালে আমায়।
যাবে যদি চলে
কেন এসেছিলে

কেন গো রহিলে
জীবন সন্ধ্যায়।
জানি না বুঝি না দুখ আছে এত
সাথী ভেবে তোমায় পুজিতাম সতত
আজিও সে পূজায় জীবনেরই ধন
সকল সময় ডাকি হে তোমায়॥

—•—

কেন আঁখি জল
ঝরে অবিরল
এ ভরা বাদল
নিঝুম রাতে।
কোথা গো পিয়া
কাঁদিছে হিয়া
তোমার লাগি
নিরালাতে॥
কত যে কথা জাগে মনে
বাদল ধারা বরিষণে
আসিবে ফিরে হয় যে মনে
কমল বনের গোপন পথে।
সুখে দুঃখে স্বপনে ছবি
দেখে শুধু কাঁদে কবি
তোমারই কথা সদা যে ভাবি
থাকি তোমার কল্পনাতে॥

—•—

শ্রীযুক্ত হরিপদ রায়।

এচ ২২

ওগো মরমিয়া !
আমার গানের বেদন লেগে কাঁপে তোমার হিয়া।
আমার সুর কাঁদে কোন ব্যথায় জানো
তারে তুমি বক্ষে টানো
অশ্রু তোমার গোপন কর ওগো দরদিয়া।
তোমার ব্যথার সাথে হ'ল আমার সুরের দেখা
জানি জানি ও উদাসী ওগো চির একা—
জানি বঁধু ব্যথার শেষে
আসবে তুমি করুণ হেসে
সেই আসাতেই মর্ম্ম আমার আছে আকুলিয়া।

—০—

ও বীণকার!
তোমার বীণায় দোলায় আমার প্রাণ।
ফাগুন হাওয়ায় বাদল ধারায়
জাগাও একি তান।
সে তান শুনে জানি না যে
প্রাণে কিসের বেদন বাজে
হিয়ায় আমার কাঁপন লাগে
জাগে ব্যাকুল গান।
তোমার বীণা শুনি বাজে ফুলের সুষমায়—
হঠাৎ হাওয়ার গন্ধ কাঁদে নীড়ের বেদনায়

তোমার বীণা করুণ সুরে
বাজে আমার হৃদয় পুরে
পূর্ণিমাতে প্রাণের কূলে
জাগায় ব্যথার বান।

—•—

শ্রীমতী পারুল।

এচ্‌ ২৩

নাও সাজিয়ে নয়ন বাণে,
জোড়া ভুরুর নিঠুর ধনুক—হৃদয় হরিণ বধবে প্রাণে,
নীল আকাশের প্রেমিক বুকে,
চাঁদ্‌নী বিভোর স্বপন সুখে,
ফুল বাড়ীতে কোন পাপিয়ার
প্রেমের আদর ফুট্‌ছে গানে।
গোলাপ বনে আগুন জেলে
ফাগুন বাতাস যায় যে খেলে,
সাধ করে আজ মর্‌তে যে চায়,
বাঁচবে ম'রে চোখের টানে।

—ঃ০ঃ—

গাইছে কোকিল গায় পাপিয়া
তাইতো আমি গাইব গান,
চপল চাঁদের চুমুর মধু
চুমুক দিয়ে কর্‌বো পান।
ওলো আমার মনের কথা মনে মনে তাই বলি,
বিনিয়ে বেণী নতুন খোঁপায় পর্‌বো দুটী চাঁপকলি,

বাজবে যখন বঁধুর বাঁশী
ছুটবে চটুল ফুলের বাণ!

— — —

শ্রীমতী নিহারবালা :

এচ ৩৮

ও গো আমার অচিন্ বাঁশী
প্রাণে তুমি বাজাও কি সুর
মনের কুসুম ফুট্‌লো যদি
রইলে দূরে হে মোর সুদূর ॥
তোমার লাগি মনের বঁধু
হিয়ায় কাঁদে ফুলের মধু
গানের কুলায় কাঁদে কোকিল
তোমার লাগি চির বিধুর ॥
কাটে না আর নীরব রাতি
গানের মালা তাইতো গাঁথি
এস প্রিয় ক্ষণিক ভুলে
চোখের জলে গানের কূলে
পরশ দিয়ে সরস কর
কর আমায় চির মধুর ॥

—০—

মন আমার মানে না কথা।
আমি তারে বুঝাই যত
মন বোঝ না মনেরি ব্যথা ॥

অবহেলায় ফিরাই তারে
জীবন ভরে চাই গো যারে,
কণ্ঠে ঢুলাই বারে বারে
নয়ন জলে মালাটী গাঁথা।

পূজার প্রদীপ যতই জ্বালি
(দীরঘ শ্বাসে নেভাই আলো)
বাড়ে শুধু মনের কালি ;
হৃদয় যারে দিইনি কভু
তাহেই করি প্রেমের প্রভু
পথের ধূলায় বসাই তারে
অন্তরে যার আসন পাতা॥

—০—

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়

এচঁ ৩৯

অবেলায় কেন গো পথিক এলে হে পান্থশালায়!
কি দিয়ে পূজবো আজি
ফুল নাহি যে ফুলের ডালায়॥

বসন্তের ফুলের বাসে
মলয়া নাহি হাসে
নিদাঘের উষ্ণ শ্বাসে
পথিক এলো পরাণ জ্বালায়॥

ফিরে যাও হে পথচারী
গোধূলি বিদায় মাগে

আঁধারে পথ হারাবে
ফিরে যাও গো সবার আগে ;
আয়োজন নেইকো বলে
যেও নাকো অবহেলে
নিয়ে যেও শুধু গলে
গাঁথা হার অশ্রুমালায় ॥

—•—

গাইতে হবে না গাওয়া সেই গান বিদায় বেলা
ব্যথার গানে রাঙ্গিয়ে দিয়ে আমায় যায় অশ্রুমালা।
আকাশে কাণ পেতে শুনি
তোমারই গান ওগো গুণি
আসবে নাকো তাও জানি
রইবে পড়ে বরণ ডালা।
সাঁঝের বুকে মলিন হ'ল ফুলের হাসি
কোন দূর সুদূরে উঠলো বেজে বিদায় বাঁশী
কেনরে আজ আনমনা
আঁখি কোণে হিমকণা
শেষের গানে শেষ করে দে মরণ জ্বালা ॥

—::—

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল,
বাণীকণ্ঠ।

১ ৪•

সিন্ধু বারোয়াঁ—দাদ্‌রা।
তুমিই আমার গান-জাগানে দখিন হাওয়া
প্রাণে এস—প্রাণে এস

উজল কাজল কাল কে শোভে কালিন্দী কূলে
অপরূপ সে রূপ হেরি মুনি জন মন ভুলে ॥
সরল হাসি গরল রাশি
হরষে সদা পরশে সে
গোপিনী মনি বিনোদিনী
পরশে সদা আশীবিষে
সব আশা নাশা বাঁশী
বলে ভাল বাসি বাসি
পরায়ে প্রেমের ফাঁসি
দাসী করে তার পদতলে ॥
ত্যজি গোকুল ত্যেজি গো কুল
আকুল হয়ে কুলবতী
ধরম দলে সরম ভুলে
যমুনা জলে যায় নিতি,
কালা সনে নিরজনে
কিবা কহে কেবা জানে
কভু হাসে দুই জনে
কভু ভাসে নয়ন জলে ॥

শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন মুখার্জ্জি ঃ

এচ ১৫

(ওগো) তোমার সাথে বাঁধ মোরে
প্রেমেরি রাঙ্গা ডোরে ।
লও গো তুমি আমায় আজি
নিজের মতন করে ।

হৃদয় মাঝে দাঁড়াও আসি
বাজবে নুপুর বাজবে বাঁশী
আমার প্রাণের মুকুল গুলি
পড়্‌বে পায়ে ঝরে ॥

—•—

যে মালাটী পরিয়ে ছিলাম
তোমারই গলে।
ফিরিয়ে কেন দিলে তাহা
বিদায় দেবার ছলে ॥
মালার সাথে ওগো রাণী
দিলে তোমার পরাণ খানি
অজানা কোন আকুল বাণী
জাগলো আঁখির জলে ॥
ব্যথার কাঁটা ফুলে ফুলে
পরশ লেগে উঠ্‌লো দুলে
মধুর সুরে বাজল বাঁশী
আমার হৃদয় তলে ॥

—০—

শ্রীমতী বিজয়া দেবী ঃ

ন ১১০৪৪

রুমুক ঝুমুক রুম ঝুম নুপুর বাজে।
বিরহী পরাণ মম সে দুটী চরণ যাচে ॥
সে নৃত্যের তালে তালে,
দোলেরে কুসুম ডালে

তার আগে মরাল দোলে
হিল্লোলে তটিনী নাচে ॥
শিশুর চরণ চলে সে চরণ ছন্দে
শিখির চরণ টলে রঙ্গীন আনন্দে
বাদলের রিনি রিনি
বাজে সেই শিঞ্জিনী
শুনি সে নুপুর ধ্বনি
নিশিতে প্রভাতে জাগে।
মৃদুল মঞ্জুর কভু বাজে সে মধুর
বেদনা মুখর কভু হরষে নুপুর ;
তরুণ হৃদয় মাঝে
তারই আগমনী বাজে
নাচে সেই নটরাজ
আমার হৃদয় মাঝে ॥

—০—

সবারে বাসরে ভাল
নইলে মনের কাল ঘুচবে নারে ॥
আছে তোর যাহা ভাল
ফুলের মত দে সবারে ॥
করি তুই আপন আপন
হারালি যা ছিল আপন
এবার তোর ভরা আপন
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে ॥
যারে তুই ভাবিস ফণী
তার ও মাথায় আছে মণি

বাজা তোর প্রেমের বাঁশী
ভবের বনে ভয় বা কারে ।
সবাইরে তোর মায়ের ছেলে
রাখবি কা'রে কায়ে ফেলে
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে সেই ওপারে ।

শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্ত্তী (নাকুবাবু) :

এচ ১১০৪৬

আমার ঝরা ফুলের এই মালাটী
(ওগো) প'রো তুমি গলায় ।
যতন করে তুলে নিও
(তুমি) না দলিও পায় ।
আমার যত প্রাণের ব্যথা
সব দিয়ে এই মালা গাঁথা
নয়ন জলে ভিজিয়ে রেখো
বঁধু যেন না শুখায় ॥

—ঃঃ—

(ওগো) আমি পাবনা তোমারে পাবনা ।
আমার সকল বাসনা সাধনারই ধন
আমারি আকুল কামনা ॥
নিয়ত আছে যে স্বপনেরি সনে
আমারি বিরহে জীবনে মরণে

পরাণে থাকিয়া ছলে সে নয়নে

মিছে কালা দেয় যাতনা ॥

লইয়া শরণ মরনেরই কূলে

দেখিব আমারে কেমনে সে ভুলে

আমি আর না হেরিব নিঠুর শ্যামলে

মরিয়া ভুলিব ভাবনা ॥

—•—

শ্রীযুক্ত কুমুদেশ সেন (এমেচার)।

এচ ১১০৪৭

বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে বালুর চরে।

কেমনে ফিরিব গোধন লইয়া গাঁয়ের ঘরে।

কোমল তৃণের পরশ লাগিয়া

চরণে নূপুর পড়িছে খসিয়া

চলিতে চরণ উঠে না বাজিয়া কেমন ক'রে ॥

কোথায় খেলার সাথীরা আমার কোথায় ধেনু।

সাধের হিয়ায় জাগিয়া উঠিছে গোকুল বেণু ।

ফোটা সরিষার কাঁপানির ভরে

সারা মাঠখানি কাঁপে থরে থরে

চরণ ধরিয়া সাঁঝের শিশির কাঁদিয়া মরে ॥

—০—

ঝুলনের দোল লাগে ঐ বন তমালের উতল শাখায়।

দোলে মোর আকুল হিয়া আজ মরণের নাগর দোলায়।

জানিনা কার নয়ন মায়া

ভুলালো হায় তোমায় পিয়া

উদাস বেলা কাটাও তুমি কোন দরদীর মিলন আশায়।
তোমার বিজন মিলন ঘরে যে খট তুমি রাখলে পাতি
ভরুক তা মোর নয়ন লোরে তাইযে আমার গোপন সাথী,
মোর জীবনের কাঁটার সাজি
সাজাক তোমার বাসর আজি
আমার গোপন মরন জ্বালাক তোমার প্রদীপ হেলায়॥

—০—

শ্রীমতী গোপালীবালা

দিয়ে গেল দোল গোপনে এ কোন খ্যাপা হাওয়া।
মরমের রঙ্গমহলে কার এ গজল গাওয়া॥
চাঁদিনী ছল করে সই প্রেমিকে আজি মনকে ভোলালে
কে চাহে বর্ষা রাতে ফুল ফাগুনের দোলনা দোলাতে,
নহে লো মোর মিছে চোখের জলে সাধ করে নাওয়া;
যে গেল ভুলবে বলে আজকে তারে ভুলবো রে পাওয়া॥

—০—

ভরা ভাদরে ঝরে বাদর।
পিয়ার লাগি একা একা জাগি
পিয়া বিনা হিয়া আজি বিরহ কাতর॥
(ঝর ঝর ঝর ঝর)
ময়ুর ময়ূরী নাচে হৃদি মাঝে
নাচে গো নাচে গো;
আমার বাসনা যত ময়ুর ময়ূরী মত
নাচে গো নাচে গো।

উথলিছে তালে তালে হৃদয় সাগর।
ঘনাইয়া আসে দেয়া গন্ধে আকুল কেয়া
টলমল যৌবন ধরিতে নাগর॥

—০—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় (এমেচার)

কোন বিজয়ীর জয় অভিযান
ফাগুন সন্ধ্যায়।
তার রথের তলায় রইতে পারি
অশান্ত মন ধায়।
পলাশ ফুলের রঙ্গিন ডালে
রক্ত নিশান কে উড়ালে
উত্তরী কার দোদুল দোলে
দুরন্ত হাওয়ায়॥
ফুলের কুঁড়ির পাপড়ী ঢাকা
লজ্জা রাঙ্গা মনটি ঘুমায়
কে দরদী চোখ ফোটালে
আদর ভরা চুমায় চুমায়।
শ্যাম তনু কার নয়ন মাতায়
রূপ হয়ে ওই অপরাজিতায়
আনন্দ কার গন্ধ মাতায়
রজনী-গন্ধায়॥

—০—

সুখের রাতের হেলার কুসুম
দুখের রাতের মালা।
যে দীপ সেদিন নিভিয়ে বাঁচা
আজকে তারে যত্নে জ্বালা॥
সেদিন কোমল যেই বিছানায়
বিছিয়ে দেওয়া হাস্নুহানায়
আজকে সেথায় চোখের জলে
বুকের তরল আগুন ঢালা।
চপল আঙুল ছিঁড়লে সে দিন
বীণার যে তারগুলি
বাঁধতে তারে আজকে মিছেই
আদর করে তুলি;
পলক সে দিন আন্‌তো প্রলয়
গাইতে যে গান দেয়নি সময়
আজ একেলা কেবল গাওয়া
সেই সে গানের পালা।

—০—

শ্রীমতী কনকলতা।

আজকে আমার অশোক বনে ফুল ফোটান খেলা।
চোখে চোখে নীরব চাওয়া সন্ধ্যা সকাল বেলা॥
ফুটলো যবে প্রথম হেনা
সেইক্ষণে মোর তোমায় চেনা
শ্যামল বনের নদীর বাঁকে
যেথায় ফুলের মেলা॥

তোমার মালা পরিয়ে দিয়ে মোর এলো চুলে
উত্তরীতে বাঁধন জড়াও আমার দুকূলে ;
এমনি করে সে কোন দিনে
তোমায় আমি নিলাম চিনে
ভাষিয়ে দিলাম রূপ সায়রে
নীল নয়নের ভেলা ॥

হিয়ায় আমার পুলক লাগে
কোন সুদূরে বাজাও বাঁশী ;
ওগো আমার অচিন্ প্রিয়
তোমায় আমি ভালবাসি ॥
খুঁজি তোমায় পাখীর গানে
নিঝুম রাতে বাঁশীর তানে
ওগো আমার হৃদয়হরণ
তোমার লাগি মন উদাসী ॥
খুঁজি তোমায় মেঘের গানে
জলভরা ঐ নীল গগনে
শিশির ভেজা শরৎ প্রাতে
সেফালিকার ব্যাকুল বনে ;
ফাগুন রাতে দক্ষিণ বায়ে
মিলাও সে কোন ফুলের গায়ে
চাঁদের আলোয় মেঘের কালোয়
লুকাও তোমার মোহন হাসি ॥

বাঙ্গলা শিশু-মঙ্গল রেকর্ড।

শিশু মঙ্গল সমিতি।

গুরুম'শায়ের পাঠশালা।

এফ-জি ১

[পাঠশালে চাঁদের হাট বসেছে—মাদুর বিছিয়ে পাতাড়ি পেতে গাঁয়ের ছেলেরা চাদ্দিক আলো করে বসেছে—দু'জনে পড়া শিখ্‌ছে]

প্রথম বালক। কানে মাকড়ি ক—

দ্বিতীয় বালক। আকাশ মুখো খ—

(গুরুম'শায়ের নাসিকাধ্বনি করিয়া তন্দ্রা—পরে বিজড়িত স্বরে—)

গুরুম'শাই। বলো—বলো—

১ম বালক। নাদা পেটা চ—

২য় বালক। কাঁধে কলসী ঝ—

১ম বালক। না দিলে গুরুম'শাই—ফাঁকি দিলে—

গুরুম'শাই। [illegible]—কি বলি রে? এই দাতাকর্ণ এনেছিস? রে। [illegible] পা, তোর বই কই?

১ম বালক। (বড়ীর [illegible] তোত্‌লা ভাবে) গু-গু-গুলে খেয়েছি।

গুরুম'শাই। ([illegible]) গুলে খেয়েছ? তোমায় জোলাপ দিয়ে বার [illegible]বো।

(এমন সময় খোকনের হাত ধ'রে বাঁকুড়া জেলার এক বুড়ো [illegible] [illegible]ধে নিয়ে এলো)

বৃন্ধা ঝি। গড় করি গো—আমি আহ্লাদি বটে—এইটী দিদিমণির খোকন—কাল মামার ঘরকে এসেচোন—হেই সিধে রাখো—একে পড়া জিগ্গুসো—অমন যে মুকসুদোবাদ সোহর তাতেও হেই মা কেউ ঠকাতে পারলেক্ নি।

গুরুম'শাই। (আনন্দে সিধে দেখিতে দেখিতে) সহুরেকে আবার ঠকান, হয় ময় লিখতে বল্লেই চক্ষু চড়ক্‌গাছ।

বৃন্ধা ঝি। ইঞ্জিরি ক'রে জিগ্গুসো তাউ বল্‌বে।

গুরুম'শাই। এঁা—আঃ হা—হা তাই নাকি ?

বৃন্ধা ঝি। এ যে পাঁচু ঠাকুরের দোব্বরা।

খোকন। পাঁচু বানান বল্‌বো, পি—আঁচু—পাঁচু—পি—আঁচু—পাঁচু।

গুরুম'শাই। এ যে বাধে না গো।

খোকন। কচু বানান বল্‌বো, কি—অচু—কচু

গুরুম'শাই। এ যে ক্ষণজন্মা—ক্ষণজন্মা।

খোকন। খি—অন—খন—জি—অন্মা—

বৃন্ধা ঝি। আদ্‌পে ঠেক্‌লনি, একবারে চ্ঃ

খোকন। চি—অট্—পট্—চট্পট্—চি—ার ব্যাকু—চট্পট্।

গুরুম'শাই। অহ্লাদি রে, এ যে তাক লাগি

বৃন্ধা ঝি। বাবা ঠাকুর, মরা হাজা গাে (ক্রন্দন সুরে) এ বাঁচ্‌বে তো ?

গুরুম'শাই। উদিকে সিধে আর এদিকে গুরুম'শাই—এ যাত্রা মারে কে ?

খোকন। ওই হাঁস যাচ্ছে। হাসের ডাকের বানান করবো?
পি—এঁ্যাক্—প্যাক্—প্যাক্প্যাক্—পি—
এঁ্যাক্—প্যাক্—প্যাক্প্যাক্

—

সব চেয়ে পরিপাটী

প্রথম। পয়সা গোল, টাকা গোল আলুও গোল।
সবার চেয়ে গোল কিন্তু মনের গণ্ডগোল॥

দ্বিতীয়। কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙ্গের বেশ।
[illegible]র চেয়ে আরো কালো ময়লা হিংসা দ্বেষ॥

[illegible] লো, দধি ধলো, ধলো পুষ্প কাশ।
[illegible] চেয়েতে চন্দ্র ধলো তাচ্চে যশের রাশি॥

[illegible] ঙ্গা, করবী রাঙ্গা টক্‌টকে সিন্দুর।
[illegible] য় বেশী রাঙ্গা লজ্জা সুমধুর॥

প্রথম। [illegible] নিসিন্দে তেতো, তেতো মাকাল ফল।
[illegible] বশী তেতো যে বা হয় খল॥

দ্বিতী[illegible] [illegible] পুল ঝাল, ঝাল সবুষে জানি।
[illegible] চ্চে ঝাল তাচ্চে কটুবাণী॥

প্রথ[illegible] [illegible] মিষ্টি, আর মিষ্টি মধু।
[illegible] মিষ্টি মিষ্টি কথা শুধু॥

দ্বি[illegible] [illegible] তল, হিম শেতল পাটী।
[illegible] বক্ষ সবচে পরিপাটী॥

—

এফ-জি ২

পশুর ডাক, ছড়া সহ।

(বাঘ দেখে শিয়াল ডাকছে, আর ছেলেরা ছড়া বলছে)
বাঘ এসেছে ফেউ লেগেছে পার হ'য়েছে সোনার গাঁ।
ধর্ ধর্ বাঘে মোড়ল হাঁকে সড়কি লাঠি নিয়ে যা ॥
নিন্ নিন্ নিন্ না পাঁঠা ডেকে নিন্ না—
(পাঁঠার ডাক—ব্যা—ব্যা—)
নিন্ নিন্ নিন্ না বেড়াল ডেকে নিন্ না—
(বেড়ালের ডাক—মিউ—মিউ—)
যাক্‌গে, থাক্‌গে, নিক্‌গে বাঘে
মাথি ফলার সবার আগে ॥
(কুকুরের ডাক—ঘেউ—ঘেউ)
কুকুর ডাকে তাই না শুনে কেঁদে ওঠে ছেঁচু—প্যাঁচু—পি-
ছুটে পালায় চোরের দল বোঁচকা বোঁচ্‌ক

সন্ধ্যা ও সকাল।

(দূরে সন্ধ্যা সমাগমে ভক্ত গাইছে— পাপীয়া, কেদারা, বউ-কথা-কও ইত্যাদি নানা চ[illegible] দের মধুর কণ্ঠে গাইতে গাইতে কুলায় ফিরছে। [illegible]—র ব্যাকু—চটু

ভক্ত গাইছে—বিভাবরী [illegible]
সাঁঝে শ্যামা গাহে (ক্রন্দন সু
পাপিয়া ধরেছে [illegible]
কেদারা কেদারাকে [illegible]—এ
বউ কথা কও'

জীবের জীবন হেরে
কর্ রে বিভুর গান ॥

*　　*　　*　　*

(পরে ভক্ত বিভাবরীর অবসান দৃষ্টে কোকিল, টিয়ে ইত্যাদি তাদের মধুর স্বরে জগন্মাতার নামগান করিতে করিতে বলিতেছেন)

ভক্ত গাইছে—বিভাবরী অবসান।
গাও তো কোকিল টিয়ে
ধ'রে তাঁর নাম গান ॥

তাগ্ ধিনা ধিন্ ধিন্।

এফ [illegible]পতি [illegible]
[illegible]ন্দ করব। [illegible]ণতে বছর সুরু নবান্ন হয় মিঠে।
[illegible]ভকদল। [illegible] (নেপ[illegible]াসেতে আঁউনি বাঁউনি ঘরে ঘরে পিঠে ॥
প্রজাপতি। ও কা[illegible]সেতে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি।
[illegible]বে না। ওরা[illegible]স রোগ সারাতে ফাগের ছড়াছড়ি ॥
প্রথম। [illegible]য় হেঁদেন বাজন চোটে কাঁপে বাঙ্গালা সারা।
[illegible] না—[illegible] তুলসী দলে তোলে জলের ঝারা ॥
দ্বিত[illegible] [illegible]না? [illegible]ষ্ঠী রাঁটা বাঁধে ষষ্ঠী ডোর।
[illegible]। স্থরে। [illegible] রথযাত্রা নাইকো লোকের ওর ॥
প্র[illegible]হাবু। [illegible] বুড়ীর [illegible]ন দোলন পথ্য ঘৃত মুড়ি।
কর্ত্ত[illegible] [illegible] খান বনে মনসা বুড়ী ॥
[illegible]সি [illegible] [illegible]গো আসেন কোলাকুলির তরে।
[illegible] [illegible]শ পিদিম শস্য রক্ষা করে ॥
উভয়ে। [illegible] [illegible]। আছে আপন পরে নিয়ে.

রোগ ভোগ আর আপদ বালাই শত্রুশিরে দিয়ে ॥

প্রথম। চরকা চলুক ফর্‌কে ফর্‌কে মরায়ে থাক ধান।
বৃষ্টি পড়ুক টাপুর টুপুর নদীতে গাক্ গান ॥

দ্বিতীয়। মুষ্টি ভিক্ষে থাকুক মোদের গরু বাছুরের পাল।
নামে রুচি জীবে দয়া মাছে ভরা থাল ॥

প্রথম। আম কাঁঠালের বাগান থাক্ থাকুক কলার পাত্তা।
সকল রামের শিরে ধরুক সব লক্ষ্মণ ছাতা ॥

দ্বিতীয়। কৌশল্যা যে সব জননী, সীতা সকল নারী।
পতি হেথা পরম গুরু আপনি বংশীধারী।

উভয়ে। যেমন আছে তেমনি থাকুক সুখের সকল দিন।
পাল পাব্বন নিয়ে নাচি তাগ্ ধিনা ধিন্ ধিন্ ॥

মাচু—পাচু—পি-

ফড়িং বাবুর বিয়ে।

উভয়ে ফড়িং বাবুর বিয়ে
ওগো ফড়িং বাবুর বিয়ে

প্রথম। গোবরা পোকা গাড়ী টানে, ... লো আনে,
বাজায় কিটিরমিটির টিক্‌টিকি ... য়।

উভয়ে। ওগো ফড়িং বাবু

দ্বিতীয়। সাজিয়েছে গো বরণডালা, ...র ব্যাকু —চট্ মালা,
জল সইছে ফল বইছে বিষ্টি

উভয়ে। ওগো ফড়িং বা... গাছে (ক্রন্দন

প্রথম। প্রজাপতি, সুঁয়োপোকা
বুক ফুলিয়ে কনের বাড়ী ... দিকে ...রুয়াগাই—এ
ভোমরা কালো গাইবে ভা...

উভয়ে। ওগো ফড়িং বাবুর বিয়ে ॥

দ্বিতীয়। ঝিঁঝি পোকা বাজায় বাঁশী আমোদ করে ফুলের রাশি,
তাই না দেখে লাজে লুকোয় কোয়েল দোয়েল টিয়ে।

উভয়ে। ওগো ফড়িং বাবুর বিয়ে ॥

প্রথম। জামাই পেয়ে মনের মত, রঙ্গ করে কত শত,
বেদে বাউল নাপ্‌তিনী হয় আজকে মায়ে ঝিয়ে।

উভয়ে। ওগো ফড়িং বাবুর বিয়ে ॥

দ্বিতীয়। দই রাব্‌ড়ি কাদার নাদা পড়লো কত গাদা গাদা
হ'লো পাথর-কুচি ফুলকো-লুচি ঘাস ভাজি গো ঘিয়ে ;
আবার ব্যাংএর ছাতা হ'ল পাতা বসলো সবাই নিয়ে

উভয়ে। ওগো ফড়িং বাবুর বিয়ে ॥

াপতি।

ন্দ করব।

ভেকদল। (নেপ

প্রজাপতি। ও ক

এক ভিজবে না। ওরা

সরস্বতী পূজা।

(আরতির বাজনা বাজিতেছে)

গুরুম । য় হেক্কোলৈ্যঃ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈঃ নমঃ নমঃ!
বেদ, বেদ না—নেভ্যঃ এব চঃ" জয় মা, জয় মা, মা, মা, মা,
দয়া কর না?

বালক। (সুরে) এবার আমরা অঞ্জলি দেবো—

গুরুবাবু। বুড়ীর এর চুপ কর—বাজে চেঁচাসনে (মুখ
ভ্যাংচ কর্ত দিবি রে হতভাগারা—ঠাকুর প্রণামী
এনেছিস

মশাই!

প্রথম আনা—

দ্বিতীয় বালক। আমি দু আনা।

তৃতীয় বালক। আমি দু পয়সা।

গুরুম'শাই। চুপ কর্ চুপ কর্ বাজে চেঁচামেচি করিস্‌নি। ভারি পেন্নামী সব এনেছেন, তার জন্যে গলাবাজীর ধুম দেখ না বছরের মধ্যে মা সরস্বতী একটী দিনের জন্যে আসেন, তাঁকে দু'পয়সা বেশী করে আর কোন ব্যাটা পোড়ো দিতে চায় না, সবাই বলে "আনা" ভুলেও এক ব্যাটা টাকার কথা মুখে উচ্চারণ করে না; এই জন্যেই তো কোনো ব্যাটার বিদ্যে তেমন হয় না।

প্রথম বালক। কেন গুরুমশাই, পেন্নামী ছাড়াতো আমরা পূজার চাঁদা দিইছি—

গুরুমশাই। চুপ করে থাক গর্দ্দভ। গুরুর ব... ...প— চড়িয়ে গাল ভেঙ্গে দেবো— পাঁচু—পাঁচু—পি-

(সৈরভি ঝির সহিত জমিদার পুত্র বিলাসে...)

গুরুমশাই। এস এস এস ধন ... বাবু এসো—এই, এই ছোঁড়ারা—সরে দাঁড়া—জমি... ...সছেন— জমিদার বাড়ীর দাসী ঠাকুরুণ এসেছেন—সবে... ...লে।

ঝি। মুখুই কোথা গো—গুরুমশাই—চট্‌পা... ...। আমি সৌরভ—এই ছোঁড়ারা সরে দাঁড়া না, মা...র ব্যাকু...—চট্। পেন্নামী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

...গি...

সরস্বতী পূজার ২য় ...গা... (ক্রন্দন ...)

ঝি। এই টাকা নাও, শীগগির ... দিইয়ে দাও—

...দকে গুরুমশাই—এ

গুরুমশাই। টাকা ক'টা বাজিয়ে... ...—এস

এস বাবা বিলাস বোস এইখানে বোস—

ঝি। গুরু মশাই! মা ঠাকুরুণ বলে দিয়েছেন খোকার হয়ে মা সরস্বতীকে তুমি ভাল করে সমাস কের্ত্তন করে বুঝিয়ে বল যেন খোকার পেটে বিদ্যার জাহাজ হয়—

গুরু'মশাই। আমায় বেশী করে বলতে কেন হবে সৈরভ? মা সরস্বতী কি আর অবুঝ? এস বাবা বিলেস ধন এসো—আমার এই ভাল আসনটায় বস—

বিলাস। গুরুম'শাই অনেক বেলা হ'য়ে গেল যে, আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে—আমায় শীগ্‌গির শীগ্‌গির অঞ্জলি দিয়ে দিন না।

গুরুম'শাই। এখুনি এখুনি। এই নাও—ফুল নাও। বল বাবা বিলেশ—আইলেন মা সরস্বতী—

[illegible] লেন মা সরস্বতী—

[illegible] আঃ আর বলতে পারব না, আমার বড় মুখ [illegible]

[illegible] —আচ্ছা ঐ হলেই হবে ঐ হলেই হবে। চল চল [illegible] ফুল তোমাদের সঙ্গে এই তোমাবি হাতে দিচ্ছি। [illegible] না—[illegible]মাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি—কিছু [illegible] সরস্বতী খুব খুসী হয়েছেন। পাঁচ টাকা চাঁদা—[illegible] স! বিদ্যের জাহাজ তো জাহাজ, খোকার [illegible] বুড়ীর [illegible]ঞ্জের বিলেত লণ্ডন অবধি গজ্ গজ্ করবে [illegible]

প্র[illegible] কি করব ভাই অনেক বেলা হল—

গুরুম' [illegible] অঞ্জলি দেওয়াবেন?

দ্বিতীয় [illegible] নাই দেওয়াবেন। বাবা বলেন

"মা সরস্বতী গরীব গেরস্তোর ছেলেদেরই বেশী দয়া করেন। মা সরস্বতী টাকা পয়সা চান না ভক্তি চান"। আয় ভাই আমরা সকলে মাকে ভক্তি ভরে অঞ্জলি দিই :—

কজ্জল পূরিত লোচন ভারে
স্তনযুগ শোভিত মুক্তাহারে
বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে

———

ভাই বোন।

এফ জি ৭

উভয়ে। ভাই বোনে খেলে বেড়াই আমরা দু—
নইলে এমন মাথামাথি থাকতো কোঁচু—পাঁচু—পি-

ভাই। (আমি) হাত বুলোই বাবার পা
বোন। সেবা মায়ের করি আমি বেড়াই
ভাই। আদর মোরে সবাই করে।
বোন। আমায় সবাই বুকে ধরে।
উভয়ে। নইলে এমন মাথামাথি থা—

——— চট্‌পট্‌
—র ব্যাকু—চট্

বিভ্ত [illegible]

খুকী তোমার কিছু বো[illegible] গাকে (ক্রন্দন র
খুকী তোমার ভারি [illegible]
ও ভেবেছে 'তারা' উঠি[illegible] দিকে [illegible] —এ
আমরা যখন উড়ি[illegible]

আমি যখন 'খাওয়া খাওয়া' খেলি
খেলার থালে সাজিয়ে নিয়ে নুড়ি,
ও ভাবে বা সত্যি খেতে হ'বে
মুঠো ক'রে মুখে দেয় মা পুরি!
সামনেতে ওর 'শিশু শিক্ষা' খুলে
যদি বলি খুকী পড়া কর,
দু'হাতে পাতা ছিঁড়তে বসে
তোমার খুকীর পড়া কেমন তর?
আমি যদি মুখে কাপড় দিয়ে
আস্তে আস্তে আসি গুঁড়ি গুঁড়ি,
তোমার খুকী অমনি কেঁদে উঠে
...াপতি। ও ভাবে বা এল জুজু বুড়ি।
...ন্দ করব। যদি রাগ ক'রে কখনও
ভেকদল। (নেপ...মাথা নেড়ে চোখ রাঙ্গিয়ে বকি,
প্রজাপতি। ও ক...খুকি খিলখিলিয়ে হাসে
...বে না। ওরা...া কচ্ছি মনে করি ও কি?
...র হে...বাবা বিদেশ গেছে
না—...া বলি "আসছে বাবা"
না? ...রিদিকে চায়
। সুরে। ...খুকী এমনি বোকা হাবা
হাবু ... বুড়ীর ...পড়াই যখন আমি
কর্ত ... তাদের বাচ্চা গাধা,
স ... মি গুরুমশাই,
... চেঁচিয়ে ডাকে দাদা'।
... ধরতে চায়

গণেশকে বলে যে মা 'গানুস,'
তোমার খুকী কিছু বোঝে না মা
তোমার খুকী ভারী ছেলে মানুষ !

মা। খোকা, তোর সেদিনকার ছড়াটা বল্ তো !

খোকা। দিনের আলো নিভে এলো
সূয্যি ডোবে ডোবে
আকাশ ঘিরে মেঘ ছুটেছে
চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে রংঙের উপর রং,
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং
ওপারেতে বৃষ্টি এলো ঝাপসা গাছ পাঁচু—পাঁচু—পি-
এপারেতে মেঘের মাথায়
একশো মানিক জ্বালা
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এ

কান্না ঃ —র ব্যাকু —চট্

এফ জি ৮

হাঁড়িপানা মুখখানি তার ঠোঁট গা (ক্রন্দন
কেউ চেনা কি ত লো
ফোকলা মুখের ঠোঁটের ফাঁকে কে ক্রু পাই—এ
তার নাম ভোম্বল

বানর যেন শাঁক-আলু খায় আর কাসে খক্ খক্

উহুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ,

চেপ্টা নাকে সিক্‌নি পোঁটা দড়ার মত ঝোলে

তারে কেউ নেয় না কোলে,

আদর ক'রে দাড়ি ধরে বল্লে 'যাদু সোনা'

ভাবে মার্‌লে বুঝি ঠোনা ;

চীৎকারে তার টাগরা ফাটে মুখখানা হয় রাঙা

অঙ—আঁ—আঙ—আঁ—আঁ।

পেট্‌টা ডাগর ঠিক যেন এক ফুটবলটি গোটা

হাত পা মোটা মোটা,

পোকা মাকড় যা পায় খুঁটে মুখের ভেতর পোরে

[illegible]পতি। [illegible]ন নিতান্ত হাঘরে।

[illegible]ন্দ করব। [illegible]ড়ে ফেল্‌তে গেলেই

ভেকদল। [illegible] (নেপথ্যে হবে সুরু

প্রজাপতি। ও ক[illegible]—অঁ্যা—অঁ্যা।

[illegible]বে না। ওরা[illegible] বাবু চেয়ার টেবিল তলে

[illegible] [illegible]র হেছেঁপ চলে।

[illegible] না—[illegible]গে রূপ ধরে অদ্ভুত

[illegible]না? [illegible] গাছের ভূত।

। [illegible]সুরে। [illegible] গেলেই অমনি করে টে

[illegible]হাবু। [illegible] বুড়ীর [illegible] এঁ এঁ।

কর্ত [illegible]

[illegible] হাসি

[illegible] [illegible]চে চলে ফেরে

[illegible] খঁচিয়ে হুম্‌কে আসে তেড়ে,

তার ভঙ্গি দেখে রঙ্গ করে সকলে খেপাই
সামলে চলো এলো এলো তালপাতার সেপাই।
হাঃ হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ হাই
তাইতে সবাই খেপাই বলে তালপাতার সেপাই॥

কাঠির মত শরীর সরু লম্বা দশ হাত
ছিনে ছিনে হাত পা গুলো মুলোর মত দাঁত,
কাঁধের কাছে কান নেবেছে চোক যেন ঠিক ভাঁটা
তবু হাতে লাঠি পাগড়ী মাথায় মালকাছাটী আঁটা।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাই
তাইতে সবাই খেপাই বলে তালপাতার সেপাই।

সেদিন হল কি ছেলের দলে মিলে,
দেখেই তারে 'সেপাই' বলে হাত তালি সব দি
রেগে কাঁই ট্যান্ টেনে যাই মারতে যাবে ছুটেচু— পাঁচু—পি-
লাঠির ভরে সেপাইমশায় পড়ল ভূঁয়ে
হিঃ হিঃ ওঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাই
কুমড়ো গড়ান গড়ায় দেখ তালপা

কুমারী সুপ্রীরা ...র ব্যাক... —চট্ট

এফ জি ১২

শেফালি ও শেফালি। ...গাছে ...(ক্রন্দন ...
আজ প্রভাতে মন ভুলাতে হাসি ঝ...লো
শিশির ভেজা মুখটী নিয়ে ধরা... ...কুল পাই—এ
দিয়ে ...

হুধ চোয়ান শ্বেত সোহাগে
আলতা ঝারার চরণ রাগে নুপুর বাজালি।
কার তরে তুই শারদ প্রাতে
নবীন শাখে সবুজ পাতে আঁচল ভরালি॥

———

ওলো বকুল ফুল।
ঝর ঝরিয়ে পড়লি ঝ'রে ধীর বাতাসের পেয়ে ভুল॥
ফুর ফুরে তোর গন্ধ বেয়ে উঠছে কত ছন্দ গেয়ে।
সেই সুরেরই কণ্ঠ ছেয়ে দুলিস দোদুল দুল॥
(তোর) ঝ'রে পড়া সেও তো ভাল
বুকটীরে মোর করবে আলো
[illegible]াপতি [illegible] াই করিস কিলো সকল দিক আকুল॥
[illegible]ন্দ করব।

———

ভেকদল। (নেপ[illegible]
প্রজাপতি! ও ক[illegible] হাবুবাবুর কাণ্ড।
হুড়[illegible]বে না। [illegible]ঝন।—বাপের একি ধুম ধাড়াক্কা।
কাঁপছে। [illegible] হেলো—বুকের ভেতর ঢেঁকির ধাক্কা॥
[illegible] না—[illegible] বুঝি ভাঙ্গল শার্সি
[illegible] না? [illegible] গেল দেয়াল আর্শি॥
কে অ[illegible] সুরে [illegible]য়ে ফাটলো বুঝি মাথার খুলি।
শুন হাবু [illegible] বুড়ীর [illegible] এনেছেন ঘরে ডাণ্ডাগুলি॥
হা[illegible] কর্ত [illegible] ক্ষুরে পেনসিল কাটেন।
পু[illegible]স [illegible] ক্যাঁচ করে তার টিকি ছাটেন॥
[illegible] বড়শী গে[illegible]
[illegible] র [illegible]টী পেতে

বাবু আছেন ঘুপ্‌টী মেরে পথ দিয়ে যায় ফিরিওয়ালা
ঝাঁকা থেকে অমনি তাহার ফল কি খাবার টেনে তোলা ॥
হাবুবাবু লক্ষ্মী ছেলে ঘরের মেঝেয় গাবব্‌ খোঁড়েন
খোকার মাথায় লাট্টু ঘোরান খুকীর পিঠে ধনুক ছোড়েন ॥
এয়ার গান'টা কাঁধে দিয়ে
শীকার করতে সেদিন গিয়ে
জলের কুমীর পেলেন নাকো ডালের গায়ে টিকটিকিটে
মারতে তাকে লাগলো আমার চশমাটাতেই গুলির ছিটে ॥
হাবুর ফুটবল সেদিন গিয়ে পড়লো পাশের বাড়ীর ভেতর।
কর্ত্তা তাদের চটে বলেন "বল দে'বনা আজকে রে তোর ॥
ছেলে-পুলের ভাঙ্গবে মাথা
পাজি, গোঁয়ার জানিস্ না তা"
হাবু বলে কাঁদোমুখে "ভয় কি তোমার ছেলে চুঁ—পাটুঁ—পি-
একটী মোটে বল যে আমার—তোমার আছে
হাবুবাবুর ভরসা কত চ্যাটালো তার বুকের প
দিনের বেলায় মারতে পারেন ভূতের টাকে
বোনের পায়ে ল্যাং
হারিয়ে তাকে ছ্যান
সন্ধ্যে হ'লেই চক্ষু বুজে একেবারে
মায়ের বুকে লুকিয়ে বলেন "ভূতের [illegible]র ব্যাকু—চট্‌

গাকে (ক্রন্দন
হাবু বাবুর অঙ্ক [illegible]

হাবু। চুরে র‍্যাং চ্যাং দোণ[illegible] [illegible]পাই—এ
মারবো ঠ্যাং এর বাড়ি

মাষ্টার। আঃ॥ এক মিনিট বাইরে গিয়েছি অম্নি **গোলমাল** সুরু হ'য়ে গেছে। হাবু, একবার এদিকে এস তো, তোমায় **আজ** মানসাঙ্ক কষতে হবে।

হাবু। মানসাঙ্ক স্যার ?

মাষ্টার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, মনে মনে যে আঁক কষা যায় **তাকেই** মানসাঙ্ক বলে। পার্ব্বে তো ?

হাবু। তা আর পার্ব্ব না স্যার ? খুব পারবো॥

মাষ্টার। আচ্ছা, বেশ বেশ মনে কর ঝুড়ির ভেতর যদি তিনটে আঁব থাকে।

হাবু। কি আঁব স্যার ? দিশি না ন্যাংড়া ?

-াপতি ... না হয় ধরেই নাও ন্যাংড়া আঁব এখন **শোন,** ...ন্দ করব। ...র ভেতর তিনটে ন্যাংড়া আঁব রেখে.দ্যান—

ভেঁকদল। (নেপ... কি করে হবে স্যার; ন্যাংড়া আঁবতো এখনো. ...প্রজাপতি। ও ক...

...বে না। ওরা...

মাষ্টার। ...করেই নাওনা যে আঁবগুলো ন্যাংড়া।

...র হেট...

হাবু। ...লা সত্যি ন্যাংড়া নয় স্যার ?

...না—বা...

মাষ্টা... ...ল্ম?...

হাবু।। হিরে। ... দিশি আঁবের কথা বলছেন ?

মা হাবু। ... বুড়ীর ... আমি কোন আঁবের কথাই বলছি **না।** ধরে ন কর্ত ... নটে আঁব আছে।

হ... ... সত্যিকার আঁবের কথাও **বলছেন** না। ...

মাষ্টার। ... তর যেন তিনটে আঁব **আছে।** এখন

তোমার ছোট বোন যেন একটা আঁব খেয়ে চলে গেল—

হাবু। না স্যার, তিন তিনটে আঁব থাকতে মোটে একটা আঁব খেয়ে আমার বোন কখনও সেখান থেকে নড়বে না।

মাষ্টার। আচ্ছা মনে কর তুমিও সেখানে দাঁড়িয়েছিলে, তোমার ভয়ে সে একটার বেশী আঁব খেতে পালে না।

হাবু। বাঃ! আমি সেখানে থাকলে আমার বোনকে একটা আঁবই বা খেতে দোব কেন?

মাষ্টার। আচ্ছা না হয় মনে কর তোমার মা এসে যেন তাকে একটা আঁব খেতে দিলেন।

হাবু। তাই বা কি করে হবে স্যার? মা যে এখন মামার বাড়ীতে গেছেন।

চু—পাটু—পি-

মাষ্টার। দেখ হাবু, ও সব বাজে কথা র ... র তোমায় জিজ্ঞাসা করছি। ঠিক উত্তর দাও। ... ন তিনটে আঁব আছে। তোর বোন একটা আঁ ... এখন বল দেখি ঝুড়ির ভেতর কটা আঁব রইলো?

হাবু। আজ্ঞে একটাও না?

মাষ্টার। একটাও না কি রকম?

র ব্যাকু—চট্

হাবু। আজ্ঞে স্যার আমার বোন যদি ... ব খেয়েই চলে যায়, তবে বাকী দুটো যে তখনি আ ... গাকে (ক্রন্দন র

মাষ্টার। ওরে বাঁদর ছেলে এখন থে ... র টুপি মাথায় দিয়ে এক পায়ে বেঞ্চের ওপর দাঁ ... কে ... পাই—এ

————

ফ জি, ১৪ ব্যাচারাম ব্যাচারী, ১ম খণ্ড।

(পোষ্ট অফিস)

ব্যাচা। টিকিট আছে মশাই, টিকিট?

পোঃ মাঃ। আছে, ক'পয়সাওয়ালা?

ব্যাচা। কত কমে হয়?

পোঃ মাঃ। টিকিট দিয়ে করবে কি?

ব্যাচা। টিকিট দিয়ে আবার করে কি? টিকিট কিনে ট্রেণে চড়বো। কলকাতা যাবো—

পোঃ মাঃ। তোমার নাম কিহে ছোকরা?

ব্যাচা। কেন? আমার নাম শ্রীমান ব্যাচারাম ব্যাচারী, মামার নাম শ্রী[illegible] [illegible]টোপাধ্যায়—

[illegible]পতি। [illegible] ডাকঘর, এখানে ডাক টিকিট পাওয়া যায়।

[illegible]ন্দ করব। [illegible]ট ঐ ইষ্টিশনে যাও।

ভেকদল। (নেপ[illegible]

প্রজাপতি। ও ক[illegible] (রেলষ্টেশন)

[ট্রে[illegible]বে না। [illegible]রাই হইয়াছে, কুলি ঘণ্টা বাজাইয়া কহিতেছে 'গাড়ী আত[illegible]। [illegible]য় হেঁটে ও জলখাবারওয়ালারা ফেরি করিতেছে' কেউ 'পা[illegible] [illegible] না—[illegible]াঁকিতেছে—অপরে তার উত্তর দিচ্ছে 'আরে মশা[illegible] [illegible]? ষ্টেশন মাষ্টারের রুটি বেলছে,—চানাচুর ঘুঘ্‌নীওয়ালা [illegible]সুরে।

হাবু [illegible] বুড়ীর [illegible] ঘুব্‌নিদানা

কর্ত[illegible] [illegible] [illegible]ন্য আনা,

সে [illegible] ছুসার আনা

[illegible] [illegible]ল আর পাবেন না।

টিকিট ঘরের সা[illegible] [illegible]—ব্যাচারাম টিকিট কিনছে]

ব্যাচা। মাষ্টার মশাই, কলকাতা যাবার টিকেট ক' পয়সা ক'রে ?

বুকঃ ক্লাঃ। কোথাকার বল্লে ?

ব্যাচা। কলকাতা

বুকঃ ক্লাঃ এক টাকা চার আনা।

ব্যাচা। এ—ক—টা—কা—চা—র—আ—না ? আচ্ছা ঠিক কি হ'চ্ছে দেবে ?

বুঃ ক্লাঃ। আঃ জ্যাঠামী করতে হয় অন্য জায়গায় কর গিয়ে (অন্য এক জনের প্রতি) আপনার কোথাকার বল্লেন মশাই।

লোক। রাণাঘাট।

বুঃ ক্লাঃ। রাণাঘাট হচ্ছে আপনার চৌদ্দ আনা [illegible]

ব্যাচা। মাষ্টার মশাই এই নিন্ এক টাকা চার [illegible] চু—পাচু—পি- [illegible] ক) আচ্ছা ছোটলোক যাহোক্—পাঁচ সিকের জিনি [illegible] ট পয়সা ছাড়লে না।

[ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। ট্রেণ ছাড়ি [illegible] -ব্যাচারাম একটা ইণ্টার ক্লাসের মধ্যে। ব্যাচারাম— [illegible] কের কাণ্ড' বলিয়া গদীর ওপর বসিয়া পড়িল]

[গাড়ীর ভেত [illegible] র ব্যাকু [illegible] —চট্ [illegible]

ক্রু। টিকেট, টিকেট ?

ব্যাচা। দাঁড়াও কোঁচার খোঁট [illegible] গা [illegible] (ক্রন্দন [illegible] গোল বাঁধালে বাবা।

ক্রু। [টিকিট দেখিয়া] ইউ—থ [illegible] কে [illegible] রুম পাই—এ [illegible]।

ব্যাচা। কী ! আমি ক্যাঁক্লাস [illegible] কুফ্ ডোম্ ?

খবরদার গালাগালি দিয়ো না বলছি। আমি ডোম্ নই—

ক্র। আরে ঈ-তো 'গদ্দীকা' গাড়া।

ব্যাচা। এ্যাঃ, ভারী তোমার 'গদ্দী'। এই নাও তোমার 'গদ্দী' তুলে আমি কাঠের ওপর বসলাম।

ব্যাচারাম ব্যাচারী নয় খণ্ড।

(গাড়ী শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিয়েছে, কুলিদের ভয়ানক গণ্ডগোল লোকদের ভীষণ ভীড় ও চেঁচামেচি ব্যাচারাম তো কোন প্রকারে প্লাটফর্মের বাহিরে আসিল)

ব্যাচা। ওরে বাবা, এই শিয়ালদা? উঃ কী ভীড় (একটা নতুন মটর গাড়ী দেখিয়া) এই যে একটা মটর, ভূতো বলেছিল আট আনা দিলেই [illegible]পতি [illegible]

[illegible]ন্দ করব। [illegible] মটর গাড়ীতে উঠিতে উদ্যোগ)

ভেঁকদল। (নেপ[illegible]র, আরে এই কি চাও? উঠ না বলছি,

প্রজাপতি। ও ক[illegible]

উঠ [illegible] [illegible]বে না। ওরাব

ব্যাচা। [illegible] [illegible]র হে[illegible]ন বাবু, এই দেখ হাতে আধুলী, বিনি পয়সায় চড়ছিনে [illegible] না—বা[illegible]

সাহে[illegible] [illegible]না? [illegible]) ইউ রাস্কেল, হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট?

ব্যাচা। সুরে[illegible], গেচি, গেচি, গেচি!

জ[illegible] বাবু [illegible] বুড়ীর [illegible]ই? কি হোল মশাই?

ব্য[illegible] কর্ত[illegible] [illegible]হোল'।

জ[illegible] [illegible]যেমন! ওযে সাহেবের ঘরের গাড়ী। এদিকে [illegible]চ্ছ।

(ট্যাক্সিতে উঠিয়া)

ট্যাঃ ওঃ। কোথায় যাবেন বাবু ?

ব্যাচা। আমার শিবু কাকার বাড়ী।

ট্যাঃ ওঃ। শিবু কাকার বাড়ী ? কি রাস্তা কত নম্বর ?

ব্যাচা। তা জানি না বাপু, সেই যে খুব লম্বা, ফর্সা মতন বড় বড় গোঁফ !

ট্যাঃ ওঃ। তা' বললে চিনবো কি করে মশাই ?

ব্যাচা। আরে মস্ত লোক ! সে তল্লাটে অমন বড় লোক আর নেই। শিবরতন বাবুর নাম করলে কাগ কোকিলে পথ দেখিয়ে দেয়।

ট্যাঃ ওঃ। ওঃ বুঝেছি, চলুন (খানিকক্ষণ পরে) এই নাবুন, এই আপনার কাকার বাড়ী। মিটারে দু'টাকা বার আনা উঠেছে, দিন—

ব্যাচা। কি বল্লে ? মিটারে দু'টাকা বার আ[illegible] চু—পাঁচু—পি- [illegible] ব মিটার ফিটার বুঝি না। ভূতো বলেছিল আট [illegible] য় চড়া হয়। বিদেশী লোক পেয়ে ঠকাবার মতল[illegible]

ট্যাঃ ওঃ। বলেন কি মশাই, মিটারে যা [illegible] ?

ব্যাচা। (স্বগতঃ) আচ্ছা একটা বুদ্ধির [illegible] দরজায় তো লেখা রোয়েছে কোন মহারাজ না [illegible] টা ঠিক কাকার বাড়ীতে এনেছে কি না। (প্রক[illegible]র ব্যাকু[illegible]—চট্[illegible] ন দাঁড়াও, আমি কাকাকে ডেকে এনে মিটমাট ক'রে [illegible]

(মহারাজের বাড়ীতে ঢু[illegible] গাকে [illegible] (ক্রন্দন [illegible]

দারোয়ান। কোন হ্যায় ?

ব্যাচা। আরে মোলো ? আবার কে [illegible] —এ [illegible] নেই হ্যায়। মহারাজ শিবরতন বাবুর ভাইপে[illegible]

দারো। ভাগো, ভাগো, হিঁয়া কোই শিবরতন মহারাজ নেই হ্যায়। ভাগো—

ব্যাচা। আরে মোলো! নেই হ্যায় তো নেই হ্যায়, তো মুখ কেন খিঁচোতা হ্যায়। ধুত্তোর কলকাতার নিকুচি করেছে। একটু উপকারের বেলা কেউ নেই। চল্লুম ফিরে দেশে।

———

এফ জি ১৫

বাংলা দেশের ছেলেমেয়ে।

বাংলা দেশের ছেলে মেয়ে বাংলা ভাষায় রত।
[illegible]পতি। [illegible] দেশ ভূমণ্ডলে বাংলা দেশের মত ॥
[illegible]ন্দ করব। [illegible] জন্ম আমার বড় ভাল বাসি।
ভেকদল। [illegible]নেপ[illegible] দুঃখে শোকে আমরা কাঁদি হাঁসি ॥
প্রজাপতি। [illegible] ও ক[illegible] বাংলারাণী প্রণাম করি মাতঃ।
[illegible]রবে না। [illegible]ওরা[illegible]ব ভূমণ্ডলে বাংলা দেশের মত ॥

———

[illegible]। [illegible]র হেটে
[illegible] না—রা
[illegible]না?
। [illegible]সুরে। [illegible]
হাবু [illegible] বুড়ীর [illegible] নমি বঙ্গরাণী।
কর্ত্তা [illegible] [illegible]শ-জননী মোর।
[illegible]স [illegible]রে ফেল স্নেহের লোর ॥
[illegible] [illegible]ল বীর মহাজন কত।

অতুল দয়া, অশেষ মায়া, সত্যে অবিচল।
গুণের সাগর, বিদ্যাসাগর ধর্ম্ম যাহার বল ॥
দীন দুঃখীদের পিতা তিনি নিরাশ্রয়ের মাতা।
অন্নহীনে অন্নদানে ছিলেন সবার ভ্রাতা ॥
সকল দেশের বন্ধু মোদের দেশবন্ধু বীর।
সত্যব্রত মহাপ্রাণ উন্নত যার শির ॥
ভ্রাতা মোদের বন্ধু মোদের বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী।
তার নামেতে আমরা মেতে উঠছি সবাই জাগি ॥

—):o:(—

এফ জি ১৬ বাঘ ও গদাই মামা (১ম খণ্ড)

১। জানিস্ ভাই আমাদের গাঁয়ে এসেছিল সোঁচু—পাঁচু—পি-
তার কি পেল্লায় হাঁ, আর গায়ে কালো [illegible]

২। ভারি আশ্চার্য্য? বাঘ তো ঐ রকম [illegible] য়
দেখিস্ নি?

৩। তুই চুপ কর ম্যালা বকিস্ নি। [illegible] কি হল?
বাঘটা বাঁচলো না ম'লো?

১। ওঃ! সে কি বাঘ—তার চোখ [illegible] আর কি
তার ডাক! [illegible]র ব্যাকুঃ—চট্

২। ওঃ তুই যেন সামনে ছিলি যত মি[illegible]

৩। আঃ! চুপ কর না, তোর ঐ [illegible]গা[illegible] (ক্রন্দন [illegible]
একটা গল্প সুরু হলেই কোত্তে থ[illegible]ল্লো [illegible]
• না ভাই তুই বল, তারপর কি [illegible] [illegible]পাই—এ

২। বাঘ মিথ্যাবাদী বালকের ঘাড় [illegible]

১। তারপর বাঘ তো মারতে লাগলো গাঁয়ের যত গরু আর ছাগল।

আর লোক সব ভয়ে ভাবনায় হয়ে গেল পাগল ॥

২। আর তুই বুঝি সন্ধ্যে হ'লেই দোরে দিতিস্ আগল।

৩। তার পর ভাই, তার পর?

১। তার পর এলো এক শিকারী ইয়া গোঁফ আর চেহারা জবর—

২। টিকি? ছিল না তার টিকি?

৩। আহা তুই যেমন বুদ্ধির ঢেঁকি।

১। তখন সবাই মিলে বাঘকে করলে তাড়া;
কিন্তু বাঘ যে কোথায় লুকাল পাওয়া গেল না তার সাড়া।

২। বাঘ হয় ভয়েই মরে গেল—
[illegible] ন্যাজটাই বা কে নিলো, আর মুড়োটাই বা কে

[illegible]পতি। [illegible]

[illegible]ন্দ করব।

ভেকদল। (নেপল্‌ছি—নইলে মারবো এমন চাঁটি

প্রজাপতি! ও ক[illegible]বে ফুল আর লেগে যাবে দাঁত কপাটী

১। [illegible]বে না। ওর ব[illegible]গাং বাজায় ক্যানেস্তারা সবাই মিলে।
সবা[illegible]। [illegible]র হেঁ[illegible]কে নিয়ে গেল বুঝি চিলে

২। হাঁ, [illegible] না—বা[illegible] বুঝি তার নেমন্তন্ন
নই [illegible] না? [illegible] এমনি মতিচ্ছন্ন?

[illegible] গদাই মামা (২য় খণ্ড)

। (সুরে) [illegible]

১। [illegible] হাবু। [illegible] বুড়ীর [illegible]এ[illegible]ই মালকোচা মেরে খাড়া হ'লেন এগিয়ে
কর্ত[illegible] [illegible] [illegible]ন্দুকটা বাগিয়ে।
[illegible]সে [illegible] [illegible]মেরে এক লাফ, পড়লো শিকারীর ঘাড়ে,
[illegible]

আর শিকারী অমনি বাপ—বাপ বলেই চিৎপাৎ

আর সঙ্গে সঙ্গে কুপকাৎ।

৩। বটে বটে তার পর হোলো কি ?

২। গল্পটা লাগছে মন্দ না, আচ্ছা চলে যা দেখি।

৩। কেমন করেছিলি যে বড় ঠাট্টা।
এখন লেগেছে কেমন, মিঠে না খাট্টা ?

১। তখন সবাই ছুট ছুট, কে আর পেছন ফিরে ছাখে
সবাই "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" কেবা খোঁজে কাকে ?
এমন সময় রে ভাই—সে আর তোদের বলবো কি
আমার গদাই মামা এগিয়ে গেল দিয়ে এক ঢেঁকি
তার গায়ে ছিল হাতীর মত বল ফেরাত ডাকাতের দল

তার মাথায় ছিল টাক, দাঁতগুলো ছিল খাঁচু—পাঁচু—পি-

মামা তো গিয়েই চালালো ঢেঁকি দমাদম বা
তখন বাঘের চীৎকারে আমরা মুখ লুকিয়ে
বাঘের মুণ্ডটী হ'লো ছাতু আর মামার হল
সবাই তারে কাঁধে ক'রে ঘুরতে লাগলে

২। গল্পটা কিন্তু ভারী চমৎকার।

৩। চমৎকার ?

১। হুঁ:—আসল গায়ের জোর আর সাহস
নইলে মামাই কি পেতো পার ?

২, ৩ ঠিকঠিক।

১। এবার থেকে হব আমরা সাহসী, কর
ভয় পাব না বাঘ ভাল্লুক কিম্বা বন

—র ব্যাকু —চট্

গাকে (ক্রন্দন

ক্রন্দ্য পাই—এ

এফ জি ১৭

আড়ি ও ভাব।

১। আড়ি দিলি খেলবি নাতো ব'য়ে গেল বেশ তো
আমি এখন পড়বো কেবল ছুটী হ'লো শেষ তো।
অঙ্কগুলো ফেলবো ক'ষে করবো ভূগোল মুখস্ত
টকাটক সব ফেলবো কষে একটাও নয় বাদ সমস্ত।
দেখবি তখন কেমন মজা তুই তো পড়ে থাকবি
তখন কিরে চাইবো ফিরে আমায় যখন ডাকবি?
খেলার সাথী নাই বা হ'লো খেলার নই ভক্ত
এবার জেনো সাধছি নে আর ভাবটী করা শক্ত।

২। পড়া সেতো করবো আমি রাখ না কথা ফচকে,
[illegible]াপতি [illegible]র অঙ্ক কষেন জানেন নাকো শটকে।
[illegible]ন্দ করব। [illegible] আসবে বাবা কত কি যে আনবে
[illegible]ভেকদল। [illegible] (নেপ[illegible] রাখবো তুলে আর কেউ কি জানবে?
প্রজাপতি। [illegible] ও ক, কত যে বই ক্যায়সা মজার গল্প
[illegible]বে না। [illegible] গুরব[illegible] কোথায় লাগে দাম নয় সে অল্প।
[illegible] [illegible]র হে[illegible]গুনী রং পেন্সিল ছয়-সাতটা
[illegible] না—[illegible]দোব বইয়ের সারা পাতটা
[illegible] না? [illegible] যে তাই তো ভেবে পাইনি
[illegible] (সুরে[illegible] [illegible] আড়ি তারেও দিতে চাইনি।

২ [illegible]হাবু [illegible] বড়ীর [illegible]খো অমন খোকা পাওনি
[illegible] কর্ত [illegible] [illegible]রেটের ছবি চাইলুম দাওনি।
১ [illegible]স [illegible] হ'য়েছে কি বলবো
[illegible] [illegible] [illegible]থায় বার ক'রে ঠিক ফেলবো।
[illegible] গাছটী ভরা জামরুল

পেয়ারাগুলি যেমন বড় তেমি পাকা বিলকুল।
একটী কের কামড় দেবো হোক না পাকা মিষ্টি
ছড়িয়ে দোব এক এক ক'রে দশটী কিম্বা বিশটী
আমার আর কি? কেমন মজা কত কি যে কোরবো,
কাগজ মোড়া আমচুরেতে নিত্য পকেট ভরবো॥

২। তুমিই তো ভাই আমার নামে মিথ্যে করে দোষ দিলে
পণ্ডিত মশায় তাই তো আমায় পিটীয়ে যে দিলেন চড়
কিলে।

১। না বল্লে যে আমায় ধ'রে আছাড় দিত ঠ্যাং তুলি।
আচ্ছা, আর হবে না,—ভাব কিন্তু—আয় খেলিগে ডাণ্ডগুলি।

নন্দী ও কেষ্টা।

১। ওরে ভাই কেষ্টা, আমার পেয়েছে ভারী তেষ্টা,
দেনা তাই [illegible]চু—পাটু—পি-
চিনিস না কি গঙ্গা এই নে একটা ঠোঙ্গা
খেয়ে নেগে [illegible]

১। ছি ছি তুই হবি চাতক তোর হলো যে ম[illegible]
[illegible] না?

২। আহা কি আমার ভট্টাচার্য্যি আমি ক[illegible] [illegible]ছি
মি[illegible] [illegible]রসনি যা।

১। আচ্ছা ভাই চল্লুম ভাল কথা কিনা ব[illegible]ার ব্যাকু[illegible]—চট্
তুই [illegible] [illegible]াই।
উঃ বুকটা যাচ্ছে ফেটে সেঁটে ধরেছে গাকে [illegible] (ক্রন্দন [illegible]
[illegible]ল্লো [illegible] যাই?
ওহো ভুলে গেছি এই যে পকেটে [illegible] [illegible]—এ
[illegible]ই!

২। ওরে ও ভাই নন্দ তুই বড্ড ভাল আমি ভারী মন্দ
দেনা নেবু আমায় একটা কোয়া ;
আমিও মা ঘুমুলে আলমারীটা খুলে চুরি করে এনে
দোবো মোয়া।

১। ছি চুরি করা মহা পাপ তার কিছুতেই নেই মাপ,
এই নে না নেবু আধখানা
চুরিকে ভাই করিস ভয় নিন্দে রটে দেশ ময়
বড় হ'লে বাসা হয় জেলখানা।

২। তোর এত তেষ্টা তবু আমায় দিলি
এমন মন কোথায় পেলি ?
দেখ মা কিন্তু জানতে পারবে না কিচ্ছুটী
[illegible]াপতি। [illegible] নিস ভাই ?
[illegible]ন্দ করব। [illegible] কি জোড়া নাই,
ভেকদল। [illegible] (নেপ[illegible]
আমি নাকি একেবারে বিচ্ছুটী॥

১। প্রজাপতি। ও ক[illegible]বি কি ?

২। ব[illegible]বে না। ওর[illegible]।

১। ছিঃ, [illegible] [illegible]র হেতে আছে কি ভাই
পড় [illegible] না—[illegible] সময় খেলাটী চাই।
বা[illegible] [illegible]না ? [illegible], নইলে দুঃখ পাবি জানবি
এখা [illegible]সুরে। [illegible] চল মাঠের দিকে যাই॥

[illegible]হাবু। [illegible] বুড়ীর [illegible]এসে ———
[illegible] কর্ত [illegible] কিৎ কিৎ খেলা।
এ[illegible]স [illegible]
[illegible] এসেছিস্ ?
ছাত্র। [illegible]

গুরু। দেখি কেমন এসেছিস্
এই ফে নেলো ভুতো পচা ভাঁদোড়—ক্যাবলা কইরে।
ছা। আজ্ঞে সে আসেনি
গুরু। আসেনি তবে কেন বল্লি হাঁ স্যার
ছা। আমরা এসেছি তাই বলেছি সে আসেওনি বলেওনি।
গুরু। বটে কেন আসেনিরে ?
ছা। আজ্ঞে মাষ্টার মশাই সে হাডু-ডু-ডু খেলছে।
গুরু। হাডু-ডু-ডু খেলছে কার সঙ্গেরে ?
ছা। আজ্ঞে একা একা।
গুরু। একা একা হাডু-ডু-ডু খেলছে কিরকম ?
ছা। অজ্ঞে সে ত তাই করে রাস্তায় চলছে লোক নেই জন নেই তার মুখে আছে হাডু-ডু-ডু
কাকে দেখা পেলে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে হাডু-ডু চু—পাঁটু—পি- র
ঘুমিয়ে থেকে হঠাৎ তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে
মারি কিৎ কিৎ (২)
তুর শূয়ার তুই ও যে হাডু-ডু-ডু খেলছিস
ছাত্র। না স্যার সে যা করে তাই বলছি
স্যার স্যার ঐ দেখুন কেবলা যাচ্ছে।
ক্যা। ছলি মারি কিৎ কিৎ (৩)
গুরু। এই ক্যাবলা এই ক্যাবলা এই ...র ব্যাকু—চটু ...তা ওকে
চ্যাং দোলা করে ধরে নিয়ে আয় তো
ক্যাব। কিরে তোরা হাডু-ডু-ডু খেল... গাছে (ক্রন্দন ...) মারি
কিৎ কিৎ (৩)
ছাত্রগণ। ধর হাত, তোল ঘাড়ে ...ক ...কুরপাই—এ ...ই
ক্যা। এই ছেড়েদে—ছলিমারি কিৎ

ছেড়েদে ছাড়লিনি—কিৎ কিৎ কিৎ

ছেলেদের ছড়া।

ছাত্রগণ। ক্যাবলা যাবে শ্বশুর বাড়ী

ঘাড়ের উপর চড়ে

শ্বশুর বাড়ী সরু বেত লক্ লক্ করে

গুরু। নামা এখানে, হারে ক্যাবলা ইস্কুলে না এসে খেলে বেড়াচ্ছিস মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব।

তোরা সব নামতা পড়—তিন আষ্টে চব্বিশ

ছাত্রগণ। তিন আষ্টে চব্বিশ

ক্যা। ছলি মারি কিৎ কিৎ

[illegible]জাপতি। [illegible] রে ক্যাবলা

[illegible]ন্দ করব। ছলি মারি কিৎ কিৎ বলছে।

ভেকদল। (নেপ[illegible] তোর কাণ ছিঁড়ে দেবো

প্রজাপতি। ও ক[illegible]

[illegible]বে না। গুরু[illegible]র মশাই হাড়ু-ডু-ডু আসুন

চু-কপা[illegible]। [illegible] বাজে ঢং ঢং, ঘড়ির কপালে ফোঁটা

মোষ [illegible]র হেে[illegible] ছলি মারি কিৎ কিৎ—চালান চালান

[illegible] না—[illegible]

গুরু। [illegible]না?

ক্যা। [illegible]সুরে[illegible] [illegible]বেন বুঝি, সে হবে না,

দম[illegible]হাবু [illegible] বুড়ীর [illegible]

গু[illegible] কর্ত্ত [illegible]

ক্যা[illegible]স [illegible]ন কাণে লাগে। কাণ গেল ছলি মারি

বি[illegible] [illegible]

—)ঃ০(—

হনুমানের ঘুড়ি।

হনুমান ওড়ায় ঘুড়ি সাগরের পার থেকে,
চললো ঘুড়ি আকাশ জুড়ি বেজায় বেঁকে বেঁকে।
কিবা হনুমানের ঘুঁড়ি, কিবা হনুমানের ঘুড়ি।
সবই বলে একি আপদ চেঁচায় বাপ্ রে বাপ,
এযে ডিগবাজি খায় শব্দ করে, লম্বা মারে লাফ্
নারদ ঋষির দাড়ির মধ্যে সুতো জড়িয়ে গিয়ে
ঝুলতে ঝুলতে এলেন নেমে বীণা হাতে নিয়ে,
কিবা হনুমানের ঘুঁড়ি, কিবা হনুমানের ঘুঁড়ি।
একবার খালি হাণ্ডো-শেক তাহার ছাতে পড়ে;
ঘুঁড়ির সুতো ছাড়ে হনু আবার দ্বিগুন জোরে
কিবা হনুমানের ঘুড়ি, কিবা হনুমানের ঘুঁ[illegible]
ধনু নিয়ে দৌড়ে এলেন সর্গ-সেনাপতি,
পুষ্পরথে ওঠে বা কেউ ছ্যাথে ঘুড়ির গতি
সেনাপতি বজ্র মারে ঘুড়ির উপর তে[illegible]
ছিঁড়ে গিয়ে ঘুড়ি তখন মাটির উপর[illegible]
ছিড়তে ঘুড়ি হনু তখন বিষম রাগে[illegible]
তড়াক করে লাফিয়ে উঠে স্বর্গের[illegible]
স্বর্গে থেকে সেনাপতি দিলেন [illegible]র ব্যাকু—চটু
ঘুরে ঘুরে পড়ল কোথায় রইল ন[illegible]

—:*:—

[illegible]চু—প্যাচু—পি-

লোভের সা[illegible]

[illegible] (ক্রন্দন [illegible]

হরে। দেখ্ রাধা তুই অতি হাঁদা[illegible] ক্রুদ্ধ পাই—এ
রাধা। কেনরে গাধা?

হরে। বল্লুম, রায়েদের বাগানে ফলে আছে অনেক লিচু,—
পাকা টুস্‌টুসে, — চল্ নিয়ে আসিগে কিছু।
রায়েরা নেই বাড়ী, আছে শুধু একটা মালী
সে ব্যাটা যদি কিছু বলে মারব এক চাঁটী
গালে দেব চুনকালী।
তা তুই কিছুতেই গা কচ্ছিস না!

রাধা। তুই যে ভাই বুঝছিস না—
মা যদি শোনে ভারি বকবে,
আর বাবা টের পেলে মেরে খুন করবে।
আর মালী ব্যাটা যদি চেঁচায়,—
পাড়ার লোক সব আসে তেড়ে,—তখন কে বল্ বাঁচায়?

হরে। [illegible] না,—মালীটা দুপুর বেলা ঘুমোয়,
[illegible] করব। আর কেউ টেরই পাবে না

[illegible] সব ভার আমার, তোকে কিছু ভাবতে হবে না।

রাধা। ও [illegible] তুই আমায় নিয়ে যাচ্ছিস ধরে—
[illegible] হবে না। [illegible] ফেলে পালাস,
[illegible] ভাল হবেনা—বলে দিচ্ছি তোরে।

হরে [illegible] না—[illegible] ল,—তোর কোন ভাবনা নেই
[illegible]?

রাধা। হরে। [illegible] র?

হরে। [illegible] বুড়ীর [illegible] দের পুকুরধারের গাছটায় ফলে
[illegible] আছে কত আঁম - কিন্তু বড় টক্—
[illegible] মেখে খাব (জি.ভ শব্দ) টক্ টুক্ টক্—
[illegible]
রা[illegible] দেখি তোর এত খাই খাই

যা দেখবি তাই খাবি ? ভালমন্দও নাই ?

হরে। ওরে, টোকো আঁম নুন দিয়ে খেতে ভারি চমৎকার।

রাধা। তারপর ? হয় যখন কাসি,—খক্ খক্ খক্—

কষ্টটা হয় কার ?

দেখ পরের জিনিসে লোভ করা ভাল নয়

আর চুরি করা ভারি দোষ

হরে। তুই ভারি ছিঁচ্ কাঁদুনে ভয়েই মরিস, যেন খরগোস।

শোন্—চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।

যা পাবি তাই খাবি কিম্বা কোঁচড়ে পুরবি---

তা হোক সে হাতী কিম্বা ঘোড়া।

—এই তো এলাম রায়েদের বাগানে,

দেখলিতো মালী [illegible] টের পায়নি।

রাধা। হয়তো পায়নি কিম্বা ঘাপ্ টি মেরে চু[illegible]চু—পাটু—পি-

আমার বি[illegible]

হরে। তোর কোন ভয় নেই, তুই দাঁড়া নী[illegible]

আমি চড়ছি

তুই খুব নজর রাখিস,—চারদি[illegible] পাছে।

রাধা। উঠেছিস্ ?

হরে। হ্যাঁ; তুই কোঁচড় পাত আমি[illegible]

কিন্তু চুপি চুপি খাসনে যেন, [illegible]র ব্যাকু[illegible]—চটু[illegible] লোচুলি।

এই নে—ওঃ বাবাঃ! ভাম[illegible]

উঃ হুঃ! উঃ! ওরে বাবা[illegible] গাছে [illegible] (ক্রন্দন [illegible]) গেছি

(বৃক্ষ হইতে [illegible]ড়ো[illegible])

রাধা। ওগো! কে কোথায় আ[illegible] [illegible]কুরমশাই—এ[illegible]ল—

হরে বুঝি ম'ল! উহুঃ [illegible]ছে সে।

ওগো! বাবাগো! মাগো! উঃ হুঃ হুঃ!

(মালী ও দুই চারিজন প্রতিবেশীর প্রবেশ)

১ম প্রতিবেশী। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

মালী। কি হউছি; ভীমরুল কামড়োছি? ঠিক হউছি,—
যেমন করম তেমন ফল অছি।

২য় প্রতিবেশী। সর্ব্বনাশ! ওরে ব্যাটা শীগ্গীর ধোঁয়া দে—
ওহে তোমার গায়ের ওই মোটা চাদরখানা দাও
তো—ছেলে ছ'টোকে নিয়ে আসি ওদের মেরে
ফেল্লে যে!—

মালী। হঃ এই ধোয়া হউছি।

রাধা। উঃ বাবাগো! এই হরে আমাকে এনে মেরে ফেল্লে
[illegible]গো। উঃ হুঃ হুঃ পাপের ফল হাতে হাতে আর কক্‌খোনো
জিনিসে লোভ করব না,—আর কক্‌খোনো চুরি
[illegible]ন্দ করব।

ভেকদল। (নেপ[illegible]— উঃ হুঃ হুঃ।

প্রজাপতি। ও ক[illegible] হুঃ॥ বাপ।

[illegible]

বাবুর চালাকি

মাষ্টার (স্বরে) [illegible] ব্যাকরণ পড়া হ'য়েছে?

হা[illegible]বাবু। [illegible] বুড়ীর [illegible]লেই ব্যাকরণ। কাল রাত্রে যা' দেখেছি,
তা' দে কর্ত্ত[illegible] [illegible] [illegible]াড়ে?

মা[illegible]স [illegible] নাকি?

হা[illegible] [illegible] মশাই—কি ক'রে বুঝলেন? ঠিক
ঐখানে [illegible] [illegible]ছেন। ওকি স'রে বস্'ছেন কেন?

মাষ্টার। হাবু, তুমি অত্যন্ত পেকে গেছ'—প'ড়বে কিনা ?

হাবু। পড়ছি মাষ্টার মশাই ; শুনুন না। কাল রাত্রে বায়োস্কোপ থেকে এসে আমি প'ড়তে প'ড়তে ঘুমিয়ে গেছি হঠাৎ দেখি, আপনি যেখানে ব'সে আছেন ঠিক ঐখানে আমার আগেকার পণ্ডিত মশাই যিনি আমাকে ব্যাকরণ পড়াতেন, তিনি এসেছেন। তাঁর মাথার টিকি যেন আরও দীর্ঘ হ'য়েছে, নাকটা যেন ভীষণ লম্বা হ'য়েছে—নাকের গর্ত্ত দু'টা যেন হাঁড়ির মত বড় হ'য়েছে, আর একটা হাতার মত কি দিয়ে একটা ডাবা থেকে তিনি নস্য নিচ্ছেন।

মাষ্টার। (ক্ষীণস্বরে) হাবু, তুমি থামবে কিনা ?

হাবু। তিনি আমাকে গম্ভীর স্বরে ব'ল্লেন "ওরে যা'র তা'র কাছে ব্যাকরণ প'ড়ছিস্ বড় ভুল পড়ান' হয়। আমি ব্যাক[illegible] অপমান সইতে পারি না। [illegible]—পাটু—পি-

মাষ্টার। উঃ হুঃ।

হাবু। তা'র পর লম্বা লম্বা দাঁত বের[illegible] ত কাঁপতে তিনি চীৎকার ক'রে ব'ল্লেন "এ[illegible] না হ'লে ছাত্র ও শিক্ষক কা'কেও ক্ষমা কর্ব্বনা—চুল ধ[illegible] ব।

মাষ্টার। কোথায় যাবে ?

হাবু। তিনি নাকি স্বরে ব'ল্লেন "[illegible]র ব্যাকু[illegible]—চটু[illegible]রের ঐ বটগাছে—যেখানে জ্যান্ত জ্যান্ত মাথা চিবি[illegible]

মাষ্টার। গোঁ—গোঁ—গোঁ— [illegible]গাছে[illegible] (ক্রন্দন [illegible]

হাবু। ওকি ? ওকি ? ওকি মাষ্ট[illegible] কি ?

মাষ্টার। গোঁ—গোঁ—গোঁ— [illegible] পাই—এ

হাবু। ওকি ? ওকি ? ওরে ও[illegible]সাগর আয়

আয় শীগ্‌গীর আয়—মাষ্টার মশাই মূর্চ্ছা গেছেন।

চাকর। কি কর্ব্ব বাবু ?

হাবু। কি কর্ব্ব বাবু। বেটা জল নিয়ে আয়। দে দে জল দে পাখাটা নিয়ে আয়—মাষ্টার মশাই। মাষ্টার মশাই বেঁচে আছেন।

মাষ্টার। আছি বাবা।

(কর্ত্তার প্রবেশ)

কর্ত্তা। কি হ'য়েছে কি ? গোলমাল কিসের ?

মাষ্টার। এই যে নমস্কার কর্ত্তাবাবু। কিছু নয়—আমি বিদায় নিচ্ছি। আপনার ছেলের জন্য অন্য পণ্ডিত রাখবেন।

কর্ত্তা। কেন ? কেন ? হঠাৎ কি হ'ল—এ সময় আমি মাষ্টার হঠাৎ পাব কোথায় ?

[illegible]াপতি। অন্য কা'কেও না পান্—ঐ ভাগাড়ের ওপারে ঐ বট-[illegible]নন্দ করব।

[illegible]ভেঁকদল। (নেপথ্যে) কথাটা হ'ল কি ?

প্রজাপতি। ও কা'বাবু পাগল হো গিয়া !

[illegible]রবে না। গুরু ক'রে দিয়া হায় বাবা। (প্রস্থান)

কর্ত্তা। [illegible]র হেবো কি হ'য়েছে কি ?

হা[illegible] [illegible] না—বাবা !

ক[illegible] [illegible]? হারামজাদা ছেলে—এই নিয়ে আয় ত' চাবুকটা [illegible]

হাবু। [illegible] বুড়ীর [illegible] চাবুক—হ্যাঁ আমি কি করেছি ?

কর্ত্তা। [illegible] ভাগাড়ের ওপারে বট গাছেতে কি তোমার মেসে[illegible] [illegible]জাদা ছেলে।

হা[illegible] [illegible]জানি—আমি কি জানি—ও মাসীমা।

আলস্যের পরিণাম।

জি, টি ৬

গীত।

প্রজাপতি। আমি প্রজাপতি বেড়াই ফুলে ফুলে
পাখায় আমার ইন্দ্রধনু, নেচে বেড়াই হেলে দুলে।
জীবন আমার শুধুই মজা চাইনা সেধে নিতে সাজা—
কষ্ট করা খেটে মরা আহাম্মুকী ভুলে ভুলে॥

কিন্তু আমার এত মজার মধ্যেও একটা অসুবিধে যে খেলার সাথী পাইনে। ওই যে একদল পিঁপড়ে আসছে। ওরা সারাদিনই খাটে,— বোঝেনা যে খামাখা খেটে মরা নিছক বোকামী বই আর কিছুই নয়। দেখি ওদের বলে—

পাঁচু—পি-

(পিপীলিকাদের প্রবেশ)

১ম পি। ওরে ছুটে চল্ ছুটে চল্ সময় বয়ে যা[illegible]
জীবনটাই সময় শুধু যাসনে ভুলে ত[illegible]

প্রজাপতি। পিঁপড়ে ভাই! পিঁপড়ে ভাই! [illegible] মেহনত কচ্ছ,—আজ এমন সুন্দর দিন, আজকের দিনটা ছু[illegible]। এস না খেলা করি।

১ম পি। না ভাই সময় নেই। আমাদের কাকু[illegible]—চটু[illegible] তুমিও কাজ করবে এসো না। চল্‌রে চল্।

([illegible]কাদের প্রস্থান)

প্রজাপতি। চলে যাক্ ওদের মত মেহ[illegible] [illegible]ত সয় না। তার চেয়ে আমি যাই, আরাম [illegible]কুরু যাই—এ[illegible]রিগে। ওই যে একদল মৌমাছি। দেখি ওদের ব[illegible]

(মৌমাছিদের প্রবেশ)

মৌ-গণ। (সুরে) গুণ্ গুণ্ গুণ্ কতই মোদের গুণ্!
অফুরন্ত মধুর ভাঁড়ার মোদের মেহন্নতের গুণ্।
অভাব কষ্ট নাইক মোদের, গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্।

প্রজাপতি। ও ভাই মৌমাছি, মিছে খেটে মচ্ছ কেন? এসো না
একটু স্ফূর্তি করি, তোমরা গাও আমি নাচি।

১ম মৌ। বটে! তুমি বুঝি জান না, কুঁড়েমী একটা বিষ? একবার দেহে ঢুকলে আর রক্ষে নেই। তুমি দেখছি সেই বিষ খেয়েছ। আচ্ছা, বর্ষা এলো বলে, তখন মজা টের পাবে। চল্‌রে চল্—গুণ্ গুণ্ গুণ্—

(মৌমাছিদের প্রস্থান)

প্রজাপতি। যাকগে, আমার কাউকে দরকার নাই। আমি একাই আনন্দ করব।

ভেকদল। (নেপথ্যে) গ্যাঁ গোঁ গ্যাঁ—গ্যাঁ গোঁ গ্যাঁ—

প্রজাপতি। ও কারা আসছে? একদল ব্যাং। নাঃ ওদের সঙ্গে আমার বনবে না। ওরা বড় বিশ্রী ডাকে। আমি যাই ফুলের মধু পান করিগে।

(প্রজাপতির প্রস্থান)

(ভেকদলের প্রবেশ)

ভেকদল। (সুরে) গ্যাঁ গোঁ গ্যাঁ—গ্যাঁ গোঁ গ্যাঁ—
বৃড়ীর [illegible] এলো রে! চাষার ভরষা এল রে!
[illegible] রে! আহা বিষ্টি এল রে!
[illegible] দেশে বিলাই খবর গ্যাঁ গোঁ গ্যাঁ।

(ভেকগণের প্রস্থান)

[illegible]

[illegible] তিন বারর শোঁ শোঁ শব্দ]

(পিপীলিকাগণের প্রবেশ)

১ম পি। ওরে বৃষ্টি এল, বৃষ্টি এল, ছুটে আয়। পাথরের নীচে গর্ত্ত করে বাসা তৈরী করেছি, অনেক খাবার জমিয়ে রেখেছি, বর্ষা ভোর মজা করে খাব আর ঘুমুবো।

(মৌমাছিগণের প্রবেশ)

১ম মৌ। গুন্ গুন্ গুন্—ওরে বৃষ্টি আসছে, ঘরে চল।

২য় মৌ। চমৎকার যায়গায় বাসা বেঁধেছি, জল ঝড় লাগবে না। অনেক মধু জমিয়ে রেখেছি, মজা করে খাব আর ঘুমুবো।

(প্রজাপতির পুনঃ প্রবেশ)

প্রজাপতি। তাই তো! এখন এই জল ঝড়ে কোথায় যাই? যখন দিন ভাল ছিল, তখন খালি খেয়েছি আর মজা করেছি। বাসা যে একটা দরকার তাতো মনে ছিল না। এ দিন যে থাকবে না তাতো ভাবি নি। খাবারও তো কিছু জমিয়ে রাখিনি। খাই বা কি? এই যে পিঁপড়েরা সব এসেছে।—ও পিঁপড়ে ভাই! খান আমায় কিছু খাবার দেবে? আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে। বৃষ্টি এলো, আমার মধু খাওয়া হল না।

১ম পি। তোমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। কেন, এখন ইন্দ্রধনুর বাহার দিয়ে নেচে বেড়াও। কুঁড়েমীর এই ফল।

প্রজাপতি। ও ভাই মৌমাছি! দেনা ভাই আমায় একটু মধু।

১ম মৌ। কুঁড়েমী করে সময় নষ্ট কলে [illegible] এমনি ভিক্ষে মাগতে হয়।

প্রজাপতি। এবারকার মত দে ভাই [illegible] আর কুঁড়েমী করব না।

২য় মৌ। দাঁড়াতো, দিই হুল ফুটি[illegible]

প্রজাপতি। উঃ হুঃ হুঃ গেছিরে। গেছিরে!

(পুনরায় মেঘ গর্জন—জোরে বৃষ্টি নামিল)

হায় হায়। জল যে চেপে এল। এখন যে প্রাণ যায় কুঁড়েমীর এত সাজা আগে কি তা জানি!

গীত।

মৌমাছিগণ। গুণ্ গুণ্ গুণ্ মেহনতের অনেক গুণ্।

পিপীলিকাগণ। সময় নষ্ট জীবন নষ্ট শেষে কষ্ট পেয়ে খুন

সকলে। গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্—

মেহনতের কতই গুণ!

নাতি ঠাকুমা।

জি, টি ১১

এক গরীব বু[illegible], তার একটী মাত্র ছেলে, বাড়ী পাড়াগাঁয়ে।

সেই ছেলে

পাশ করে যখন চাকরী পেয়ে হলেন সহরবাসী

আহ্লাদে মার প্রাণ নাচে আর বুড়ী বেজায় খুসী।

বুড়ীর আর আহ্লাদ ধরে না। আমোদ ক'রে বেটার বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে এলো। ক্রমে একটী নাতি হলো—বুড়ী ভাবে এইবারে তার সুখের দিন এল।

কিন্তু বুড়ীর পোড়া বরাত সুখ কোথা হায় তার—

গাঁয়ে বাড়ী[illegible] একা দিন কাটে না আর।

ছেলে তার [illegible] য়ে সহরে আছেন—বুড়ো মা দেশের বাড়ী আগ্‌লাচ্ছে[illegible] পাঠিয়ে দেন—মায়ের কিসের অভাব? দুঃখ কি[illegible]

এমনি দিন যায়—

ক্রমে মা। কাবারে পাঁচটী টাকা তাও আসে না আর—

ভাবে বুড়া- আহা পায় না বাছা সময় পাঠাবার

কেউকেটা নয় বড় বাবু পাশ করা মোর ছেলে—

(বাছা) নাইতে খেতে পায়না সময় নইলে কি রয় ভুলে।

এদিকে কিন্তু সহরে বাবুর বেজায় পসার—নাম ডাক খুব তাঁর—
সবাই বল্লে—

এমন বাবু কেউ দেখেনি আর

মেজাজ বাবুর বড়ই উঁচু খরচের নাই শেষ।

দেশের দুঃখে সদাই বাবুর মনে বেজায় ক্লেশ।

কোন দিকে নাই কসুর বাবুর কেবল মায়ের বেলাই ভুল—

বলেন বাবু দেনায় আমার বিকিয়ে আছে চুল।

ফি মাস কাবার পাঁচ টাকা কি দেওয়া সহজ কথা—

ভার বাড়াতে বুড়ো মায়ের বেঁচে থাকাই বৃথা।

এদিকে দেশে বাবু আর টাকা পাঠান না, তাঁর মা বুড়ী তো না
খেয়ে মরে। কি করে? বেজায় কষ্টে ছেষ্টে ধার ধোর ক'রে উঠলো
গিয়ে সহরে বেটার বাড়ীতে।

না খেয়ে শেষে বুড়ী যখন হাজির হ'ল এসে!

"ডাইনি" ব'লে হাঁকিয়ে দিলেন বাবু বিষম ত্রাসে।

বৌ চুপি চুপি বল্লে—

না গো না একেবারে অতদূর ভাল নয়, এখুনি নিন্দে রটবে—
পাড়াটী কেমন জানতো—আমি ওকে দেউড়ীতে [illegible]কবার ব্যবস্থা করে
দিই।

ভাগ্যি তবু [illegible] পাই—

বৌমা বুড়ীর বাইরে দি[illegible]

ছেঁড়া চটে শয়ন আর পাথরে ভাত খান।

তবু—বৌ বেটা নাতীর কাছে আছে বুড়ীর তাতেই সুখ। কিন্তু এক দিন এখন হ'লো কি!—

পাথর ধুয়ে রাখতে গিয়ে ঘটলো বিষম দায়
পিছলে প'ড়ে ভাঙ্গা পাথর দু'খান হ'য়ে যায়।

বিষম রাগে নাতী এলো ছুটে তাড়াতাড়ি—

চেঁচিয়ে বলে সর্ব্বনাশ মোর করলি কেন বুড়ী!
মোর বাপ মা বুড়ো হ'লে কিসে দেবো খেতে
ভাঙ্গা পাথর ফেল্‌লি ভেঙ্গে ভাবলি না তুই চিতে।

বুড়ীর বৌ আর বেটা ছিল অল্প তফাতে দাঁড়িয়ে—দেখছিল ছেলের রকমখানা—

তাই না শুনে বাবু বিবির চক্ষু হ'ল স্থির।
মায়ের ভক্ত অতঃপর হলেন চাকুরে বীর॥

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ।

(ঢাক, ঢোল বাদ্যের সহিত নাসিকাধ্বনি)

ও ভাই কুম্ভকর্ণ জাগো জাগোরে
রামের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে কোমর বেঁধে লাগোরে।

(পুনরায় ঢাক, ঢোল ও নাসিকা ধ্বনি)

ও ভাই লঙ্কায় যত বীর ছিল সব হ'য়েছে শূন্য।
এই তুমি এ[illegible] বেঁচে আছ আমাদের বহু কেলে পুণ্য॥
ও ভাই ক[illegible] বোজে কাঁশী, বাজে যত কাড়া।
এ[illegible] তোমার তবু দাও না সাড়া॥
[illegible]গো জাগোরে ইত্যাদি।

(হাউ—হাই তুলিয়া ও তুড়ি দিয়া)

অকালে মোর ঘুম ভাঙ্গালি কেরে
মুণ্ডটী তোর চিবিয়ে খাব ধুধধুড়িটী নেড়ে ॥
এই ওঠো বোসো চোখটী মেলে চটো কেন দাদা ।
এই সর্ব্বনাশ যে ঘুমিয়ে এল সার হ'ল শ্রেফ কাঁদা ॥
ও ভাই কুম্ভকর্ণ জাগো জাগোরে ইত্যাদি ।

ও ভাই রাবণ আনলে সীতা হ'রে হনু পোড়ালে লঙ্কা ।
এই রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব এসে বাজায় রণ-ডঙ্কা
আর সব বীর পড়েছে রণে বাকী শুধু তুমি ।
তোমারও চিতা তৈরী আছে সাড়ে তিন হাত ভূমি ॥
ও ভাই কুম্ভকর্ণ জাগো জাগোরে ইত্যাদি ।

বটে বটে বটে এত বড় কথা ।
চল্ দেখিগে রাম লক্ষণ কার ঘাড়ে কটা মাথা ॥
এই বলে কুম্ভকর্ণ গেলেন রণক্ষেত্রে ।
দেখি অসংখ্য বানর সেনার ফোটে সর্ষেফুল নেত্রে ॥
তখন কোমর বেঁধে ক'সে
বার কয়েক উঠে এবং ব'সে
বল্লেন জোরে একটুখানি কেসে
হাউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ ।
খাব তোদের চচ্চড়ি ক'রে যেন কুমড়ো কিম্বা লাউ ॥
এমন সময় শন্ শন্ শন্ ছুটলো রামের বাণ ।
তাঁর হাত মুখ নাক পড়লো কেটে হ'য়ে শতখান ॥
কোন ফাঁকেতে পরাণ পাখী [illegible] ক করে উড়ে !
মহাঘুমে পড়লেন বীর দেড় [illegible] জুড়ে পাই—
তখন সবাই ব[illegible]

ও ভাই কুম্ভকর্ণ জাগো জাগোরে।
রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কোমর বেঁধে লাগরে ॥

পৃথিবীর আকার।

জি, টি ১২

প্রথম বালক। এ্যাঁ কক্‌খনো নয় কক্‌খনো নয় পৃথিবীটা
নয়কো গোলাকার।
ও সব মিছে কথা—মতলব শুধু একজামিনে
ঠকাবার ॥

দ্বিতীয় বালক। কিন্তু এ যে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে বইতে
তুই চোখ রাঙ্গিয়ে 'না' বল্লেই হবে—আর
আমাকে হবে তা সইতে।
শোন পৃথিবীটা নয়কো একেবারে গোল
উত্তর দক্ষিণে আছে একটু টোল
ঠিক যেন মস্ত একটা কমলা লেবু
বুঝেছিস্ রে গাধা, হাবু গাবু অলাবু
গাধা তুই, নইলে তোর এমন ধারা বুদ্ধি হয়?
আচ্ছা বল দেখি, কমলা লেবুর মত যদি তবে
মিষ্টি কেন নয়?

দ্ব। কে[illegible]ল্লে মিষ্টি নয়?
[illegible] মিষ্টি আর কি হয়?
[illegible] মিষ্টি জল মিষ্টি আলো হাওয়া
[illegible] মিষ্টি আদর যায় কি কোথায় পাওয়া?

যা কিছু চাই সবই পাই সবই মিষ্টি লাগে
বলতে গেলে ফুরোয়না যে কোনটা বলি আগে !

প্র। থামলি কেন বলে যা—
মিষ্টি বাবার কানমলাটা, গুরুমশায়ের বেত
কতই মিষ্টি ব্যাকরণে, আঁকে আকের ক্ষেত
জ্বরের ওপর মাথাধরা পথ্য জল সাবু
কতই মিষ্টি আহা মরি ক'রে ফেলে কাবু
ছিষ্টি ছাড়া বুদ্ধি তোমার তুমি হনুমান
চারিধারে দেখ তাই মিষ্টি বর্ত্তমান।

দ্বি। কি আমায় গালাগাল
একটা চড়ে করবো নাজে হাল।

প্র। তবে আয় দেখি কার কত জোর

দ্বি। তবে আয় দেখি কত বাহাদুরী তোর।

প্র। উঃ হু হু নাকটা ভেঙ্গে দিয়েছিস্‌রে একটা কীলে

দ্বি। উঃ হু হু কানটা এমন কামড়ে দিলে—
আছে কি নেই—বুঝি নিয়ে গেল চিলে।

উভয়ের গীত।

প্রথম। কাজ কি ভাই রাখ মিছে গোল
মানছি আমি পৃথিবীটা গোল
বিশ্বসৃষ্টি অতি মিষ্টি

দ্বিতীয়। তবে কেন কল্লিরে ভাই এত অনাছিষ্টি
মিছে কেন [illegible]
মারামারি [illegible] করুম পাই—

প্রথম। জ্বলছে কান ভে[illegible]

দ্বিতীয়। আর কেন ভাই ও কথা রাখ
উভয়ে। কাজ কিগোলে ও সব ভুলে
মনের সুখে চল খেলিগে
ঝগড়া ঝাঁটী সিকেয় তোল ॥

——

হাবু বাবুর নূতন উপায়ে অঙ্ককষা

হাবুবাবু পড়বার ঘরে ব'সে গান ধ'রেছে—

চামচিকিকে চিমটি কাটে চিংড়ী মাছের চ্যাংড়া খোকা।
বাদায় ব'সে বংশী বাজায় বংশবেড়ের বঙ্ক বোকা ॥
জব্দ জগা জবর জাড়ে ঘন্ট খেয়ে ঘন্টা নাড়ে
গঞ্জে গিয়ে গেঞ্জি কিনে গঞ্জনা খায় গুবরে পোকা ॥

হাবুর বাবা। (নেপথ্যে) হ্যাঁরে হেবো—

হাবু। আজ্ঞে—এ—এ—

হা—বা। ওর নাম কি হচ্ছে ?

হাবু। আজ্ঞে—এ—এ—

হা—বু। তোকে না আঁক কষতে ব'লে এলাম।

হাবু। আজ্ঞে আঁক কষছি তো—

হা—বা। ওর নাম তোর আঁক কষা ব'সে ব'সে ষাড়ের মত চ্যাঁচান হচ্ছে।

হাবু। আর চ্যাঁচাব না বাবা।

হা—বা। দাঁড়া [illegible] এক্ষুনি যাচ্ছি—গিয়ে যদি দেখি আঁকটা ক[illegible] চাবুকের চোটে তোকে লাশ ক'রে দে রেব্যাটা—

হাবু। আচ্ছা বাবা! (স্বগত) বাবা তো এক্ষুনি চাবুক নিয়ে
াসবেন, এখন আমি করি কি? আঃ এ আঁকটা যে কিছুতেই কষতে
চ্ছি না—কি বিদঘুটে আঁক বাবা—যতবার করি মাথা গুলিয়ে
য়। এখন উপায়? একটু ভেবে দেখা যাক। হুঁ ঠিক হ'য়েছে,
ই একবার ছিদাম মুদীর দোকানে। আঁকের খাতাখানাও হাতে
াক। এই তো ছিদামের দোকান—ওহে ও ছিদাম শুনছ!

ছিদাম। কি বলছ হাবু বাবু।

হাবু। একবার এদিকে এসতো।

ছিদাম। না আমি এখন ওদিকে যেতে পারবো না—দেখছ না
দাকানে খদ্দেরের কি রকম ভিড়।

হাবু। আহা শোনই না। আমার খাতায় লেখা জিনিষগুলো
াও তো।

ছিদাম। তাহ'লে তুমি আমাকে মিছে হয়রাণ করতে আস নি। কি
কি জিনিষ বলদিকিনি হাবু বাবু।

হাবু। চাল—ছু টাকা বার আনা তিন পয়সা—ডাল এক টাকা
তিন আনা তিন পয়সা—ঘী ছুটাকা পাঁচ আনা তিন পয়সা।

ছিদাম। আচ্ছা এই দিলাম—আর কিছু আছে?

হাবু। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে বৈকি।

ছিদাম। তবে শীগ্‌গীর বল—আমার জন্য খদ্দেররা আর দাঁড়াতে
চাইছে না।

হাবু। আটা একটাকা তিন পয়সা—সুজি একটাকা এক আনা
তিন পয়সা—সাবু দশ আনা তিন পয়সা

ছিদাম। এই নাও তোমার জিনি[illegible]

হাবু। মোট কত হ'ল?

ছিদাম। ন'টাকা তিন আনা দু'পয়সা।

হাবু। আমি যদি তোমাকে একখানা দশটাকার নোট দি, তাহ'লে আমি কত পাব ?

ছিদাম। সাড়ে বার আনা পয়সা। দাও হাবু বাবু নোটখানা চট ক'রে নাও—খদ্দেররা চলে যাচ্ছে।

হাবু। ওহে ভাই ছিদাম, জিনিসগুলো আমি কিনবো না। বাবা আমাকে আঁক কষতে দিয়েছিলেন কিনা - আমি যা বল্লম হচ্ছে সেই আঁকের হিসাবের কথা। ভাগ্যি তুমি ছিলে তাই আমার আঁকটা কষা হ'য়ে গেল।

ছিদাম। কি দুষ্টু ছেলে রে বাবা—দাঁড়াও তো তোমায় দেখাচ্ছি মজাটা।

হাবু। তুমি আর দেখাবে কি, এই আমি ভোঁদৌড় দিলুম।

———

জি, টি ১৩

১। আজকে আমি যাবনা মা পাঠশালাতে।
রাখালেরা বাজায় বাঁশী বটতলাতে॥
সেইখানে নীল গগনতলে
মাঠের মাঝে ধেনুর দলে
মন গেছে মোর সবুজ নীলের দোল খেলাতে॥
গরুগুলি ভিড় ক'রেছে চারিদিকে
চেয়ে আছে করুণ চোখে অনিমিষে
ঐ শোন [illegible] যে ডাকে দাওগো ছুটী আজ আমাকে
[illegible] আজকে আমার পাঠশালাতে॥

———

পাঠশালা।

[ছাত্রগণ কোলাহল করিতেছে]

শিক্ষক। সব চুপ কর, চুপ কর আচ্ছা দেখি বিজ্ঞানের পড়া নিয়ে আয়। হ্যাঁ, তুই বল' পদার্থ কাকে বলে ?

১ম ছাত্র। পদার্থ মাষ্টার মশাই ?

শিক্ষক। হ্যাঁ।

১ম ছাত্র। আমরা ইতস্তত যে সকল বস্তু দেখিতে পাই তাহাদিগকেই পদার্থ বলে।

শিক্ষক। আচ্ছা, উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও—

১ম ছাত্র। আজ্ঞে আমি কাল রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেছি সেটা নিশ্চয় একটা পদার্থ।

২য় ছাত্র। মাষ্টার মশাই আমি সেদিন সন্ধ্যেবেলা পুকুরধারে ভূত দেখেছিলাম সেটাও একটা পদার্থ।

শিক্ষক। আরে না না ও সব পদার্থ নয়। পদার্থ হচ্চে সব জিনিষ যা দেখতে পাওয়া যায়—ধরা ছোঁয়া যায়।

১ম ছাত্র। ও তাই, আচ্ছা মাষ্টার মশাই ওই গণেশকে তো দেখতে পাওয়া যায়—ধরা ছোঁয়া যায়—তাহ'লে ও তো একটা পদার্থ ?

শিক্ষক। নিশ্চয়।

১ম ছাত্র। তা'হলে আপনি যে কাল বল্লেন ও একটা অপদার্থ

শিক্ষক। আরে মুখ্যু আমি যদি বলি তুই একটা গাধা—তাহ'লে কি তুই সত্যি সত্যিই চারপায়ে হাঁটিস্ গ[illegible] কোথাকার। নে গোপলা তুই বল পদার্থ কয় প্রকার এবং কি কি [illegible]

২য় ছাত্র। আঁজ্ঞে পদার্থ তিন [illegible] হন, উদ্ভিদ্।

শিক্ষক। আচ্ছা রেমো বল দেখি চেতন মানে কি, আর একটা দৃষ্টান্ত দে।

৩য় ছাত্র। চেতন মানে যাহারা ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে যেমন "রেলগাড়ী"।

শিক্ষক। রেলগাড়ী ?

৩য় ছাত্র। কেন মাষ্টারমশাই এই যে সেদিন আমরা রেলগাড়ী ক'রে মামার বাড়ী গেলাম। রেলগাড়ী নিজে নিজে গমন করলে আবার বিকেলে সেই গাড়ী আমাদের নিয়ে আগমন করলে।

শিক্ষক। তুই যেমন গাধা তেমনি তোর বুদ্ধি। নে শোন—চেতন—চেতন পদার্থ হচ্ছে যেমন মানুষ গরু এই সব জীব জন্তু যাদের প্রাণ আছে। আচ্ছা হেবো তুই বল অচেতন পদার্থ কাকে বলে—একটা দৃষ্টান্ত দে।

৪র্থ ছাত্র। অচেতন হচ্ছে যারা ইচ্ছামত গমনাগমন করতে পারে না। যেমন—এই যেমন আমার দাদামশাই।

শিক্ষক। তোর দাদামণি ? সে কি রে ?

৪র্থ ছাত্র। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, দাদামণি বড্ড বুড়ো কিনা আমরা তাঁকে হাত ধরে না নিয়ে গেলে তিনি কোথাও যেতে পারেন না অতএব তিনি অচেতন।

শিক্ষক। ওরে! গাধা কোথাকার। অচেতন হচ্ছে এই যেমন কলম পেনসিল, ইট, কাঠ, মাটি এই এই সব বুঝলি ? আচ্ছা তুই বল্‌দিকিনি উদ্ভিদ্ কাকে বলে ?

৫ম ছাত্র। আজ্ঞে উদ্ভিদ্ হচ্ছে যারা মাটি ফুঁড়ে ওঠে—এই যেমন—

শিক্ষক। [illegible]

৫ম [illegible] চো।

শিক্ষক। কেঁচো ?

৫ম ছাত্র। কেন স্যার এরাও তো মাটি ফুঁড়ে ওঠে।

শিক্ষক। ওরে গাধা, শুধু মাটি ফুঁড়ে উঠলে চলে না। যেসব জিনিষ মাটীর তলায় জন্মায় তাদের বলে উদ্ভিদ্—যেমন গাছ পালা এই সব।

বখরার ফ্যাক্‌রা।

মিনি। মঁ্যাও, মঁ্যাও, দেখ্ পুসি ভাল হবে না কিন্তু। আমি দিলুম রাস্তা বাত্‌লে সরভাজাখানা চুরি করবার, আর তুই নিবি বড় ভাগ তা হবে না। আমি ঐ ভাগটা নেব তুই এই ভাগটা নে।

পুসি। মঁ্যাও, মঁ্যাও,—ইস্—আমি কিনা কত কষ্ট ক'রে গেরস্থর ঠ্যাঙ্গানি খেয়ে সরভাজাখানা নিয়ে এলুম—এখন উনি নেবেন বড় ভাগ তা হবে না।

(উভয়ের গীত)

মিনি। মঁ্যাও, মঁ্যাও মারবো থাবা নাকটী যাবে ছিঁড়ে।

পুসি। মঁ্যাও মঁ্যাও মঁ্যাও আমি থাবা মারতে জানি না ফিরে॥

মিনি। তবে এই ঘ্যাও, ঘ্যাও, ঘ্যাও (প্রহার)

পুসি। মঁ্যাও-অঁ্যাও, অঁ্যাও কেমন হয়েছে মঁ্যাও (প্রতি প্রহার)

উভয়ে। উহু হুহু নাক গেল—উহু হুহু চোক গেল
মঁ্যাও মঁ্যাও মঁ্যাও।

(বানরের প্র[illegible]

বানর। খো—খো—খো—ক্যাহু[illegible]

মিনি। মঁ্যাও—এই একখানা সরভাজা—

পুসি। মঁ্যাও—আমি চুরি ক'রে এনেছি—

বানর। খো—খো—খো—ঠিক হ্যায়—এখন বখরা নিয়ে ঝগড়া কেমন ?

মিনি। মঁ্যাও। (কাতর স্বরে—অর্থাৎ দেখ দেখি কি অবিচার)

পুসি। মঁ্যাও। (রাগত ভাবে—অর্থাৎ এ অসহ্য)

বানর। খো—খো—খো ঝগড়া মাৎ করো। এস আমি ভাগ ক'রে দিচ্ছি। মারামারি না ক'রে দু'জনে সমান সমান নাও আমি ঠিক ওজন ক'রে ভাগ করে দোব।

মিনি। তবে এই নাও—

পুসি। মঁ্যাও—

বানর। এই ভাগটা বড়, এইটে থেকে এক কামড় খাই তা হ'লে দুভাগ সমান হবে—বাঃ

মিনি। তুমি কচ্ছ কি ? মঁ্যাও—

পুসি। এ কি হচ্ছে ? মঁ্যাও—

বানর। ওই যা এখন যে এই ভাগটা ও ভাগের চেয়ে বড় হয়ে গেল—কুছ পরোয়া নেই এটাতে এক কামড়।

মিনি। ও পুসি—এ যে প্রায় সাবাড় ক'রে ফেল্লে—মঁ্যাও

পুসি। তাইতো দেখছি—মঁ্যাও—

বানর। খো, খো, খো—তাইতো এ ভাগটাও যে বড্ড ছোট হ'য়ে গেল। এ আর তোমাদের নিয়ে কি হবে—অতএব দুভাগটাই আমি একেবারে মুখে পুরে আপ[illegible] একেবারে আমগাছের মগ ডালে হুপ্।

(লম্ফপ্রদান) [illegible]

মিনি। [illegible] হায় ! বেশী কম সবই গেল।

পুসি। ম্যা—অ্যা—অ্যাও! হায় হায় হায় বেশী কম সব গেল।

মিনি। হায় হায় হায়! একি হোলো ম্যাঁও

পুসি। বেশী খেতে মূলে হাবাত ম্যা—অ্যা—অ্যাও

উভয়ে। হ'লে বখরা নিয়ে ঝগড়া; এমনি জোটে ফ্যাক্‌রা

মিনি। যাদের ঝগড়া তারা পায়না ম্যাঁও

পুসি। মনে রেখ এই কথাটা ম্যা—অ্যা—অ্যাও॥

বাঘ ও ছাগল।

ছাগল। ব্যা, ব্যা, ব্যা—উঃ ক্ষিদেয় পেট্‌টা জ্বলছে, মাথাটা পড়ে নুয়ে পা যেন টলছে। বাঃ এই যে দেব্য চমৎকার ঘাস। যেন কে আমারি জন্যে ক'রে রেখেছে চাষ। পেট ভরে খেয়ে তো প্রাণটা বাঁচা তারপর দেখা যাবে কোথায় শুই আর কোথায় আঁচাই।

(পাখীর ডাক ইত্যাদি)

এই যাঃ হ'য়ে গেল সন্ধ্যা। এখন কি ক'রে ঘরে যাই? গা টা করছে আই ঢাই। এইখানেই কোথাও মাথাটা গুঁজে রাতটা কাটাই এই যে একটা গর্ত্ত; আজ এরই মধ্যে শুয়ে স্বপ্ন দেখি স্বর্গ এবং মর্ত্ত।

(বাঘের প্রবেশ)

বাঘ। হুম, হুম, হুম। আজ খেয়েছি তিনটে ছাগল। ওঃ ফলারের আজকে ধুম। হুম, হুম, হুম! [illegible]বার লাগাব নাক ডাকি একটা ঘুম।

ছাগল। ও বাবা! এ যে [illegible] তো প

নেই; উহুঁ সাড়া দেওয়া হবে না। ভড়কালেই হারিয়ে যাবে থেই।

বাঘ। আমার গর্ত্তে শুয়ে ও কান ফরফর্ করে কে? কেরে তুই তোর কি প্রাণের মায়া নেই রে?

ছাগল। তাই তো দেখে ফেলেছে যে। নাঃ ভয় পাব না! সাহস করে দিই উত্তর যা আছে কপালে হবে—মরেছি না মর্ত্তে আছি।

উত্তর—

সিংহের মামা আমি ফর্‌ফরি দাস।
একটী চড়ে হরিণ মেরেছি উনপঞ্চাশ॥

বাঘ। ও বাবা! এ আবার কি ভীষণ জানোয়ার। কোথায় লাগে এর কাছে হাতী কি গণ্ডার।

ছাগল। এখন খুঁজছি একটা বাঘ কাল সকালে রেঁধে খাব শাগ্।

বাঘ। ওরে বাবা! কাজ নেই ঘাঁটিয়ে। এখুনি একটী চড়ে দেবে আমার ব্রহ্মতালুটী ফাটিয়ে।

ছাগল। ব্যাটা ভয় পেয়ে পালিয়েছে—হাঃ হাঃ হাঃ—বুদ্ধি থাকলেই কাজে লাগে বাঃ বাঃ বাঃ—এতক্ষণে চলে গেছে অনেকটা দূর আর ভয় নেই এইবার মনের আনন্দে ধরি গানের সুর॥

(গিটকিরি দিয়া ব্যাঁ ব্যাঁ ব্যাঁ)

বাঘ। অ্যা মোলো যা এ যে একটা ছাগল—এখুনি ঘাড় মট্‌কাব, দেবো উপযুক্ত প্রতিফল।

ছাগল। (গিটকিরি দিয়া) ব্যাঁ ব্যাঁ ব্যাঁ

বাঘ। হুম্।

ছাগল। [illegible] ব্যাঁ ব্যাঁ

জি, টি ১৭

ফিরে এলে কানাই মোদের এবার ছেড়ে দিস নে তায়।
তোর সাথে সব রাখাল মিলে বাঁধবো সে ননী চোরায়॥
তুই যখন তায় রাখতিস বেঁধে ছাড়ায়েছি কেঁদে কেঁদে
তখন জানতো কে যে খুললে বাঁধন পালিয়ে যাবে মথুরায়॥
আমরা এসে ডাকলে শ্যামে গোঠে যেতে দিসনে তায়
অক্রুর মুনির সাথে গো মা পালিয়ে যাবে শ্যাম রায়॥
কেউ যাব না বনে মা আর খেলবো তোর এই আঙ্গিনায়।
শুধু খেলবো লুকোচুরি খেলা আগলাতে চোরের রাজায়॥

ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই
আর কতকাল রবি মথুরায়।
তোর ধবলী শ্যামলী কাঁদে তৃণ ফেলি
বারে বারে পথে ফিরে চায়॥
রাখাল সাথীরে ফেলি কোথা আজ
রাজ্য পেয়েছ হে রাখাল রাজ
তোর ফেলে যাওয়া বাঁশী নিয়ে যারে আনি
মোরা আঁখি জলে ভাসি দেখে তায়
তুই শিখিপাখা ফেলে মুকুট মাথায়
দিয়েছিস নাকি—শুনে হাসি পায়।
তুই পীতধড়া ছেড়ে রাজ বেশে ভাই
সেজেছিস না[illegible] শুনে হাসি পায়॥
তুই অসি ফেলে নেচে আয় হে[illegible]
[illegible]

ফিরে আয় ননীচোর ব্রজে কিশোর
মা বলে ডাক যশোদায় ॥

জি, টি ১৮

ওই যে রাঙ্গা ঘুম ভাঙ্গা চোখ স্থয্যি ওঠে ভাই।
জাগল কি না চল দেখি গে প্রাণ সখা কানাই ॥
বইছে হাওয়া ফুর ফুরিয়ে গাইছে পাখী গান
ছুটছে বাছুর খুর খুরিয়ে ছুলিয়ে ছুটী কান ;
মাড়িয়ে শিশির ঘাসের বুকে চিন্ রেখে চল যাই
জাগলো কিনা চল দেখিগে প্রাণ সখা কানাই ॥

পরোপকারী অসীমবাবু।

অসীমবাবু নামজাদা খুব গুণের নাইকো শেষ
পরম পর-উপকারী যশ রটেছে বেশ।
নিজের ঘরে নাই মোটে মন ঘোরেন পরের কাজে
যে যা বলেন অমনি তামিল করেন সকাল সাঁঝে
এখন একাদশীর উপোস ক'রে ছিলেন বামুন দিদি
আনতে দিলেন মুড়কী তারে দেখা হ'ল যদি।
(বাবা অসীম কাল একাদশী গেছে এখন উপোসী আছি
বাবা ছু'পয়সার মুড়কী যদি এনে দিস)
ছুটলো অসীম [illegible] [illegible]তে বামুন দিদির তরে
বি[illegible] [illegible]া হ'ল পথের ধারে।
(বাবা অ[illegible] [illegible] তখন হ'য়ে রয়েছে ডাক্তারবাবু এই

প্রেস্‌ক্রিপশন করে দিয়েছেন—যদি ওষুধটা এনে দিয়ে
ছেলেটাকে বাঁচাস বাবা)

ভুললো অসীম দিদির কথা আনতে ওষুধ ছোটে
এক ক্রোশ দূর ডিসপেন্‌সারী পায়ে কাঁকর ফোটে

(ডাক্তার বাবুর বউ সেদিন যাবেন বাপের বাড়ী—দেখেই বল্লেন ভাই অসীম তোমার বৌদি আজ বাপের বাড়ী যাবেন—একখানা গাড়ী এনে দিবে ভাই)

অমনি তামিল করতে হুকুম চললো অসীম বাবু
দেখে পথে চার বুড়োতে বইতে মড়া কাবু।

(ভাই আমরা আর পারছি না যদি দয়া করে একটু সাহায্য কর তবেই এর গতি)

রইলো না আর মনে অসীম ভুললো সকল কথা
মড়া বয়ে চললো নিয়ে শ্মশান খোলা যথা।

(নামিয়ে মড়া সবাই বলে—ভাই আমরা আর সব ব্যবস্থা করছি তুমি কিছু কাঠ নিয়ে এস)

ছুটলো অসীম কুড়ুল কাঁধে আর কোন হুঁস নাই
খানিক দূরে মস্ত পুকুর আমগাছ তার পাড়ে
দেখেই অসীম লাফিয়ে গিয়ে জোরে কুড়ুল মারে।
পুকুর ঘাটে ধুচ্ছিল গা সুন্দরী এক মেয়ে
মূর্ত্তি দেখে অসীমের সে চেঁচিয়ে ওঠে ভয়ে।

(মা গো ডাকাত গো মেরে ফেল্লে গো)

(সকলের চীৎকার—কে রে কে রে ধর ধর মার মার)

ভয়ে কেঁদে অসীম তখন বুঝিয়ে [illegible] সবে
সকলেরে করতে খুসী মোর [illegible]

কাক ও শৃগাল।

জি, টি ১৯

শৃ। হুক্কা-হুঃ-উঃ ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। হা ভগবান এ কেমন তোমার বিচার! কাকেরা দিব্বি আকাশে উড়ে, হেথা হোথা গিয়ে খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, আমাকে যদি এক জোড়া ডানা দিতে তা হ'লে তোমার এমন কি ক্ষতি হ'তো?

কা। বাহবা কি মজা, কি মজা! বাজারে কশায়ের দোকান থেকে এই মস্ত এক টুকরো মাংস চুরি ক'রে এনেছি। আজকের দিন এইতেই কাটিবে। এখন খাই কোথা ব'সে। এখুনি দেখতে পেলে যত ব্যাটা হ্যাংলা জ্ঞাতী গোষ্ঠী এসে কেড়ে খেতে চাইবে। যাই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে বসিগে।

শৃ। ও কি? ঝপাং ক'রে গাছের ডালে এসে বসলো কি? একটা কাক না? হাঁ কাকই তো—বটে। বা বা বা বেশ বড় এক টুকরো মাংস কোত্থেকে নিয়ে এসেছে। আহা আমি যদি ঐ মাংসটুকু পেতাম তা'হলে এখনকার মত জল খেয়ে বাঁচতাম।

কা। কেউ কোথাও নেই তো? দেখা তো যাচ্ছে না ওকি নীচে থেকে একটা শ্যাল একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে।

শৃ। উঁহু—ঠোঁট থেকে পড়ে যাবার তো কোন সম্ভাবনা দেখছি না। দেখি চেষ্টা ক'রে—ভাই কাক, কাকেন্দ্র, কাকচূড়ামণি! বহুকাল তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই, তুমি কেমন আছ? তাইতো ব্যাটা সাড়া দেয় না যে।

কা। নাঃ[illegible] [illegible] [illegible]লোভী হ'লেও দেখছি লোক নেহাত মন্দ নয়। এর ক[illegible]।

শৃ। ভাই কাক আমি বহুকাল থেকে এই বনে বাস করছি। তোমার মত এমন সুন্দর আর আমি দেখলাম না। ইচ্ছা করে সকাল সন্ধ্যা দুবেলা তোমার পায়ে গড় করে চরণামৃত খাই। তবুতো কথা কয় না।

কা। নাঃ—এ ব্যাটা শ্যাল হ'লেও দেখছি বেশ ভদ্র।

শৃ। আর কি মিষ্টি তোমার গান। সেই কত কাল আগে এক শুনেছিলাম—এখনও যেন কানে লেগে আছে—আহাহা যেন মধু।

কা। লোকটা গান বোঝে তাই আমার গানের কদর বুঝে সবাই কি বুঝতে পারে? যত ব্যাটা মুখ্খু গান বোঝে না আ গলার স্বর শুনলে দূর দূর করে তেড়ে আসে।

শৃ। ভাই দয়া ক'রে একখানা গান গাও।

কা। গাইব? তাইতো ভদ্রলোক বলছে—কাঃ কাঃ—ওই মাংসখানা পড়ে গেল যে!

শৃ। পেয়েছি-পেয়েছি-হুয়া-হুয়া না বাবা আর দেরী করাটা না—এই বেলা খেয়ে ফেলি।

কা। কাঃ কাঃ কাঃ—

ভুলোর ভুল।

ভুলো। নামটী আমার ভুলো
আমি নই দেরকো কি কুলো
আমিও একটী জীব
আর তোমরা বল জ[illegible]

বেশী করে দিও এঁটো কাঁটা গুলো।

আমি শুয়ে থাকি আস্তাকুড়ে তোমাদের
রান্নাঘরের পাশে।

ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসি যখন
আমার জ্ঞাতি ভাই কেউ আসে।

গালে দিয়ে পান দোক্তা রাঁধে উড়ে ঠাকুর
খাবারের গন্ধে বাড়ে ক্ষিদে আমি শুধু তুলি ঢেকুর।
ভুলেও আমায় দেয়না কিছু খেতে
তাই দিনের বেলা উপোস করি আর
চুরি ক'রে খাই রেতে।
ভবিষ্যতে যে বুঝবে এমনও দেখিনা কোন আশা
মরুক গে আমার কি ? এই তো রেঁধে
রেখে গেছে মাংস
বেশ বড় বড় টুকরো, বোধ হয় কোর্ম্মা—
ওতে নিশ্চয় আমারও আছে অংশ॥

কেউ কোথাও নেই এই ফাঁকে
দেখি না একটু চেখে
ডেকচী যখন খোলা বোধ হয় আমারই
জন্য গেছে রেখে।

আহা বামুনের হ'ক অক্ষয় স্বর্গ
চিরকাল সে মাংস রেঁধে লভুক চতুর্ব্বর্গ

উড়ে ঠাকুর। ছড়া কুত্তা-ছড়া কুত্তা—(প্রহার)

ভুলো। কেঁউ—কেঁউ কেঁউ—কেন এত নির্দ্দয়
উড়ে ... কেঁউ—আর মেরোনা দাদা
... আর কত সয়

উড়ে ঠাকুর। ছড়া কুত্তা—সব মাংস খাইছিস্
মোর বড় বাবু কঁড় খাইব ? (প্রহার)

ভুলো। যাক্ ছুটতে ছুটতে এসে প'ড়েছি অনেকটা দূর
উঃ কি মারটাই মেরেছে এখনও পিঠটা
করছে সুড় সুড়।
যাই খালের ওপারে গিয়েই মাংসখানা খাই
তার পর ঘাসের ওপর খানিক্ষণ গড়াই
এঁা খালের জলে ওটা কি ?
আমারই কোন মাসতুতো ভাই দেখছি।
ওরও মুখে এক টুকরো মাংস ও কিন্তু
আমার চেয়ে রোগা
জোরে পারবে না কেড়ে খাই দিয়ে ভোগা।
বোঃ বোঃ বোঃ ভেউ ভেউ
ঐ যাঃ মাংসখানা জলে পড়ে উঠলো শুধু
একটু ঢেউ
আবার জল থেকে মাসতুতো ভাই
আমার পানে তাকাচ্ছে দেখ
ভেউ ভেউ ভেউ—পালাও শীগগীর
যদি প্রাণের মায়া রাখ।
কি এত বড় আস্পর্দ্ধা আমাকে ভ্যাচান !
তবে রে পাজী নচ্ছার আমি তোমার
ঠাকুর্দ্দা হই তা জান।
বুঃ ! ভেউ ভেউ ভেউ—[illegible] জলে পতন)
ওরে বাবা ডুবে মরি [illegible] নেই একটু।
ওঃ হরি ! ওটা আর [illegible] ছায়া

হায় হায় হায় হায়
এখন লোভে পড়ে ছাড়তে হয় যে প্রাণের মায়া।
কেঁউ কেঁউ কেঁউ।

—

খাঁদু ও দাদু।

জি, টি ২

১। ওমা তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং।
খ্যাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা নাক ডেঙা ডেং ড্যাং॥
ওর নাকটাকে কে করলো ছ্যাঁদা র‍্যাঁদা বুলিয়ে
চামচিকে ছা ব'সে যেন ন্যাজুর ঝুলিয়ে;
বুড়ো গরুর টিকে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং
মা আমরা হেসে মরি নাক ডেঙা ড্যাং ড্যাং॥
ওঁর খ্যাঁদা নাকের ছ্যাঁদা দিয়ে টু কি কি দেয়, টু!
ছোড়দি বলে সর্দি ওটা এরাম— ওয়াক্, থু;
কাছিম যেন উপুড় হ'য়ে ছড়িয়ে আছেন ঠ্যাং,
মা আমরা হে'সে মরি নাক ডেঙা ড্যাং ড্যাং॥
দাদু বুঝি চীনে ম্যান মা নাম বুঝি চ্যাং চু
তাই বুঝি ওঁর মুখটা অমন চ্যাপটা সুধাংশু,
জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন
মা আমরা হেসে মরি নাক ডেঙা ড্যাং ড্যাং॥
দাদুর নাকি ছিল না যা অমন বাদুড় নাক
ঘুম দিলে ওই [illegible]প্টা নাকেই বাজতো সাতটা শাঁক
দিদিমা [illegible] [illegible]ড়া মেরে থ্যাবড়া করেছেন
[illegible]-রি নাক ডেঙা ড্যাং ড্যাং॥

দিদিমা কি দাদুর নাকে টাঙ্গাতে 'অ্যালমানাক্'
গজাল ঠুকে দেচেন ভেঙ্গে বাঁকা নাকের কাঁথ্
মুচি এসে দাদুর আমার নাক করেছে 'ট্যান্'
মা আমরা হেসে মরি নাক ডেঙা ড্যাং ড্যাং ॥
বাঁশীর মত নাসিকা মা মেলে নাসিকে
সেথায় নিয়ে চল দাদু দেখন হাসিকে
সেথায় গিয়ে করুণ দাদু গরুড় দেবের ধ্যান
খাঁদু দাদু নাকু হবেন নাক ডেঙা ড্যাং ড্যাং ॥

খুকী ও কাঠবেড়ালী।

গান।

কি মজার কড়াই ভাজা কুড়ুর মুড়ুর খাইরে।
যদি পয়সা একটী পাইরে ॥
মোদের জামাও আছে পকেটও আছে
পয়সা কিন্তু নাইরে ॥
দাদা পয়সা কোথায় পাই
চল পেয়ারা তলায় যাই
আমি আনি নুন লঙ্কা তুমি লুকিয়ে চল বাইরে।

খোকা। ও খুকু ঐ দেখ্ কাঠবেরালীটা সব পেয়ারা খেয়ে ফেল্‌লে যা যা

খুকু। দাদা দাঁড়াও আমি ওকে ভুলিয়ে—ওকে দিয়ে পাড়িয়ে নিই—.

কাঠবেরালী, কাঠবেরালী পেয়ার[illegible]
গুড় মুড়ি খাও? দুধভাত খাও [illegible] লাউ?

বেরাল বাচ্চা ? কুকুর ছানা ? তাও ?
ডাইনী তুমি হোঁংকা পেটুক
খাও একা পাও যেথায় যেটুক
বাতাবী লেবু সকল গুলো
একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো
তবে যে ভারী ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস পাটুস চাও !
ছোঁচা তুমি তোমার সঙ্গে আড়ি আমার যাও !!
কাঠবেরালী ! বাঁদরীমুখী ! মারব ছুঁড়ে কিল ?
দেখবি তবে ? রাঙ্গাদাকে ডাকবো ? দেবে ঢিল !
পেয়ারা দেবে ? যা তুই ওঁচা
তাইতো তোর নাকটী বোঁচা
হুতমো চোখী ! গাপুস গুপুস
একলাই খাও হাপুস হুপুস
পেটে তোমার পিলে হবে, কুড়িকুষ্টি মুখে
হেই ভগবান ! একটা পোকা যাস পেটে ওর ঢুকে !
ইস্ খেওনা, মস্তপানা ঐ যে পাকাটাও
আমিও খুবই পেয়ারা খাইয়ে একটি আমায় দাও।
কাঠবেরালী ! তুমি আমার ছোটদি হবে ? বৌদি হবে ? হুঁ
রাঙ্গা দিদি ? তবে একটা পেয়ারা দাও না ! উঁঃ !
এ রাম তুমি ন্যাংটা পুটো ?
ফ্রকটা নেবে ? জামা ছুটো ?
আর খেয়োনা পেয়ারা তবে
বাতাবী লেবুও ছাড়তে হবে
দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছ যে ছুট ? ওমা দেখে যাও
কাঠবেড়ালী ! তুমি মর, তুমি কচু খাও ॥

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

১ম খণ্ড।

ং, টি ৪।

আমি চিংড়ীরাণী চাঁদ বদনি আমার মতন কে,
আমি রূপ কথার সেই রাজকন্যা আমায়
কেনা জানে সে॥
চাঁদের তলে বাসা আছি আমি খাসা।
রুই কাতলা মৃগেল সাথে নিতি খেলি পাশা॥
আমার সঙ্গে লাগবে যে জন জব্দ হবে সে।
রূপের রাণী চাঁদবদনি আমার মতন কে॥

চিংড়ী। অনেকক্ষণ ধরে চান করিচি এখন এই জলের উপর পদ্ম
তায় আড় হয়ে শুয়ে গা শুকিয়ে নি। আঃ কি আরাম একটু
নাই—(কাক ডাকিতেছে কা—কা—কা—) ওকে? আমার
ম শত্রু কাক এসেছে। না, ভয় পাব না। চোখ বুজে শুয়ে থাকি
হলে আর আমায় দেখতে পাবে না। (কাক।—কা—কা—খাই
বড্ড খিদে পেয়েছে কি খাই কি খাই এই যে একটা চিংড়ী
পাততঃ এইটেই দিয়েই জলযোগ করি কা—খাব—খাব—খাব চিংড়ী
রে খাব লো খাব।

চিংড়ী। না ছুঁতে দিলে না, টুপ করে পড়ি জলে। কৈ খা
কেমন খাবি? কেন পারলি না? বেটা ছোটলোক কোথাকার
তোকে মজা দেখাচ্ছি। রুইদা, রুইদা শীগগীর এস তো?

রুই। আমায় কে ডাকে?

চিংড়ী। চিন্‌তে পাচ্ছোনা আমি চিং[illegible]। তোমার ভালবাসার

দিদিমণি। দেখ রুইদা—আমি পদ্মপাতার উপর শুয়ে গা শুকোচ্ছিলুম, এই ছোটলোক কাক বেটা বলে কিনা তোরে খাব লো খাব।

কাক। কা—কা—খাব—খাব—তোরে খাব লো খাব খাব লো খাবো।

চিংড়ী। শুনলে রুইদা শুনলে? দেখলে ওর আস্পর্দ্ধা। ওকে আচ্ছা করে সাজা দিয়ে দাও তো?

রুই। আমি তো পারবো না ভাই—আর আমার এখন সময় ও নেই, জেলেরা জলে নেমেছে আমি চলেছি অগাধ জলের তলে, তুমি এক কাজ কর ভাই! তুমি সিংঙ্গী মাছের কাছে যাও!

২য় খণ্ড।

চিংড়ী। ওই যে সিংঙ্গী দা। দাঁড়ী নাড়তে নাড়তে আসছে। সিংঙ্গীদা সিংঙ্গীদা একবারটী এসতো?

সিংঙ্গী। আমায় কে ডাকে?

চিংড়ী। চিনতে পাচ্ছো না? আমি চিংড়ীরানী যাকে সোহাগ করে ডাক তুমি নানী। দেখ সিংঙ্গীদা আমি পদ্মপাতার উপর শুয়ে গা শুকোচ্ছিলুম এই ছোটলোক কাকবেটা বলে কিনা তোকে খাব লো খাব?—

কাক। কা—কা—কা—কা—তোরে খাব লো খাব খাব লো খাব

চিংড়ী। শুনলে সিংঙ্গীদা শুনলে? দেখলে ওর আস্পৰ্দ্ধা। ওকে ভাল রকম শিক্ষা দিয়ে দাও তো?

সিংঙ্গী। কি করবো ভাই। ওযে ছাই ওড়ে আকাশে, পাই না নাগাল [illegible]শে। যদি একবার পেতুম প্যাক

করে কাটা দিয়ে মজাটি টের পাইয়ে দিতুম। তাতো হবে না ভাই তুমি কাঁকড়াদাকে ডাক। আমার কাজ আছে। আমি যাই।

চিংড়ী। কঁ্যাকড়াদা, কঁ্যাকড়াদা শীগগীর এস তো?

কাকড়া। আমায় কে ডাকে?

চিংড়ী। আমায় চিনতে পাচ্ছো না? আমি চিংড়ীরানী, বড় অভিমানী, তুমি যাকে ভালবেসে বল সোণামণি।

কাকড়া। ওঃ।

চিংড়ী। দেখো কাঁকড়াদা! আমি পদ্মপাতার উপর শুয়ে গা শুকোচ্ছিলুম।

কাকড়া। উঃ।

চিংড়ী। এই ছোটলোক কাক বেটা বলে কিনা তোরে খাব লো খাব?

কাক। কা—কা—খাব খাব তোরে খাব লো খাব খাব লো খাব।

চিংড়ী। শুনলে কাঁকড়াদা শুনলে? দেখলে ওর আস্পর্দ্ধা ওকে একবার মজাটা টের পাইয়ে দাও তো?

কাকড়া। বটে, এত বড় কথা, আমার সোণামনিকে বলে কিনা খাব লো খাব। দাঁড়াও তোমার মুণ্ডপাত করছি, সোণামণি। তুমি আবার গিয়ে পদ্মপাতায় শোও, আমি লুকিয়ে থাকি পাশে, বেটা যদি সত্যি সত্যি আসে আমি অমনি দাড়া দিয়ে গলাটি ধরবো চেপে, বেটা নিঃশেষ বদ্ধ হয়ে মরে যাবে কেঁপে, কি বল?

চিংড়ী। বেশ কথা—তুমি তবে রেডি, আমি তবে গা শুকোই।

কাকড়া। হ্যা গো হ্যা রেডি—

কাক। কা—কা খাই এইবার তোকে খাই।

চিংড়ী। তোর যদি এতই খিদে তবে খা কিন্তু দেখিস্ কোঁথ করে গিলে ফেলিস্, ঠোঁট দিয়ে যেন ঠোকরাস নি।

কাক। আচ্ছা তবে এই কল্লুম আ—

চিংড়ী। চিংড়ীরানী এই জলে।

কাঁকড়া। আর তুই বেটা যমের বাড়ী যা।

কাক। কা—কা—লাগে কা—কা—ওয়াক ওয়াক তোরে খাব না।

কাঁকড়া। কেমন মজা আর খাবি।

কাক। ওয়াক ওয়াক—কা—(মৃত্যু)।

কাকড়া। যাক্ বেটা অক্কা পেয়েছে, কেমন ধরেছিলুম চেপে, এতে ও যদি বাঁচতো তবে নাক খত দিতুম মেপে।

চিংড়ী। কাঁকড়াদা—তুমি অতি ভাল লোক—তুমি হও এই পুকুরের রাজা, আর আমি হই তোমার দিদিমণি, খাওয়াবো তোমায় চাল ভাজা—

মশার নালিশ।

জি, টি ৭

(এক পুকুরধারে কতকগুলি মশা আর কতকগুলি ব্যাঙ্গ একসঙ্গে বাস করতো, মশা বেচারীরা ব্যাঙ্গদের ডাকের উৎপাতে আর টিকতে না পেরে তারা গিয়ে তাদের মহারাজ কেউটে সাপের কাছে নালিশ করেছে। প্রথমে তারা আপন মনে গান ধরিল)

পুকুর ধারে মশা ওগো পুকুর ধারে মশা।
জলের ধারে [illegible]য় আছি আমরা খাসা।

তাই করতে জ্বালাতন,
এই ব্যাঙ্গ ব্যাটাদের হুটোমুটি ক্ষুবের আলাপন।
আমার ঘুমটি ভাঙ্গায়
যখন তখন সকল কৰ্ম্ম নাশা
ও ভাই কোলা ব্যাঙ্গ, কেন ডাক গ্যাঙ্গর গ্যাং
গ্যাঙ্গোর গ্যাং ?
এত ডাকাডাকি করতে হেঁকে
হেঁকে বলে ব্যাং
আমাদের কেউটে মহারাজ আছেন বেঁচে
তোলো যদি মাথায় পড়বে বাজ।
আমরা কোরবো নালিশ তুলতে হবে
এই পুকুরের বাসা।

এই না শুনে ব্যাঙ্গরা বললে।
গ্যাঙ্গর গ্যাং গ্যাঙ্গর গ্যাং কি করবি করগে কি করবি করগে।
মশা। আচ্ছা টের পাওয়াচ্ছি!

(এই বলে কেউটের বাড়িতে গিয়ে হাজির, মশার ডাক না শুনে কেউটের গেল ঘুম ভেঙ্গে)

কেউটে। এই ফোঁস এই ফোঁস? এই সকালবেলা সেতার বাজিয়ে আস ছিস কে?

ব্যাঙ্গের সাজা।

মশা। উ—উ—উ—উ—আজ্ঞে আমি মশা।
ঢাপ। কি চাস? কি চাস?

মশা। উ—মহারাজ, এই ব্যাঙ বেটাদের জালায় উ—উ—টিকৃতে পারলুম না, শাসন করুণ।

সাপ। অবশ্য—অবশ্য—সেনাপতি সেনাপতি। তক্ষক (মহারাজের ডাক শুনেই তক্ষক এসে জিজ্ঞাসা করলে)

তক্ষক। কি করব—কি করব? খোক্—খোক্

সাপ। ব্যাঙ বেটাদের শাসন—শাসন—

তক্ষক। এক্ষুনি—এক্ষুনি—এক্ষুনি—

মশা। উ—উ—উ—চলুন।

(পুকুর ধারে উপস্থিত হয়ে শুনলে ব্যাঙরা তখনো ডাকছে) গ্যাঙর গ্যাং—গ্যাঙর গ্যাং—গ্যাঙর গ্যাং—গ্যাঙর গ্যাং—

(তক্ষক এসে তাদের শাসন করছে)

তক্ষক। টেক কেয়ার—টেক কেয়ার—টেক কেয়ার—টেক কেয়ার—

ব্যাঙ। ক্যা কো—ক্যা কো—কে কার কড়ি ধারে—কে কার কড়ি ধারে।

তক্ষক। তোরা লস্কর—তোরা লস্কর—রাজার্দ্ধ ভক্ষক—টেক কেয়ার—টেক কেয়ার—

মশা। আচ্ছা, টের পাবে চলুন।

(তক্ষক ভয়ানক রেগে মহারাজের দরবারে গিয়ে পৌঁছিতেই কেউটে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলে)

সাপ। বেটারা হোলকি বশ, কমলোকি তাদের রস?

তক্ষক। বেটারা দিতে চায় টক্কর—দিতে চায় টক্কর—

সাপ। তবে আমার নেই কো দোষ, তবে যাচ্ছি রোস—ফোঁস্

ব্যাঙ। ক্যা কো-কে কার কড়ি ধারে—কে কার কড়ি ধারে।

("এত বড় আস্পর্দ্ধা" এই বলে সাপ ব্যাঙটাকে ধরলে। ব্যাঙর তখন প্রাণের দায়ে ক্যা কো কড়ি নেও—কড়ি নেও—কড়ি নেও।

জি টি ২১

কালোজামের ভাই আম কি তোমার ভায়রাভাই।
লাউ বুঝি তোর দিদিমা আর কুমড়ো তোর দাদামশাই॥
তরমুজ তোমার ঠাকমা বুঝি কাঁঠাল তোমার ঠাকর্দ্দা
গোলাপজাম তোর মাসতুতো ভাই জামরুল কি ভাই
তোর বনাই॥
পেয়ারা কি তোর লাটিমরে ভাই চিচিঙ্গে তোর লাটী
জাম্বুরা তোর ফুটবল আর লঙ্কা চুষিকাটী
টোপাকুল তোর বউ বুঝি আর বৈঁচিলেবু তোর বেহাই॥
নোনা আতা সোণা ভাই তোর রাঙ্গাদি তোর লাল মাকাল
ডাব বুঝি তোর পানিপাঁড়ে ঢিল বুঝি ভাছুরে তাল
গেছো দাদা আয়না নেমে গালে রেখে চুমু খাই॥

সকলে—ভেল দিগ্‌ দিগ্‌ দিগ্‌

১ম—আমাদের মড়া মরেছে কাঠ কুড়ুতে যাবি কে ?

২য়—মোড়—মোড়—মোড়

৩য়—ছেল্‌ কপাটী দাঁত কপাটী
নেড়া মাথায় মারব চাঁটী
আমপাতা জোড়া জোড়া
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া—হাড়ু—ডু—ডু

মা—অ পুটো—অ ন্যাড়া—অ গুয়ে দুপুর রোদ্দুরে ছাদে কিং কিং খেলা হচ্ছে শীগগীর নেমে আয়—

১ম—এই ন্যাড়া মা ডাক্‌ছে শীগগীর চ'

মা—কতদিন বলেছি, দুপুর বেলা ঘরে বসে বসে পড়বি—শীগগীর সব বই নিয়ে বস্‌। (কর্ণ মর্দ্দন)

১ম—ওরে মারে বাবারে—ছাড়—ছাড় কাণ গেল কাণ গেল ছাদে খেলছিলুম কোথা—ছাদে তো জুজুবুড়ী তাড়াচ্ছিলুম—তোমায় ধরতে এসেছিল

'মা'গো তোরে সত্যি বলি দেখে এলাম ছাদে গিয়ে
মা ধরা এক জুজুবুড়ী বসে আছে ঝুলি নিয়ে।
বল্লে যে মা খোকায় ধরে যখন তখন দুধ খাওয়ায়
চুলের মুটি ধরে তার তিন সের দুধ খাওয়াই তায়
খবরদার মা দুধ খেতে আর বলিসনেকো দোর দিয়ে।
বল্লে বুড়ি জল ঘাঁটলে বকে খোকায় যে সব মায়
হাবুডুবু খাওয়াই তাদের ডুবিয়ে কাদা জল ডোবায়
খবরদার আর [illegible]নে মা খেল্লে আমি জল নিয়ে॥

না বেড়াতে দিলে রোদে ধরে যে মা পাড়ায় ঘুম
বল্লে বুড়ি বস্তায় পুরে লাগাই তারে ধুমাধুম
খবরদার ঘুম পাড়াসনি বেড়ালে রোদে গিয়ে ॥
ঘুম আয় আয় ঘুম ॥
নিশুতি দুপুর নিশীথ নিঝুম ॥
চুল চুল ঝিঙে ফুল ঘুমে ঝিমায়
ঝুমকো লতায় ঝিঁ ঝিঁ আলসে ঘুমায়
খোকনের চোখেয় দে ঘুমপরী চুম্ ॥

জি টি ২২

খাঁটো। এই হ্যাড়া, এই গুয়ে ! এই খোঁদ ! আয় ভাই কানামাছি খেলি। এই গুয়ে তুই কানামাছি।

গুয়ে। না ভাই তা কেন ? এস গোনা হোক।

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাষ্টার শ্বশুর বাড়ী,
রেনকম ঝমাঝম,
পা পিছলে আলুর দম্ !

এই হ্যাড়া চোর। আচ্ছা রেডি !

সকলে। কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছোঁ (কোলাহল)

হ্যাড়া। (তালগাছে ধাক্কা খাইয়া) [illegible]রে ওরে বাবারে

বৌদি। ওঠ ভাই লক্ষ্মীটী! কাঁদতে নেই।

ন্যাড়া। না আমি আর খেলব না, আমায় বড্ড লেগেছে

পুটো। চোর দেয় না বাড়ী যায়।
হাড়ী বাড়ী ভাত খায়।

বৌদি। ছি ছি ছি দেখছিস্ ওরা কি বলছে! ওঠ চ খেলি চ।

ন্যাড়া। উঃ আমায় ভয়ানক লেগেছে কাঠটা শক্ত যেন কাট.

গুয়ে। নারে ওটা কাট না ওটা তালগাছ? দাঁড়ানা ওকে ভুলাই।
ঝাঁকড়া চুলো তালগাছ, তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই।
আমার মত পড়া কি তোর মুখস্থ হয় নাই॥
আমার মত এক পায়ে ভাই দাঁড়িয়ে আছিস কান ধরে ঠায়
একটুখানি ঘুমোয় না তোর পণ্ডিত মশাই॥
মাথায় তুলে পাততাড়ী তোর কি ছাই বকিস্ বকর বকর।
আমতা আমতা কোরে নামতা পড়িস কি সদাই॥
তালগাছ তোর পাতার কোলে মাবুই পাখীর বাসা ঝোলে।
কোঁচড় ভরা মুড়ী যেন দেনা ছটী খাই॥
পাখীরা তোর মাথায় এসে উড়ে এসে জুড়ে বসে।
ঠুকরে ওরা দেয় কি মাথায় পাতা নাড়িস তাই॥

২। ন্যাড়া। এই গুয়ে! পুকুরের অত কাছে যাসনে, পা পিছলে পড়ে যাবি। দেখছিসনে, পুকুরটা জলে কি রকম টইটুম্বুর হয়ে উঠেছে।

গুয়ে। দেখ না ভাই, কি সুন্দর শাপলা আর সুদি ফুল ফুটে রয়েছে। চারটি তুলে নিই!

ন্যাড়া। ওরে না না, মা বলেছে পুকুরে জলদানা আছে। ঠ্যাং ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে আয় চারটী খোলামকুচি কুড়িয়ে এনে ছিনিমি[illegible]। আচ্ছা পুঁটো! তুই আগে ছোঁড়—

পুটো। না ভাই একসঙ্গে ছুড়ি, দেখি, কার কত দূর যায়।

রেডি। ওয়ান, টু, থ্রী। (একটা ব্যাং ভেসে উঠ্‌ল)।

ন্যাড়া। ওরে ভাই দেখ দেখ। ব্যাংটার মাথায় লেগেছে ঐ দেখ জলে নেমে চিৎ হ'য়ে পড়ল। ঠিক যেন মনিব্যাগ ভাসছে।

খেঁদি। আচ্ছা ভাই মা যে বলে জল ঘাঁটলে সর্দ্দি হয়, কই ব্যাঙের ত সর্দ্দি হয় না!

ও ভাই কোলা ব্যাং ও ভাই কোলা ব্যাং !
সর্দ্দি তোমার হয় না বুঝি ও ভাই কোলা ব্যাং !
সারাটি দিন জল ঘেঁটে যাও ছড়িয়ে দু'টি ঠ্যাং ॥
লক্ষ্মী মেয়ে মা তোর বুঝি খেলে বেড়ায় নাকো খুঁজি
কেউ বকে না মজাসে তাই গাইছো ঘেত্তর ঘ্যাঙ ॥
দিবানিশি জল ঘাঁটো তাও চোখ ওঠে না কি ওষুধ খাও
জলঢোঁড়া আসলে, ফেলে দাও কি মেরে ল্যাঙ ॥
কত সে মাছ পুকুর ভরা, মাছ খাও রোজ টাট্‌কা ধরা
রুই-মৃগেল-কাতলা-চিতল-মাগুর-ল্যাটা-চ্যাঙ ॥
ব্যাঙ দাদা তোর মায়ের মত মা যদি মোর লক্ষ্মী হোত
তোর সাথে ভাই থাকতাম জলে ড্যাডাং ডাডাং ড্যাং ॥

—):০(—

জি, টি, ২৩

নবার গান—একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল। নবার বাবা—হাঁরে নবা! এই বুঝি তোর নামতা পড়া হচ্ছে? খেয়ে উঠে যদি নামতা পড়া না পাই—তা'হলে তোর হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় করব! বুঝলি!

নবা—না বাবা আমিত পড়ছি।

এক এক্কে এক	বাবা কোথায় দেখ্।
দুই এক্কে দুই	নেইকো একটু শুই।
তিন এক্কে তিন	উঃ গেছি, আলপিন।
চার এক্কে চার	ও-ই ঘরে আচার।
পাঁচ এক্কে পাঁচ	ও-ই দেখ কুলের গাছ।
ছয় এক্কে ছয়	বাবা গুড্ বয়।
সাত এক্কে সাত	পণ্ডিত মশাই কাৎ।
আট এক্কে আট	আমি বড় লাট।
নয় এক্কে নয়	আর একটু ভয়।
দশ এক্কে দশ	বাবা আফিস বশ।

গান

আমি যদি বাবা হতাম বাবা হোত খোকা।
না হ'লে তার নামতা পড়া মারতাম মাথায় টোকা॥
রোজ যদি হত রবিবার,
কি মজাটাই হ'ত গো আমার,
কেবল ছুটি, থাকত নাকো নামতা লেখা জোখা।
থাকত নাকো যুক্ত অক্ষর অঙ্কে ধরত পোকা॥

২।

সাত ভাই চম্পা তোরা কে কি হবি বল্।
কেলো, ভুলো, হেবো, পচা, ভুতো নেড়া, ডল্॥
আমি হব কাবলীওলা এককুলো চাঁপ দাড়ী
তেরে মুসে আগা মোর মাগাম্মা লিয়াও রূপি তাড়াতাড়ি॥
আমি হব প[illegible]ই (দেখে) কাঁপবে ছেলের দল॥

আমি হব ফিরিওয়ালা-"চাই চানাচুর ঘুঘ্‌নি দানা
পাড়ায় পাড়ায় ফিরব ঘুরে পারবে না কেউ করতে মানা
রাত্রে হাঁকব কুলফি বরফ—হায় কি মজার কল ॥
আমি হব জজ সাহেব দিব ফাঁসি ছমাস করে
দারগা আমি তোর জজকে চালান দিব থানায় ধরে
আমায় দেখে দারগা গুড়ুম আমি হব কনষ্টেবল্ ॥
আমি হব বাবার বাবা মা সে আমার ভয়ে
ঘোমটা দিয়ে লুকোবে কোণে চুণি বিল্লী হয়ে
বলব বাবায়-"ওরে খোকা শীগগির পাঠশালায় চল্" ॥

———

শ্রীমতি আঙ্গুর বালা।

পি ১১৭২৭ ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ।

আমি কত আশা ক'রে তোমারি দুয়ারে ভিখারির বেশে এসেছি ;
খোল দার খোল, তোল মুখ তোল, দেখ দেখ কত কেঁদেছি ॥
কি আছে আমার জান না কি তুমি,
পথে পথে কেন কেঁদে বেড়াই আমি ;
যা ছিল আমার সকলি এবার বুঝি বা হারাতে বসেছি ॥

—ঃ ০ ঃ—

কানাড়া মিশ্র।

আমারে আমার বলিতে কে আর, যারা ছিল তারা গিয়েছে।
পাজর ভেঙ্গেছে, ঝাঁজর হয়েছে, বাকি শুধু প্রাণ রয়েছে॥
উদাস নয়নে চারিধারে চাই, আপনা বলিতে কারেও না পাই,
আপনার যারা ফেলে গেছে তারা, এ হৃদি শ্মশান হয়েছে ॥

—ঃ * ঃ—



শ্রীমতী আঙ্গুরবালা

পি ১১৭০৮ দাদ্‌রা।

কে দিল তোমার গলে বনফুলের মালা ॥
কোথা হ'তে পেলে তুমি ও চিকণ কালা ॥
যাও যাও বঁধু এসনা কাছে, তোমার প্রেমেতে কাজ কি আছে,
তুমি আস, মান রাখি, কর কত ছলা ॥

গজল

কি গুণ বল কি গুণ জানে হরি হে তোমার বাঁশের বাঁশী।
এই কি সাধনা তার কি মহিমা তোমার
কেমনে ঢালে সে অমিয় রাশি ॥
পশিলে শ্রবণে সে স্বর লহরী, জানি না কেন যে আপনা পাসরি,
কেন বা উঠে পরাণ শিহরি কে যেন মরমে পরালে ফাঁসি ॥

পি ১১৭০৯ গৌরী মিশ্র।

আমি হ'ব না তোমার বাধা
শুধু পথে যেতে তব সরাইব বাধা ॥
কাছে কাছে রব বাঁধা ॥
হ'ব প্রখর আতপে ছায়া
শীতলিতে তব কায়া
পবনের পায়ে মেগে নেব, সখা মন্দ মধুর হাওয়া ;
বর্ষাধারা মুছাব আঁচলে মিলাব চাঁদের সুধা ॥

বেহাগ মিশ্র।

দেখা হ'বে চাঁদনা তলায়,
বলে গেল ইসারায়।
ঘটা ক'রে বর এসেছে চুপিসাড়ে দেখে পালায় ॥
বসে বর সভার মাঝে, হেথা আসা তার কি সাজে
লোকের কাছে পাছে লাজে যৌবন ভরে পড়ে যায় ॥
ছি ছি কি আদিখ্যেতা বোঝো না মরমের ব্যথা
না খেলে লাজের মাথা মন যোগান হবে দায় ॥

পি ১১৬৯৭

পথের কথা বলে দেবে কে আমাকে,
আমি যাব রে যাব রে সে দেশে যেথা সে থাকে।
বসে আছ তুমি কোন বনে, কার ধ্যানে এক মনে,
গাহিছ ও কি গান, করুণা নিদান, শুনে আকুল হ'ল প্রাণ—
যাব কোন পথে যাব কার সাথে,
পথের মালিক কোথায় আমি পাব তোমাকে ॥

বাগেশ্রী।

সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী।
তুমি হাস আপন মনে, আমি কাঁদি তোমার লাগি ॥
সুখের স্বপন ঘুমে, ঘুমায়ে থাক গো তুমি,
আমি রব অধোমুখে তোমার শিয়রে জাগি ॥

পি ১১৭২৬ খাম্বাজ।

শ্যাম তুমি বাঁকা বাঁকা তোমার মন।
বাঁকায় বাঁকায় মিলে গেছে, বাঁকা মদনমোহন ॥
বাঁকা তোমার শিখী বাঁকা, বাঁকা তোমার চূড়া বাঁকা,
বাঁকা তোমার চরণ বাঁকা, বাঁকা দুনয়ন।

ভৈরবী।

ছি ছি তুমি হেরে গেলে শ্যাম।
ডুবে গেল তোমার ভুবন ভরা নাম ॥
শকতির কি দাও পরিচয়,
ধরিতে জান রমণীর পায়
তুমি ভাগ্য, তুমি বিধাতা,
কে তোমায় হল বাম ॥

পি ১১৭১৩ গজল।

কি সুর বাজে ভাঙ্গা হৃদি মাঝে,
আমি জানি, আমার মন জানে।
কাহার ছবি হৃদে, রেখে ভাবি,
আমি জানি, আমার মন জানে ॥
যখনই ভাবি তোমারে পাব না,
তখনই জাগে মনেতে ভাবনা,
সে যে কি যাতনা, তুমি তো বোঝ' না,
আমি জানি আমার মন জানে ॥

এক করে তব কমল শোভে, অন্য করে শোভে ধান্য,
যার বরে মাগো সোনার বাংলা অন্যে বিতরে অন্ন
কণ্ঠহার তব অমূল্য উজল, প্রভাততপন সম,
তোমারি সকল অপূর্ব্ব সুন্দর, নিত্য নব অনুপম।
ক্ষিরোদ তনয়া হরিপ্রিয়া তুমি ভক্তজন মনোরমা,
বিশ্বপালিনী তুমি মা পদ্মা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি রমা।
তব শিরসিত কোমল কুঞ্চিত কমল পলাশ আঁখি,
তোমারি মুকুট রূপেরি প্রভায় করিতেছে ঝিকি মিকি
মন্থন সময়ে জলধি হইতে লভিয়া জনম তুমি,
বরিয়াছ মাগো দেব নারায়ণে তোমার হৃদয় স্বামী
ক্ষিরোদ তনয়া হরিপ্রিয়া তুমি ভক্তজন মনোরমা,
বিশ্ব পালিনী তুমি মা পদ্মা তুমি লক্ষ্মী তুমি রমা।

পি ১১৭০৩ ভৈরবী মিশ্র।

আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা
আমি যে পথ চিনি না।
তোমারি উপর করিনু নির্ভর
তোমা বই কারে ও জানি না॥
আজ ত তুমি হৃদয়েরি রাজা,
তোমারেই ামি করিব গো পূজা,
সন্দেহের াকিছু রাখিব না
কারো কথা আমি মানি না॥

ভৈরবী।

আমি জগতের কাছে ঘৃণ্য হ'য়েছি
তুমি যেন ঘৃণা ক'রো না।
আদর যতন করিতে যেমন
সে বাঁধন যেন ছিঁড়ো না॥
আপনার পর সবারে চিনেছি
হৃদয়ের বীণা ভাঙ্গিয়া ফেলেছি
শুধু তুমি থেকো, দুটো কথা ক'য়ো
ভুলে যেন দূরে যেওনা॥

পি ১১৭১৯ ইমন মিশ্র।

ছিন্ন কুসুম প্রায় আছি এক ধারে গো।
শুষ্ক হৃদয় হায়, দলিছে শতেক পায়,
কত ব্যথা পাই প্রাণে, কোই আর কারে গো॥
আর তো সে দিন নাই, তাই পদধূলি খাই,
যারে পাই তারি কাছে, করুণার কণা চাই,
কেহ ত' চাহেনা ফিরে, একা ভাসি আঁখি নীরে,
সকলই কপালে করে, কি কব আর কারে গো॥

—ঃ০ঃ—

ভীমপলশ্রী

প্রেম পূজা আজি সাঙ্গ করেছি,
প্রতিমা ফেলেছি ভাঙ্গিয়া।
বাসনা কুসুম হৃদয়ে যা ছিল,
সকলি দিয়াছি জ্বালিয়া॥

হৃদয় মন্দির দেখ দেখি চাহি,
রয়েছে শূন্য পড়িয়া।
আশার প্রদীপ ধিকি ধিকি জ্বলি,
তাও বুঝি যায় নিভিয়া॥

—০—

পি ১১৭১২ কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

শুধুই সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো,
মলিন স্মৃতিকণা বাসনা মাখা গো।
চঞ্চলা চপলা আলোক রাশি মাঝে,
নিমিষে চেয়ে গেছে সোহাগ সুখ সাজে ;
আর তো আসিল না আর ত' হাসিল না
আর তো দিল না সে, ফিরিয়ে দেখা গো॥

—:০:—

তবু ভাল—তবু ভাল
এত দিনে তুমি ভোলনি যে সখা
তবু ভাল—তবু ভাল।
কতদিন কত কথা—মনে আসি দিত ব্যথা
চুপে চুপে ফুলে ফুলে কাঁদি, করি কত ছুতনাতা।
পাষাণে সঁপিয়া প্রাণ করিনু গরল পান
প্রেম বিষে জর জর নাহি মান অপমান
প্রাণ মন তোমায় যাচিয়া দিয়াছি কি আছে উপায় বল
অসময়ে দেখা দিলে যে হে সখা
তবু ভাল, তবু ভাল॥

—০—

পি ১১৭১৪ 'আত্মদর্শন' হইতে।

আমি আমি বলে কারে ভাব মন
কে তুমি, তোমার কে আপন?
যে আমিতে সেই আমি পাবে
কর না তার অন্বেষণ॥
আমার, আমার—পুত্র পরিবার—
আমি কিন্তু কে ঠিকানা নেই তার
পঞ্চভূতে আমায় দিয়েছে আকার
দিয়ে নিতে তার কতক্ষণ?
তখন আমি কোথায় যাব
অনন্তে মিশাব
অনন্তই রবে নিদর্শন!
বিমনা হ'য়োনা, বিপথে যেওনা
সে পথে পাবে না নিত্য ধন,
চল সত্যপথে বিবেকের সাথে
হৃদয়ে হেরিতে নব বৃন্দাবন॥

—:—

মন তোমায় বুঝাই কত বল না
সবই মায়া, সবই ছায়া, সবই মায়ার ছলনা॥
ভাল ব্যাসাৎ ক'রতে এলে, আপনারে ভুলে গেলে
অনিত্যে এ প্রাণ সঁপিলে পেয়ে কাঞ্চন ললনা।
কেবা তোমার সঙ্গের সাথী মাতা পিতা পুত্র নাতি
ভাবছ কেবল স্বর্গের বাতি, সাথী কে তা' দেখলে না!

ভাবছ মায়া অমূল্যধন, হাসি মুখে করে যতন
মায়ার সৃষ্টি, নারীর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারলে না
এখন ভাঙ্গা হাটে হাট ক'রে নাও—যা কিছু পাও ভুল না॥

—০—

পি ১১৭২৫ নটমল্লার।

কুসুমের মালা শুকায়ে গিয়াছে
পড়ে আছে শুধু কাঁটা।
মাণিকের লোভে সাগরে ডুবিনু
সার হ'ল কাদা ঘাঁটা॥
দুদিনের তরে প্রদীপ জ্বলিল নিভিল জনম তরে,
জোছনা ডুবিল আঁধার ছাইল চারিদিকে ঘেরি মোরে;
বল কোথা যাই পথ নাহি পাই দুনয়নে বারি ঝরে,
কাঙ্গালের সখা দাও দাও দেখা
কেটে যাক দিন কটা॥

—০—

খাম্বাজ মিশ্র।

জানি যদি কোথা আছে কি সুখে কাহার কাছে
দুটো কথা ক'য়ে সাধ মেটাব আমার।
তাহার পথেতে কাঁটা হইয়া দেবনা বাধা
আছে ভাল থাক ভাল হোক্ ভাল তার॥
আমার সুখের রবি ডুবিতে বসেছে আজ
ডোবে যদি ডুবে যাক আর সুখে নাহি কাজ,
প্রণয়ে পড়েছে বাজ তাই এই দশা আজ
এতে বল কিবা লাজ আছে গো আমার।

—০—

পি ১১৭০৫

ঠুংরী।

তুমি অমন করে আর এস' না
তুমি অমন করে আর হেস' না ॥
আদর মাখান সোহাগ ভরেতে,
নাম ধ'রে মোরে ডেকোনা—
বাঁশীতে আর ডেকোনা ॥
শুনিলে তোমারি ডাক্
যেথানেই থাকি মনে হয়
ওগো ছনিয়া ভাসিয়া যাক্ ;
পরের বঁধুয়া জানিয়া শুনিয়া
বুকে দাগা আর দিও না ॥
নব জলধর শ্যাম
হৃদয়েরি ব্যথা ঘুচাও বলিয়ে
ব্যথাহারী তব নাম ;
অনুগত দাসী শ্রীমতীরে তব
ত্বঃখের পাথারে ফেলনা ॥

—০—

দাদ্‌রা।

নিঠুর নাগর শ্যাম !
কেন ত্যজিলে আমারে ?
আমি অভাগিনী
যতন নাহি জানি,
তাই কি আমারে হরি বাম ?

যা কর তা কর তুমি
তুমি হে জীবন স্বামী
জনম ভরিয়া জপি নাম ॥

—০—

পি ৯৬৭১

ভীমপলশ্রী ।

ওগো কে গো তুমি কে ?
যুগে যুগে ওগো যার রাখা আমি
তুমি কি আমার সে ?
লুকায়ে রেখেছ তুমি আপনায়
আপন রচিত আঁধার মায়ায়,
ঢাকিলে কি ঢাকা যায় ?
চরণ চিহ্ন চেনে না কে ?
তুমি কখন পতি কখন পুত্র
তোমাতে জড়িত কর্ম্মসূত্র
তোমাতে আমি আমাতে তুমি
এ লীলা বুঝিবে কে ?

—:০:—

আসোয়ারী ।

তুমি দখিনা নেও আমারে !
আর তো দেবার কিছুই নাই
শুধু আমি আছি আমার ভাণ্ডারে ॥
হোল যদি আজ দানের শেষ
দাসী কর মোরে চরণের,

পুষ্প ব্যতীত কি আছে যোগ্য
দখিনা আর এ দানের ?
যদি ও নই হে সুন্দর আমি
যদিও নই সুবাসিত ;
তবুও পুষ্প তোমাগত প্রাণ
তোমারি কারণে বিকশিত ;
হোল যদি সবে কূলে উপনীত
আমি কেন ভাসি পাথারে ॥

—):o:(—

পি ৯৮৭৪ গজল

ভুলি কেমনে আজও যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা,
আজও সজনী দিন রজনী সে বিনে গণি সকলি ফাঁকা ॥
আগে মন করলে চুরি মর্ম্মে শেষে হান্‌লে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা।
চকোরী দেখ্‌লে চাঁদে দূর থেকে সই আজও কাঁদে,
আজও বাদলে ঝুলন ঝুলে তেমনি জলে চলে বলাকা ॥
বকুলের তলায় দোদুল কাজলা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী কাঁকে গাগরী চরণ ভারী কোমর বাঁকা ॥
তালে তোর করলে আঘাত দিস্‌রে কবি ফুল সওগাত,
ব্যথা মুকুলে অলি না ছুঁলে বনে কি দুলে ফুল পতাকা ॥

গজল।

এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আন্‌লে বলে কে ?
টলমল জল মতির মালা দুলিছে ঝালর-পলকে ॥
দিল কি পুব-হাওয়াতে দোল বুকে কি বিঁধিল কেয়া ?
কাঁদিলে কুটিলে গগন এলায়ে ঝামর অলকে ॥
চলিতে পৈঁচিকি হাতের বাঁধিল বৈঁচি কাঁটাতে,
ছাড়াতে কাঁচুলীর কাঁটা বিঁধিল হিয়ার ফলকে ॥
মুকুলী মন সেধে সেধে কেবলি ফিরিনু কেঁদে,
সরসীর ঢেউ গলায় ছুটি না ছুঁতেই নলিন-নোলকে ॥
বুকে তোর সাত সাগরের জল পিপাসা মিট্‌ল না কবি,
ফটিকজল ! জল খুঁজিস্ যেথায় কেবলি তড়িৎ ঝলকে ॥

—০—

পি ১১৫১০

আমার জীবন নদীর ওপারে
এসে দাঁড়ায়ো দাঁড়ায়ো বধু হে !
আমি তরীটী বাহিয়া আসিব
তুমি চরণখানি বাড়ায়ো হে ॥
দিনের আলোটী নিভে যাবে
আঁধার আসিবে ঘিরে !
তুমি নয়নের কোণে সোহাগের দীপ
জ্বালিয়ে এস হে ফিরে ।
(আমি) আপনা হারায়ে দিশেহারা
তুমি এতটুকু হারায়ো হারায়ো বধু হে ॥

—•—

যদি চির সুন্দর নাহি হবে গো।
কেন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা সব
চরণে লুটায়ে রবে গো।
কুসুম বিতরে তব মাধুরিমা
সমীরণ বহে তোমারি সুষমা
নদ নদী গিরি বন উপবন
মহিমা তোমার প্রচারে গো!
মহান হইতে তুমি সুমহান
অনাথার নাথ, জগতের প্রাণ
পরশে তোমার দূরে যায় জ্বালা
সবে শান্তি পরাণে পায় গো!
তাই অহরহ সহিয়া বিরহ
তোমারেই সবে চাহে গো!

—০—

পি ১১৫৩৭ ভাটিয়ালী।

কালা কত না চাতুরী জানে।
কুলবালার মন ভুলায় মধুর বাঁশীর তানে॥
আন্‌তে গেলে ঘাটেতে জল
পথের মাঝে করে সে ছল
মুচকে হেসে ধরে আঁচল
কোন মানা নাহি মানে॥

কোন কথা বল্‌লে কালায়
বাঁকা চোখে অমনি সে চায়
দোষীর মত চলে সে যায়
যেন কতই অভিমানে ॥

—o—

খাম্বাজ মিশ্র ।
সে নিঠুর কপট কালা ।
প্রাণের মাঝে সিঁদ কেটেছে
পাইয়ে অবলা ।
শুনে সে মোহন বাঁশী
মন প্রাণ হ'ল উদাসী
সদা আঁখি জলে ভাসি
হ'ল কি বিষম জ্বালা
সই কেমনে পাসরি কালা ।।

—o—

পি ১১৪৫৯ পিলু বারওয়াঁ ।
ওগো আমার পরাণ প্রিয় চল্‌বে না আর লুকিয়ে থাকা ।
হৃদয়-পটে ছবি তোমার আছে আমার তুমি আঁকা ॥
যখন নিদ আসে মোর আঁখিপাতে
স্বপন আসে আধেক রাতে
নিতুই এস ঘুম ভাঙ্গাতে
বুলিয়ে পরশ মধুমাখা ।।

—o—

সিন্ধু ভৈরবী।

হৃদয় বীণার ছিন্ন তারে দিও না ঘা বারে বারে।
অনাদরে আছে পড়ে ব্যথায় ভরা হৃদয় দ্বারে॥
অনেক আঘাত স'য়ে স'য়ে
তারটী বীণার গেছে ক্ষ'য়ে
সুরের রেশ মিলিয়ে গেছে
অজানা কোন সুদূর পারে॥

—::—

পি ১১৫৭৯ ঠুংরী।

গাগরী ছলকে না যায় চললো সাম্‌লে গৌরী।
এ পথে দাঁড়িয়ে আছি তোমারই স্মরণ করি॥
এখানে একটু ব'সো আছে সই অনেক কথা
তুমি আমার মনবাগানের সোহাগের কুসুমলতা
এ ফুলের মালা গেঁথে স্বপনে গলায় পরি॥

—)::(—

জল তো এবার হ'লো ভরা
পথের মাঝে কলসি কাঁ'কে যাই কেমনে
আকাশের অধীর আলো ঐ মিলালো
কাননে কোকিল মাতে ফুল যোজনে॥
ভরা ঘট ছল ছলিয়ে জল ওঠে যে উছলিয়ে
নীলাম্বরী গেল ভিজে,
আজকে কি যে ভাগ্যে আছে কেইবা জানে॥

বেলা যে শেষ হয়েছে
সকলে ঘরে ফিরেছে
আমারই কি হ'ল যে
জলে যেয়ে রইনু চেয়ে শূন্য মনে ॥

—০—

কেন মিছে মরি ঘুরে।
যার তরে ভ্রমি দেশে দেশে আমি
সে যে দূরে বহুদূরে ॥
বাতাসেতে শুনি তারি পদধ্বনি
পাখী কলরবে তারি স্বর শুনি
জোছনা আলোকে তারি ছায়া দেখে
মিছে কেন আঁখি ঝরে।
কেন নিশিদিন বাজে হৃদি বীণ
সদাই করুণ সুরে ॥

—•—

হৃদয়েরি পটে তোমার মুরতি রেখেছি আঁকিয়া যতনে।
ভালবাসা দিয়ে রেখেছি ঘিরিয়ে নিভৃতে পরাণে গোপনে।
তুমি এস নাহি এস ক্ষতি তাহে নাই
নয়ন মুদিয়া দেখিবারে চাই—
কিবা যায় আসে পাই নাহি পাই দুদিনের তরে জীবনে।
সাধ শুধু মনে দেহ অবসানে মিশাইতে তব চরণে ॥

—০—

পি ১১৯২৮ গজল।

পেয়ে অবলা ঘটালে জ্বালা বাজায়ে কালা বাঁশের বাঁশী
মোহন স্বরে হৃদি বিদরে করিল মোর মন উদাসী ॥
হ'ল রে মন পাগলপারা
করলে বাঁশী আপনহারা
সে মধু স্বরে সুধা যে ক্ষরে প্রেম-সায়রে সদা যে ভাসি ॥
বাঁশীটা মন করলে চুরি
হান্‌লে বুকে প্রেমের ছুরি
অবলা বলে ভুলালে ছলে পরালে গলে প্রেমের ফাঁসী ॥

—০—

পাহাড়ী।

কেমন করে বাজাও বল তোমার বাঁশের বাঁশী।
জাগিয়ে দিয়ে চাঁদের আলো ফুটিয়ে উষার হাসি ॥
তোমার সুরের কলরোলে
আমার মনের দোলা দোলে
তাই তো আমি লুকিয়ে সখা কদমতলায় আসি ॥
বাজাও ওগো বাজাও বেণু
ছড়াও প্রাণে গানের রেণু
ঐ বাঁশীতে নাও ভ'রে নাও আমার অশ্রুরাশী ॥

—•—

পি ১১৬৫৭ কীর্ত্তন।

হৃদয় সরসী নীরে কর কেলী মাধব।
মম মন-পদ্মে দেব রাখ পাদ-পদ্ম স্তব ॥
চরণ পরশে হোক্ মুকুলিত কমল কলি,
পাষাণ পরাণ মম প্রেম রসে যাক্ গলি ;
পীতাম্বর পীতবাসে উদয় হও হে হৃদাকাশে
জ্ঞান আঁখি দিয়ে দেখি মূর্ত্তি তব অভিনব ॥

—•—

ভৈঁরো।

কমলাসনে কমলা-সনে কমলাপতি বিহর।
করুণা করি করুণাময় করুণা কণা বিতর ॥
পীতাম্বর পীতাম্বরে মোহন মুরলী অধরে ধরে।
পাতকী তরাতে পতিত পাবন পাতকী হৃদয়ে বিচর ॥
কলুষ ভরা কলুষ অন্তর কলুষ নাশন হর হরি হর।
পঙ্কিল পরাণে প্রেম সুধা দানে হ'য়োনা প্রভু বিস্মর ॥

—•—

পি ১১৬৫৮ (ভাঙ্গা কীর্ত্তন)

নবঘন শ্যাম, মুরতি মনোহর
হামারি হিয়াপরে জাগে।
শ্রুতিমূলে চঞ্চল, কুণ্ডল মণিময়
পীতবাস দোলে পীত ভাগে।
ইন্দু বিনিন্দিত, কুন্দ কুসুম হাস
মণ্ডিত তব পদ যুগে।
মিনতি চরণ পরে ভকতি মিলাও বঁধু

নিতি নিতি নব অনুরাগে।
নীল নলিনীদল, আঁখি দুটি উজ্জ্বল
বিজলী চমকে রূপরাগে।
শত বিধু-নিন্দিত, চারুমুখ পঙ্কজ,
শিখি-পাখা শোভে শির-তাজে।
ভৃগুপদ চিহ্নিত, বিশাল হিয়া মাঝে
পরিমল ফুলহার রাজে।

—•—

(ভাঙ্গা কীর্ত্তন)

শ্যাম মনে কি পড়ে গো যমুনায়,
যার পুলিনেতে বসি, ওহে কালশশী
শুনাইতে বাঁশী শ্রীরাধায়
কোথায় ময়ূরী বকুল ডালে
কোথায় নন্দ গোপাল তোমার
রাখিলে পরাণ গো-পালে
তুমি ভকতের হরি, জীবন মরণে
ভকতের লাগি ধরিতে চরণে
তাই হে মিনতি দাও হে সুমতি
ঠাঁই যেন পাই রাঙ্গা পায়।

—:০:—

পি ১১৬৭০ দুর্গা।

কেমনে রাখি আঁখি বারি চাপিয়া।
প্রাতে কোকিল কাঁদে নিশীথে পাপিয়া॥
এ ভরা ভাদরে আমার এ মরা নদী,

উথলি উথলি উঠিছে নিরবধি ;
আমার এ ভাঙ্গা ঘটে আমার এ হৃদিপটে
চাপিতে গেলে উঠে দুকুল ছাপিয়া ॥
নিষেধ নাহি মানে আমার এ পোড়া আঁখি,
জল লুকাব' কত কাজল মাখি মাখি ;
ছলনা ক'রে হাসি অমনি জলে ভাসি
ছলিতে গিয়া আসি ভয়েতে কাঁপিয়া ॥

—০—

দুর্গা ।

নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি জল ।
মলিন হ'য়েছে ঘুমে চোখের কাজল ॥
হেরিয়া নিশি প্রভাতে শিশির কমল পাতে
ভাব বুঝি বেদনাতে কেঁদেছে কমল ॥
এ শুধু শীতের মেঘে
কপট কুয়াসা লেগে
ছলনা উঠেছে জেগে এ নহে বাদল ॥
কেন কবি খালি খালি
হ'লিরে চোখের বালি
কাঁদাতে গিয়া কাঁদালি নিজেরে কেবল ॥

—•—

পি ১১৬৯১

আমার পরাণ এমন আকুল কেন গো
হ'য়েছে বল কাহার লাগি ;
কেন আঁখিবারি নিবারিতে নারি

ঘুমাতে ঘুমাতে কেন বা জাগি ॥
কেন চেয়ে থাকি পথেরি পানে
কার পদ ধ্বনি বেজে ওঠে কানে
কার মুখ-ছবি সদা জাগে প্রাণে
দরশন সুখ কার বা মাগি ॥
হিয়ার মাঝারে পাতিয়া আসন
কার আসে বসি' থাকি অনুক্ষণ
সে যে প্রিয় মম, প্রাণ-রমণ
জীবনে মরণে তারি অনুরাগী ॥

—ঃঃ—

হেরিনু তাহারে নয়নের কোণে
ভাল ক'রে দেখা হল না।
হেরিতে হেরিতে পড়িল পলক
আঁখি ভ'রে দেখা হ'লো না ॥
সরমে জড়িত চঞ্চল চরণে
দূর হ'তে কাছে গেনু আনমনে
আঁখি পালটিয়া চাহিনু চকিতে
সে চাহনি ফিরে দিল না ॥
মরমের ব্যথা মরমে মিলাল'
নয়নের বারি নয়নে শুকালো
সরমের বাণী র'য়ে গেল মুখে
প্রেম পূজা মোর নিল না।

—ঃ০ঃ—

পি ১১৬৮১

ভীমপলশ্রী।

হে মোর প্রিয়!

অপ্রিয় যাহা তব কিছু আমারে দিও !!
তাপ, জালা, রোগ, নিদারুণ শোক,
অভাব, বেদনা, বিরহের ভোগ—আমারে দিও !!
অবহেলা আর ঘৃণা অপমান
বুক ফাটা যত হতাশের গান—আমারে দিও !!
শুধু তুমি যে আমার সব হ'তে সব
তাই মরমে জানায়ে দিও !!

—০—

জৌনপুরী মিশ্র।

ওগো প্রিয়তম, ওগো প্রেমময়,
তোমারি হ'য়েছে জয়!
জানিনা কখন পশিয়াছ মনে
সুপ্ত কিম্বা সচেতন ক্ষণে
কোন শুভময় প্রভাময় প্রভাত সময়
জিনিয়াছ এ হৃদয় !!
বেদনা-দগ্ধ অন্তরে আজি পেয়েছি গো পরিচয়
প্রিয় তোমারি হ'য়েছে জয় !!
সকলের চেয়ে বাসিয়াছ ভাল
পুণ্য পরশে নাশিয়াছ কালো
বিশ্ববিজয় হিয়ার নিলয়
তোমারি হ'য়েছে জয় !!

—:০:—

পি ১১৬৯৫ পিলু বারওয়াঁ।

কালো ভ্রমর এলো গো আজ গোলাপ তোমার ঘোমটা খোল।
পাত্‌লা মিহিন পাপড়ি ঠোঁটে রঙ্গিন হাসি জাগিয়ে তোল ॥
কয়েদ ছিল কালকে সাঁঝে কমল বঁধুর বুকের মাঝে
ভাল যখন বাসই ওকে সে অভিমান আজকে ভোল ॥
প্রেম ক্ষণিকের স্বপন মায়া শারদ মেঘের চপল ছায়া
যে টুকু পাও তাই নিয়ে সই দখিণ হাওয়ায় দোদুল দোল ॥

দাদ্‌রা।

ভুল ক'রে মোর ফুলবাগানে পথিক হাওয়া কখন এলো।
যতনে সই বন-লতিকার পাতার আঁচল পেতে দে লো।
মরমের যে রাগিণী নিতি গাই একাকিনী
সুদূরের এই অতিথি সে গীতি কোথায় পেলো ॥
শুকিয়ে গেছে মুকুল, মলিন যে ফুল-সাজি হায়,
কি দিয়ে করি আদর, রিক্ত আতর আজি হায়;
শুধু কি নয়ন জলে ভোলানো যায় পাগলে
দরদের কোমল পরশ বেদনা বাড়ায় যে লো ॥

—•—

পি ১১৭১৮ গজল।

দখিনা মলয়া আসে ধীরে বহি।
এস সই বসো' দুটো কথা কহি ॥
বসন্ত নিতি সখি ফুলবনে নাহি আসে
নিতি চাঁদ নাহি ভাসে নিরমল নীলাকাশে
বিরহ বিধুর জন মন মোহি ॥

যামিনীর ফুল সখি প্রভাতে ঝরিয়া যাবে
যে কোকিল সেধে গেল আর তারে নাহি পাবে
যে মালা রেখেছ গাঁথি
পোহালে এ মধুরাতি
ভেজাবে নয়ন জলে রহি রহি ॥

—০—

চৈতি।

চৈতি রাতের উদাস হাওয়ায় পরাণ আমার কাঁদে গো।
বিদায় নেওয়া—প্রিয়ারে তাই বাহুর মালা বাঁধে গো ॥
জ্বালিয়ে দিয়ে ধরার আগুন
পালিয়ে গেছে চতুর ফাগুন
ফল ঝ'রেছে, ফুল বাগিচা তাকায় করুণ ছাঁদে গো ॥
জোছনা ঝরে মরুর মাঝে চোখের জলের ধারা,
কেমন ক'রে বিদায় দেবো তাই ভেবে হই সারা ;
বাহুর বাঁধন এড়িয়ে যাবে
একটু পরেই বিদায় লবে
ভুবন আমার শূন্য হবে গভীর অবসাদে গো ॥

—০—

পি ১১৭২৯ মিশ্র।

তুমি সুন্দর হ'তে সুন্দর মম মুগ্ধ মানস মাঝে।
ধ্যানে, জ্ঞানে মম হিয়ার মাঝারে তোমারি মুরতি রাজে ॥
তোমারি বিহনে হৃদয় আঁধার তোমারি বিরহে বহে আঁখি
আকাশে বাতাসে নিখিল ভুবনে বেদনারই বাঁশী বাজে।
পাব কি গো দেখা বারেকেরই তরে আমার জীবন সাঁঝে ॥

মিশ্র।

জীবন তোমারই লভিতে সঙ্গ সেজেছে ভিখারী সাজে।
চাহে তাপিত তৃষিত এ চিত তোমারে হৃদয় মাঝে॥
করম জ্ঞান ভকতির পথে পাইনি তোমারে খুঁজিয়া
তাই ভিক্ষারই ব্রতে দীক্ষা লয়েছি শিক্ষারই পরে বুঝিয়া।
দুয়ারে ভিখারী করুণা মাগে কাতর হৃদয়ে প্রেম অনুরাগে
হে অনিন্দ্য, নয়নানন্দ, ছাড়িয়াছি মান লাজে॥

পি ১১৭৩২ গজল।

চোখ মুছিলে জল মোছেনা বল সখি এ কোন জ্বালা।
শুকনো বনে মিছেই কেন একলা কাঁদে ফুলবালা॥
হায় যে বাহুলতার বাঁধন হেলায় খুলে যায় চলি
বাঁধবে কি তায় আজ নয়নের জলভেজা এই ফুলমালা॥
কালবোশেখী মিছেই কাঁদে ফাগুন রাতের আপশোষে
মিছেই মরুর বুক ভেজাতে হায় শিশিরের জল ঢালা॥
গাইতে যে গান আপন মনে সকলি হ'তে সুর সাধা
আর কেন সই এই অবেলায় শেষ ক'রে দাও তার পালা॥

দাদ্‌রা।

পিয়ালা কেন মিছে আনিলে ভরি।
কি হবে এ বেদনাকে মাতাল করি॥
যে ফুলের আজি আর
নাহি কাজ ফুটিবার
দাও গো দাও তারে পড়িতে ঝরি॥
যে পাগল কামনার সমাধি দ্বারে

কেঁদে কেঁদে ঘুমায়েছে—তুলোনা তারে
সে উতাল ভরা নদী
সহসা শুকাল যদি
কি কাজ বাহিয়া আজ ভাঙ্গা এ তরী।

—:ঃ:—

পি ১১৭৪০ খাম্বাজ।

বরণ ক'রেছি তারে সই বারণ ক'রো না।
মরম সঁপেছি তারে নিতে মরণ যাতনা ॥
গোপনে সঁপিছি মন গোপনে করি যতন
কাঁদে প্রাণ তারি তরে, মিলিতে বাসনা ॥

—ঃ—

দাদরা।

নয়ন যে মোর বারণ মানে না।
বারণ মানে না মন কাঁদন মানে না ॥
নিশি দিন তব আশে আছি চেয়ে পথ পাশে
দুকুল বেয়ে সলিল আসে কাজল মানে না ॥
সবার মাঝে থেকেও একা
আমি তাইতো তোমার চাইগো দেখা
মরম যে গো তোমায় ছাড়া কারেও জানে না ॥

—০—

প ১১৭৪৩ মিশ্র ভীমপলশ্রী।

বিদায় সন্ধ্যা আসিল ওই ঘনায়ে নয়ন অন্ধকার।
হে প্রিয় আমার যাত্রাপথে অশ্রু-পিছল ক'রনা আর ॥
এসেছিনু ভেসে স্রোতের ফুল

তুমি প্রিয়ে কেন করিলে ভুল
তুলিয়া খোঁপায় পরিয়া তায় ফেলে দিলে হায় স্রোতে আবার ॥
হেথা কেহ কারো বোঝে না মন
যারে চাই হেলা হানে সে জন
যারে পাই সে না হয় আপন হেথা নাহি হৃদি ভালবাসার ॥
তুমি বুঝিবে না কি অভিমান
মিলনের মালা করিল ম্লান
উড়ে যাই মোর দূর বিমান সেথা গাব গান আসে তোমার ॥

আসিলে ভাঙ্গা ঘরে কে মোর রাঙ্গা অতিথি।
হরষে বরিষে বারি শাওন গগন তিতি।
বকুল বনের শাকী নটীন পূবালী হাওয়া
বিলায় সুরভী সুরা নাতায় কানন বীথি ॥
তিতির শিখির সাথে লোটন কপোতী নাচে
ঝিঁঝির ঝিয়ারী গাহে ঝুমুর কাজরী গীতি ॥
হিঙ্গল হিঙ্গলী তলে ডাহুক পিছল আঁখি
বঁধুর তমাল চোখে ঘনায় নিশীথ ভীতি ॥
তিমির ময়ূর আজি তারার পেখম খোলে
জড়ায় গগন গলে চাঁদের ষোড়শী তিথি ॥

পি ১১৭৪৭ গজল।

নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া পরাণ পিয়া।
কাঁদে পিউ কাঁহা পাপিয়া ॥
ভুলি বুলবুলি সোহাগে কত গুলবদনী জাগে
রাতি গুলসনে যাপিয়া ॥

জেগে রয় জাগার সাথী দূরে চাঁদ শিয়রে বাতি
কাঁদি ফুল শয়ন পাতিয়া ॥
গেয়ে গান চেয়ে কাহারে জেগে রস্ কবি এপারে
দিলি দান কারে এ হিয়া ॥

ভৈরবী।

গানগুলি মোর আহত পাখীর সম
লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে প্রিয়তম।
বান বেঁধা মোর গানের পাখীরে
তুলে নিও প্রিয় তব বুকে ধীরে
লভিবে মরণ চরণে তোমার সুন্দর অনুপম ॥
তারা সুরের পাখায় উড়িতে ছিল গো নভে
তব নয়ন শায়কে বিঁধিলে তাদের কবে
মৃত্যু আহত কণ্ঠে তাহার
এ কি এ গানের জাগিল জোয়ার
মরণ বিষাদে অমৃতের স্বাদ আনিলে নিষাদ মম

পি ১১৭৫১ কামোদ।

শুকালো মিলন-মালা সে কালা এলো কই।
আশে বুক বেঁধে মিছে কেমনে রহিব সই ॥
যে জালা দহে জীবনে ভুলিব বল কেমনে
মিছে আশা পথ চেয়ে আর বল কত রই ॥
পোহাবে কি দুঃখ রাতি মিলন অরুণ ভাতি
বিরহেরই নিশি শেষে পুনঃ কি উদিবে সই ॥

সোহিনী

কপট শ্যাম একি ছলনা তোমার।
কোথা কাটালে রাতি শ্যাম গিরিধারী॥
চমকিয়া থাকি থাকি জেগেছে নয়ন,
নিরাশায় আঁখি জলে ভিজেছে বসন,
যে ফুল মিলন আশে করিনু চয়ন
শুকালো বিরহেরি আশে আমারি॥

পি ১১৭৫৩

কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান সে যে রে তোরই মাঝে রয়।
(চেয়ে দেখ সে তোরই মাঝে রয়)
সাজিয়া যোগী ও দরবেশ খুঁজিস যায় পাহাড় জঙ্গলময়।
(চেয়ে দেখ সে তোরই মাঝে রয়)
আঁখি খোল ইচ্ছা অন্ধের দল নিজেরে দেখতে আয়নাতে
দেখবি তোরই এই দেহে নিরাকার তাহার পরিচয়॥
ভাবিস্ তুই ক্ষুদ্র কলেবর ইহাতেই অসীম নীলাম্বর
এই দেহের আঁধারে গোপন রহে সে বিশ্ব চরাচর
প্রাণে তোর প্রাণের ঠাকুর বেহেশতে স্বর্গে কোথাও নয়।
এই তোর মন্দির, মস্‌জিদ এই তোর কাশী বৃন্দাবন
আপনার পানে ফিরে চল কোথা তুই তীর্থে যাবি মন
এই তোর মক্কা, মদিনা, জগন্নাথ ক্ষেত্র এই হৃদয়॥

চিরদিন কাহারও সমান না যায়।
আজিকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়॥
অবতার শ্রীরামচন্দ্র যে জানকীর পতি
তারও হ'ল বনবাস রাবণ করে দুর্গতি

আগুনেও পুড়িল না ললাটের লেখা হায় ॥
স্বামী পঞ্চপাণ্ডব সখা কৃষ্ণ ভগবান
দুঃশাসন করে তবু দ্রৌপদীর অপমান
পুত্র তার হ'ল হত যদুপতি যার সহায় ॥
মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজ্যদান ক'রে শেষ
শ্মশান-রক্ষী হ'য়ে লভিল চণ্ডাল বেশ
বিষ্ণু-বুকে চরণ চিহ্ন ললাট লেখা কে খণ্ডায় ॥

পি ১১৭৫৮

মানা মানে না চপল দেয় পথে শত জ্বালা।
কাঁখে ভরা গাগরী নিবারিতে নারি
—অসহায় কুলবালা ॥
মিটিল না প্রাণের পিয়াস সখিরে আমার।
নিঠুর পরাণ বঁধু দেয় ব্যথা অনিবার ॥
পিয়াসী পরাণ মোর নিয়ত ধ্যানে বিভোর
বুঝেও বোঝেনা মনচোর।
নিয়ত নিরাশে আঁখি জলে ভাসে তবু পথ চাহি তে

পি ১১৭৬৫

সে চ'লে গেছে ব'লে কি গো তার স্মৃতিও হায় যায় ভোলা
ওগো মনে হলে তার কথা আজও বক্ষে যে মোর দেয় দোল
ঐ প্রতিটি ধূলি কণায় আছে তার ছোঁয়া লেগে হেথায়
আজি তাহারি আসার আশায় রাখি মোর ঘরের সব দ্বার খে
হেথা সে এসেছিল যবে ঘর ভ'রেছিল ফুল উৎসবে
মোর কাজ ছিল শুধু ভবে তার হার গাঁথা আর ফুল তোলা ॥



শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী

সে নাই ব'লে বেশী ক'রে শুধু তার কথাই মনে পড়ে
হেরি তার ছবিই ভুবন ভ'রে তারে ভুলিতে মিছে বলা ॥
ওই ঘর ভোলান সুরে কে গান গেয়ে যায় দূরে।
তার সুরের সাথে সাথে মোর মন যেতে চায় উড়ে ॥
তার সহজ গলার তানে সে ফুল ফোটাতে জানে
তার সুরের ভাটির টানে নব জোয়ার আসে ঘুরে ॥
তার সুরের অনুরাগে বুকে প্রণয় বেদন জাগে
বনে ফুলের আগুন লাগে ফুল সুধায় উঠে পুরে ॥
বুঝি সুর সোহাগে ওর-ই পায় যৌবন কিশোরী
হিয়া ভোর হয় গো নেশায় তার পায়ে পায়ে ঘুরে।

—::—

মিস্ আশ্চর্য্যময়ী দাসী :

এন ৩২৭২

জয়দেব।

সই হবি কি আমার বর
তবে হাস মৃদু হাসি, ধর করে বাঁশী বাজালো বাজালো বাজালো
কিশোরী-ভোলা-স্বর ॥
খুলি কটীবাস, পর পীতধড়া,
নে লো শিরে সখি, মোহন শিখিচূড়া,
চুঁড়ি চল গোঠে, যমুনার তটে, সাজ সে রাখাল নটবর ॥

—:—

জয়দেব।

আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা,
আমি হব না গৃহবাসিনী।
কোন প্রয়োজন রজত কাঞ্চন, হইলে গো সন্ন্যাসিনী॥
ছাই ভস্ম তার হয় অলঙ্কার,
পারিবে কি দিতে সেই উপহার।
পার যদি দাও, সে ভাবে সাজাও,
যেন কাঁদাওনা অভাগিনী॥
আমি কাঁদিব মা তুমি গো কাঁদিলে,
ভাসিব আবেগে আঁখির সলিলে।
হৃদয়ের বল নাশিবে সকল,
তোর ছল ছল আঁখি স্নেহ কাঙ্গালিনী॥

—ঃঃ—

এন ৩৩৫৮ মোগল পাঠান।

পেয়েছিলে যাহা, রেখেছিলে তাহা দিয়েছিলে ভালবাসা,
গিয়াছে যখন, থাকনা তখন, মিছে কেন কর আশা॥
আসে যা আসুক ক্ষতি কি তোমার
যেতে চাহে যাহা ইতি কর তার,
করুণার সার, বিধির বিচার, একই কথা কাঁদা হাসা।
সেদিন প্রভাতে কিবা ছিল সাথে
এসেছ জগতে শূন্য দুহাতে
তবে কেন বল, কেন অশ্রুজল—বিষাদের কেন ভাষা।
লহ আশীর্ব্বাদ, দাও ধন্যবাদ
টুটুক প্রমাদ, মিটে যাক্ সাধ
কৃপায় যাহার, যা নহে তোমার মিটেছে তাহার আশা॥

—ঃ—

দেবলা দেবী।

কতবার ডেকেছি কত গান গেয়েছি,
অসার হ'য়ে ছিলে প'ড়ে, বধির ছিল কাণ
আজকে হঠাৎ চম্‌কে উঠে
দেখছ বিশ্ব নিচ্ছে লুটে
রবির তরে কমল ফোটে আকুল করে প্রাণ॥
আর ত আমি গাইব না,
পাছু ফিরে চাইব না
চুপটী করে আঁধার ঘরে থাক্‌ব করে মান॥

এন ৩৫২০

মোগল পাঠান।

ভাল যদি বাস কেউ,
মুখে ব'লনা॥
নীরবে জানাও প্রেম
কথা কয়ো না।
নীরব নয়ন-কোণে
নীরব চাহানিটি
মধুর অধরে ওগো
নীরব নেহা'রীটি
আঁখিতে নীরব ভাষা
নীরব নবীন আশা
হৃদয় দুয়ারে শুধু যাবে গো জানা।
নীরবে জানাও ওগো
নীরবে প্রাণের কথা

নীরবে চাহিও সুখে বিরহ-মিলন-ব্যথা
নীরবে যেন গো হয়, প্রাণে প্রাণে বিনিময়
নীরবে রাখিও মনে যেন ভুল না।

———

(মোগল পাঠান)

আজি বাহুতে দাও ধরা বাহু বাড়ায়ে।
ওগো সাধনার ধন মাণিক রতন
সঙ্গে রহ গো জড়ায়ে॥
আজি পুলকে ভুলোক কাঁপিয়া
জানাব জগৎ ব্যাপিয়া
হৃদয়ের প্রীতি মিলনের গীতি
যাক্ গো বিশ্বে ছড়ায়ে॥
আজি বাঁধনে মিলন, মিলনে বাঁধন
অটুট হউক ধরায়ে,
তুমি জনমে জনমে জীবনে মরণে
রেখ রেখ পদছায়ে।

———

এন ৩৫১৯

সিন্ধু মিশ্র।

ভাল খেলা খেলিলে বনমালী
কলঙ্ক ঘুচালে সকলি ভুলালে,
সাজিয়ে কুঞ্জ কালী॥
নট চুড়ামণি ওহে চিন্তামণি
কাঁদাও রমণী কি হেতু না জানি

সহিবে না আর বিরহ তোমার,
করো না করো না চতুরালী ॥
কি মায়া তোমার, বোঝে সাধ্য কার,
আমরা কি ছার
মায়াতে তোমার মোহিত সংসার,
সর্ব্বগুণাকর তুমি নটবর,
ছাড় ছাড় হরি নাগরালী।

—:০:—

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

উঁকি মেরে কুঞ্জে কুঞ্জে দেখি কোথা কালসোনা
সোণার বরণ কালো হ'লো তবু কালা এলো না
হায় গো রাধার সোণার বরণ
কেন চাঁপার কলি মলিন হলো—হায় গো রাধার সোণার বরণ
যেন রাঙ্গা শশী মেঘে ঢাকিল—হায় রাধার সোণার বরণ
যেন পূর্ণিমার চাঁদ রাহু গ্রাসিল—হায় গো রাধার সোণার বরণ
তাহা টল টল করে গো
(রাধার) কমল নয়নে জল—টল টল করে গো
দেখি অপরূপ, জলে কমল ভাসে—এ যে কমল
জলে ভাসে গো অপরূপ
(কালা) কেন এলো না (নিঠুর কালা)
ও সে আস্‌বে ব'লে চলে গেল, নিঠুর কালা কেন এলো না
কালা আস্‌বে ব'লে চলে গেল কালা কেন এলো না ॥

—:০:—

এন ৩৩৮১ মুলতান।

আজি কুঞ্জ মাঝে বল কোন লাজে,

মোহন সাজে এলে ভুলাতে আমায়॥

(তুমি) ছাড় হে চাতুরী নিরদয় হরি

(আমি) প্রেম করি ভাল চিনেছি তোমায়।

কপটের শিরমণি, তুমি শ্যাম গুণমণি,

ছলনায় ভরা প্রাণ আগে তো হে নাহি জানি,

তাহ'লে কভু কি হরি, প্রেম ফাঁস গলে পরি,

(আমি) কুল মান ত্যজি শেষে মজি প্রেম দায়॥

শুনিনু মুরলী বাজে যমুনারি কূলে,

রাধা রাধা নামে মৃদু রোলে,

জল আনিবার ছলে যমুনাতে যাই ব'লে,

(আমায়) কলঙ্কিনী রাধে তাই বলেগো আমায়॥

সাহানা।

ভাল ভাল বঁধু সেজেছ হে।

নখর আঘাত শোভিছে হৃদয়ে শ্যামাঙ্গে রুধির লেগেছে হে॥

মিটি মিটি আঁখি ঘুমে ঢল ঢল চলিতে চরণ টল টল

কার কুঞ্জে নিশি পোহাইলে বল, প্রভাতে জাগাতে এসেছ হে

চাহিতে না পার নয়ন পাশরী, অলসে অবশ তনু ভারি ভারি

পীতবাস কেন আলু থালু হেরি, কার অধর সুধা পিয়েছ হে॥

পি ১১৫১১

দিন গেল তোর মিছামিছি হাটের মাঝে রইলি বসে ।
দেখলি শুধু বেচা কেনা মরলি কেবল হা হুতাশে ॥
পুঁজি বিনা ভবের হাটে তোর অমূল্য সময় কাটে
সারা জীবন কাট্‌লি ফসল খাট্‌লি সদা কোমর ক'সে ॥
ব্যবসাদারী বুঝলি না'রে কাটালি দিন ছক্কা মেরে
ঘরের পুঁজি শূন্য করে কাঁদিস্ এখন পথের পাশে !
সব হারিয়ে দিলেন যা, জগতে নাই তার তুলনা
দীন হয়েছিস ভাবনা কি তোর দীনের দয়াল নেবেন এসে ॥

—::—

ভৈরবী ।

ভোলা মন মানব জমীর আবাদ কল্লি না ।
হ'ল দিন আখিরি মাল গুজারি তোমার কত্তে
হবে জান না ।
তোমার জমায় কিছু নাই যত বাকী দেখতে পাই
কি সাহসে বসে আছ ভাবছি এখন তাই
তোমার তলব হ'বে নিয়ে' যাবে ও-মন কারো
দোহাই মানবে না ।
তোমার সঙ্গে ছয় জনা কিছু কর্ত্তে দিলে না
ও-মন তোমারি খায় তোমায় মজায় ভেবে দেখ না ।
ছাড় এদের সঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ কর সাধনা ॥

পি ১১৫৩৮ কীর্ত্তনাঙ্গ।

নাচে বনমালী দিয়ে করতালী ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে।
কিবা শোভা মরি পুলিন বিহারী শোভিছে কিশোরী বামে ॥
রাধা রাধা বলি মোহন মুরলী সুমধুর বোলে বাজে।
রাধানাম লেখা দোলে শিখিপাখা মোহন চূড়ার বামে।
(তার রূপ উছলিয়া পড়ে গো)
(সেই ভুবনমোহন শ্যামরূপ উছলিয়া পড়ে গো)
না জানি কি মধু আছে ভরা শুধু বঁধুর মধুর নামে ॥

———

খাম্বাজ-দদ্‌রা।

বাঁকা গৌর বাঁকা আঁখি আঁকা বাঁকা শ্যাম।
বাঁকা হ'য়ে দাঁড়ায়ে গায়ে রাধা নাম ॥
বাঁকা পথে চায় যেতে আঁকা বাঁকা চলনে
বাঁকা মনে কি আছে তা কে বুঝিবে কেমনে
বাঁকা ভাল জানি আমি কালশশী গোপনে
ঢাকিয়া সে বাঁকা তনু চলে গুণধাম ॥

—::—

পি ১১৫৬০ মিশ্র।

আমি মুখ ফুটে এই ব্যথার কথা কইতে পারি না।
তোমার প্রেমের নইক' যোগ্য তাই কর ঘৃণা।
আমি বরং নীরব হ'য়ে
আমার দুঃখ রইব স'য়ে
চোখের কাছে থেকেও আমি রইব অচেনা ॥

লোকে তোমায় ব'লবে নিদয়
সেই ব্যথা মোর চিতে কি সয়
তার চেয়ে এ দীর্ঘ জীবন একাই বহি না ॥

—০—

ভাটিয়ালী।

আর আমি রইতে নারি ঘরে গো।
শুনে শ্যামের বাঁশী মন উদাসী প্রাণ যে কেমন করে গো।
আমার বঁধু যখন বাজায় বাঁশী রাধা নামটী ধ'রে গো
তখন ইচ্ছা হয় যে ছুটে গিয়ে তার নিইগে বাঁশী কেড়ে গো।।
আমার শাশুড়ী ননদী এরা কানাকানি করে গো
আমি কৃষ্ণ বলে কাঁদতে নারি পাপ ননদীর ডরে গো
কূলে কালি দোব আমি দেখি কে কি আমার করে গো
না হয় লোকে ব'লবে শ্যাম-কলঙ্কিনী পরাণ বঁধুর তরে গো
তোর ভাবনা কি দেখবি চল রাই শ্যাম নটবরে গো
তোরা যুগল হ'য়ে দাঁড়াইবি হেরব নয়ন ভ'রে গো ॥

—০—

পি ১১৫৭৭ হোলি।

এ কেমন রীতি বংশীধারী।
রাঙ্গা রঙ্গেতে ভিজালে মোর শাড়ী ॥
আনিবারে যাই যমুনারি জল মোরে কেন মার পিচকারী
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে দাও তারে রং মাখাইয়ে,
নিলাজ বেহায়া হ'য়ে হেস'না আর আঁখি ঠারি;
পথ ছাড় নিঠুর কালা তোমা সনে না খেলবো হোরি ॥

—০—

হোলি।

সখিরে কেমনে যাইব যমুনায়।
সখি নাগর নটবর পথে রং দেবে গায়,
হাতে লয়ে পিচকারী আছে পথে বংশীধারী
পাইলে ভিজাবে শাড়ী ঠেকিব বিষম দায়॥
কি উপায় করি সখি কেমনে যমুনায় যাই
চতুর কালার সখি গুণের বালাই নাই
মরিব যে লাজে আমি পথে যদি ধরে পায়॥

—০—

পি ১১৬৫২

হাতে কিছু রইলো না হায় সারা জীবন মলাম খেটে।
এখন পারের সময় আঁধার দেখি মরি শুধু কেঁদে কেটে॥
সবাই বলে দয়াল হরি তিনিও চান পারের কড়ি
এখন তবে কারে ধরি শমন এবার ধরবে সেঁটে
সবই যখন হারিয়ে গেছে আমার আমি কি কাজ আছে
সবার শেষে লও আমারে তোমার কাজে মরবো খেটে॥

—০—

যায় হে চলিয়া জীবন তটিনী বেলা হ'ল অবসান।
ঐ শোনা যায় পারের রাগিণী ধরিল পূরবী তান॥
যা আছে তোমার পথের পাথেয়
হোক না সে গুলি তুচ্ছ কি হেয়
পারের নাবিক বড়ই দয়াল নিজ গুণে দেবে স্থান।
কুলায় ফিরিছে বিহগ সকল শেষ গান গায় ভিখারীর দল
ডুবে যায় রবি অস্ত তরণী স্মর এবে ভগবান।

—০—

এন ৪১৯৭ কামিক।

(তোমরা ও আমরা)

(তোমরা) হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও সুখে

(ঘরে) মোরা বন্ধ রই ;

তোমারা কিরূপে কাটাও দীর্ঘ বেলা

ভাবিয়া অবাক হই—

আপিসে কাটাও তামাক গল্প গুজোবে

পরে হজ-গজ সাহেবকে দুটো বুঝোবে,

পরে আপনার কাগজ পত্র গুছোবে

কোরে গোটাকত সই।

সরটী ক্ষীরটী তোমরা খাও

(আর) মোরা খাই তার দই

যতক্ষণটী তোমরা না বাড়ী ফেরো

(ঘরে) মোরা উপবাসী রই।

তোমরা খাইবে আমরা রাঁধিব,

না খাইলে মাথার দিব্য সাধিব,

তোমরা বকিবে আমরা কাঁদিব,

(তাও) তোমাদের সহে কই ?

তোমরা সহর ঘুরে বেড়াও রাতে,

সেটা যেন কিছু নহে ;

আমরা কাহারও সহিত কহিলে কথা,

তোমাদের নাহি সহে।

তোমাদের চাই মেজ খাস কামরা,

আমরা ধোঁয়ায় রহি না জ্যান্ত না মরা,

থিয়েটারে, নাচে যাইতে তোমরা,

মোরা সে সময় কেহ নই।

প্রেমের সুখটী তোমরা লুটিতে চাও
(তার) যাতনা আমরা সহি,
পুত্র সাধটি তোমরা করিবে
(তার) দুঃখ আমরা বহি;
কোলে কর ছেলে যখন বেড়ায় খেলিয়া
কাঁদিলেই দাও আমাদের কোলে ফেলিয়া
রাত্রে কাঁদিলে ছেলে ঘুমটী ভাঙ্গিলে
বকুনি আমরা সই।

———

শ্রীঅভয়াপদ চট্টোপাধ্যায়।

(আমরা ও তোমরা)

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দিই
তোমরা বসিয়া খাও।
আমরা দুপুরে আপিসে ঘামিয়া মরি
তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে আমরা পড়ে লড়ি
তোমরা গয়না পত্র আর টাকা কড়ি
অমায়িক ভাবে গুছায়ে তাহা—
দ্রুত চম্পট দাও।
সম্পদে ছুটে কোথা হ'তে এসে পড়,
আহা, যেন কতকাল চেনা।
তোমরা দোকানী স্যাকরা পসারী ডাক—
আর আমাদের হয় দেনা।
সুখেতে সোহাগে গায়েতে পড়িয়া ঢলি

—নব কার্ত্তিক আর কি—আদরেতে গলি
প্রাণ বল্লভ প্রিয়তম বলি
কৃতার্থ করিয়ে দাও।
তোমরা অবাধে যা খুসি বলিয়া যাও
ভয়ে মোরা স্তব্ধ রই,
আমরা কহিতে পাছে কি বেফাঁস বলি,
সদা সেই ভয়ে সারা হই।
কথায় কথায় ধরণী ভাষাও কাঁদি,
আমরা যেন কতই অপরাধী
পড়িয়া যুগল চরণ ধরিয়া কাঁদি
তবু নাহি ফিরে চাও।
আমরা বেচারী ব্যবসা চাকুরী করি
তোমরা কর আয়েস।
আমরা সদাই মনিব বকুনি খাই
আর তোমরা খাও পায়েস।
তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত
কার্য্য করে না পুরাই মনোরথ,
হেলে চলে যাও নেড়ে দিয়ে নথ,
অথবা মরিতে ধাও।

—ঃ—

হন ৩২৮৯ আসোয়ারী।

সকলি সঁপিনু তোরি পায়ে মাগো
সুখ দুঃখ কিছুই বুঝিতে চাহি না।
যা তোমার মনে আছে গো শঙ্করী
হবে তাই, তবে কিসের ভাবনা ॥

নয়ন বাঁধিয়া করমের পথে
এনেছ, এসেছি নাহি মা কামনা
রাখ তো রহিব জীবন বিকায়ে
ত্যজিয়ে অসার সংসার বাসনা ॥
চরণ তরণী ভরসা জননী
দেখ গো অভয়া ক'রো না বঞ্চনা
ত্রিলোক সন্তাপ-হারিণী তুমি মা
তোরি পায়ে তাই জানাই বেদনা ॥

—•—

সিন্ধু খাম্বাজ।

যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে।
দয়াহীনা না হ'লে কি লাথি মারে নাথের বুকে ॥
দয়াময়ী নাম জগতে দয়ার লেশ মা নাই তোমাতে,
গলে পরে মুণ্ডমালা পরের ছেলের মাথা কেটে ;
মা মা বলে ডাকি যত শুনেও তো মা শোন নাক,
রামপ্রসাদ যে লাথি খেকো তাই অমন মাকে আবার ডাকে।

—:০:—

এন ৩৩৭৮

ও কার পথ-ভোলান বাঁশের বাঁশী
সর্ব্বনাশী সুরে ডাকে।
এমন অস্ত বেলায় পথের ধারে
দাঁড় করালে কলসী কাঁ'কে ॥

ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যা তিমির লুপ্ত হ'ল পথের রেখা
সুপ্ত নদীর ঢেউগুলি সব দাঁড়িয়ে আমি রইনু একা
থামিয়া দে রে মোহনবাঁশী বন্ধ কর এ সুরের রাশি
পায়ে ধরি বাজাসনে তোর ঘর-ছাড়ানো বাঁশীটাকে ॥

—০—

ব্রজসুন্দর কালো পাখী।
জানি মনোচোরা দেবে নাকো ধরা
তবু কেন তার আশে থাকি ॥
মনে করি তাকে বুকে ক'রে রাখি
ধরা তো দেবে না পোড়া কালো পাখী।
প্রাণ যায় যায় তবু প্রাণ চায়
কেমনে তাহারে বাঁধিয়া রাখি ॥
'রাধে' 'রাধে' ব'লে কি যে গায়
কাছে গেলে তার দূরে সরে যায়
এত যে নিঠুর তবু সে মধুর
আন সখি তারে আন লো ডাকি ॥

—•—

এন ৩৪৬২ বেহাগ মিশ্র।

ব্যথা হরণ যদি না করিবে
তোমায় হরি নামে কে ডাকবে হরি ?
দুঃখ দিয়ে যদি দূরে পলাইবে
কে চাহিবে তব শ্রীপদ হরি ॥
আমি চাহি না মুক্ত ওহে ভগবান
আমি চাহি না হইতে কভু ধনবান

শুধু তব নাম স্মরি ছাড়িব পরাণ
এ ভরসা আজও করি।
আমি সব হারাইয়ে ব'সে আছি বলে
হরিও না পদতরী।

—০—

ছায়ানট মিশ্র।

তব মন্দির দ্বারে স্বামী
প্রভাত হবার আগেই এসেছি আমি ॥
বিরহ বিধুর হৃদয় আমার আজিকে মিলন কামী ॥
আমিই প্রথম এনেছি ফুলের মালা
চুয়া চন্দনে সাজানো বরণ ডালা
আমিই প্রথম খুলিয়াছি দ্বার
ডেকেছি তোমারে প্রভু বার বার
দাও দরশন হে স্বামী এবার
এখনও কাটেনি যামী ॥

—০—

এন ৫৮৩০ কীর্ত্তনাঙ্গ।

যমুনে কেমনে ভুলেছ তুমি তারে।
আমিত' সকলি ভুলি তাহারে ভুলিতে নারি
ঘুরে ফিরে আসি বারে বারে ॥
তোমারই কালো জলে কনক-বরণ তনু বিগলিত কুন্তলধারা
দূর অতীতে সখি দেখেছিনু আজও দেখি পলকে পলকে হই হারা
রাধা নামে সাধা বাঁশী গুমরিয়া মরে গো ঘন ঘন শুধুই ফুকারে ॥

কুঞ্জকাননে ওই কুসুম ঝরিয়া গেছে ভ্রমরা করে না মধু পান
ময়ূরী নাচেনা আর কোয়েলা বোলেনা সখি তুমি শুধু তোল কলতান
সখি এ তো নহে বেদনারই গান
হিয়ার পরশ তার এত কি সুলভ গো অবহেলে হারায়েছ যারে ॥

—::—

কীর্ত্তনাঙ্গ।

মানিনী এত কি তোমার অভিমান
আমার শিখিচূড়া মোহন রেণু চরণতলে ধূলি-ম্লান ॥
তবু তুমি না তোল বয়ান রাধে পাষাণে কি বেঁধেছ পরাণ
আমার দিবানিশি ঘুম জাগারণ শয়ন স্বপন জীবন মরণ
তোমাতে সঁপেছি নামটী জপেছি তোমা বিনে নাহি জানি আন
রাজীব চরণে লইনু শরণ রাই দেহ গো জীবন দান ॥

এন ৪১৮৩

গোপনে তমাল তলে ওই শ্যামরায় বাজায় বাঁশী।
ডাকে ওই আয় চলে আয় চল সখি তায় দেখে আসি ॥
আজি সই শ্যামচাঁদে বাঁধিতে প্রেম কাঁদে
সাথে নে ভরে ডালা ফুলমালা কুসুম রাশি ॥
আজি এ নীরব রাতি জেগেছে জাগার সাথী
ফেলে সই রাখ পিছনে নিত্য দিনের কান্না হাসি ॥

ভিড়েছে তরণী মিলনেরই কূলে।
পরশ লালসে আকুল আবেশে
উঠিছে হৃদয় কি পুলকে দুলে॥
প্রেম সুধা ঢালা কুসুমেরই মালা
পরাব বঁধুর প্রেম তরুমূলে॥
এ বুকের মাঝে যে ব্যথা বিরাজে
দেখাব বঁধুরে এ মরম খুলে॥

—০—

এন ৩৪৪৮ কীর্ত্তন।

হেলে দুলে নেচে চলে গোঠবিহারী।
চঞ্চল দিঠি মিঠি রঙ্গে বিথারি।
বঙ্কিম ঠাম শিরে শিখিপাখা শোভয়ে,
সুন্দর পীতধটি কটিতট বেড়য়ে,
নূপুর রুণু রুণু ঘুঙ্গুর ঝুনু ঝুনু,
নাচত বাজত বংশী বোলায়ত,
ধীরে ফিরে চায় ধেনু দু'ধারি॥

—ঃঃ—

কীর্ত্তন।

আজ ফুলের মালায় সাজবে ভাল রাম কানু দু'ভাব।
থরে থরে আয়না রে ভাই প্রাণ ভরে সাজাই॥
রূপের ছটায় মাতবে গোকুল, দেখবে শোভা ধরায় অতুল,
(আজ প্রাণভরে সাজাই)
চোখের দেখায় আশ মেটে না প্রাণের দেখা চাই!
প্রাণ দিয়ে প্রাণ নেয় বলে তাই, সদাই দেখা পাই॥

———

এন ৩১৩৫ কীর্ত্তন।

কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া, কাঁদিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া গো
(আমি) যত ভুলি ভুলি করি, তত আঁকড়িয়া ধরি,
(শ্যামের সে রূপ ভোলা কি যায়,)
(নিখিল শ্যামল যার শোভায়)
আকাশে, সাগরে, বনে, কান্তারে, লতায় পাতায়
সে রূপ ভায়।
(আমার) বঁধুর রূপের ছায়া বুকে ধরি,
আকাশ আরসি নীল গো,
বহে ভুবন প্লাবিয়া কালারে ভাবিয়া
কাল সাগর-সলিল গো ।
সখি গো যদি ফুল হ'য়ে ফুটি তরুশাখে,
সে যে পল্লব হ'য়ে ঘিরে থাকে—সখি গো—
আমি যে দিকে তাকাই হেরি ও রূপ কেবল
সে যে আমারি মাঝারে রহে করি নানা ছল।
সে যে বেণী হ'য়ে দোলে পিঠে চপল চতুর
সে যে আঁখির তারায় হাসে কপট নিঠুর
তারে কেমনে ভুলিব (হায় সখি)
থাকে কবরী বন্ধে কালো ডোর হ'য়ে
কাল ফণী কালো কেশে গো,
থাকে কপালের টিপে, চোখের কাজলে
কপোলের তিলে মিশে গো,
(আমার এক্কুল ওকুল দুকুল গো,)
(আমার কুলে সই পড়িল কালি, সেও কালোরূপে এলো)
রাখি কি দিয়া মন বাঁধিয়া, বাঁধিয়া, বাঁধিয়া, বাঁধিয়া গো।

—:—

কীর্ত্তন।

আমি কি সুখে লো গৃহে র'ব (সখি গো)
আমার শ্যাম হ'লো যদি যোগী, ওলো সখি
আমিও যোগিনী হ'ব॥
আমি যোগিনী হব,
শ্যাম যে তরুর মূলে বসিবে লো ধ্যানে,
সেথা অঞ্চল পাতি রব।
(আমার যোগীর পথের ধূলি হব,)
(আমায় চ'লে যেতে দ'লে যাবে,
সেই সুখে লো ধূলি হব) (সখি গো)
সখি আমার দুখের গোধূলি বেলার রঙ্গে রঙ্গে
তারে রাঙ্গাইব আমি,
তার গেরুয়া রাঙ্গা বসন হ'য়ে জড়াইয়ে
রব দিবস যামি॥ (সখি গো)
সখি আমার এ কঠিন রূপ হবে রুদ্রাক্ষের মালা,
তার মালা হ'য়ে ভুলবো আমার পোড়া প্রাণের জ্বালা;
আমার এ দেহ পোড়া'য়ে হইব চিতা ছাই,
মাখিবে যোগী মোর পুড়িব সেই আশায়;
(সখি পোড়ার কি আর বাকী আছে)
আমার শ্যাম গেছে যোগী হ'য়ে, ছায়া শুধু পড়ে আছে॥

—::—

এন ৩৭৭৭

মম জীবন-মরণের সাথী।
নারি তোমা' পাশরিতে দিবা রাতি ॥
প্রাণ বিধুর তব দরশন বিহনে গো
প্রাণে তা আছে গাঁথি ॥
বাতায়নে বসি পথ চাহি গো
হ'ল আঁখি অরুণ ভাতি ॥
মীরারই প্রভু পরম বিমোহন
চরণ লোভে হিয়া পাতি ॥
অনুক্ষণ তব রূপ নেহারি
দরশ হরষে রহি মাতি ॥

—:—

তোমারি লাগিয়া সকলি ছাড়িনু গো
কেন নাহি পিয়াসা মিটাও হে।
আর না সাজে দূরে রাখা হে প্রভু
চরণে শরণ দিয়ে চাও হে।
বিরহ জ্বালা জ্বলে হৃদি-কন্দরে
তুমি এসে তারে নিভাও হে।
মীরা যে তব জনম জনম দাসী
দেহে দেহ দরশন দাও হে।
প্রাণে প্রাণ পরশন দাও হে ॥

—০—

এন ৭০০৬ বাউল।

পথে পথে কে বাজিয়ে চলে বাঁশী।

হ'লো বিশ্বরাধা ওই সুরে উদাসী॥

শুনে ওই রাখালের বেণু আসে ছুটে আলোক ধেনু

ওই নীল গগনে রাঙ্গা মেঘে ওড়ে গোখুর রেণু

ছোটে শ্যাম পিয়ারী গোপ ঝিয়ারী গ্রহ তারার রাশি॥

সেই বাঁশীর অন্বেষণে যত মন-বঁধু ধায় বনে

তাদের প্রেম যমুনায় বান ডেকে যায় কুল খোয়ায় গোপনে

তারা রাস দেউলে রসের বাউল আনন্দ ব্রজবাসী॥

—::—

বাউল।

রাখাল রাজ কি সাঁজে সাজালে আমায় আজ।

আমার ঘরের ভূষণ কেড়ে নিয়ে দিলে চির পথিক সাজ॥

তোমার পায়ের নূপুর আমায় দিয়ে ঘোরাও পথে ঘাটে নিয়ে

বেড়াই বাউল একতারা বাজিয়ে হে (ও মরি হায়রে)

এই ভুবন নাটে নেচে বেড়াই ভুলে সরম ভরম লাজ॥

তোমার নিত্য খেলার নিত্য সাথী আনন্দেরি গোঠে হে

জীবন মরণ আমার সহজ চরণ তলে লোটে হে

আমার হাতে দিলে সর্ব্বনাশী ঘর ভোলান তোমার বাঁশী

কাজ ভোলাতে যখন তখন আসি হে

আমার আপন ভবন কেড়ে দিলে ছেড়ে বিশ্বভুবন মাঝ॥

—:•:—

এন ৩৩৩২ কীর্ত্তন—মিশ্র।

(আজি) যামিনীর শেষে ঘুমের আবেশে
কি দেখিনু আজি স্বপনে।
দেখিলাম যাহা ভুলিবারে তাহা
পারিব কি কভু জীবনে ?
নব জলধর শ্যাম নখর সুন্দর ঠাম
(এমন রূপ দেখি নাই) (জীবনে নয়নে আমি)
কিবা মনোহর মধুর মুরতি
জাগিয়া রয়েছে নয়নে।
হায়! ভুলিব কি কভু জীবনে
হাতে বাঁশরী বুঝি সেটি
স্বপনে দেখেছি যমুনার জল উজান করিল সেটি
(তখন উজান বহিল যমুনায়) (মোহন বেণু শুনে)
(হরষে মাতিল) (তালে তালে বাঁশীর)
(পশু পক্ষী এক সনে) (যমুনার সনে সবে)
ব্রজবালা যত ছুটে এলো সবে
সে স্বর পশিতে শ্রবণে
আহা! ভুলিব না কভু জীবনে।

—০—

ইমন।

শ্যাম সুন্দর রূপ মনোহর
মরি মুরহর কি মূরতি রে।
(কিবা) সুঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ অনঙ্গমোহন
নীলকান্ত জিনি জ্যোতিঃ রে !!

সুচারু চাঁচর চিকুর পরে
শোভিছে মোহন চূড়া রে,
(তায়) ললাট ফলকে বিজলী চমকে
ঝালরে মুকুতা পাঁতিরে ॥
(কিবা) শ্রবন যুগলে মকর কুণ্ডল
অলকা তিলকা ভালে
(তায়) গঞ্জন জিনি নয়ন যুগল
অঞ্জন শোভা অতি রে—
অকলঙ্ক পূর্ণ কোটি ইন্দু হেন
উদিত পদ নখরে।
(তায়) চকোর চকোরী দিবা বিভাবরী
ভ্রমে, ভেবে নিশাপতি রে ॥

—:০:—

এন ৩৪৪৯

স্বপনে তারে দেখেছিনু স্বপনে হ'ল পরিচয়
স্বপ্নে ভাল বেসেছিনু' ডেকেছিনু প্রেমময় ॥
স্বপনে আমি নিঝুম রাতে ধরাধরি করে হাতে
বেড়িয়েছিনু কত রাতে জানিনা সে কোন সময়
স্বপ্নে যে গো হয়েছিল তারি সাথে পরিচয়
স্বপ্নে আমি বীণার সাথে শুনেছিনু করুণ সুর
বইতে ছিল সমীর যখন আনন্দেতে ভরপুর
সুর লহরী তালে তালে নাচলো তখন আমার প্রাণে
প্রভাত সমীর পাখীর গানে মাতায়ে বয় ভুবনময়
স্বপ্নে যে গো হয়েছিল হৃদয়েরি বিনিময় ॥

—০—

সে যে আমার কত আপন আগে জানি নি।
এল কাছে আরও কাছে কেন আনি নি॥
তুলে নয়ন মুখের পানে, চাইল কেন সেই তা জানে।
ছিল যে তার গভীর মানে—তখন মানি নি॥
ওগো আমার দিন-শেষের গভীর আঁধারে
পড়ছে মনে এই কথাটি আজ বারে বারে
গেল যে দিন দূরে সরে একলা পথের সাথি করে॥
বল্ গো তোরা কেন তারে ধরে রাখিনি,—
ঘরের আগল খুলে তারে কেন ডাকিনি॥

—০—

এন ৩৫১২

জয় পীত বসন বনমালী।
চরণ কমলে সদা ভ্রমত অলি॥
ঝনন্ ঝনন্ ঝন বাজে নূপুর
গুণ গুণ গুণ রবে গাওয়ে মধুকর।
নাচিছে রাখাল রাজ কিবা অপরূপ সাজ
গোপ-কুমারী সবে দেওত করতালী।
শ্রীরাধিকা প্রাণধন বৃন্দাবন প্রাণ
বঙ্কিম ঠাম কালা বঙ্কিম নয়ন।
কনক কুন্তল সুন্দর ঝল মল,
শিরেতে মুকুট শোভে করেতে মুরলী॥

—:—

হরিহে এই কি তুমি সেই আমারি হৃদ বিহারী।
যারে পাবার তারে ঘুরে ঘুরে ধরি ধরিতে নারি।
কে জানে এই আকুল প্রাণে কে জানে এই দু'নয়নে,
কে জানে এই আঁখিনীরে আছে হরি॥
তোমায় হৃদে ধ'রে পরশ করে হরি হরি বলে কেঁদে মরি।
আমি আমি করে দাঁড়াই তাই তোমারে দেখিতে না পাই
দিলে মোর মোহের বাঁধন ছিন্ন করি।
আজি আমি তোমার পেলাম সাড়া আর কি
তোমায় ছাড়তে পারি॥

—::—

এন ৭০৫৭

১। কোথা ওহে নাগর গোপী জীবন ধন দূতি ডাকত উভরায় হে।
(দেখা দাও) (একবার আমায় দেখা দাও)
(ওহে গোপীজনার প্রাণবল্লভ)
(গরব রাখতে হবে) (দাসীর গরব রাখতে হবে)
(বড় গরব ক'রে এসেছি হে)
(কাঙ্গালিনী যে বলে) (পুরবাসী কাঙ্গালিনী যে বলে)
(আমি রাধারাণীর দাসী)
বঁধু হে দূতি ডাকত উভরায় হে॥
হৃদয়কো নাথ বাত শুনি কাতর তুরিত হি দূতি পাশে ধায় হে।
বলে তুমি কি ডাক্‌লে) (বল বল আমায়) (রাধানাথ ব'লে)

(কেউ জানে না) (এ নাম আমার কেউ জানেনা)

(এ যে আমার ব্রজের নাম হে)

দূতীকো বদন হেরি পুছত সো হরি কিয়া নাম কহত হামায় হে ।

(নাম কি) (বল বল তোমার নাম কি) (তুমি কোথা হ'তে এলে)

(চেনা চেনা করি) (তোমায় যেন চেনা করি) (যেন দেখেছি)

এই মথুরায় কি বৃন্দাবনে যেন কোথায় দেখেছি)

ছি ছি মহারাজ দেখে পায় লাজ শিরেতে বেঁধেছ ধ্বজা ।

(পাগ বেঁধেছ) (চূড়া খুলে মাথায় পাগ বেঁধেছ)

(রাই পায়ে লুটান মাথায় পাগ বেঁধেছ) শিরেতে বেঁধেছ ধ্বজা ।

তোমায় জানেনা যে জন দেখিয়া সে জন তোমারে বলিবে রাজা ॥

(বলবো না হে) (আমরা রাজা বলবো না হে)

(তোমায় যে বলে সে বলুক রাজা)

(আমরা রাজা বলবো না হে) বঁধু হে—

ব্রজের রাজা রাইকিশোরী তার কোটালী ক'রেছ হরি

এখন চেন বা না চেন তুমি সেই রাই রাজার দাসা আমি

আছে তুয়া নাম পায়ে ধরা শ্যাম (ত্রিজগতে কে না জানে)

(বলি তুই তো রাধার পায়ে ধরা শ্যাম) রাধা প্রেমাজ্ঞাকারী ॥

রাইকে দিয়ে দাসখত হ'য়েছ বিক্রীত সাক্ষী সব সহচরী

(আমিও আছি) (খতের সাক্ষী আমিও আছি)

(খতে উসুল নাই সকলি বাকী)

(দিয়েছ কি না) (বাঁকা করে লিখে দিয়েছ কি না)

(ওহে বাঁকা, বাঁকা করে—

বিকালাম বিকালাম বিকালাম বলে)

অভাগিনী রাধার শিরে হাত দিয়া কি কথা বলেছিলে।

তবে কেন হরি তাহে পরিহরি মথুরা নগরে এলে ॥

(অভাব ছিল) (সেথায় কিসের অভাব ছিল)

তুমি হেথাও রাজা সেথাও রাজা সেথায় কিসের অভাব ছিল ॥

—০—

এন ৭০২৮

প্রিয় থেকোনা দূরে স'রে এস কাছে এস।

ভুলে অভিমান মোরে বেসো ভালবেসো ॥

তোমারে বেদনা দিয়ে কত না বেদনা সহি—

অনিমিষে আশা পথ চাহিয়া রহি

বিরহ আঁধার নাশি সে হাসিটী হেসো ॥

—০—

কি পুলকে ওঠে দুলে চঞ্চল এ হিয়া।

পরাণ মাতাল আজি মিলন-মদিরা পিয়া ॥

লুকান যত কথা ছিল এ বুকে গাঁথা

কয়েছি তাহারে সবই নয়নে নয়ন দিয়া ॥

—০—

এন ৭০৭৬

ও তুই যাসনে রাই কিশোরী কদমতলাতে।
সেথা ধরবে বসন-চোরা ভুতে পারবি না আর পালাতে॥
সে দেখলে কি আর রক্ষে আছে তোর বসন গিয়ে উঠবে গাছে ;
ওলো গোবর্দ্ধন গিরিধারি সে পারবি না তায় টলাতে॥
দেখতে পেলে ব্রজবালা, ঘট কেড়ে সে ঘটায় জ্বালা
নিজেই গ'লে জল হবি তুই পারবি না তায় গলাতে॥
ঠেলে ফেলে অগাধ নীরে সে হাসে লো দাঁড়িয়ে তীরে।
শেষে ভাসিয়ে নিয়ে প্রেম সাগরে দোলায় নাগর-দোলাতে॥

—::—

কালা এত ভাল কিহে কদম্ব গাছের তলা
আমি দেখছি কত দেখব কত তোমার ছলা কলা—
আমি নিতুই নিতুই সইব কত ঐই সতীনের জ্বালা॥
আমি জল নিতে যাই যমুনাতে তুমি বাজাও বাঁশী হে—
মনের ভুলে কলস ফেলে তোমার কাছে আসি হে,
শ্যাম দিন দুপুরে গোকুলপুরে দায় হল যে চলা॥
আমার চার দিকেতে ননদ সতীন দুকুল রাখা ভার,
আমি সইব কত আর (বাঁকা শ্যাম)
ওরা বুঝছে সবই নিত্য নতুন মিথ্যে কথা বলা॥

—:•:—

মিস্ বীণাপাণি

পি ১১৬৬০

নয়ন সজল নেমেছে বাদল আঁধার মানস মাঝে।
বুকেরি পীতম বুকে নাই ওগো কি হবে কুসুম সাজে॥
বকুল আকুল রাতিয়া,
চাঁদিমা উঠিছে মাতিয়া

তবু কেন হায় চাতকের মুখে করুণ রাগিনী বাজে ॥
দরশ পরশ যাচিয়া
আশায় রয়েছি বাঁচিয়া
জানিনা কাহার মরম আসনে নিঠুর দেবতা রাজে ॥

—:—

দখিন বাতাস বহিয়া যায় সখি কে আর ভরিবে জীবন ডালা ॥
ঝরিয়ে গিয়েছে মরম কুসুম কি দিয়ে সজনী গাঁথিব মালা ॥
আজও মনে আছে কতদিন আগে
সেধেছিল বাঁশী আদর সোহাগে
সে দু'টী অধর মিলন পিয়াসী সে দু'টী নয়ন অমিয় ঢালা ॥
তেমনি হাসিছে রূপালী চাঁদিনী
গেয়ে গেয়ে চলে নটিনী তটিনী
তবু কেন এই মধুর ভুবনে আমারি ফুরাল গানেরি পালা ॥

—::—

এন ৩৮১৬ ভজন।

হৃদি বৃন্দাবন কুঞ্জ মাঝে বিহর হৃদয় শ্যাম।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মে শোভিত ত্রিভঙ্গ ঠাম ॥
সপ্তদল কমল গন্ধে
পদারবিন্দে পরাণ বন্দে
ছন্দে ছন্দে ধমনীরন্ধ্রে প্রবাহ মন্ত্রে তোল নাম ॥
রক্ত কমল দো নয়ন ফাঁদে
অরূপ রূপের রূপবান শ্যাম নয়নে নয়ন ঐ বাঁধে,
ইন্দ্রিয় পাঁচ দীপ শিখা তুলে
আরতি করে রূপের দেউলে
শঙ্খ, ঘণ্টা, মন-কল্লোলে, নাদ পুরিত আত্মধাম ॥

ভজন।

শ্রীরাধা নামের বাঁশরী আজ বাজে মন আঙ্গিনায়।
যে নাম-ধ্বনি রণি রণি বেজেছিল যমুনায়॥
আজিও ডাকে হৃদয় ফাঁকে বলে "কাছে আয় আয়"
মীরার নাগর রূপের সাগর হাসি হাসি বাঁশী তুলে যায়।
আজ গোপীদল উতরোল
শ্যাম শ্যাম মুখে বোল
হৃদি দুয়ার খুললো
এলো এলো শ্যামরায়।
মীরা পিছু ধায়, ভূমে লোটে হায় বলে
"গিরিধর রাখ রাঙ্গা পায়"॥

—০—

এন ৭০১৩

ইমন কল্যাণ।

মরম কথা গেল সই মরমে মরে।
সরম বারণ যেন করিল চরণ ধরে॥
ছল করে কত শত সে মম রুধিত পথ।
লাজ ভয়ে পালায়েছি সে ফিরেছে ব্যথাহত॥
অনাদরে প্রেম কুসুম গিয়াছে মরে॥
কত যুগ মোর আশে বসেছিল পথ পাশে
কত কথা কত গান জানায়েছে ভালবেসে
শেষে অভিমানে নিরাশে গিয়াছে সরে॥

—০—

হাম্বীর।

বোলোনা বোলোনা ওলো সই আর সে কথা।
তরু কি লতার কাছে এসে কভু প্রেম যাচে
তরু বিনা নাহি বাঁচে সেই অসহায় লতা॥
ভুলিতে যার নাই তুলনা সখি তার কথা তুলনা
প্রাণ হীন পাষাণে গড়া সে যে দেবতা॥
উঠিছে হৃদয় কি পুলকে দুলে॥
প্রেম সুধা ঢালা কুসুমেরই মালা
পরাব বঁধুরে প্রেম তরুমূলে॥
এ বুকের মাঝে যে ব্যথা বিরাজে
দেখাব বঁধুরে এ মরম খুলে॥

—::—

এন ৪১৮৪

ভজন।

এস মুরলীধারী বৃন্দাবনচারী
গোপাল গিরিধারী শ্যাম।
তেমনি যমুনা বিগলিত করুণা
কুলু কুলু কুলু স্বরে ডাকে অবিরাম॥
কোথায় গোকুল বিহারী শ্রীকৃষ্ণ
চাহিয়া পথ পানে ধরণী সতৃষ্ণ
ডাকে মা যশোদা নীলমণি আয় আয়
ডেকে যায় নন্দ শ্রীদাম।
ডাকে প্রেম সাধিকা আজো শত রাধিকা
গোপ কোঙারী;
এস নওল কিশোর কুল লাজ মান চোর
ব্রজ বিহারী

পরি সেই পীত ধড়া সেই বাঁকা শিখিচূড়া
বাজায়ে বেণু
আরবার এস গোঠে খেল সেই ছায়া বটে
চরাও ধেনু
কদম তমাল ছায়ে এস নূপুর পায়ে
ললিত বঙ্কিম ঠাম॥

—•—

ভজন।

চল মন আনন্দধাম
লীলা বিহার প্রেমলোক
নাইরে সেথা দুঃখ শোক
সেথা বিহরে চির ব্রজবালক
বংশীওয়ালা শ্যাম রে॥
নাহি মৃত্যু নাহি ভয়
নাহি সৃষ্টি নাহি লয়
খেলে চির কিশোর চির অভয়
সঙ্গীত ওই নাম রে॥

—::—

এন ৭০৭১

গগনে গরজে ঘন বাদল
সজনী লো, মন নাহি মানে॥
দু'বাহু মেলি ছোটে পুবালী
মন ছোটে লো তারি সনে॥

ঘন আঁধারে নাশে বাধারে
লাজ ভয় নাহি নাহি মনে ॥
মেঘ বসন ফাঁকে দামিনী ওই ডাকে
আঁখির ঠারে নিরজনে ॥

দুঃখের রাতে আসিলে কি হে সকল দুঃখ হরি।
মনের বেদনা জেনেছিলে বুঝি মানস-বন-চারি
তারাকুল তাই খুলেছে মুখ
হাসে চাঁদ ভেঙ্গে মেঘের বুক
হৃদয় গগনে মিলন-চাঁদিনী উজল রূপ তোমারি ॥
শুকাল ফুলের ছিন্ন-মালা
জানাবে আমার দুঃখের জ্বালা
মিলনের রাতে বিরহের সুরে কব গো ব্যথা তোমারি ॥

এন ৭০৫০

দুঃখ ক্লেশ শোক পাপ তাপ শত শ্রান্তি মাঝে
হরি শান্তি দাও দাও ॥
কাণ্ডারী হে আমায় পার কর কর পার
উত্তাল তরঙ্গ অশান্তি পারাবার
অভাব দৈন্য শত হৃদি ব্যথা ক্ষত
যাতনা সহিব কত প্রভু কোলে তুলে নাও ॥
হে দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু
অম্বর ব্যাপী ঝরে তব কৃপাবিন্দু
মরুর মতন চেয়ে আছি নবঘন শ্যাম
আকুল তৃষ্ণা লয়ে প্রভু পিপাসা মিটাও।

নাচে ওই আনন্দে নন্দ দুলাল।
ভাতা থৈ তাতা থৈ
নাচে বৃন্দাবনে হরি ব্রজ গোপাল॥
ছন্দ নামে দক্ষিণে বামে
টলে বাঁকা শিখি পাখা
উছল যমুনা জলে বাজিছে তাল
নাচে নন্দ দুলাল॥
বিরাট খেলে হের আজ শিশুর রূপে
স্বর্গে কাঙাল করি ধরায় এলো চুপে চুপে
এতরূপ কেমনে দেখি
দিলে কেন দুটি আঁখি
তাহে আবার পলক পড়ে
বিশ্বপালক হ'ল বালক রাখাল॥

—::—

দেববালা দাসী (দেবী বাঈ)

পি ১১৫৫১

আয় সবে মিলি নাচি হরি তুলি ঘেরি ঘেরি করি গান।
আমরা অবলা গাঁথি ফুল মালা অলি করে মধু পান॥
আয় আয় আয় গাঁথি মালা
আমরা যত কুলবালা—
সাজাবো বন ফুলের মালা উড়াব ফুলনিশান॥

———

জংলা।

কি সুন্দর ফুল ফুটেছে বাগানে।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি পড়ে ঢলি ঢলি মত্ত মধুপ মধুপানে॥
শীতল বাতাস বয় হেসে হেসে কথা কয়
যেন প্রাণ কেড়ে লয় অধরের সুধা দানে॥
গুন্ গুন্ গুন্ রবে বাজিছে মধুর স্বরে
কোকিলের পঞ্চম স্বরে আঘাত করিল প্রাণে

গোবিন্দরাণী বাঈ।

পি ১১৫০১

আমার শিউলি ফুলের মালা।
ঝরে গেল অনাদরে আঁধার করি ডালা
ও তার আদর বুঝি নাকো থাকার কালে।
মলিন মুখে তাকাইনিকো কোনো কালে॥
শুষ্ক মালা গলায় তুলে
ভাবছি মালা সত্য হবে
হয়ে অতীতে একটি হাসি সবে না
আর ঝরা মালা॥

গজল।

সখিরে তু বোলো।
কাহে এত মন মজিল॥
যব্ দেখিনু সে হাসি পরাণে হইনু উদাসী



শ্রীমতী হরিমতী

স্বর শুনি আমি হইনু পাগল ॥
কি আছে আঁখিয়াতে সই পরাণ হারাল
কাহে মোর অ্যায়েসা ভেল
আপনা শুধায়ে সখি উত্তর না পাওল ॥

—ঃঃ—

শ্রীমতি হরিমতী ঃ

পি ১১৫৪০ গজল।

এস প্রাণসখা তোমায় প্রাণে রাখি।
নিরখি ঐ মুখ জুড়াই আঁখি ॥
বাহুতলে বাঁধি সযতনে
তুমি আমি রহি নিরজনে
এস হিয়া মাঝে আঁচল ছায়ে ঢাকি
গাঁথি ফুলমালা প্রেম ডোরে ॥

—০—

ভৈরবী।

তোমার ধার করা প্রেম চাই না গো আমি।
নিক্তি ধরা ওজন করা প্রেমের মর্ম্ম বুঝি আমি ॥
আমার কসুর কি আমি কি কারুর পানে ফিরে চেয়েছি
যদি কেউ মুচ্‌কে হাসে, আমি করবো কি ?
খুব চিনি জানি খুব চিনি
তুমি ভাবছ ঝিঙ্গে ব'লছ পটল ভ'ড়কে যাই আমি।

পি ১১৫৫২ বেহাগ।

সকল গিয়াছে দেবতা আমার সকল গিয়াছে হারায়ে।
শূন্য হৃদয়ে এস প্রেমময় বিরহ পাথার পারায়ে॥
কত যুগ গেছে কত বেদনায় কত নিশি গেছে স্মৃতির ব্যথায়
একি অনন্ত কঠোর যাতনা আপনার পূজা বাড়ায়ে!
ভেঙ্গে গেছে মোর আঁধার কুঞ্জ টুটে গেছে সব বাধার পুঞ্জ
মোহ নিড় মোর ঘুচে গেছে আজ অসীমের কোলে হারায়ে॥

—o—

ছিনু বহুদূরে আজি তব তরে এসেছি গো হেথা
জুড়াইতে ব্যথা।
প্রেমের পিয়াসা মিটাইতে আশা
দিতে ভালবাসা এসেছি হেথা॥
এ জীবন শুধু তোমারি কারণে রহিবে চরণে জীবনে মরণে
প্রেমেরি বাঁধনে মিশি প্রাণে প্রাণে যাইব ভাসিয়া
না জানি কোথা॥

পি ১১৫৬৯ বেহাগ খাম্বাজ।

তার চেয়ে বুঝি সুন্দর নাই আমি যারে ভালবাসি।
তার চেয়ে বুঝি আপন নাই আমি যার অভিলাষী॥
কথাটী তাহার অমিয় মাখা বাজে গো আমার প্রাণে
হাসিটী তাহার পাগল করিয়ে রেখেছে হৃদয় মাঝারে
উদাস নয়নে চাহনিটি তার পরায়েছে প্রেম ফাঁসী॥

—•—

বাগেশ্রী।

চোখ গেল আমার চোখ গেল কত আর কাঁদি বল।
দরশ পরশ দাও দাও চরণ তল॥
মধুঋতু মধু বার, বার বার আসে যায়
ফিরে এলো ফুল অলি কোকিলা পাগল।
ফিরে এলো হাসি গান সে শুধু এলো না
আমার প্রণয় শুধু সফল হ'ল না;
পথ পানে চেয়ে রই হতাশে আকুলা হই
আঁখি জলে মুছে গেল আঁখির কাজল॥

—০—

পি ১১৬১০ গজল।

শোন শোন প্রাণ যে ভালবাসে
তুম্ উস্‌কো দেখো সাথ্‌না ছোড়ো।
পায়ে ধরি তোমার বিরহ আগুনে
জলে হুয়ে কো জ্বালানা ছোড়ো।
যারে তারে প্রাণ সঁপিলে কি হয়
যো তুমকো চাহে তুম্ উস্‌কো চাহো
ভালবেসো তারে যে প্রেম জানে
হরেক সে দিল্‌কা লাগানা ছোড়ো॥
যাহামে আহ্‌লাঁ ওয়াফা হাজারো
দেখিয়াছি আর দেখিব কত।
তুমি যে প্রেমিক সে জানা গেলো
ফুজুল্ বাতে বানানা ছোড়ো॥

আসি বলি আমায় আশা দিয়ে যাও
রাকীবোকে ঘর মজে উড়াও।
ভালবাসিতে যদি প্রাণে দুঃখ পাও
তো গম জাদোঁকো সাতানা ছোড়ে ॥

—::—

গজল।

ভালবেসে এত জ্বালা কে জানিত আগে।
পরাণ সপেছি সই নব অনুরাগে ।।
বুঝি নাই পথমাঝে এত কাঁটা পড়ে আছে
যে বুঝিবে অন্ধকারে জোছনাতে জাগে ॥
সুখের তরণী বেয়ে প্রেম নদী পাড়ি দিয়ে
উছ্‌লে মরিনু এবে মনে ভয় লাগে ॥

এন ৭০০০ বেহাগ।

শোন শোন বাজিল বাঁশরী।
মন উচাটন চল লো নাগরী ॥
যমুনা উছলি চলে ফুলকলি আঁখি মেলে
চাঁদের নয়ন গ'লে জোছনা পড়িছে ঝরি ॥
সে মন মোহন আমারে ডাকে ঘন
কোন বাধা মানিব না চললো ত্বরা করি ॥

—:—

ভৈরবী।

সাধিয়া ডাকিলে মোরে আমি ফিরিয়া চাহিব না।
রাধা রাধা ব'লে বাজিলে বাঁশরী শুনিয়া শুনিব না॥
কমলের দলে পাঠালে লিখন নয়নের কোনে হেরিব না।
দূতী এসে মোরে সাধিবে যখন অভিসারে আমি যাইব না॥
বাহু মেলি তুমি আগুলিলে পথ আমার পরশ পাইবে না।
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে রাধিকারে আর হেরিবে না।

এন ৭০১৪ গজল।

কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে আসলে প্রাতে পুষ্পচোর।
ডাক্‌ছে পাখী বউগো জাগো আর ঘুমায়োনা রাত্রি ভোর॥
যুঁই কুঁড়িরা চোখ মেলে চায় চুমকুড়ি দেয় মৌমাছি
শাপলা বনে চাঁদ ডুবে যায় ম্লান চোখে হায় চায় চকোর॥
ঘোমটা ঠেলি কয় চামেলী গোল কোরোনা গুল ডাকাত।
ঢুলছে নয়ন ছুলছে গলায় বেল টগরের ছিন্ন ডোর।
গুনগুনিয়ে মোর আঙ্গিনায় কোন সতীনীর গাইছে গুন।
কার মালা হতে ফুল ফুটায়ে হুল ফুটালে বক্ষে মোর॥

—:০:—

গজল।

কেঁদে যায় দক্ষিণ হাওয়া ফিরে ফুল বনের গলি।
ফিরে চাও চপল পথিক ডুলে কয় কুসুম কলি॥
ফেলিছে সমীর দীরঘ শ্বাস আসিবে না আর এ মধু আসে।

কহে ফুল জনম জনম এমনি গিয়াছ ছলি ॥
কেঁদে যায় নিদাঘ আসে আমি যাই সুদূর বাসে।
ফোটে ফুল হাসিয়া ভাসে প্রিয়তম যেওনা চলি ॥

—০—

এন ৩৭৭৮ নৃত্যসম্বলিত।

আমি মিছে সখি গাঁথি মালা।
আমারে কাঁদায়ে গেছে যে চলে প্রাণের চিকণ কালা ॥
ভালবেসে সখি হ'ল একি দায়
বিনে সেই শ্যামরায় প্রাণ বুঝি যায়
জানি না কেন সে আমারে কাঁদায়ে
নিতি দেয় নব জ্বালা ॥
চাঁদিনী যামিনী বিফলে যায়
মিলন মালিকা শুকাল হায়
বিরহ শয়নে তাহারি ধেয়ানে
কাঁদিয়া মরি নিরালা ॥

—০—

নৃত্যসম্বলিত।

চাই মালা চাই
টাটকা ফুলে গাঁথা এ যে মধুর সুবাস ঢালা ॥
এ মালা ধরলে বুকে
কাটবে নিশি কত সুখে
ফুলের পরশ লাগবে বুকে আঁধার হৃদয় হবে আলা ॥

ফোটা ফুলের মধুর ঘ্রাণে
পুলক জেগে উঠবে প্রাণে
ভরবে হৃদয় মধুর গানে দূরে যাবে সকল জ্বালা ॥

এন ৩২৬২ বৃন্দাবনী সারং।

এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে।
কেন পুন বাঁশী বাজালে কাফি ললিতে ॥
নিশীথ গভীরে কেন আঁখি নীরে
এলে ফিরে ফিরে গোপন কথা বলিতে ॥
দলিতে-কুসুম-দলে রচিয়াছি শয়ন
অন্ধ তিমির রাতি নিবু নিবু নয়ন
মরণ বেলায় প্রিয় আনিলে কি অমিয়
এলে আজি নিঠুর ঝরা ফুল দলিতে ॥

ভৈরবী-গজল।

কে বিদেশী বন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে।
সুর সোহাগে তন্দ্রা লাগে কুসুম বাগের গুলবদনে ॥
ঝিমিয়ে আসে ভোমরা পাখা যূথির চোখে আবেশ মাখা
কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা ভোর গগনের দর দালানে ॥
লজ্জাবতীর লুলিত লতায় শিহর লাগে পুলক ব্যথায়
মালিকা সম বঁধুরে জড়ায় বালিকা বঁধু সুখ-স্বপনে।
বৃথাই গাঁথি কথার মালা লুকাস কবি বুকের জ্বালা
কাঁদে নিরালা বংশীওয়ালা তোরি উতলা বিরহ মনে।

এন ৭০০৭

বঁধু যদি আসিবে গো কেন কাঁদালে।
তোমা লাগি বঁধুরে রাতি ভর জাগিরে
রাতি কোথা কাটালে ॥
নিঠুর দরদীয়া গো কোথা কাটালে ॥
ভালবেসে পিয়া নিলে তুমি হিয়া
তবে কেন পালালে।
শুধু মোরে দলিয়া গো কেন পালালে ॥
কবি তো গাহে গান ভুলে যায় অভিমান
বঁধু তুমি মিলালে।
ব্যথা ভরা গানে আজি বঁধু মিলালে।

নে নে নে পিয়া মুছে নে চোখেরি জল।
কোন সে নিঠুরে কি ব্যথা হানে করিল কপট ছল ॥
হা হা হা পিয়া ছাইল মনে বাদল।
সোণারি বঁধু না কেঁদো তুমি মুছে গো যাবে কাজল ॥
না না না পিয়া কোরো না রাতি বিফল।
নয়ন জলে নয়ন তারা কেন গো করে পাগল ॥
রে রে রে পিয়া কাঁদিল মন চপল ॥

এন ৩৮৩১ দাদ্‌রা।

ধীরে ধীরে যেওনা পথে কিশোরী বিদেশিনী।
বুঝে চল রূপেরই পশরা লুটেনা কেউ রূপসী বিদেশিনী ॥
সখিরে হারমানি, হারমানি, হারমানি মোরে না জ্বালাও চলে যাও

বুঝি সুন্দর নাগরের সনে নয়নে বাধা ফিরে নাহি চাও
যাও জ্বালাও না মোরে মিছে ব্যথা দাও আমারে কেন কাঁদাও
বুঝেছি বুঝেছি কেন লুকাও কোথা বা যাও মিছে বুঝাও
জল কেন বয় নয়নে মোহিনী।

দাদ্‌রা।

শ্যামের মোহন মুরলী আজ কেন সই রাধা রাধা ব'লে বাজেনা হায়।
ও সে বিরহ বেদনা সহেনা সহেনা সখি যা গো ফিরে দেখে আয়॥
ওগো নিতি নিতি শ্যামরায় বাঁশরী বাজায়
কুঞ্জবনে নিঠুর আসে যায় আমারে ভুলায়
আজ কেন শ্যাম মোর প্রতি বাম
দরশ পরশ বিনে বুঝি এ জীবন যায়
শ্যাম আসবে বলে বলেছিলে নিশি পোহাল
কই বঁধু সে নাহি এলো মোরে কাঁদালো
এমন নিঠুর সে শ্যাম সুন্দর
ওগো মন-চিত-চোর অবলা কাঁদায়ে যায়॥

—:০:—

এন ৭০৫৮

শুধু হেরিতে তোমা' দিবানিশি পরাণ চায়।
তুমি চলে গেলে শুধু পায়ে দলে
তোমারি তরে প্রিয় আঁখিজল শুকায়ে যায়
সারারাতি জাগি নিদ্ নয়নে নাহি পায়
বিফল এ জ্যোৎস্না রাতি যামিনী চলে যায়
কাঁদিছে মন দুঃখে ফুলেরি মধুবায়॥

মিছে গাহে পাপিয়া পঞ্চমে ধরে মধুর তান
দুঃখ ভরা মোর হৃদয়ে কাঁদিছে অভিমান
ফুলবনে বেলা যুঁথি ফোটে ফুল রাশি রাশি
এস বঁধু আজ এস গো দরশ পরশ মাগি ॥

—০:০—

সে প্রিয় কেন গো এলো আজি বল আমারি হৃদি তলে হায়।
আমি যে সহিতে পারিনা সখি হায় ॥
সে প্রিয় আসে আমারি পাশে
আঁখি দুটী জলে কেন গো ভাসে
সখি গো আন তারে যায় চলে মানভরে বঁধুয়া হায় ॥

এন ৩১৩৬ গজল।

হায় সখি কেমনে বাঁধি বল হিয়া।
মোর প্রাণ প্রিয়া গেল ব্যথা দিয়া হৃদে কতনা বেদনা সহিয়া ॥
প্রবোধ না মানে মন কাহারে প্রবধিরে।
প্রাণ বঁধু লাগি আমার প্রাণ যে কি করে ॥
মন নাহি মানে মানা শোনে না লোক লাঞ্ছনা।
বাঁধিতে প্রেম ডোরে মন চাহে যে মন চোরে ॥
কাহারো কাজলপরা উজল চখে জল দেখে মোর প্রাণ শিহরে ॥
অতীতের সব কি পিয়া উঠলো জেগে হৃদ মাঝারে।
সখি দে তারে ফিরায়ে আনিয়া ॥

—ঃঃ—

কালেংড়া।

আছে প্রাণে ভরা কত শত আশা।
সখি জীবন চাহে যে ভালবাসা॥
জাগিব নিশি চাঁদিনী রাতি।
পরাব গলে মালিকা গাঁথি॥
হবে মিলন নিরাশে কাঁদা হাসা।
ভোরের বাতাসে জাগিলে ধরা।
হেরিবে কাননে শেফালি ঝরা॥
তখন যেওনা তুমি চলে আমার ব্যথিত পরাণ পায়ে দলে।
ওগো মুছিয়া উষারি রাঙ্গা ভাষা॥

—::—

শ্রীমতী হীরামতী।

পি ১১৫৯১ কীর্ত্তন।

কিবা দেখিনু নয়নে ঢল ঢল রূপ অধরে মধুর হাসি।
তারে দেখলে পরাণ জুড়ায়ে যায় (অঙ্গ শীতল হয় গো)
(সেই কাল রূপ হেরে) (অঙ্গ শীতল হয়গো)
কি যেন আবেশে শ্রীপদ নিবাসে এ দেহ আমার লুটাতে চায়॥
(দেহ লুটায়ে পড়ে) (সেই চরণ পাওয়ার আশে) (সখি গো)
তখন থাকে না কামনা মরম বেদনা হৃদয়ে গরল রাশি॥
সখি মালতী ফুলের মালাটী তার (মালা আপনি দোলে গো)
(না দোলালেও) (মালার গুণে কি গলার গুণে)
তার সুচারু গন্ধ পবন মন্দ বিলায় অমিয় রাশি॥

কীর্ত্তন।

এলো মদন মোহন সাজে।
অসি ছেড়ে বাঁশী ধরা কিবা নূপুর মধুর বাজে ॥
কিবা ঢল ঢল রূপ ভুবন মোহন যুগল নয়ন গঞ্জন
(আমি কখন তো দেখি নাই) (যেন চাঁদের হাট ব'সেছে)
দশ চাঁদে নাচে গায় ঐ মুরলীর রন্ধ্রে
•আর দশ চাঁদ রাঙ্গা চরণারবিন্দে (হার মেনেছে)
(গগনের চাঁদ হার মেনেছে) (সখি গো)।
(ঐ ভুবন ভরা রূপ দেখে)
চাঁদের গাছ চাঁদের পাতা চাঁদ ফলে ফুলে
আর এমন কোথাও শুনি নাই যে চাঁদের গাছ চলে
(ঘুরে ঘুরে বেড়ায়) (আপন মনে) (ত্রিভুবনে রাধার সনে) ॥

এন ৩৮৪২ কীর্ত্তন।

রাইকো হৃদয় ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণী লুটায় গো।
পুনহ মিনতি করু কানু হে
নাগর পুনঃ পুনঃ সাধে
রাই দয়া করো বোলে নাগর পুনঃ পুনঃ সাধে
হাম তুয়া অনুগত তোহে ভাল জানতো
কাহে দগধ মুঝ প্রাণ হে।
এত তোমার উচিত নয়
তুমি হ'লে রাজ নন্দিনী বিচারিনী
তুঁহু যদি সুন্দরী মুঝ সুখ না হেরিবি
হাম যাওব কোন ঠাম।

আমি কোথা যাবো রাধে
তুয়া বিনে জীবন কোন কাজে রাখবো
ত্যজিব এ পাপ পরাণ হে আমি প্রাণ ত্যজিব
মুখে জয় রাধে শ্রীরাধে বলে রাধা কুঞ্জে প্রাণ ত্যজিব
ত্যজিব এ পাপ পরাণ ॥

—ঃঃ—

এ হেন রসিক নাগরের সনে কেন বা করিলি কলহ ?
আগে না বুঝিলি মানেতে মজিলি অবকাহে মুঝে বলহ ॥
এখন কেঁদে কারে বা বল
ও তোর মানকে বল শ্যাম এনে দিতে
ও তুই মানের মাধব হারাইলি কেঁদে কারে বা বল
ধনি নারিলি পীরিতি রাখিতে
তোরা একি প্রতিদিন কলহ করিবি
নারিব না মোরা সাধিতে
মোরা পারবো না গো নিতুই সাধিতে পারবো না গো
রাজার ঝিয়ারী তাহাতে গোঁয়ারী এতে কি পীরিতি রয় গো
উঠে আয় গো বিশাখা রাই থাকুক একা
কাছে থাকা ভাল নয় গো
কোন্ দিন কাঁদতে হবে (আমাদের)
মান গোঁয়ারির কাছে থাকলে কোন দিন কাঁদতে হবে
করিলি কি মান উপেক্ষেলি কাল বৈরি হাসালি ব্রজেতে:
কথা শুনে চন্দ্রাবলী দিবে করতালি এ মুখ দেখাবি লাজেতে
করতালি যে দেবে কৃষ্ণ প্রেমের বৈরী চন্দ্রাবলী
কৃষ্ণ হেন ধন যে করে তাজন তার কি জীবনে আশ গো ॥

—ঃঃ—

এন ৪১১২ কীর্ত্তন।

আমি কেমনে সহিব কেমনে বহিব এমন পিরীতি জ্বালা।
যত দূরে যাই সখি কেবলি নিরখি পিছু পিছু আসে কালা॥
যত বলি তারে যাও বঁধু স'রে সে তো শোনে নাকো মানা।
কুল নারী আমি আছে ঘরে স্বামী আছে কত গুরুজনা॥
(স্বামী যে ঘরে) (জটিলায় ব'লে দেবে)
(কলঙ্কিনী নাম যে হবে) (কুলনারীর আছে কত গুরুজনা)
কলসী কাড়িয়া মধুর হাসিয়া বসন আঁচল টানে
সে টানেতে হিয়া উঠিল কাঁপিয়া প্রাণ মম নাহি মানে
(নাহি যে মানে) (শ্যামের মধুর হাঁসি নাহি যে মানে)
(ভুবন মোহন রূপ হেরে নাহি যে মানে)
প্রাণ মম নাহি মানে।
পেয়ে অবলারে পথের মাঝারে কুলে দেয় তুলে কালি
মন প্রাণ হরি শ্যাম বংশীধারী শুধু করে চতুরালী
(চতুরালী করে গো) (মধুর কপট হেসে)
(কপটেরই চূড়ামণি জানি জানি ভাল জানি)
(চতুরালী করে গো) করে শুধু চাতুরালী॥

শ্যামল সুন্দর নবজলধর হৃদি মনোহর শ্যাম।
আঁকা বাঁকা ছলে চলে হেলে দুলে মোহন বঙ্কিম ঠাম॥
বাজায়ে মুরলী নাচে বনমালী মুকুট শোভিত শিরে
কপালে চন্দন শ্রীনন্দ নন্দন হাসিয়া চলিল ধীরে ধীরে
(হাসিয়া চলে) (মুখে বাঁশী চোখে হাসি বাঁশী বাজায়ে চলে)

বাহু পাশরিয়া ধনীরে বেড়িয়া চাহিল মুখের প্রতি
সব সখি মিলি দিয়ে করতালি গাহিব মিলন গীতি
(মিলন গাহে) (যতেক সখিরা মিলি মিলন গাহে)
(জয় রাধে শ্রীকৃষ্ণ বলে) (রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন)
সখিরা মিলন গাহে ॥

—::—

এন ৭০২৯

দূর হতে কানু হেরি চতুরিণী সহচরি ঠমকি ঠমকি চলি যায় ।
(যেন আন্ কাজে চলেছে—যেন শ্যাম নিতে আসে নাই)
যেন আন্ কাজে চলত বর-রঙ্গিনী ডাহিনে বামে নাহি চায় ॥
(বলি দেখেও যেন দেখে না—রাই-দাস হেথা প'ড়ে আছে)
সহচরি সহচরি করি হরি বহুবেরী বহুবেরী করত ফুকার
(একবার শুনে যাও হে—রাই-দাস হেথা প'ড়ে আছে)
রুখি কহত দূতি—মেরা নাম লেওত কাহেরে বন গোয়ার
(আমায় কেবা ডাকে—নাম ধরে আমায় কেবা ডাকে)
(আমায় কেবা জানে—কেবা চেনে—বনমাঝে
আমায় কেবা ডাকে)
দবকি কহত হরি—শুন রাধা- কিঙ্করী করুণা করিয়ে মুঝে আহ
(একবার শুনে যাও হে—তুমি যার দাসী—আমি তার দাস)
করুণা করিয়ে মুঝে আহ ॥

—::—

কি বলিব তাই বল হে—ওহে এখন আমার দাঁড়াইবার
সময় নাই হে—
কি বললি বল হে।
আমি এই দাঁড়ালেম—ওখানে তো যাব না—
রাজনন্দিনীর ভানুপূজা—ভানুপূজা করলেন রাই
সেই পূজার লাগি আমি কুসুম তুলিবারে যাই
'রাইয়ের কুঞ্জে শ্যামা বর্ণের সখি ছিল
কালো বলে সেই সখিকে কুঞ্জের বাহির করে দিল—
তারে আনতে কি মন হ'ল—আনতে পাঠালেন রাই
শ্যামা-সখিরে আনতে যাব, তোমায় আনতে আসি নাই
বলি লম্পট—তোর সনে যদি কই কথা
আন্ সখি যদি থাকে হেথা
সে কথা যদি রাই শোনে
তবে যেতে দেবেনা কুঞ্জবনে
আমার একুল ওকুল দুকুল যাবে
তোর মতন হতে হবে
পথে দাঁড়ায়ে কাঁদতে হবে
যেতে দেবেনা কুঞ্জবনে ॥

—•—

মিস্ হরি বাইজী।

এন ৭০৫১

ভাল যে বেসেছি তোমারে তুমি বেসো বেসো।
হৃদয় স'পেছি তোমারে তুমি এস এস ॥
স্বপনে সকল রাতি তারার মালিকা গাঁথি
সজল কাজল নয়নে তুমি ভেসো ভেসো ॥

আকাশে কোকিলা ডাকে কুসুম ফুটিল শাখে
তুমি হেসে আমারি পাশে বঁধু ব'সো ব'সো ॥

—•—

আজি এ বাদলে পরাণ কাঁদে সখি গো তারি তরে।
আঁখি জল ঝরে তারে মনে পড়ে তাহারি ছবি ভাসেরে ॥
আমারি নয়নপাতে তাহারি ছবি ভাসেরে ॥
সে বিনে কেমনে সখি পরাণ বাঁধিয়া রাখি
আমার হরেছে সকলি আমি কি লয়ে থাকি :
স্বপন মাঝারে দেখেছি তাহারে
প্রাণ সদা কাঁদেরে
তাহারে ভাবিয়া প্রাণ সদা কাঁদেরে ॥

—ঃঃ—

এন ৩৮১৭ জিলা।

বাঁশীতে আজ কে জাগালে সুরের স্বপন প্রাণে
সখি পাগল করা তানে।
শিহরিয়া ওঠে হিয়া মানা নাহি মানে ॥
চাঁদিনী চকিতে মেলে অলস মদির আঁখি
সমীরণ বেণু বনে জাগে ফুল-রেণু মাখি
ভ্রমরা বিভোলা ভোলে নিরজনে গাওয়া গানে ফুল-বঁধু কানে ॥
কেতকী কুঞ্জবনে সখি একি চমক লাগে
লুটিয়ে পড়ে আঁচল অজানা কার অনুরাগে
যে ব্যথা বুকের মাঝে গুমরে লাজে
সখি, মন মাতান বাঁশীর তানে আপন হারা হৃদয় দানে ॥

বেহাগ।

মন দিয়ে ফের মন নিতে চাও কেমন ধারা মন তোমার।
মন কি আমার বাঁশী মালা নেই কিছু তার রংবাহার॥
মানুষ কি গো ফুলের মতন রাত ফুরুলেই যায় সে ঝরে
ভাবছ কি প্রেম বাতীর-আলো নিভিয়ে দিলেই প্রাণ আঁধার॥
কইলে কথা বাসলে ভাল পরলে মালা গাইলে গান
কেমন করে পাথর হ'য়ে ভুলব আমি সব আবার।

এন ৩৮৪১

আজি প্যারি মোর গাগরী ছলকে যায়
উছলি রূপ সুরায়।
অঙ্গরাগে ভৃঙ্গ পিয়াসে ধায়॥
মিলনের সাঁঝে বাঁশরী বাজে
বুঝি প্যারি মনমাঝে
বাঁশরী স্বরে হিয়া ফুকারে
বুঝি ছন্দে ছন্দে বন্দে শ্যামরায়।
যমুনারই ওই কালোনীরে
গোরী গাগরী ভরে ধীরে
উছলি হৃদয় যৌবন লুটায়
কমল ঝলমলে বুঝি পায় পায়
চরণ ঘাতে নূপুর মাতে
মত্ত চিত্ত নৃত্যে ঘুঙুর বায়॥



মিস্ ইন্দুবালা

শিখি পাখা চুড়ে অপরূপ সুরে
শ্যাম তোলে আজি বাঁশরী।
যমুনারি পথে চলে গোরী
পিছু পিছু চুপি সাড়ে হাসে কালা আচল ধরি॥
চরণে চরণে নুপুর ঘায় রণণ ধ্বনি তুলিয়া যায়
ছলনে ললনে মন ভুলায় কুল শীল সব পাশরী।
চকি হাসি নয়ন ঠারি বলে স্বজনী তোমারি তোমারি
কেন এত ছলা চতুরা বালা খোঁজ যারে তুমি দিবা বিভাবরী

—•—

মিস্ ইন্দুবালা।

পি ১১১২০ ইমন।

তুমি এস হে, তুমি এস হে, তুমি এস হে,
এস হে, এস হে॥
আমার দলিত হিয়ার পরতে পরতে
তুমি ব'স হে তুমি ব'স হে।
ব'স হে ব'স হে।
পাতিয়াছি হেথায় রতন আসন
রচিয়াছি দেখ কুসুম শয়ন,
কত অভিলাষ কত আকিঞ্চন, নয়নের কোণে তুমি
একবার চাহ হে একবার চাহ হে।
পিক মুখরিত অলি গুঞ্জরিত মন্দ-মলয় সমীর-সিঞ্চিত
হে প্রিয়সুহৃদ, হে চিরবাঞ্ছিত বারেকের তরে তুমি হাস হে
তুমি হাস হে, হাস হে॥

—•—

জঙ্গলা।

ওরে মাঝি তরী হেথা বাঁধব না'ক আজকের সাঁজে
ভিড়িয়ো নাকো চলুক তরী নদীর মাঝে।
ঐ নদীর ঐ ঘাটেতে জলটী যেথায় ছুয়ে আছে,
আজি ও সে ঐ ঘাটেতে পল্লী-বালার কাঁকন বাজে॥
মৌন সাঁঝের ম্লান মাধুরী কতই ব্যথা দিচ্ছে ডেকে।
প্রাণের ছোট দিপটী তথায় বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে
একটী গৃহ হেথায় কি মা
আমার ছিল বড়ই চেনা—
আজও তাহার ছবিটী আমার হৃদয় মাঝে সদাই রাজে।
ঐ নদীর ঐ ঘাটেতে এমন সময় আমার প্রিয়া
যেত ছোট কলসীটিকে কোমল তাহার কক্ষে নিয়া
সোহাগে জল উথলে উঠি,
পড়ত তাহার বক্ষে লুটি,
পথে প্রিয়া আমায় দেখে ঘোমটা দিত হর্ষলাজে॥
ঐ নদীর ঐ কূলে তটিনীর ঐ কোমল কোলে
দিয়াছি সেই স্বর্ণ-লতায় আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজিও সে চিতার পরে শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে
আজও মধুর মুখখানি তায় দেখা দেয় যে সকল কাজে॥

পি ৯৬৬৪ ছায়ানট।

কে তুমি একাকিনী দাঁড়ায়ে যমুনার তীরে।
বল ধনি বিনোদিনী ছলনা করো না মোরে ॥
কোথা হ'তে আস তুমি কি ভাব অন্তরে
মনে হয় যেন কোথায় দেখেছি তোমারে ;
সত্য করে বল মোরে মন প্রাণ সঁপেছ কারে ॥
লয়ে তরী পার করি ব্রজের যত গোপনারী
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী আমারি সব আজ্ঞাকারী,
বাজিয়ে বাঁশী গান করি রাধার ঋণ শুধিবার তরে ॥

—::—

ভাটিয়ালী।

আমায় সকলে বলে রাধে কলঙ্কিনী।
বেড়াই বৃন্দাবনে সদা বৃন্দের সনে।
ও তাই দেখে দেখে দোষে আমায়
পোড়ারমুখী ননদিনী ॥
শ্যাম তোমায় যখন পড়ে মনে
আমি যমুনা পুলিনে যাই সখিদের সনে ;
আমার শাশুড়ী টের পায় না
আমার ননদিনী টের পায় না
আমি দুকুল বজায় রাখি,
আয়ান বুঝে ও তো বোঝে না

শ্যাম তুমি আমার হৃদয়েরী হার
আমি তোমার আদরিণী।
ওগো তাই রাই গরবিণী।
আমি তাই রাই গরবিণী, কলঙ্কিনী।

—০—

পি ১১৫৪১ মিশ্র খাম্বাজ।

তুমি একটী দিনের চোখের দেখায় আপন করিয়া ফেলেছ।
একটী দিনের একটী কথায় আমারে ভুলায়ে দিয়েছ॥
একটী দিনের কোমল স্নেহে মধুর ভাষায় ডেকেছ
একটী দিনের সরলতায় হৃদয় দুয়ার খুলেছ॥
একটী দিনের একটী গানে সুরের সহিত মিশেছ
একটী দিনের সুরের লহরী আমারে ভাষায়ে দিয়েছ॥
একটী দিনের আকুল আহ্বানে তোমার কাছে ডেকেছ
একটী দিনের করুণা করিয়া বুকেতে তুলিয়া নিয়েছ॥

—০—

আসোয়ারী।

বহুদুর হ'তে আসিয়াছি আমি দেবতা তোমার দুয়ারে
বহু আশা প্রাণে রাখিয়াছি নাথ পুরাও বাসনা এবারে॥
পাব ব'লে দেখা হে জীবনসখা
প্রাণ পণ ক'রে আসিয়াছি একা
আজি বড় ব্যথা পেয়ে বড় জ্বালা সয়ে
কাতরে ডাকিগো তোমারে॥

হাত ধরে তুমি নিয়ে যাও বলে
ডাকে তোমা সবে পাপীতাপী মিলে
আজ কে আছে আমার তুমি বিনে আর
কে হেরিবে বল আমারে !
কে আছে এ ভব মাঝারে ॥

—০—

পি ১১৫৫৩ দাদ্রা।

শোন তোরা ঐ কালো জলে বাজে শ্যামের বাঁশরী।
শুনিয়া বাঁশরী স্বর গৃহে মোরা রইতে নারি ॥
কুলে শীলে দিয়ে লাজ তেয়াগিব গৃহকাজ
না হেরে সে ব্রজরাজ মোরা যে গো প্রাণে মরি ॥
রাধা রাধা রাধা বলে ডাকে হরি কুতূহলে
আয় রাধা আয় রাধা বলে বাজে বাঁশী ফুকারী।

—০—

দাদ্রা।

কে চলে যায় জলের ঘাটে হেলে দুলে কলসী কাঁখে
বিজলী খেলে তাঁর চপল চোখে
নীল আঁচলে রাখে কি যে নেশা, মগন হয় সকল আশা ;
থমকি থমকি চলে নদীর বাঁকে ॥
ভাসে যে কত কথা আমার প্রাণে ফিরে যেতে চায়
মন তার পানে—
তার চরণ রেখা আমারে ডাকে ॥

পি ১১৫৭০ ভৈরবী মিশ্র।

পাগল পাগল বলে লোকে আমি পাগল হ'তে পাল্লাম কৈ।
মনটাকে মা মাতিয়ে দেনা যেন তোর নামেতে পাগল হই
খেতে শুতে নাইতে যেতে যেন মা মা বলে থাকি মেতে
চিতের ভিতর জ্বালিয়ে চিতে আত্মহারা হ'য়ে রই॥

—৯—

আশোয়ারী।

তোমারে ডাকতে গেলে ওমা শ্যামা ভক্তিভরে।
পাই যে বাধা পদে পদে পেছন হ'তে ডাকে মোরে॥
তারা কি মোর আপন মাগো কিম্বা আপন তুমি
কারে রাখব কারে ফেলব বলে দে মা বিচার করে॥
মা ছাড়া যে রইতে নারি, বল মা এখন কি যে করি
এ শঙ্কটে রক্ষা কর মা ও শঙ্করী দয়া করে॥

—০—

পি ১১৬০০ মিশ্র ইমন।

স্বপনে তোমারে দেখিয়াছি আমি
প্রেমনদীর কুলে হে
আমি রূপ চাই—তুমি সুন্দর
চির বাঞ্ছিত প্রিয় সখা হে॥
হেরিনু প্রেম বিহ্বল নয়ন ঢল ঢল;
হইতেছে আঁখি জল চঞ্চল।
মরম ভেদিয়া গভীর নিরাশা
ফেলিতেছে ঢাকি হৃদয় হে॥

স্বপন মাঝারে দেখা দিয়ে মোরে

কোথা চলে যাও উদার অম্বরে—

প্রেমময় সখা নিদয়া হ'য়োনা

দুঃখিনীর হৃদে এস হে এস হে ॥

———

চরণে দলিয়া গিয়াছে চলিয়া

তবু কেন তারে ভালবাসি।

বলিতে পারিনা, বোঝাতে পারিনা

আঁখি জলে যায় বুক ভাসি ॥

কেন সে বিরাজে হৃদয়েরি মাঝে,

তার স্বর কেন সদা কানে বাজে ;

কি বাঁধনে মোরে বেঁধেছ বলো

সে দিয়ে গেছে গলে প্রেমফাঁসী ॥

—:০:—

পি ১১৬৩২ গজল।

কত রাতি পোহায় বিফলে হায় জাগি জাগি

সদা আঁখি নীরে ভাসি তারি লাগি ॥

সে কোথায় দূর বিদেশে হেসে মাতায় মধুরাতি

বুকে যে জলে মরে হেথা মোর আশাবাতী

ভুলেছে সে তবু কেন তারে মাগি।

মলয়ে দোলে শাখী ভাবি সে বুঝি এলো

চকিতে নড়লে পাখী চমকি উঠি যে লো
চুপি কয় কানে কানে বেহায়া ভোমরা গানে
মিছে এ ফুল শয়নে মানিনী মঞ্জলি মানে
অকারণে অকরুণে অনুরাগী ॥

—)ঃঃ(—

গজল।

সখি দেখে আয় বঁধু এলো কি দুয়ারে
লুকিয়ে রেখেছে বুঝি লতিকা ঠারে ॥
দিনে আন কাজ নাই রাতে চোখে নিদ নাই
অদূরে নেহারি শুধু বঁধুয়ারে ॥
এলো রে এলো কে ঐ রঙ্গমহালার আঙ্গিনাতে
এলো রে এলো কে ঐ ফুল ছড়িয়ে পাগলা হাতে
হাসিয়ে হাসনাহানায় চোখ ইসারায় জোছনা রাতে
কেন রে শিউরে উঠি শিউলি কোমল শয্যাপাতে
বকুলে আকুল কেন কোকিল সখি ঐ ফুকারে ॥

—)ঃ০ঃ(—

পি ১১৬৬১ গজল।

রুম ঝুম রুম ঝুম কে এলে নূপুর পায়
ফুটিল শাখে মুকুল ও রাঙ্গা চরণ ঘায় ॥
নে নাচে তটিনী জল টলমল টলমল
বনের বেণী উতল ফুলদল মুরছায় ॥

বিজরি জরির আঁচল ঝল মল ঝল মল
নামিলো নভে বাদল ছল ছল বেদনায় ॥
তালি বন থৈ তাথৈ করতালি হানে ঐ
কবি তোর তমালি কই শ্বাসিছে পূবালী বায় ॥

———

গজল।

চেওনা সুনয়না আর চেওনা এ নয়ন বাণে
জানিতে নাইকো বাকি সই ও আঁখি কি যাদু জানে ॥
একে ঐ চাউনি বাঁকা, সুরমা আঁকা তায় ডাগর আঁখি
বধিতে তায় কেন সাধ যে মরেছে ঐ আঁখিবাণে ॥
চকোর কি পড়লে ধরা পীযুষ ভরা ঐ মুখ চাঁদে
কাঁদিছে নার্গিসের ফুল লাল কপোলের কমল বাগানে ॥
জ্বলিছে দিবস রাতি মোমের বাতি রূপের দেওয়ালি
নিশিদিন তাই কি জ্বলি পড়ছ গলি অঝর নয়ানে ॥
মিছে তুই কথার কাঁটায় সুর বিঁধে হায়
হার গাঁথিস কবি
বিকিয়ে যাররে মালা আয় নিরালা আঁখির দোকানে ॥

—::—

পি ১১৬৯২

আজ ভোরে মোর ঘুম ভাঙ্গালে অচেনা সই কোন অতিথি !
আঁখিতে তার এ কোন ভাষা, অধরে তার এ কোন গীতি !!
শুধাই তারে "কোন প্রয়োজন আনাগোনা মোর আঙ্গিনায়" ?
কয় "রূপসী ওই রূপের দ্বারে দীন ভিখারী আসি নিতি ॥
কোন দেশে ঘর, কোন সুন্দরের পাগল করা ফেলেল হাওয়া ?

কয় সে হাসি "সেই দেশে রই যেথায় বুকে রয় পিরীতি" ॥
উজল এ কোন মাণিক জলে আধেক বোজা কাজল তারায় ?
পাগল বলে—"হায় পাষাণী অচিন্ প্রেমের এই তো রীতি" ॥
"অথির কেন মৃণাল বাহু"—হঠাৎ আসি ধরলে আমায় ?
কয় সে—"আহা কপোল কোমল
ঢাক্‌লে যে ওই শিথিল সিঁথি ॥

—·—

সারং।

যদি জাগে পরাণ কভু সহসা এ মধু-রাতে
সখি লুকিয়ে রাখি ব্যথা আঁখিপাতে।
সুদূরের উদাস হাওয়া নিশুতি ফুল বাগে
সোহাগের স্বপন রবি যদি ঐ বুকে লাগে
যদি সই ওঠে হিয়া সাহনা মুঞ্জরিয়া,
ফোটা-কুসুম সব মধু মাধুরী নিয়া,
যদি আঁখি ঝরে মম অশ্রু সাথে ॥

—০—

পি ১১৬৮২ ভীমপলশ্রী

কেন আন ফুলডোর আজি বিদায় বেলা।
মোছ মোছ আঁখিলোর যদি ভাঙ্গিল মেলা
কেন মেঘের স্বপন আন মরুর চোখে
ভুলে দিওনা কুসুম যারে দিয়েছ হেলা

যবে শুকাল কানন এলে বিধুর পাখি
লয়ে কাঁটা ভরা প্রাণ একি নিঠুর খেলা ॥
যদি আকাশ কুসুম পেলি চাতক কবি
চল্ চল্ মুসাফির ডাকে পারের ভেলা ॥

ভৈরবী গজল।

যাও যাও তুমি ফিরে এই মুছিনু আঁখি।
কে বাঁধিবে তোমারে হায় গানের পাখী ॥
মোর এত প্রেম আশা মোর এত ভালবাসা
আজ সকলি দুরাশা আর কি দিয়া রাখি ॥
তোমার বেঁধেছিল নয়ন শুধু এ রূপের জালে
তাই দুদিন কাঁদিয়া হায় সে বাঁধন ছাড়ালে;
আমার বাঁধিয়াছে হিয়া আমি ছাড়াব কি দিয়া
সখা হিয়া তো নয়ন নহে সে ছাড়ে না কাঁদিয়া;
এই অভিমান জ্বালা মোর একেলারি কালা
ম্লান মিলনেরি মালা দাও ধূলাতে থাকি ॥

—::—

পি ১১৬৮৬ ভৈরবী মিশ্র।

কেউ জানে না পিয়া।
কি ছবি একেছি রঙ্গিন স্বপন দিয়া ॥
ফুল বিতানে শিতাণ-হারা
সিথিল সিঁথি ঘুমায় কারা

আবেক দেওয়া সাধের চুমা অধরে নিয়া
জানি না কোন গোপন বেশে
এই নিরালায় কখন এসে
ছবিতে মোর রূপ দিলে সই জাগালে হিয়া ॥

—::—

ভৈরবী মিশ্র।

আমি ঘুমায়েছিলাম অবেলায়।
বাঁশীটী বাজায় ধীরে ডাকিয়া গেল ফিরে শ্যামরায়
সে বেণু বীনার তান আজিও কাঁদায় প্রাণ
স্বপনের সুরে হৃদয়ের পুরে
তারি সুরধ্বনি মুরছায় ॥
শ্যামের নয়ন জলে আঙ্গিনা ভিজিল গো
আমার নয়ন জলে আজি সে ভরিয়া যায় ॥

—:০:—

পি ১১৭০১ ভৈরবী।

হে আমার চির-চাওয়া
গোপন হৃদয় গহনে করুণ মধুর রাগিণী গাওয়া
তোমারে দেখি এ বিপুল ভুবনে
নিশিতে মোহন সুখের স্বপনে
তুমি অনন্ত চির বসন্ত, চির যে সকল পাওয়া ॥
জানি আমি কাঁদি তোমারি লাগিয়া
এ জীবনে ফিরি তোমারে চাহিয়া
তোমাতে আমার নিঃশেষ হ'য়ে কবে হবে শেষ যাওয়া ॥

প্রেম সাগরে আজ সজনী ডেকেছে লো বান।
সেই স্রোতে পড়ে ভেসে গেল মান অভিমান ॥
সজনী তোরা কি কেউ যাবিনে আমার সাথে
আমি যে চলেছি আজ অকুল, অজানা পথে
জানি নাকো শেষ কোথা তার কতদূরে পার
বাইছি আমি দিন রজনী কেবলি উজান ॥

—:—

পি ১১৭২৪ গজল।

গহীন্ রাতে ঘুম কে এলে ভাঙ্গাতে।
ফুলহার পরায়ে গলে দিলে জল নয়ন পাতে ॥
যে জ্বালা পেনু জীবনে
ভুলেছি রাতের স্বপনে
কে তুমি এসে গোপনে ছুইলে সে বেদনাতে ॥
যবে কেঁদেছি একাকী
কেন মুছালে না আঁখি
নিশি আর নাহি বাকী বাসি ফুল ঝরিবে প্রাতে।

এ আঁখিজল মোছ পিয়া ভোল ভোল আমারে।
মনে কে গো রাখে তারে ঝরে যে ফুল আঁধারে।
ফোটা ফুলে ভরি ডালা গাঁথি বালা মালিকা।
দলিত এ ফুল ল'য়ে দেবে গো বল কারে ॥
স্বপনের স্মৃতি প্রিয় জাগরণে ভুলিও।
ভুলে যেও দিবালোকে রাতের আলেয়ারে ॥
ঘুমায়েছ সুখে তুমি সে কেঁদেছে জাগিয়া।
তুমি জাগিলে গো যবে সে ঘুমায়ে ওপারে ॥

পি ১১৭৩০

কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে, অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুঃখ ল'য়ে কাঁদে, কেউ ভুলিতে গায় গীতি॥
কেউ শীতল জলদে হেরে অশনির জ্বালা
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে তার শুষ্ক কুঞ্জ বীথি॥
হেরে কমল-মৃণালে কেউ কাঁটা, কেহ কমল,
কেউ ফুল দলি চলে, কেউ মালা গাঁথে নীতি॥
কেউ জ্বালে না আর আলো তার চির দুঃখের রাতে
কেউ দ্বার খুলি জাগে চায় নব চাঁদের তিথি॥

—০—

মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর নমো নমঃ নমো নমঃ
নমো নমঃ॥
শ্রাবন মেঘে নাচে নটবর রমঝম ঝমঝম ঝমরম॥
সিয়রে বসি চুপি চুপি চুমিলে নয়ন
মোর বিকশিল আবেশে তনু নীপসম, নিরুপম, মনোরম॥
মোর ফুলবনে ছিল যত ফুল
ভরি ডালি দিনু ঢালি দেবতা মোর।
হায় নিলে না সে ফুল ছি ছি বেভুল
নিলে তুলি খোপা খুলি কুসুম-ডোর!!
স্বপনে কিসে কয়েছি তাই গিয়াছ চলি
জাগিয়া কেঁদে ডাকি দেবতায় প্রিয়তম, প্রিয়তম, প্রিয়তম॥

——::——

পি ১১৭৩৮

একলব্য।

আজি বাদলে নাচে ময়ূরী ডাকে দাদুরী
আপন-ভোলা দলে দলে।
হোথা জলভরা মেঘ বিজলী হানিয়া হাসিছে ঝলকে ঝলকে
গুরু গুরু গুরু বাজায়ে ডমুরু পুলকে পলকে পলকে ;
হেথা বিরহিনী কমলিনী ভাসিছে নয়ন জলে॥
হারায়েছে ওগো বঁধুয়া কাহার আজি এ আঁধার রাতে,
বুক ভেঙ্গে যায় দারুণ ব্যথায় নিদ নাহি আঁখি পাতে ;
ভুলে যাও তারে ভুলে যাও সখি ভুলনা আশার ছলে!
করমের লেখা আছে কি উপায় মরম যদিগো জ্বলে॥

একলব্য

ওরে ও বনের পথের পথ ভোলা
আয়রে ছুটে আমার পাছে আমার ঘরের দ্বার খোলা॥
আমি আঁধার রাতের দীপালী রে মরু পথের ঝরণা,
বাদল রাতের পথের সাথী রূপসী হেম বরণা॥
আমি হারিয়ে যাওয়া দখিন হাওয়া মন ফাগুনের হিন্দোলা
আয়রে ছুটে নে রে লুটে আগুন ফাগের রং গোলা॥

গজল।

পি ১১৪৭১

ফাগুন রাতে ফুলের নেশায় আগুন জ্বালায় জ্বলিতে আসে;
যে দীপ শিখায় পুড়িয়া মরে পতঙ্গ ঘোরে তাহারি পাশে॥
অথই দুখের পাথার জলে সুখে রাঙ্গা কোমল দোলে
কূলের পথিক হারায় দিশা [illegible]

সুখের আশায় মেশায় ওরা বুকের সুধায় চোখের সলিল
মণির মোহে জীবন দহে বিষের ফণির মরণ শ্বাসে ॥
বুকের পিয়ায় পেয়ে হিয়ায় কাঁদে পথের পিয়ার লাগি
নিতুই নতুন স্বরগ মাগি নিতুই নয়ন-জলে ভাসে ॥

ভৈরবী ঠুংরী।

ভাঙ্গা মন আর জোড়া নাহি যায়।
ঝরা ফুল আর ফেরে না শাখায় ॥
শীতের হাওয়ায় তুষার হয়ে
গলি খর তাপে বারি যায় বয়ে
গলে নাকো আর হৃদয় তুষার উষ্ণ ছোঁওয়ায় ॥
গাঁথি ফুলমালা নাহি দিয়া গলে
শুকালে নিঠুর তব মুঠি তলে
হাসিবে না সে ফুল শত আঁখি জলে আর সে শোভায় ॥
স্রোতের সলিলে বাঁধ বাঁধিলে
ভাঙ্গিয়া সে বাঁধ তোমারে ভাষায় ॥

পি ১১৭৪৫ ভৈরবী।

কেন না ফিরাবে আঁখি কেন এত অভিমান।
কোন অভিমানে এত ছল ছল দু'নয়ান ॥
কেন হেন মুখখানি কেন নাহি সরে বাণী
কে দিয়েছে মর্ম্মে ব্যথা কে ক'রেছে অপমান ॥

মিশ্র পিলু।

আঁকি মরমে মূরতি তারি নিরখি গোপনে।
স্বপনে শোনা মুরলীর তানে জাগিলে জাগে মনে ॥
হেরিলে তারে কানন পারে
যাপি দিন যামী ওরূপ ধেয়ানে বিজন বিপিনে
সে যেন কুসুমের সুবাসের স্মৃতি
সে গেছে দূরে অজানা পুরে
তবু স্মৃতি তারি জাগে হৃদি কোণে আজও ক্ষণে ক্ষণে ॥

—০—

পি ১১৭৫৭

হে বিধাতা!

দুঃখ শোক মাঝে তোমারি পরশ রাজে
কাঁদায়ে জননী প্রায় কোলে কর পুনরায় শান্তিদাতা॥
ভুলিয়া যাই হে সবে সুখ দিনে তোমারে
স্মরণ করায়ে দাও আঘাতের মাঝারে
দুঃখের মাঝে তাই হরি হে তোমারে পাই দুঃখত্রাতা॥
দারা সুত পরিজন রূপে হেরি অনুক্ষণ
তোমার আমার মাঝে আড়াল করে স্বজন,
তুমি যবে চাহ মোরে লওহে তাদের হরে
ছিঁড়ে দিয়ে মায়া-ডোর ক্রোড়ে ধর আপন;
ভক্ত সে প্রহ্লাদ ডাকে যবে নারায়ণ
নির্ম্মম হ'য়ে তার পিতারও হর জীবন
সব যবে ছেড়ে যায় দেখি তব বুকে হায় আসন পাতা॥

—০—

দোলে নিতি নব রূপের ঢেউ পাথর ঘনশ্যাম তোমারি নয়নে !
আমি হেরি যে নিখিল বিশ্বরূপ সম্ভার তোমারি নয়নে ॥
তুমি পলকে ধর নাথ সংহার বেশ
হও পলকে করুণা নিধান পরমেশ
নাথ ভরা যেন বিষ-অমৃতের ভাণ্ডার তোমার দুই নয়নে ॥
ওগো মহাশিশু তব খেলা ঘরে
একি বিরাট সৃষ্টি বিহার করে
সংসার চক্ষে তুমি হে নাথ সংসার তোমারি নয়নে ॥
তুমি নিমিষে রচি নব বিশ্বছবি
ফেল নিমেষে মুছিয়া হে মহাকবি
করে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড ভুবন সঞ্চার তোমারই নয়নে ॥
তুমি ব্যাপক ব্রহ্ম চরাচরে
জড় জীব জন্তু নারী নরে
কর কমল-লোচন তোমার রূপ বিস্তার হে আমার নয়নে ॥

—ঃঃ—

পি ১১৭৫৪ গজল।

হারাণ হিয়ার নিকুঞ্জপথে কুড়াই ঝরা ফুল একেলা আমি ।
তুমি কেন হায় আসিলে হেথায় সুখের স্বরগ হইতে নামি ॥
চারি পাশে মোর উড়িছে কেবল শুকনো পাতা মলিন ফুলদল
বৃথাই সেথা হায় তব আঁখিজল ছিটাও অবিরল দিবস যামী ॥
এলে অবেলায় পথিক বেভুল বিঁধিছে কাঁটা নাহি যবে ফুল
কি দিয়া বরণ করি ও চরণ নিভিছে জীবন জীবন-স্বামী ॥

ডেকে ডেকে কেন সখি ভাঙ্গালি ঘুমের ঘোর ।
স্বপনে মোর এসেছিল স্বপন কুমার মনচোর ॥
সে যেন লো পাশে ব'শে কহিল হেসে হেসে—
"যাবনা আর পরদেশে মোছ মোছ আঁখিলোর" ॥
দেখাল তার হৃদয় খুলি কহিল—"হের প্রিয়ে
তোমার অধিক ব্যথা হেথায় তোমারে ব্যথা দিয়ে" ।
হেরিনু মোর হিয়ার চেয়েও অধিক ক্ষত তার হৃদয়
সে হৃদয়ে আমার ছবি সকল হিয়া আমিময়
তাহার জীবন-মালার মাঝে আমি যেন সোনার ডোর ॥
কহিনু—"বুঝেছি সখা তোমার দুঃখ দেওয়ার ছল
ভালবাসার ফুল না শুকায় তাই চাহ মোর চোখের জল" ।
জেগে দেখি কেঁদে কেঁদে ভিজেছে বুকের আঁচর ॥

—০—

পি ১১৭৬০

সই নদীর ধারে বকুল তলায় সুবাস শীতল ছায় ।
আকুল কাহার আঁখি দুটী কাহার পানে চায় ॥
সই যা না লো দাঁড়ায়ে
কাঁটা বিঁধেছে মোর পায়ে
তোরা দাঁড়া সখি ক্ষণেক, ওকি ! হাসিস্ কেন হায় ॥
আমার কলসীটী যে ভারি
ডালে বেধেছে মোর শাড়ী
তোরা বলিস্ ছলে হেরি ওরে, ছি ছি একি দায় ॥

যদি হেরেই থাকি ওরে
তোরা দুষিস্ কেন মোরে
আমার আমি বশে নই মোর আঁখির নেশায়
পাগল আঁখির নেশায় ॥

—০—

ওই জলকে চলে লো কার ঝিয়ারী
রূপ চাপেনা তার নীল শাড়ী
এমন মিঠি বিজলী দিঠি
শেখালে তায় কে গো
রূপে ডুবু ডুবু রবির রঙ ধরা ছবির
ছোঁয়াচ লেগেছে গো—
মন মানে না আর কি করি
চলে পিছনে ছুটে তারি ॥
নাচে বুলবুলি ফিঙ্গে ঢেউয়ে নাচে ডিঙ্গে
মাঠে নাচে খঞ্জন
তার দুটী আঁখি তারা কেঁচে হ'তে সারা
দেখেছে বল কোন জন
আঁখি নিল যে মোর মন কাড়ি
ঘরে থাকিতে আর নারি ॥
গোলাপ বেলী যুঁই চামেলী
কোন ফুলে তার তুল গো
তার যৌবন নদী বহে নিরবধি
ভাসায়ে দুকুল গো—
দিল ভাসায়ে প্রাণ আমারি
রূপে দুকুল ছাপা গাঙ তারি ॥

—০—

পি ১১৭৬২

আজি নন্দদুলালের সাথে
ঐ খেলে ব্রজনারী হোরী।
কুঙ্কুম আবীর হাতে দেখ
খেলে শ্যামল খেলে গোরী॥
থালে রাঙ্গা ফাগ
নয়নে রাঙ্গা রাগ
ঝরিছে রাঙ্গা সোহাগ
রাঙ্গা পিচকারী ভরি॥
পলাশে শিমুলে
ডালিম ফুলে
রঙনে অশোক মরি মরি—
ফাগ আবীর ঝরে
তরুলতা চরাচরে
খেলে কিশোর কিশোরী॥

আয় গোপিনী খেল্‌বি হোরী ফাগের রাঙ্গা পিচকারীতে।
আজ শ্যামে লো করব ঘায়েল আবীর হাসির টিট্‌কারীতে।
রঙে রাঙ্গা হ'য়ে শ্যাম আজ হবে যেন রাইকিশোরী,
যমুনা জল লাল হবে আজ আবীর ফাগের রঙে ভরি॥
কপালের কলঙ্ক মোদের আজ ধুয়ে যাবে রং ঝারিতে॥
গুরুজনের গঞ্জনা আজ সইবনা লো মানবো না লাজ।
কুল ভুলে আজ গোকুল পানে ভেসে যাব রাঙ্গা গীতে॥

— ০ —

শ্রীমতী কনক দাস ঃ

পি ৮৮৫১

বাউল।

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ
আমি পাই না তোমারে।
বাতাস বহে মরি মরি,
আর বেঁধে রেখো না তরী,
এস এস পার হ'তে হৃদয় মাঝারে।
তোমার সাথে, গানের খেলা দূরের খেলা যে
বেদনাতে বাঁশী বাজায়, সকল বেলাতে,
নিয়ে আমার বাঁশী, বাজাবে গো আপনি আসি,
নিময় নীরব রাতে নিবিড় আঁধারে।

তুমি আসবে বলে আমি রইবো না বসে
আমি চলবো বাহিরে ;
শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে ঝরে,
আর সময় নাহি রে ॥
বাতাস দিল দোল, ঘাটের বাঁধন খোল
ও তুই খোল।
মাঝ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহিরে
আর সময় নাহি রে ॥
আজ শুক্লা একাদশী, হের নিদ্রাহারা শশী।
(অই) স্বপ্ন পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি ॥

তোর পথ জানা নাই, নাই বা জানা নাই
ও তোর নাই মানা নাই মনের মানা নাই ॥
সবার সাথে চলবি রাতে সামনে চাহিরে।
আর সময় নাহি রে ॥

পি ১১৫১৪

না বলে যায় পাছে সে আঁখি মোর ঘুম না জানে
কাছে তার রই তবুও কথা যে রয় পরাণে ॥
যে পথিক পথের ভুলে এলো মোর প্রাণের কূলে
পাছে তার ভুল ভেঙ্গে যায় চলে যায় কোন উজানে ॥
এলো যে এলো আমার আগল টুটে
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে—
খেয়ালের হাওয়া লেগে যে খ্যাপা ওঠে জেগে
সে কি আর সেই অবলার মিনতির বাধা মানে।

না না গো না ক'রো না ভাবনা।
যদি বা নিশি যায় যাব না যাব না ॥
যখনি চলে যাই
আসিব বলে যাই
আলো ছায়ার পথে করি আনাগোনা ॥
দোলাতে দোলে মন মিলন বিরহে,
বারে বারে জানি (আমার) তুমি তো চিরহে—
ক্ষণেক আড়ালে বারেক দাঁড়ালে
মরি ভয়ে ভয়ে পাব কি পাব না ॥

পি ১১৫৫২

আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে।
বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে।
তোমার বুকে বাজলো ধ্বনি
বিদায় গাঁথা আগমনী কত যে
ফাল্গুনে শ্রাবনে কত প্রভাতে রাতে ॥
যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি ক'রে
সময় যে তার হ'ল গত
নিশি শেষে তারার মত
(তারে) শেষ করে দাও শিউলি ফুলের মরণ সাথে ॥

কাঙ্গাল আমারে কাঙ্গাল করেছ আর কি তোমারে চাই।
ওগো ভিখারী আমারে ভিখারী করেছ কি কাতর গান গাই ॥
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে
ভিখারী আমার ভিখারী গো হায়
পলকে সকলি সঁপেছি চরণে আর তো কিছুই নাই ॥
আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া তোমারে পরানু বাস
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি তোমারে পুরাতে আশ
মম মন প্রাণ যৌবন নব করপুট তলে পড়ে আছে সব
ভিখারী আমার ভিখারী গো হায়
আরও যদি চাও মোরে কিছু দাও
ফিরে আমি দিব তাই ॥

পি ১১৬৮১

এখনও গেলনা আঁধার এখন রহিল বাধা।
এখনও মরণ-ব্রত জীবনে হোলনা সাধা॥
কবে যে দুঃখ জ্বালা হবে রে বিজয় মালা
জ্বালিবে অরুণ রাগে নিশীথ রাতের কাঁদা॥
এখনও নিজেরি ছায়া রচিছে কত যে মায়া
এখনও কেন যে মিছে চাহিছে কেবলি পিছে
চকিতে বিজলী আলো চোখেতে লাগালো ধাঁ ধাঁ॥

———

আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে।
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে॥
বনের ছায়ায় ঐ জল ছল ছল সুরে
হৃদয় আমার কানায় কানায় পুরে
ক্ষণে ক্ষণে ওই গুরু গুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্গ বাজে॥
কোন দূরের মানুষ যেন এলো আজ কাছে
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে;
বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা
গোপনে-মিলন-অমৃত-গন্ধ-ঢালা,
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি
হার মানি তার অজানা জনের সাজে॥

———

পি ১১৬২০

আকাশ পরে সুধার ভরে
আষাঢ় মেঘের ফাঁক।
হৃদয় মাঝে মধুর বাজে
কি উৎসবের শাঁখ॥
একি হাসির বাঁশীর তান
একি চোখের জলের বান
পাইনে দিশে কে যেন সে
দিল আমায় ডাক॥
নিরুদ্দেশের পানে
কেমন ক'রে টানে
এমন করুণ গানে—
ঐ পথের পরে আলো
আমার লাগলো চোখে ভাল
গগন পরে দেখি কারে
সুদূর নির্ব্বাক॥

—০—

আজ শ্রাবনের পূর্ণিমাতে কি এনেছিস্ বল।
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন নয়নের জল॥
বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যুথীবনের বেদন আসে
ফুল ফোটানোর খেলায় কেন ফুল ঝরানোর ছল॥
কি আবেশ হেরি চাঁদের চোখে
ফেরে সে কোন স্বপন লোকে।

মন বসে রয় পথের ধারে
জানে না সে পাবে কারে
আসা যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল ॥

— ০ —

পি ১১৬৮৫

সখি জাগো।
মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী!
মেলি রাগ-অলস-আঁখি—সখি জাগো ॥
আজি, চঞ্চল এ নিশীথে
ফাল্গুন-গুণ-গীতে
অয়ি, প্রথম-প্রণয়-ভীতে
মম নন্দন-অটবীতে
পিক মুহুঃ মুহুঃ উঠে ডাকি—সখি জাগো ॥
জাগো নবীন গৌরবে
নব বকুল সৌরভে
মৃদু মলয় বিজনে
জাগো নিভৃত-নির্জ্জনে!
আজি আকুল-ফুল-সাজে
জাগো মৃদু কম্পিত লাজে
মম হৃদয়-শয়ন-মাঝে
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি—সখি জাগো ॥

— ০ —

সখি আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না।
কিসেরি পিয়াসে কোথা যে যাবে সে পথ জানে না॥
ঝর ঝর নীরে নিবিড় তিমিরে
সজল সমীরে গো,
যেন কার বাণী কভু কানে আনে কভু আনে না॥

—•—

পি ১১৬৯৬

আনন্দে রুমুকুঝুমু বাজে বাজে গো বাজে ;
সুন্দর সাজে চিত্তপরে নৃত্য করে সে নিত্যরাজে॥
কুঞ্জবন মুঞ্জরিল পুলকে অলি গুঞ্জরিল
নীপমূলে দুলে দুলে শিখিকুল নাচে॥
কাজল মেঘে বিজলী সম
জীবনে মম সে অনুপম,
বংশী তার বাজে মনোমাঝে
লক্ষহীন লক্ষ আশা বক্ষেতে বিরাজে॥

—•—

সে ডাকে আমারে।
বিনা সে সখারে রহিতে মন নারে॥
প্রভাতে যারে দেখিবে বলি
দ্বার খোলে কুসুমকলি
কুঞ্জে কুকারে অলি
যাহারে বারে বারে॥

নিঝর-কল-কণ্ঠ-গীতি বন্দে যাঁহারে,
শৈল-বল-পুষ্প-কুল নন্দে যাঁহারে ;
যাঁর প্রেমে চন্দ্র তারা
কাটে নিশি তন্দ্রাহারা
যাঁর প্রেমের ধারা বহিছে শতধারে ॥

পি ১১৭১১

কোথা বাইরে দূরে যায়রে উড়ে হায়রে যায়
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায় ॥
ওগো হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজাবে বাঁশী
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে পরবে ফাঁসী,
তখন ঘুচবে ত্বরা ঘুরিয়ে মরা হেথা সেথায় ॥
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখী বনে পালায় ॥
চেয়ে দেখিস্ নারে হৃদয় দ্বারে কে আসে যায় ?
তোরা শুনিস্ কাণে বারতা আনে দখিন বায় ?
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে,
চির বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে,
তারে বাইরে খুঁজি ঘুরিছ বুঝি পাগল প্রায়
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায় ॥

রঙ্গে রঙ্গে এবার রাঙ্গিয়ে গেল হৃদয় গগন ।
আমার সকল প্রাণী হোলো মগন ॥
মনে লাগে দিনের পরে পথিক এবার আসবে ঘরে
আমার পূর্ণ [illegible]ব পুণ্য লগন ॥

অস্তাচলে সাগরকূলে এই বাতাসে
ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে আমার তন্দ্রা আসে
সন্ধ্যা যূথির গন্ধভারে পান্থ যখন আসবে দ্বারে
আমার আপনি হবে নিদ্রা ভগন ॥

—ঃ০ঃ—

পি ১১৭৩১

সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে
তাহারি রাগিণী লাগিল গায়ে ॥
সে সুর বাহিয়া ভেসে আসে কার
সুদূর বিরহ বিধুর হিয়ার অজানা বেদনা
সাগর বেলার অধীর বায়ে বনের ছায়ে ॥
তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসে হৃদয় রাজে
শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে
ছবি মনে আনে আলোতে ও গীতে
যেন জনহীন নদী-পথটীতে
কে চলেছে জলে কলস ভরিতে
অলস পায়ে বনের ছায়ে ॥

—•—

আজি মর্ম্মর ধ্বনি কেন জাগিল রে।
মম পল্লবে পল্লবে
হিল্লোলে হিল্লোলে
থর থর কম্পন লাগিল রে ॥
কোন ভিখারী হায়রে
এল আমারি এ অঙ্গন দ্বারে
বুঝি সব মন ধন মম মাগিল রে ॥

হৃদয় বুঝি তারে জানে
কুসুম ফোটায় তারি গানে
আজি মম অন্তর মাঝে
সেই পথিকেরি পদধ্বনি বাজে
তাই চকিতে চকিতে ঘুম ভাঙ্গিল রে ॥

—ঃ ঃ—

পি ১১৭৩৯

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘ মায়ায় বিজন ঘন ছায়ায়।
তোমার অলসে অবলুণ্ঠন সারা হোলো ॥
শিউলি সুরভি রাতে বিকসিত জোছনাতে
মৃদু মর্ম্মর গানে তব মর্ম্মের বাণী বোলো ॥
বিষাদ অশ্রুজলে মিলুক সরম হাসি,
মালতি বিতান তলে বাজুক বঁধুর বাঁশী ;
শিশির সিক্ত বায়ে বিজড়িত আলো ছায়ে
বিরহ মিলনে গাঁথা নব প্রণয় দোলায় দোলো ॥

—ঃঃ—

কদম্বেরি কানন ঘেরি আষাঢ় মেঘের ছায়া খেলে।
পিয়ালগুলি নাটের ঠাটে হাওয়ায় হেলে ॥
বরষণের পরশনে শিহর লাগে বনে বনে
বিরহী এই মন যে আমার সুদূর পানে পাখা মেলে ॥
আকাশ পথে বলাকা ধায় কোন সে অকারণের বেগে,
পূব হাওয়াতে ঢেউ খেলে যায় ডানার গানের তুফান লেগে,
ঝিল্লিমুখর বাদল সাঁঝে কে দেখা দেয় হৃদয় মাঝে
স্বপনরূপে চুপে চুপে [illegible]য় আমার চরণ ফেলে ॥

—ঃ—

পি ১১৭৫৬

কি আর চাহিব বল্ হে মোর প্রিয় !
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও ॥
বলিব না, রেখো সুখে   চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভাল বোঝ তাই করিও ;
—শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও ॥
যে পথে চালাবে নিজে,   চলিব, চাব না পিছে;
আমার ভাবনা প্রিয়, তুমি ভাবিও,
—শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও ॥
(দেখ) সকলে আনিল মালা,   ভকতি চন্দন থালা
আমার যে শূন্য ডালা তুমি ভরিও !
—আর তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও ॥

—::—

তব চরণ তলে সদা রাখিও মোরে
দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু শান্তি সুধা দিও চিত্ত চকোরে।
কাঁদিছে চিত 'নাথ নাথ' বলি
সংসার-কান্তারে সুপথ ভুলি',
তোমার অভয় শরণ আজি মাগি
দেখাও পথ আজি তিমিরে।
মন্দ ভাল মম সব তুমি নিও,
দুঃখী-জন-হিত সাধিতে দিও
হে নারায়ণ, দীন রূপে আসিও
বাঁধি সবে মম প্রেম ডোরে ॥

—০—

মিস্ কমলা (ঝরিয়া)

এন ৩৪৪৪ খাম্বাজ ঠুংরী।

ডাকিছে বাঁশরী মোরে আয় সখি চলে আয়।
যমুনার কালোজলে বাঁকা চাঁদ ভেসে যায়॥
সুন্দরে মিলিতে আজ
প্রকৃতির নব সাজ
একা কেন ব'সে আজ, আয় সখি চলে আয়॥

—০—

ভৈরবী।

হায় বাঁচিব কেমনে আশা ধ'রে।
এত ভালবাসা এত প্রেম আশা
শুকাল সকলি অনাদরে॥
ফোটে ফুল হেসে, সুরভি বিলায়
জীবনের শেষে হেসে ঝরে যায়
কেন ভালবেসে বুকে ধরা তায়
দলিত চরণে ক্ষণপরে॥
দিয়াছিনু প্রাণ হ'লো অবসান
একা বসে গাহি হতাশের গান
দুদিনের তরে হাসায়ে আমারে
কাঁদাইয়া গেল [illegible]তরে॥

—০—

এন ৩৮৩৫ মিশ্র খাম্বাজ।

এসেছে যদি ভ্রমরা ওই কানন দ্বারে।
লাজ দিওনা তারে নয়ন ধারে।
ঝরা এ কুসুমে যদি সে চুমে
ক'রোনা অভিমানে আর মানা তারে॥
ফাগুন বাতাসে যে ক্ষ্যাপা আসে
ফেরাতে বাদলে তায় মন মানে না রে॥

—০—

ভৈরবী।

যদি ফাগুন রাতে মন কাঁদে কেন বিরহ আগুণে
জ্বালালে হিয়া।
কেন একেলা জাগা এ কাঁটারই শয়নে
ক্লান্ত চোখে এতো ছলনা নিয়া।
হায় মানিনী যায় কাঁদালে বরষায়
তারে কি ফিরে চাও বিধুর মধুবায়
কেন অশ্রুজল দরদর ধারায় ঝরে গো
ফুলমালা গাঁথিতে গিয়া॥

—০—

এন ৭০০১ দেশ।

কেন করুণ সুরে হৃদয় পুরে বাজিছে বাঁশরী।
ঘনায়ে গহন নীরদ সঘন নয়ন মন ভরি॥
বিজলী চমকে পবন দমকে প্রাণ কাঁপে রে।
বুকের বঁধুরে বুকে বেঁধে ঝু[illegible] বিধুরা কিশোরী॥

—০—

গজল।

পরদেশী বঁধু ঘুম ভাঙ্গায়ো চুমি আঁখি।
যদি গো নিশিথ জেগে ঘুমাইয়া থাকি॥
যদি দীপ নেভে গো কুটীরে
বাতায়ন পানে চাহি যেয়ো না গো ফিরে
নিভেছে আঁখির শিখা প্রাণ আছে বাকী॥

—::—

এন ৪১৮৫ তিলক খাম্বাজ।

আজি বিফলে তব আশায়।
জাগি সারা রাতি
আকুল পরাণ না মানে বারণ
নয়ন ঝরে অঝোরে বুক ভেসে যায়॥
এ চিত পিপাসিত এস হে দয়িত
আমার বেদনা মধুর কর মিলন মায়ার॥

—০—

মিশ্র পিলু।

নিরদয় হে ছাড় ছাড় আঁচল।
ভুলায়ে বাঁশীর তানে আনিয়ে এই বিজনে
মজাইয়ে কেন এত ছল॥
নিরদয় বনমালী ছাড় ... চতুরালী
এই দেখ আঁখি জ... য়েছে কাজল॥

এন ৩৮১৮ পিলু বারোয়াঁ।

কাহারি তরে কেন ডাক "পিয়া পিয়া" পাপিয়া
বঁধু বুঝি পরদেশে আছে ভুলিয়া ॥
বুঝিবা আস্‌বে বলে
প্রিয় তারই গেছে চলে
নিঠুর শ্যামেরই সম পায়ে দলিয়া ॥

প্রাণে তোমার প্রাণ মিলিয়ে সই।
প্রাণে প্রাণে প্রাণের তানে প্রাণের কথা কই ॥
আঁখি-নটীর নাচ দেখে তোর ময়ূর নাচে গো
গুলাল চাঁপার আতর মেখে কোকিল ডাকে ওই ॥
হৃদয় আমার হারিয়ে গেছে তোমার কাছে গো
প'রে মোহন বাহুর বাঁধন বন্দী হ'য়ে রই ॥

—০—

এন ৩১৩৭ গজল।

প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না এ মিনতি করি হে।
হৃদয় কারে নাহি দিও আমারে বিসরি হে ॥
চোখের বাহির ব'লে মনের বাহির হ'লে
মরমে মরিব সখা প্রেম গেলে ঝরি হে ॥
আমার সমাধি পরে দাঁড়াও [illegible]ক তরে
ভুলিব বিরহ-জ্বালা ও চরণ ধ[illegible]হে।

—•—

দাদ্‌রা।

নিঠুর নয়ন-বাণ কেন হান অবলায়
কেন বুকে ধর তারে দ'লে যারে যাবে পায় ॥
কেন আন ফুলডোর বহাতে নয়ন লোর,
কেন বা এ মালা গাঁথা যদি না নেবে গলায় ॥
কেন এ মুছান আঁখি কেন এই পরিহাস ?
দু'দিনের তরে যদি, কেন আসে মধুমাস ?
চাতকে ছলিতে কেন, মেঘের উদয় হেন ?
বারি ঢালিতে শিরে বাজ যদি হান তায় ॥

এন ৩৭৭৯ খাম্বাজ।

মিছে মালা গাঁথিয়া আশে ব'সে থাকা।
আকাশে কুসুম বনে স্বপন আঁকা ॥
যবে সে চলে গেছে নিদ নাহি চোখে
তারি ছবি শুধু বুকে লুকিয়ে রাখা ॥

তিলক কামোদ।

দেখা হ'লে এই অবেলায় সখি তারে বলবো কি লো বল ;
সকল ভাষা দেয় ডুবিয়ে অবুঝ আমার চোখের এ জল ॥
বলবো কি তায় প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় তুমি আমার—
যে কথা সই ঢের ব'লেছি আর বলে তায় আছে কি ফল ॥
প্রাণের সাড়া নিঠুর [illegible] নাই যদি গো বারেক বাজে
চরণ তলে চাইলে যে [illegible] তায় যদি সে ভাবে চাল ॥

এন ৭০১৫

খাম্বাজ।

সেই কথারই জানাজানি।
নীরব নিশীথ রাতে তারায় তারায় কানাকানি ॥
পরাণ বীণার যে সুরখানি
শোনাবে গোপন প্রাণের বাণী
চাঁদিনী পুলকে সাগরের বুকে
সে সুরেতে দেয় জোয়ার আনি ॥
কথারই অতীত মূক যে ভাষা
কব তব কানে করেছি আশা
ভ্রমর বঁধুয়া সে কথার সুরে
ফুলকলি খোলে ঘোমটা খানি ॥

—ঃঃ—

নটমল্লার।

রুম ঝুম বাদল আজি বরষে।
আকুল নিশি নাচে ঘন দরশে ॥
বারিদ দরশনে আজি ক্ষণে ক্ষণে
নব নীরদ শ্যাম রূপে পড়ে মনে
না জানি কোন দেশে কোন পিয়া সনে
র'য়েছে ভুলিয়া নট বর সে ॥

—০—

এন ৭০৩০

সুন্দর অতিথি হে এস হে ফিরে।
মম মন আকুল আজ [illegible]মার তরে ॥
এসেছিলে তুমি দিনে[illegible] তরে
রেখে গেছ স্মৃতি এ হৃদে ভ'রে ॥

লাজ ভীরু হিয়া নীরব ছিল পিয়া
সকলি কহিব আজি রেখে আঁখি আঁখি পরে ॥
কে চলে লো ওই চরণে বাজিয়ে নূপুর ঝমাঝম।
আল্‌তা পরা পায় ও কে গো চলে যায়
ঝাঁপ দিতে মরণেতে ডাক্ দিয়ে যায়
চরণে বাজিয়ে নূপুর ঝমাঝম ॥
কাজল বিষ মাখা ও দুটী আঁখি হায়
হেসে হেসে হিয়া মোর বাণে বিঁধে যায়
চরণে বাজিয়ে নূপুর ঝমাঝম ॥

এন ৭০৫৯

মন লহ নিতি নাম রাধা শ্যাম গাহ হরি গুণ গান।
তব ধন জন প্রাণ যাঁহার কৃপায় দান জপ তার নাম ॥
জয় ভগবান ॥
জনক জননীর স্নেহে তাঁহার রূপ হেরিস্ তুই স্নেহময়
ভাই ভগিনীর প্রীতিতে যাঁর শান্ত মধুর পরিচয়
প্রণয়ী বন্ধুর মাঝে যাঁর প্রেম রূপ বিরাজে
পুত্র কন্যা রূপে সেই জড়ায় তাপিত পরাণ ;
জপ তার নাম জয় ভগবান জয় ভগবান ॥
তৃষ্ণা ক্ষুধায় সেই কৃষ্ণের লীলা হাসে শ্যাম শস্যে কুসুমে রঙ্গিলা
তরঙ্গে ছল ছল আঁখিজল নীলা কলভাষা নদী কলতান ;
দেয় দুঃখ শোক সেই পুনঃ সেই করে ত্রাণ
জয় ভগবান জয় ভগ[illegible] জয় ভগবান ॥

তোমার সৃষ্টি মাঝে[illegible] হেরিতে যে নিতি পাই তোমায়।
তোমার রূপের অ[illegible]য়া ভাসে [illegible] সাগরে তরুলতায় ॥

চন্দ্রে তোমার মধুর হাস সূর্য্যে তোমার জ্যোতি প্রকাশ।
করুণা সিন্ধু তব আভাস বারি বিন্দুতে হিমকণায়॥
ফোটা ফুলে হরি তোমার তনুর গোপী-চন্দন গন্ধ পাই।
হাওয়ায় তোমার স্নেহের পরশ অন্নে তোমার প্রসাদ খাই।
রাসবিহারী তোমার রূপ দোলে দুঃখ শোকের হিল্লোলে।
তুমি ঠাঁই দাও যারে ধর কোলে মোর বন্ধু স্বজন কেঁদে ভাষায়।

—০—

পি ২১৫২ **মানদাসুন্দরী দাসী।**

আর বাঁশী বাজায়ো না শ্যাম।
একবার বাঁশী বেজে রাধার, গেছে কুলমান।
আমি যে ঘরেতে ঘর করি, হরি বল্‌তে প্রাণে মরি
শ্বাশুড়ী ননদী বৈরী, পতি হ'ল বাম॥

—০—

ভীমপলশ্রী।

(শ্যামের) বাঁশরী বাজিল যমুনায়।
তোরা কে কে যাবি আয়।
বাঁশী বাজে বিপিনে, চিত না ধৈরয মানে,
বাঁশী রাধা রাধা বলে দুকুল মজায়॥

—০—

পি ২৩৯৭ সিন্ধু।

এখনও কি ব্রহ্মময়ী হয় নি মা তোর মনের মত।
(ওগো) অকৃতী সন্তানে মাগো যন্ত্রনা দিবি কত?
ভুলায়ে ভবে আনিলি,
বিষয়-বিষ খাওয়[illegible]
বিষের জ্বালায় সদাই জ্বলি, ম[illegible]ল আর ডাকবো কত।
গেছ[illegible] —— [illegible]

ইমন কল্যাণ।

চিরদিন এম্‌নি যাবে কালী বল না।
কাল-নিবারনী কালী কালের ভয় ত রবে না॥
শুন রে অবোধ মন,
কালীনাম কর স্মরণ,
হবে জীবের জীব বারণ শমনভয় তো রবে না॥

—০—

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী।

এন ৪০১৯

সে কেন দেখা দিল রে না দেখা ছিল যে ভাল।
বিজলীর মত এসে সে কোথা কোন মেঘে লুকাল॥
দেখিতে না দেখিতে সে কোথা যে গেল রে ভেসে।
যেন কোন মায়া সরসী ছুঁতে না ছুঁতে শুকাল॥
যেন কোন মোহন বাঁশী সুমধুর জোছনা নিশি
বাজিতে না বাজিতে সে জোছনা গেলরে মিশে
যেন স্বপনেতে কে আমারে গেল গো ডেকে
প্রভাত আলোরই সনে মিশালো যেন সে আলো॥

—০—

মধুকালে এলো হোলী [illegible] মধুর হোলী।
রঙের খেলা রঙের [illegible] যেথা দেখি আঁখি মেলি॥
বসন্ত সনে বিবিধ বর[illegible] বনে বনে আজি হোলী
বিহঙ্গ পতঙ্গ রাজি[illegible] অঙ্গ রঙে [illegible]হালা কেলী॥

ফাগ থালা হাতে ফাগুণ প্রভাতে খেলে ভানু ফাগ খেলা
ছাড়ি রঙের ঝারি রঙি সাঁঝের সাড়া পাগল কিরণ মালী ॥
দোলে নানা ছন্দে রঙিন আনন্দে নন্দ দুলালেরি দোলা
নর নারীকুল রঙ্গেতে আকুল পথে ঘাটে আজি হোলী ॥

—০—

মিস্ মানিকমালা।

পি ১১৫০২ দাদ্‌রা।

আর যাব না জল আনিতে কদম তলায় দাঁড়িয়ে কালা ;
যমুনাতে গেলে পরে ফিরে আসা বিষম জ্বালা ॥
যতই বলি সর সর ছুঁয়ো না শ্যাম নটবর ;
ততই কালা হেসে হেসে রাধার গলায় পরায় মালা।
যমুনার কূলে হরি করে যে কত চাতুরী,
মরি মরি, বংশীধারী জানে যে গো কত ছলা ॥

—০—

দাদ্‌রা।

যমুনাতে জল আনিতে যাব গো কেমনে।
গেলে আমি সদা হেরি মদন মোহনে ॥
দেখিলে সে রূপরাশি [illegible]
মনে হয় না ফিরে আসি[illegible]
বিধি বুঝি গড়েছিল বসি নির[illegible]
[illegible]গেছ [illegible] [illegible]

—০—

পি ১১৫৫৪ কার্ফা।

যে আমারে ভালবাসে নয়নে তার যায়গো চেনা
[illegible] হয় পরিচয় প্রাণের কথার লেনা দেনা ॥
বিচ্ছেদের ভাবনা নাহি, ভালবেসে সুখ না চাহি
শুধু ভালবাসব তারে প্রেমিক সে জন আছে জানা ॥
ভালবাসার দুঃখ জ্বালা, সোহাগ ভরা প্রেমের মালা,
ব্যথা সে'ত নয়নের ব্যথা ব্যথারূপে কালসোণা ॥

—১—

দাদ্রা।

পরাণ প্রিয় কেন এলে অবেলায়।
শীতল হিমের বায়ে ফুল ঝরে যায় ॥
সে দিন সকাল বেলা
খেলেছি কুসুম খেলা
আজি যে কাঁদি একেলা ভাঙ্গা এ মেলায় ॥

—০—

এন ৩২৬৪ নৃত্য সম্বলিত।

আমার কাতর আঁখির জলে।
মালা গেঁথেছি পরাব ব'লে
নিঠুর অভিমানে [illegible]লে চলে
মোর মরম-কুসু[illegible]লে—
এস বিজয় রথে[illegible]ল নিতে
[illegible]মোর বরণ[illegible]গলে ॥

আমার গোপন-প্রাণের নীরব ভাষা আছে মালার ফুলে মাখা গো
সদা ব্যথায় ভরা পথের পানে আকুল চেয়ে থাকা গো ; —
এস আমার দিনের শেষে
এস চির-মোহন বেশে
আমার সকল হারা মিলন কাঙ্গাল গোপন-হিয়ার তলে ॥

নৃত্য সম্বলিত।

থর থর মন বেদনা ব্যথিত কম্পিত ভীরু হিয়া ;
পর মুকুতার হার নয়ন আমার
গেঁথেছে তোমার লাগিয়া ॥
অতুল রাতুল চরণে তোমার
মন-কুসুমের দিব উপহার,
মানস-কমলে পূজিব তোমারে হৃদয় প্রদীপ জ্বালিয়া ॥
দিন গেছে মোর তোমারি ধেয়ানে
নিশিথে মোহন রূপের স্বপনে
এলে অকরুণ আজি এত দিনে
বিরহ আঁধার নাশিয়া ॥

—০—

এন ৩৫০৬ নৃত্যসম্বলিত।

আজি এ শারদ রাতে।
হবে কি মিলন সখি প্রেমিক সাথে
বহিছে মৃদুল বায় পরশি তাপিত কায়
যা সখি যা আন [illegible] নিঠুর নাথে ॥
বিরহিণী কাঁপে ত্রাসে যদি না ফিরে আসে
কার [illegible] মাথা রে[illegible] জাগিব প্রাতে ॥
গেছ[illegible] —০— [illegible]

নৃত্যসম্বলিত।

তুমি আমায় ভালবাস আমি তোমায় ভালবাসি।
স্বপন ঘোরে আনমনে তাই তোমার কাছে ছুটে আসি।
তুমি আমার ব্যথার ব্যথী ঢাল প্রাণে সুধা ধারা,
টেনে নাও বুকের মাঝে হই যখন আপন হারা;
মুছিয়ে দাও সোহাগ ভরে নয়ন কোণের অশ্রুরাশি,
ভুলিয়ে দাও সকল ব্যথা হাসি ও মোহন হাসি॥

—০—

এন ৩৭৮০

সখি আর না ব'লে শ্যামের কাছে।
জলকে আমি যাব না লো বকুল মুকুল ফুটলে গাছে॥
বাজলে পরে মোহন বাঁশী
হাসবো না লো মধুর হাসি
সে যেন আর অমন ক'রে ঘোরে না মোর পাছে পাছে॥
শ্যাম যমুনা কোকিল কালো
এদের পানে চাইবো না লো
সেথায় আমি রইবো না এই তিনটী কালো যেথায় আছে॥

—::—

আজ ঘরে যাই কেমন ক'রে।
আলো-আঁচল দুলিয়ে উষা আসছে ভোরের আকাশ ভ'রে॥
গানের তানে চপল অলি ফুটিয়ে তোলে কমল কলি
নূতন বাতাসে জাগলো [illegible] শ্যাম শিউলিগুলি পড়ছে ঝরে॥
মিলন রাতের স্বপন যত [illegible]লিয়ে গেল মায়ার মত,
চলতে পথে মরবো না [illegible] তোমার মালা গলায় পরে॥

—::—

এন ৭০৭২

কুসুম সুকুমার শ্যামল তনু হে ফুল-দেবতা লহ প্রণাম।
বিটপী তলায় চিকণ পাতায় ছিটাও হাসি কিশোর শ্যাম ॥
পূজার থালা এ অর্ঘ-ডালা এনিছি দিতে তোমার পায়
দেহ শুভবর কুসুম-সুন্দর হউক নিখিল নয়নাভিরাম ॥
এ বিশ্ব-বিপুল কুসুম- দেউল হউক তোমার ফুল কিশোর
মুরলী করে এস গোলক-বিহারী হউক ভূলোক আনন্দধাম ॥

—০—

এস নূপুর বাজাইয়া যমুনা নাচাইয়া কৃষ্ণ কানাইয়া হরি
মাখি গোখুর ধূলি রেণু গোঠে চরাইয়া ধেনু বাজায়ে বাঁশের বাঁশী ॥
গোপী চন্দন চর্চিত অঙ্গে প্রাণ মাতাইয়া প্রেম তরঙ্গে,
বামে হেলায়ে ময়ূর পাখা দুলায়ে তমাল শাখা নীপবনে দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গে
এস ল'য়ে সেই শ্যাম-শোভা ব্রজ-মধু-মনোলোভা সেই পীত-বসন পরি ॥
এস গগনে ফেলি নীল ছায়া, আন পিপাসিত চোখে মেঘ মায়া
এস মাধব মাধবী তলে এস বনমালী বনমালা গলে,
এস ভক্তিতে প্রেমে আঁখিজলে
এস তিলক লাঞ্ছিত সুর-নর-বাঞ্ছিত বামে ল'য়ে রাই কিশোরী ॥

—০—

এন ৭০২১ নৃত্যসম্বলিত।

বল্ বল্ বুল্‌বুল্ কোন ফুল ত[illegible] তুল।
হৃদয় রাজে কুসুম সাজে সাজা[illegible] হয়নাক, ভুল ॥
চাঁপা ফুল লাজ [illegible]ব হায় সে[illegible] বঁধুর বরণ হেরি,
[illegible] গেছে [illegible] বঁধুর [illegible] ঘেরি,

দলগুলো সব পড়বে খুলে ছাঁদ হেরে ওই নয়নেরি।
কোন্ ফুলে গাঁথি মালা ভাবিয়ে আকুল ॥
আজি মনের বনের উপবনে, তুলি প্রেমের কুসুম সযতনে
ধরি গোপন পরাণে প্রাণধনে—সাজাব গোপনে চরণ রাতুল ॥

—:ː—

নৃত্যসম্বলিত।

বেঁধেছ ত' অলক পাশে এ হিয়া।
করে যাদু ও দু'চোখে লো প্রিয়া ॥
গোলাপী সুধার তরঙ্গ ও অঙ্গে
কপোল কূপে প্রিয়ারে কি রঙ্গে
বারে বারে ফিরে পিয়াসী সুধা চাহিয়া ॥
ও ফুল বাগে হব ফুলমালী
প্রেম-ফুল পদে দিব নিতি ডালি
বিনিময়ে রেখ বাহুর পাশে বাঁধিয়া ॥

—:*:—

এন ৭০৮৬

আজকে দোলের হিন্দোলায় আয় তোরা কে দিবি দোল।
ডাক দিয়ে যায় দ্বারে ওই হেনার কুঁড়ি আমের বোল ॥
আগুণ রাঙ্গা ফুলে   ফাগুণ লালে লাল
কৃষ্ণচূড়ার পাশে রঙ্গন   অশোক গালে গাল
লোল হ'য়ে পড়িল ওই রাতের জ্যোছনা আঁচল ॥
হতাশ পথিক পথ বিভোল
ভোল আজ [illegible] ভোল
টোল খেয়ে যাক নীল [illegible]কাশ শুনে তোদের হাসির রোল
দ্বার খুলে দেখ ফুলে[illegible] ফুলে ফু[illegible] মাতোল ॥

—

চল সখি খেলি সবে হোরী (শ্যামের সাথে)
রং নে রং দে মদির আনন্দে আয়লো বৃন্দাবনী গোরী।
আয় চপল যৌবন মদে মাতি অল্প-বয়স কিশোরী।
রঙ্গীলা গালে তাম্বুল রাঙ্গা ঠোঁটে হিঙ্গুল রং লহ ভরি।
ভুরু ভঙ্গিমা সাথে রঙ্গীন হাসি পড়ুক মুহুর্মুহু ঝরি॥

এন ৩৮৪৩ ঠুংরী।

কোন অপরাধে অপরাধী আমি চরণে তোমার বলনা
কেন ব্যথা তবে দাও মোর প্রাণে কি কারণে কর ছলনা॥
তোমারেই শুধু জেনেছিনু আমি তোমা বিনে আর কেবা আছে স্বামী
কেন যাও চলি মোর হিয়া দলি করুণা কি তব হোলোনা॥

—::—

ঠুংরী।

অভিমানে মন করে মানা আঁখি তবু ফিরে ফিরে চায়।
ফাগুন রাতি পোহালে মলয়া অলসে ধীরে ধীরে যায়॥
সহসা যে গান থামে সুর কাঁদে তার বুকের তলায়
নিশিথের নিতল ব্যথা নীহারের নয়ন গলায়
যে বাঁধন হেলায় খোলে জাগে [illegible] শুকনো মালায়
যে ছবি হারাই দিনে রাতে [illegible] পন মিলায়॥
গেছ [illegible] — [illegible]

এন ৪১৯৩ নৃত্যসম্বলিত।

সোহাগে যতন ক'রে বাঁধবো তারে বাহুর ডোরে।

সুমধুর মুখখানি তার হেরবো সুখে হৃদয় ভ'রে॥

পেলে বঁধুয়ারে নিরালা

আজি বিরহ অবসানে চাহিয়া মুখপানে

দূরে যাবে সব জ্বালা ;

দিয়ে আঁখির বারি ধুয়ে চরণ তারি

দিব গলে বনফুল মালা

দখিন বায় যেন মোর কাণে কয়

আজি বাজিবে বাঁশরী সুরে সুরে পাবলো সে মনচোরা॥

—:*:—

নৃত্যসম্বলিত।

দু'টী চটুল আঁখির টানে ঘরেতে থাকা হ'ল দায়।

যেতে জলে কত না ছলে আমারে ডাকে ইসারায়॥

সব বাধা টুটি মন চলে ছুটী

চিত চঞ্চল ছল ছল আঁখি বেদনায়॥

ওই কালা বাঁশরী বাজায় কি

বল বাঁশীর সুরে শ্যাম চায় কি

ক'রে পাগল টোটে আগল মম মন নাহি মানে

করি কি হায়।

বুক ভ'রেছে সুরের সুধা টুটুক বাঁধন টুটুক দায়॥

এন ৭০০৮

মিশ্র কাফি।

হৃদয় মাঝে একি সুর
বাজিল আজি
কোন দেশের পানে কিসের মায়া টানে
পরাণ ছুটিয়া চলে অজানা কোন সে পুর ॥
আজি যে ক্ষণে ক্ষণে বাঁশরী সনে
পিয়া আগমনী বাণী জাগে প্রাণে
বিরহ যাতনা আজি সে সুরে হ'ল দূর ॥

—০—

খাম্বাজ।

ওই কোয়েলিয়া কেন কুহরে।
শুনিয়া ধ্বনি পরাণ শিহরে
পিয়া মম কোথা বা বিহরে ॥
আছিনু আপন মনে মগন তাহারি ধ্যানে
জাগিয়া তারি তরে
দিনের সকল কাজে রাতের স্বপনে
তারি কথা নিয়তই জাগেলো মনে
পার যদি ব'লো তারে [illegible] শিদিন
তারি তরে নয়ন [illegible] ॥
গেছ [illegible] ——— [illegible]



শ্রী [illegible] নী [illegible] বালা

শ্রীমতী নীহারবালা।

এন ৩৪৬৭

আমি কখন ভাঙ্গি কখন গড়ি নাইক ঠিকানা
ফিরি সাথে সাথে, পথে কি বিপথে, চিরদিন
অচেনা অজানা।
ললাট পটে কালের রেখা, অদেখা আখরে রহি গো লেখা।
নাহি নাম ধাম চলি অবিরাম, পড়ে রয়
পাছে স্মৃতির নিশানা॥

—০—

কাল প্রবাহ চলে ধীরে—ধীরে॥
জীবন মরণ ছায়া ভাসে কারণ-নীরে॥
কভু কুসুম বিতান
কুহু কুহু পাখী করে গান,
রোদন ধ্বনি কভু ছায় গগন ঘিরে।
হাসে—হাসে, কভু শিয়রে তরাসে,
উন্মাদিনী বেড়ে ফিরে অকুল তীরে॥

—০—

পি ১১৫৮১ কীর্ত্তন।

পিরীতি নগরে বসতি করিব পীরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি পড়শী পিরীতি প্রেয়সী অন্য সকলি পর॥
পিরীতি পালঙ্কে [illegible] করিব পিরীতি বালিস সাথে।
পিরীতি বালি[illegible]ন করিব [illegible] পিরীতি সাথে॥

পিরীতি সায়রে সিনান করিব পিরীতি জল যে খাব।
পিরীতি দুঃখের দুঃখিনী যে জন পিরীতি বাটিয়া দিব ॥
পিরীতি বেসর নাসাতে পরিব রহিব বঁধুয়া সনে।
হৃদয় পিঞ্জরে পিরীতি থুইব দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে ॥

—:০:—

কীর্ত্তন।

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে ॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব সাধিব মনেরি সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা ॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব রহিব কদম্বমূলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়ে মুরলী বাজাব যখন যাইবে জলে ॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবে সহজ কুলের বালা।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে পিরীতি কেমন জ্বালা
বঁধু মিছামিছি তোরে বলা।

———

পি ১১৬০৩ আসোয়ারী।

(আমার) সকল বাঁধন ঘুচিয়ে দিয়ে তোমার পানে নাও গো টেনে।
ঘুরিও না আর মায়ার ঘোরে ঘুম ভেঙ্গেছে কোন সে ভোরে,
রাতের আঁধার চোখের পাতায় চলতে বাধে পথ যে চিনে ॥
পুড়িয়ে দাও সব আসার বাসা চাইনা কারো ভালবাসা,
সকল জ্বালায় জ্বালিয়ে দিয়ে ঠাঁই [illegible]রি অনাথ জেনে ॥

—:০:—

কীর্ত্তন।

(আমি) আর পারি না সহিতে।

প্রাণ যে পুড়িছে মরম দহিছে আঁখিবারি নারি বারিতে॥

দয়ার সাগরে লইনু আশ্রয়

কপালের গুণে সাগর শুকাল কাঁদিয়ে জীবন যায়;

উঠে হাহাকার কত সহি আর, দয়াময় সম্বর সংহার,

যদি ভেঙ্গেছ এ বুক ভেঙ্গে দাও কায়া,

মুছে দাও দেব তোমার এ মায়া,

দুর্ব্বহ এ ভার পারি না রহিতে॥

—০—

পি ১১৬২১

তোমার সুন্দর মুখপানে চাহিয়া থাকিতে শুধু

ভালবাসে এ আঁখি।

(তাই) অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া

আমি অবাক হইয়া থাকি॥

আমি উষার প্রসনে সায়াহ্ন গগনে তব মুখ-ছবি দেখি,

আমি তারার মালায় চাঁদিমার গায় তব মুখছায়া নিরখি

জানি না বুঝি না ও মুখ-কমলে কত ভালবাসা মাখা আছে

ওগো আমি পিছে ধাই আমার মন আগে যায়

পরাণ তোমারি কাছে

আমি কিছু নাহি চাই সব ভুলে যাই

খন তোমার পাশেতে থাকি॥

——

আমি সুখের স্বপনে অলস নয়নে দেখেছিনু তারে ঘুমঘোরে।
সে যে শুধু চোখে দেখা তারি ছবি প্রাণে আঁকা
দেখা দিয়ে মজিয়ে হিয়ে সে যে চলে গেছে অতি দূরে॥
আর কি তেমন সোণার স্বপন জাগিবে আমার নয়নে,
প্রেমের পরশে সরস হরষে হেরিব আমার মনচোরা॥

এন ৩৮১৯

আরতি নাও মরমের অধরে নাও নাও গো বাণী।
সারথি মনোরথের হবে আজ হবেই জানি॥
বিমলিন কুসুম ডোরে তুলে নাও আদর করে
গাঁথো আজ নূতন মালা ভরো মন কুসুম-দানি॥
আকাশে অরুণ ডালা বাতাসে ফুলের আতর
তরুণ ঐ প্রজাপতি আলোকের পুলক কাতর
আমি এই মধুর প্রাতে ব'সে আজ বঁধুর সাথে
বাজাব ভৈরবীতে হৃদয়ের বীণাখানি॥

তিমির বিদারি অলক বিহারী কৃষ্ণ মুরারি আগত ওই।
টুটিল আগল নিখিল পাগল সর্ব্বসহা আজি সর্ব্বজয়ী॥
বহিছে উজান অশ্রু যমুনায় হৃদি বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে আয়
বসুধা যশোদার স্নেহধার উথলায় কাল রাখাল নাচে থৈ তাথৈ॥
বিশ্বভরি ওঠে স্তব নমো নমঃ অরির পুরী মাঝে এলো অরিন্দম
ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরীজন অন্ধকারায় এলো বন্ধ বিমোচন
ধরি অজানা পথ আসিল অনাগত [illegible]গিয়া ব্যথাহত ডাকে মাভৈ॥

[illegible]

৺বেদানা দাসী

৩১৪৭ জঙ্গলা (নৃত্য-সম্বলিত)

গয়লা দিদি লো তোমার ময়লা বড় প্রাণ।
তুমি সেরকে জলে দু'সের ঢেলে দুধে ডাকাও বান॥
তোমার হাত পা দোলা কোমর দোলা সার,
দোলায় নাই কিছু বাহার,
আবার কেঁড়ে থই থই অথৈ জলে ভরতি কানে কান্॥

—————

কেদারা মিশ্র।

আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে,
নিয়ে এই হাসিরূপ গান।
আজি আমার যা কিছু আছে এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান।
আজি তোমার চরণ তলে রাখি এ কুসুম ভার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি—
কর বঁধু কর তায় পান।
আজি হৃদয়েরি সব আশা, সব সুখ ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উজ্জ্বল-জলদল কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান,
আজি এমন চাঁদের আলো [illegible] যদি সেও ভাল ;
[illegible] স্বরগ সমান।

আজি তোমার চরণ তলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবন তলে ডুবিয়া মরিতে চাই,
তোমার নয়ন তলে শয়ন লভিব ব'লে,
আসিয়াছি তোমার নিধান।
আজি সব ভাষা সব বাক, নীরব হইয়া যাক্,
প্রাণে শুধু মিশে যাক্ প্রাণ।

—:—

এন ৩২৯০

গাও বীণা সেই গান।
যে গানে গোকুলে আকুল কিশোরী
হেলায় পেয়েছে প্রাণ॥
গাও প্রাণ খুলে আপন ভুলে
সুরে সুরে ছেয়ে মধু উথলি ফুলে
কূলে কূলে ভরা করি যমুনা উজান॥
তোল তোল তান হৃদিভেদী গান
গ্রামে গ্রামে যার উঠিবে ঝঙ্কার
আমরা আসিয়া লুটিব ধরায়
ভুলে গিয়ে অভিমান॥
আঁখি-বারি বল কেমনে নিবারি।
এ দুঃখ-পশরা হায় কেমনে পাশরি॥
যে ছিল আমার সে নহে আমার
কি ফল বল এ জীবনে আর
ধরা কারাগার হৃদে হাহাকার
নারী হ'য়ে আর কত [illegible] হিতে পারি॥

—:—

এন ৩৫১৩ জঙ্গলা।

আমার বুকে পিঠে সেঁটে ধরেছে রে ;
যেন বেড়াজালে জেলে ঘেরেছে রে।
পোড়া ঝোড়া মড়া সঝড়া
তার ফুলধনু গুণে দিয়ে চাড়া
(ঝেড়ে) চোখা চোখা বাণ মেরেছে রে ॥

—০—

জঙ্গলা।

রূপে যার মন মজেছে তারে কি গো যায় লো ভোলা।
উঠতে গিয়ে পড়বি ঢলে এইত বিষম জ্বালা ॥
ভালবাসা ভুল্‌তে পারে, দেখতেও সই পাই না কারে,
যে ভালবাসা ভুল্‌তে পারে, ও তার ভালবাসা ছেলেখেলা ॥

কুমারী প্রতিভা সোম (এমেচার)।

পি ১১৬৭৩ দরবারী কানেড়া।

স্মরণ পারের ওগো প্রিয়, তোমায় আমি চিনি যেন।
তোমার চাঁদে আমি চিনি, তুমি আমায় তারায় চেন ॥
নতুন পরিচয়ের লাগি তারায় তারায় থাকি জাগি
বারে বারে মিলন মাগি বারে বারে হারাই হেন ॥
নতুন চোখের প্রদীপ জ্বালি চেয়ে আছি নিরিবিলি,
খোল প্রিয় তোমার ধরার বাতায়নের ঝিলিমিলি ;
নিবাও নিবু নিবু বাতী ডাকে নতুন তারার সাথী
ওগো আমার দিবস ‍ তি কাঁদে বিদায়-কাঁদন কেন ॥

—

খাম্বাজ।

ছাড়িতে পরাণ নাহি চায় তবু যেতে হবে হায়।
মলয়া মিনতি করে তবু কুসুম শুকায়॥
রবেনা এ মধুরাতি জানি তব মালা গাঁথি;
(মালা) চলিতে দলিয়া যাবে তবু চরণে জড়ায়॥
যে কাঁটার জ্বালা স'য়ে ফোটে ব্যথা-ফুল হ'য়ে
(আমি) কাঁদিব সে কাঁটা ল'য়ে নিশীথ বেলায়॥
(তুমি) রবে যবে পরবাসে আমি দূর নীলাকাশে
জাগিব তোমারি আশে নূতন তারায়॥

—০—

পান্নাময়ী দাসী।

পি ৩৩৪ কীর্ত্তন।

ও কুব্জার বন্ধু (হরি) আজ হ'তে
রাধানাথ আর ব'লব নাকি॥
ওকে ডাকে দীনের রাজা, ছি ছি কেমন
ক'রে, কোন পরাণে, পাসরিলি রাই-মুখ-ইন্দু,
তেমন সোনার মুখটী, মনে পড়েনা যে,
তুমি যাবে হিয়ায় রেখে নয়নের প্রহরী দিতে।
(বলি ও লম্পট) পাসরিলি নবীন কিশোরী
দেখাও মতির মালা, মতির মালা ব্রজে কত হ'য়ে আছে ধুলা
যখন কুব্জা না দিবে ঠাঁই হে (বঁধু হে)
কপালের কথা বলা যায় না॥

গুছ —০—

কীর্ত্তন।

কানু রাই কহিতে ডরাই ধবলী চরাই মুই।
আমি তোমার প্রেমের কিবা জানি, আমি রাখাই বই ত নই॥
কিবা রাখালিয়া মতি কি জানি পিরীতি
প্রেমের পাশরা তুই।
আমি গোঠে মাঠে ধাই ধবলী চরাই
প্রেম কি জানি কিশোরী।

—•—

পি ১৭৩৯

কীর্ত্তন।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী করেছি সার।
আমি রাধা বই আর জানি না হে,
(রাধা ভজন, রাধা পূজন)
(ওগো আমার) কিশোরী ভজন, রাধে প্রেমময়ী
আমি রাধা বই আর জানি না ধনি,
(গরবিনী) কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী গলার হার॥
দেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধা বই আর জানি না ধনি,
রাধা উপাসনা, ওগো আমি রাধাকে
ভজিয়ে রাধাকান্ত নাম পেয়েছি অনেক আশে॥

—০—

কীর্ত্তন।

কি ছার দারুণ মানের লাগিয়ে
বঁধুরে হারায়েছিলাম।
এমন বঁধু কার বা আছে—বঁধুর মতন গো,
এমন বঁধু আর কার বা আছে।
একি কেমন সুন্দর, রূপ মনোহর,
আমি পরশে সে পরাণ পেলাম
সখি জুড়াইল মোর হিয়ে।
আমার বঁধুর অঙ্গের সুগন্ধ সৌরভ
তাহার বাতাস পেয়ে।
তোমরা সখিগণ করহ সিনান,
(পাপিনী পরশ করছে)
আমার বঁধুর যত অমঙ্গল সকল যাউক দূরে॥

—ঃ০ঃ—

কুমারী পুষ্পরাণী চ্যাটার্জ্জী (এমেচার)।

এন ৩১৩৮

মোরা সেই দেশেতেই যাবো।
যেথায় চাঁদের আলো, ফুলের হাসি
দেখ্‌তে সদাই পাবো॥
যেথায় কোকিল পাখী ডাকে
তমাল শাখে শাখে,
যেথায় দক্ষিণ হাওয়ার খেলা,
যেথা[illegible] তির মেলা ;

যেথায় সবুজ ঘাসের সভায় ব'সে
সুখের গীতি গাবো ॥

—০ঃ০—

শীতল বুকের তলায় ওগো ঘুমিয়েছিল সবুজ হাসি।
কে তাহারে জাগিয়ে দিলে ফুটিয়ে তুলে কুসুমরাশি ॥
অন্ধ-স্বপন ভুলিয়ে দিয়ে
মর্ম্ম-গগন দুলিয়ে দিয়ে
আলোক ছাঁদে সুর ধরেছে না শোনে ওই চাঁদের বাঁশী ॥
মনের বনের আলোক-লতা কে জানে তার পুলক ব্যথা
আকাশ তারে ডাক্‌ছে কাছে,
বাতাস যে তার প্রাণেই নাচে,
শয়ন-ভোলা নয়ন পাখী শ্যাম সায়রে যায় যে ভাসি।

—ঃঃ—

মিস কাননবালা

এন ৩১৪৬ খাম্বাজ।

আমার চোখে যদি লাগে ভাল, কেন চাইব না।
দেখব কেবল মুখখানি তার, তাও কি পারব না ॥
আঁখি আমায় দিয়েছে বিধি, দেখবো বলে নিরবধি,
নয়ন ভ'রে দেখব তারে, কারুর কথা শুনবো না ॥

—.—

সাহানা।

আসি ব'লে সে [illegible] আমার।
আসি ব'লে [illegible] ফি[illegible] না আর ॥

হাসিটুকু চুরি ক'রে আসবে কি সে প্রমোদ-ভরে,
দুখের বোঝা চাপিয়ে গেছে প্রাণের ভিতরে ;
বদন ভরে ডাক রে মোরে একটিবার।
সে আমারি আঁধার প্রাণে হেসে শুধু আলো আনে,
পোড়া মন জেগে উঠে তার মধুর তানে,
বড় ভালবাসা তার হৃদি মাঝে হাহাকার ॥

—:—

এন ৩৩২৭ আসোয়ারী।

এস ফিরে এস, ফিরে এস ঘরে।
মন তৃষিত-হৃদয়-মকর-পরে ॥
আশা পথ চাহি ব'সে আছি আমি
কত দিন কত দিন ধ'রে ॥
পাশে এস দুঃখ করি নিবেদন
বিরহের ব্যথা করি সমাপন
নয়নের নীরে গাঁথিয়াছি মালা
তোমা' তরে বঁধু তোমা তরে ॥
দয়িত তোমার পরশ বিহনে
শুকাল' কুসুম অনাদরে ॥

—o—

ভৈরবী

যদি দরশন দিলে আমারে।
ওগো যেও না যেওনা নিশি না পোহাতে
ফেলিয়া একেলা আঁধারে ॥
কত দিবানিশি কত যুগ ধরে
[illegible] ছি কাল [illegible] ক'রে

দয়া ক'রে যদি এলে মোর ঘরে
পূজিতে দাও গো তোমারে ॥
নাহি কিছু শুধু আছে আঁখি জল
তা দিয়ে ধোয়াব চরণকমল
শীতল করিব তোমার হৃদয়
প্রেমের কুসুম হারে ॥

—০—

মিস রাধারাণী

এন ৭০৫২

কে এলে অবেলাতে হাতে নিয়ে বাঁশীটী।
শুনিবে কি সে রাগিণী হারিয়ে তা ফেলেছি ॥
মরে গেছে সে রাগিণী জীবন প্রদীপ খানি
ভাসায়ে আঁখি জলে তাহারে গো দিয়েছি ॥
পথে পথে ঘুরে সে সুর সেধেছি
পাইনি কো তারে যে সুরে কেঁদেছি
আজি আমি কাঁদি পথেরি মাঝারে
তুমি এসে বল আমি এসেছি ॥
উঠিবে কি গান আমার বাঁশীতে
দিবা চলে যায় আঁধারে নিশিতে
আঁধারে ব'সে আছি
তুমি সদা ওগো প্রিয় তোমারে গো ডেকেছি ॥

—::—

আমি যে তোমারি চিরজীবনের তুমি যে আমারি চাওয়া।
তোমারি কারণে জীবনে মরণে বাঁশরীতে গান গাওয়া॥
তুমি প্রাণ বঁধু হৃদয়ের আশা তুমি বাঁশরীর মধুমাখা ভাষা
তুমি জীবনের সোহাগ স্বপন সফল তোমারে পাওয়া॥
তুমি যে আমার নয়নের মণি না হেরিলে তোমা বৃথা সব গণি
তোমারে ছাড়িয়া বিফল আমার দেশে দেশে ভেসে যাওয়া॥

—০—

এন ৭০৭৮

মিছে গাঁথি ফুলমালা কুসুম কেঁদে যায় ঝরে।
মধুরাতে ফুল হাসে ফুলেরি মধু যায় ঝরে॥
তোমারি প্রেমে আমার হিয়া উঠেগো দুলে নাচিয়া
তুমি বঁধু সুখ প্রদীপ আমার নিরাশ আঁধার ঘরে॥
কেন গো আজি মুখ ভার, পরাণে কি যে ব্যথা তার।
নয়নে কেন জল বঁধু আমারে পাগল করে॥
শোন বঁধু মোর কথা না দিও পরাণে ব্যথা—
থেকনা দূরে আজ তুমি মিছে অভিমান ভরে॥

—০—

যাও যাও এসনা কাছে যাওগো বঁধুয়া স'রে।
সোহাগ ছলনা মিছে কেন দেখাও শুধু মোরে॥
ফুল বনে দেখেছি তোমারে বুলবুলি ডাকে আদরে
আমি হৃদয় সঁপেছি পায়ে সখা মিছে প্রেম ভরে॥
সুখ স্বপন ছবি ধীরে আসে মোহন ছলে
মিছে ডেকোনা আমায় হেসে থেকে থেকে আদর স্বরে॥

—০—

পি ১১৬৬২

আমার এ ভাঙ্গা বীণা বাজিয়ে গেল বাজিয়ে গেল কে ?
দেখিলাম যেন তারে লুকিয়ে গেল আঁখির পলকে ॥
বুলিয়ে চাঁপার কলি
দুলিয়ে অলক গুলি
স্বপনে সুরের তুলে গাইলে কি গান প্রেমের পুলকে ॥
আমারি হিয়া মাঝে
নিয়ত সে সুর বাজে
আঁখি তার সকাল সাঁঝে জাগে মোর হৃদয় ফলকে ॥

—০—

এস চন্দ্র-কিরণ-সিত নীশিথে—এস প্রাণে।
এস মন্দ-মৃদুল বায়ে ভাসিয়া—এস গানে॥
এস ক্ষুব্ধ-হৃদয় ব্যথাহারিণী
এস পদ্মপলাশ আঁখি ধারিণী
এস মঞ্জুল-ফুল দল চারিণী—এস তানে॥
এস কঙ্কন কিনি কিনি ছন্দে
এস কজ্জল কেশদাম গন্ধে
এস চঞ্চল অঞ্চল উড়ায়ে—এস প্রাণে॥

—:০:—

মিস্ রাজলক্ষ্মী।

এন ৩৮৩৬ ভীমপলশ্রী।

কেন ফাগুন এলো গো যাতনা দিতে আমারে।
আজি বিরহ শয়[illegible] মনে পড়ে তারে॥

আজি এ কুসুম মালা হেরে শুধু বাড়ে জালা
চিত আকুল ব্যাকুল ব্যথা বলিব কাহারে ॥
শুধু মলয়া গোপনে কহে মোর কানে কানে
সে তো আসিবে আসিবে মম প্রাণ চাহে যারে ॥

—০—

পুণ্ডরীক।

তোমা চেয়ে মম স্মৃতি তোমারি।
নিশি দিন বুকে রেখে তারে নেহারি ॥
না হেরে তোমার মুখ অবসিত সব সুখ
ঝরে যবে অবিরল নয়নের বারি।
স্মৃতিপটে হেরে মুখ ভুলে যাই সব দুখ
নাহি পুন দরশন চাহি তোমারি ॥

—০—

শ্রীমতী সতী দেবী (এমেচার)।

পি ৮৯০৭

বাদল ধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর
গানের পালা শেষ করে দে, যাবি অনেক দূর।
ছাড়ল খেয়া ওপার হতে
ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে,
দুলচে তরী নদীর পথে তরঙ্গ-বন্ধুর।
কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধূলি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।

অরণ্যে আজি স্তব্ধ হাওয়া,
আকাশ আজি শিশির ছাওয়া,
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস
বৃষ্টির বিন্দুর ॥

—॰—

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালিকা পথ বহিয়া ॥
কোন্ অমরার বিরহিনীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির নীরে ॥
এলে নাহিয়া ॥
ওগো অকরুণ, কি মায়া জানো,
মিলন ছলে বিরহ আনো।
চলেছে পথ কি আলোক-যানে
আঁধার পানে,
মন ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া ॥

—॰—

এন ৩৮২০

সাগর পারের বন্ধু আমার পরাণ তোমার জানেনা
তোমারি পথ চেয়ে চেয়ে ওগো আমার মন মানে না ॥
শান্তিহারা প্রাণের জ্বালা তাই কি তোমার বরণ মালা
আমার গানে আমার পানে তোমার কি গো প্রাণ টানে না ॥

গোপন ফুলের গন্ধ সম আভাসে প্রাণ টানলে মম
নয়ন তোমায় পায়না খুজে ওগো আমার মনের চেনা ॥

—::—

চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে
উজল নয়নে কে গো হাসিলে ?
মোহন সুরে ধীরে মধুরে
পরাণ বীণায় কে গো বাজিলে ?
হেম যমুনায় কে প্রেমতরী বায়
ডাকে আমায় আয় গো আয়
প্রভাত বেলায় সোনার ভেলায়
কেমনে চলে যাবে হায়
তবু সে কুলে যাবে কি ভুলে
যে ভালবাসা বাসিলে ?

—:—

মিস্ সত্যবতী (পটল)।

এন ৩৮৩২ খাম্বাজ ।

আমার মনের কথা আমি শুধু জানি
কত ভালবাসি ওগো সেই মুখখানি ॥
সে গেছে নদীর পারে চাঁদিনী ডেকেছে তারে
এ পারে আঁধারে আমি মুখে নাই বাণী ।
হৃদয়ে নেইকো বঁধু জীবনে শুকাল মধু
আঁচল ভরিয়া শুধু ঝরা ফুল আনি ॥

—o—

ভৈরবী।

যাও যাও তুমি দূরে চলে যাও সহিতে পারি না জ্বালা।
বিদায় বন্ধু তব সাথে মোর সাঙ্গ হ'য়েছে খেলা॥
কত সব আর পরাণে আমার অবহেলা কত সব বারবার
ক্ষম যত দোষ এই অবলার আজিকে বিদায় বেলা॥

—০—

শ্রীমতী সাহানা দেবী (এমেচার)।

পি ৬৯৪৩ ভৈরবী।

শুধু দু'দিনের খেলা
ঘুম না ভাঙ্গিতে আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা॥
আশার ছলনে কতই উঠি পড়ি,
কত কাঁদি হাসি কত ভাঙ্গি গড়ি,
না ভাঙ্গিতে ঘর হাটেরই ভিতর,
ভেঙ্গে যায় এই সাধের মেলা।
আমাদের এই দেহ প্রাণ মন,
সুখ দুঃখ এই জীবন মরণ;
এও বিধাতার পুতুল খেলা
শুধু গড়া আর ভাঙ্গিয়া ফেলা॥

—•—

গজল।

কত গান ত হ'ল গাওয়া আর মিছে কেন গাওয়াও।
যদি দেখা নাহি দেবে তবে মিছে কেন চাওয়াও।

যদি যতই মরি ঘুরে তুমি রবে ততই দূরে,
তবে কেন বাঁশীর সুরে জগত করে এত ধাওয়াও।
যদি আমার দিবারাতি কতই যাবে দিন কাটি,
তবে কেন বঁধুর লাগি পথ পানে শুধু চাওয়াও।
বড় ব্যথায় তোমায় চাওয়া মোর ব্যথা ভুলে যাওয়া,
যদি ব্যথী না আসিবে এত ব্যথা কেন পাওয়াও।

— —

পি ৭০০৩

আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে
ভোরের আলোক মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ॥
বাদল প্রাতে উদাস পাখী উঠে ডাকি।
বনের গোপন শাখে শাখে, পিছু ডাকে।
ভরা নদী ছায়ার তলে ছুটে চলে,
খোঁজে কাকে পিছু ডাকে।
আমার প্রাণের ভিতর সে কে থেকে থেকে
বিদায় প্রাতে উতলাকে, পিছু ডাকে।

—o—

যদি তারে নাহি চিনি গো
সেকি আমায় নেবে চিনে ?
এই নব ফাল্গুনের দিনে ?
(জানি নে জানি নে)।
সে কি আমার কুঁড়ির কানে
কবে কথা গানে গানে
পরাণ তাহার নেবে কিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে ?
(জানি নে জানি নে)।

সে কি আপন রঙ্গে ফুল রাঙ্গাবে,
সে কি মর্ম্মে এসে ঘুম ভাঙ্গাবে ?
ঘোমটা আমার নতুন পাতার
হঠাৎ দোলা পাবে কি তার ?
গোপন কথা নেবে জেনে
এই ফাল্গুনের দিনে ?
(জানি নে জানি নে) ।

মিস্ সুবাসিনী ।

পি ৬১৭৩ মিশ্রকুমারী ।

কাল পাখীটা মোরে কেন করে এত জ্বালাতন ?
দিবারাতি কুহু কুহু ভালতো লাগে না মোর,
শোনে না সে করিলে বারণ ।
আমি তো আপন মনে ঘুমায়ে আছিনু গো
ভূমি তলে বিছায়ে আঁচল,—
চুপি চুপি আইল সে, অধরে ধরিল মোর
স্বরগের সুধা মাখা ফল—
বারণ করিতে তারে শিহরি উঠিনু গো ! —
সে যে মোরে করিল পাগল ।
তাহে ওই কাল পাখী কুহু কুহু কুহু তানে
আমারে জ্বালায় অনুক্ষণ ।

মিশরকুমারী।

কোন অজানা দেশের নীল সরোবরে
ফুটেছিল এক কমলিনী,—
রবির কিরণে হাসিয়া সোহাগ সলিলে ভাসিয়া
হেলিয়া দুলিয়া করিত রঙ্গ সারাটীদিন সে গরবিনী।
একদিন মৃদু সমীরণ চুরি করি তার হাসিটী,
আমার হৃদয়-দুয়ারে আসিয়া, বাজাইল মৃদু বাঁশীটী,—
সে সুর লহরে ভাসিয়া ভাসিয়া, আপনার মনে আপনি হাসিয়া
লুটায়ে পড়িগো আপনি।

—ঃঃ—

পি ১১৭৫৯

যখন তুমি গাওয়াও গান তখন আমি গাই।
গানটী যখন হয় সমাপন তোমার পানে চাই॥
আরও কি মোর গাইতে হবে? নয়নজলে নাইতে হবে?
আরও কি মোর চাইতে হবে দিলে না যা তাই?
যে সুর তুমি গেয়েছিলে যে কথাটী ক'য়েছিলে,
বারে বারে আমি তারে যাই যে ভুলে যাই।
এবার তুমি বিজন রাতে গানটী ধর আমার সাথে,
তোমার ওই তানপূরাতে সুরটী মোর মিলাই॥

—০—

তাহারে ভুলিবে বল কেমনে?
গাঁথা সে যে তব শত গানে যতনে॥
কি হবে রুধিয়া দোর ভাঙ্গা যে হৃদয় তোর
মানিবে না মনচোর বাহিরের বাধনে।

যাবি কোন দূর বিজনে পাসরিতে সেই জনে
সেথাও তো গাহে পাখী কাননে ;
সেথাও তো ফোটে ফুল বরষা বিরহাকুল
সেথাও তো ওঠে চাঁদ রজনীর গগনে ॥

—০—

মিস উমা বাঈ (এমেচার)

পি ১১৬১১ গজল।

জীবনের অবেলাতে কেন দেখা দিতে এলে।
জাগায়ে আশার আলো পুন কেন নিভিয়ে গেলে ॥
যদি জান মজিবে না রহিবে আমারে ভুলে
তবে কেন দেখা দিয়ে প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে দিলে ॥
কি সুখে রইবে বল অধীনিরে দুঃখ দিয়ে
বারেক ভাবিয়ে দেখ প্রথমে কি ব'লেছিলে ॥

—০—

কইতে দেয় না কিছু আমায়
ভালবাসার বাণী
কইতে গেলে আদর করে
লয় সে বুকে টানি।
তার নয়নে নয়ন রেখে
স্বপন দেখি সুখে
বুকের কথা মিলায় বুকে
মুখে আসে না ও বাণী।
তাহার নীরব প্রেমের ভাষা
আমি গুরুব মানি।

মিঃ আব্বাসউদ্দিন আহম্মদ ।

এন ৩২৬৫

স্মরণ পারের ওগো প্রিয়
তোমার মাঝেই আপন হারা,
আকুল বাঁশীর সুরের ঘেরায়
দিয়েছ তাই তোমায় সারা ;
নতুন পরিচয়ের লাগি
মনের বনে থাকি জাগি ।
চিরন্তনের মিলন মাগি
বারে বারে আপন হারা
আঁধার হিয়ার বাতায়নে
প্রথম আলোর ঝিলিমিলি ।
অরুণ কিরণ দিলে ঢালি
যুগান্তরের প্রদীপ জ্বালি ।
এস এস হে মোর সাথী
হে দেবতা হে অতিথি
খুঁজে ফেরে দিবস রাতি
আমার দুটি আঁখি তারা ॥

—:•:—

কোন বিরহীর নয়ন জলে
বাদল ঝরে গো
কোন ব্যথীদের বুকের ব্যথায়
বাতাস পরে গো
বিরহ বিধুর কোন সে হিয়ার
[illegible] কা[illegible] লা আঁধার

ছড়িয়ে দেছে আকাশ পরে,
হতাশ ভরে গো।
বিদায় বেলায় যে কথাটী
হয়নি কওয়া
মিলন শেষের যে রাগিণী
হয়নি গাওয়া
বাদল বাউল ব্যাকুল হ'য়ে
সেই রাগিনী ফিরছে বয়ে
দূর প্রবাসে প্রিয়ার পাশে
মিলন তরে গো ॥

—•—

এন ৪১৯৫

দাদ্‌রা।

ওলো প্রিয়া নিতি আসি তব দ্বারে
মন ফুল মালা নিয়া।
দিবস রাতি সখি গাঁথি গো মালা
পরাতে তোমার গলে কত না গোপন ছলে
মম যত আশা নীরব ভাষা
শুধু পিয়াসা দহিছে হিয়া ॥
মোর বেদনা কুসুম ডালা
যতনে গাঁথা এ মালা
আজি সোহাগ ভরে
তারে নিয়ো গো করে
যেন তাহারে ভুলিয়া যেওনা দলিয়া ॥

দাদ্‌রা।

ওগো আজ শরতের রূপ দীপালী
তাই পুবাল হাওয়ায় ওগো ঝরা শেফালী
ঘন কাশের বনে ওগো নাচন তুলি
মরি কুসুম নাচে ঘন কবরী খুলি
আজি মনের মৃগ চাহে নয়ন তুলি ॥
প্রিয়া কাঁদিয়া ঘুমালে মেঘ ছায়া বাদলে
কাঁদে শ্রাবণে বিরহী কবি তমাল তলে
তার প্রবাসে মরমে জাগে প্রিয়ার ছবি
হায় নয়ন খুলিতে ডরে কাঁদিল কবি
কবি তাহারি পথের পানে রহিল ভুলি ॥
মেঘ মেখলা উড়য়ে নীল গগন তলে
এলো অলক দুলায়ে বনে বেণীর ছলে
সে যে গোপনে ডাকিয়া কহে প্রেমের বুলি
তার নরম গালেতে ফোটে ডালিম ফুলি
সে যে শ্যামল রথে এলো আপনা ভুলি ॥

—০—

এন ১০৫৩

১। মেটেনা পিপাসা নিরখিয়া ও রূপ রে
কোটী তারকা সম হ'লেও কোটী আঁখি মম
রূপ হেরি বুঝি মোর মিটিত না আশা ॥
নিশিথে স্বপন হ'য়ে তোমার মনের মাঝে রব
অশ্রু হ'য়ে দুলবো গালে হাসি হ'য়ে মুখে রব
চলা পথের ধূলি হ'য়ে তোমার চরণ তলে রব
মরণে ভস্ম হ'য়ে যোগী তব [illegible] রব
[illegible]

২। আছিনু ঘুমের ঘোরে সে গেছে ফিরে।
কাঁদিয়া ঘুমিয়েছিনু জাগিয়া কাঁদিরে ॥
সারা রাতি তারি পথ পানে
চেয়ে জেগে জেগে অলস নয়নে
কখন ঘুমায়েছিনু মিছে অভিমানে
পিয়া গিয়াছে চলি ভাসি আঁখিনীরে ॥

—:—

এন ৭০৭৩ খাম্বাজ।

১। কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধীরে থামে গান।
মনে পথহারা ঘোরে তারি তান ॥
মালিকা শুকায়েছে সুবাস স্মৃতি তারি
ভোলেনি ভোলেনি আজিও এ প্রাণ ॥
বিজলী চলে যায় আঁধারে মেঘ ঝরে
মাধবী চলে যায় শাখীর শোভা হ'রে।
পিয়া গিয়াছে চলি রয়েছে সুখ-স্মৃতি
তেমনি বুকভরা তেমনি সুমহান ॥

—:০:—

গজল।

২। মনে পড়ে আজি তারি কথা কহিবার সাথী নাহিক আজ।
ফুল-মালী বিনা ফুল-বীথি ধরেছে আজিকে মরুর সাজ ॥
কথায় কথায় যে অভিমান, স্মরণে নয়নে আনে যে বাণ,
শুধু পড়ে মনে তারি বয়ান, মেশামেশি হেথা হাসি ও লাজ ॥
করিয়াছি কত বলি বলি [illegible] না শুনিয়া সব গেছে চলি,
সুখ দুঃখ [illegible] চির্ণ [illegible]। মেঘে শিরে হানিয়া বাজ ॥

শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এমেচার)

পি ১১৫০৫

ওলো বাদল মুঞ্জরী।
হাওয়ার কোলে দুলে চলে
করিস্ কিলো মন চুরী॥
ও তোর আকাশ ছাওয়া ঝড়ের নাচে
সৃষ্টি ছাড়ার হাওয়া আছে
ও তার চমকে দেওয়া ঝমকি আলো
কোন পরীদের ফুলঝুরি।
দেখলো চেয়ে ফুলগুলি সব
লুটিয়ে গেছে ভুয়ে।
মাতাল হাতে কাল বোশেখী
গেল তাদের ছুয়ে!!
আয় আমার এ বুকের মাঝে
সাজা বাদল রাজার সাজে
তুই আপনি এসে বাদল রাণীর
বেশে করিস্ মন চুরি!!
ওলো আমার ঝড়-বাদলের আলুথালু সুন্দরী॥

—:•:—

বাদল ঝুরু ঝুরু
মাদল বাজে
হৃদয় দুরু দুরু
[illegible] তোমার চরণ [illegible]!!
আঁধা[illegible]তের [illegible]রব
[illegible]

আমি কেমনে যাব বল
কুঞ্জ মাঝে ?
শ্যামল বঁধু মম
নিদয় নিরমম
কে জানে বসিয়া আছে
কেমন সাজে ।
একেলা একি দায়
রহিতে নারি হায়
সঁপেছি মন প্রাণ রাখাল রাজে ॥

বিজয়লাল মুখার্জ্জী ঃ

পি ১১৬২৩

দাদ্‌রা ।

ভালবেসে দুঃখ আছে তাও ভাল তাও ভাল ।
প্রদীপ নিজেই পুড়ে বিলায় হাসির আলো ॥
চোখে জল প্রাণে জ্বালা তবু তারি গাঁথি মালা ।
অকুলে ভাস'লে ফুলে ফুলতো হয় না কালো ॥

—ঃ০ঃ—

ভৈরবী ।

ফুলের খেলা খেল্‌বি সখি আয় বাগানে আয় ।
পলাশ বনে চাঁদের আলো মিছেই ব'য়ে যায় ॥
ফুলের মত নয়ন দুটি দখ্‌নে হাওয়ায় উঠবে ফুটি
হাত[illegible] দে গলায় ॥
সজ[illegible] তোর বিভোল অলি ।

যে গান ঘুমোয় আপন মনে চুপি চুপি তোমায় বলি—
ফুলকো ঠোঁটের পাপড়ী খোলো কপোলে
গুল জাগিয়ে তোলো,
সুখ বিছানো বুক বিছানায় প্রাণ যে শুতে চায় ॥

—০—

প্রফেসর চিত্তরঞ্জন গোস্বামী ঃ

পাল্কী বেহারার বিরহ।

এন ৫৪৬৬ কমিক গান।

মোকে ডাকুচি কাঁই কড়া মাকর
রসবতী ছোঁড়ী মোর পরাণ জড়্‌ড়।
(পাল্কী বেহারার ডাক)
পকাল ভাত বাড়ী মোলে গেলাসে কদড়ী পাতি
ডুক্ষ দিই কিলা ডুক্ষ দিই কিলা,
আর ডালি অড়হড়।
(পাল্কী বেহারার ডাক)
হাটিয়া বাবু কিনারা যা
আহা রসবতী মোর ভাসে নয়ন জল
যেতে করি[illegible] তোমা[illegible] চরণ [illegible]র।
[illegible]



সর্দার, ষাট

মাকেই বা কোন
অমন নধর নিটোল

মার আছে দেখছি—

, মেরে ফেল্লেরে মেরে

আক্কেল কিলা, দাদাকে অমন

ার সোয়ামীকে মার্‌ছি, তোমার

। তোর ‌ মীকে তুই
সারাদিন মার খা

প্রক্ষে

এন ২৪৬৬

রসব

(

পঁকাল ভাত বা

দুগ্ধ দিই।

আর ডালি

(পাল্কী

হাটিয়া বাবু বি

আহা রসবতী

যেতে করি যে তোমার চরণ

[illegible]

তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর মান ভঞ্জন।

কমিক।

কর্ত্তা। গিন্নি! ও গিন্নি!

গিন্নি। যাও ভাল লাগে না, আমি কুৎসিৎ, আমি কালো, আমি মোটা, আমি হাতী, তা ত দেখবিই দেখবিই।

কর্ত্তা। রাম, রাম, তা দেখবো কেন, তুমি হ'লে আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, বিশেষতঃ এ আমার বৃদ্ধ (থুড়ি) প্রৌঢ় অবস্থা। এস প্রিয়ে একবার আমার বামপার্শ্বে বস, তোমার ঐ চন্দ্ররূপ যে বদন তা একবার নিরীক্ষণ করে আমার চিত্তরূপ যে চকোর তাকে চরিতার্থ করি।

গিন্নি। যাও সোহাগে কাজ নেই নিষ্কর্ম্মার সেরা সর্দ্দার, ষাট বছরের বুড়ো মান্ধাতার আমলের পুরানো।

কর্ত্তা। আর বুড়ো পুরানো নইলে, তোমাকেই বা কোন পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় গন্ধর্ব্ব বিয়ে কর্ত্তে আসবে বল। অমন নধর নিটোল বালিশ করা—

গিন্নি। ফের! তোমার কপালে নিতান্ত মার আছে দেখছি— তবে এই এই এই (প্রহার)।

কর্ত্তা। ওরে বাবারে, ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লেরে মেরে ফেল্লে গো।

ঠাকুরঝি। বলি হ্যাঁলো বউ তোর আক্কেল কিলা, দাদাকে অমন ক'রে মারচিস্ কি ব'লে।

গিন্নি। বেশ কর্‌চি মার্‌ছি, আমার সোয়ামীকে মার্‌ছি, তোমার সোয়ামী ত নয়।

ঠাকুরঝি। সম্প[illegible] চিক্কণ চা[illegible]কি। তোর [illegible]মীকে তুই কর ত[illegible] সারাদিন মার থ।

গিন্নি। ষাঁড়ের মত না চেঁচালে নয়; ঠাকুরঝি নূতন এসেছেন তিনি কি মনে করবেন, যেন আমি তোমাকে ঐ রকম ক'রে মেরে থাকি।

কর্ত্তা। না না, মারবে কেন, পিঠের ধুলো ঝেড়ে দাও।

গিন্নি। আমি কালই বাপের বাড়ী চ'লে যাব, আমার এত সহ্য হয় না। (কান্না)

ওগো আমার কি হোল গো।

কর্ত্তা। ও গিন্নি! ও গো।

গিন্নি। ও আমার কপাল—

কর্ত্তা। ও গিন্নি!

গিন্নি। ওরে কেন এসেছিনু গো নিজের সোয়ামীকে মার—

কর্ত্তা। ও গিন্নি!—

গিন্নি। মারতে পারবো না গো।

কর্ত্তা। মানিনী মান ত্যজ।

—০—

গীত।

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ী মানমনীদানম্।
অহং আহম্মকং আমার মত বেরসিকং,
কেমনে বুঝিব তব প্রাণং।
বদসি যদি কিঞ্চিদপি,
দেখ্‌তে পাই হে দাঁতের পাটি,
একবার হেসে কথা কও ধ্বনি
দেখি ঐ কোদালজিনি দন্তশ্রেণী।

গিন্নি। যাও—ভাল লাগে না ... য়ে তোমার চরণ

কর্ত্তা। ত্বমসি মম জাধা... তব ... রব
ত্বমসি ...

গিন্নি। ফের—ভাল হবে না বল্‌ছি।

কর্ত্তা। স্মর গরলখণ্ডনম্‌ মম শিরসি মণ্ডনম্‌,
দেহি তব পদ পল্লবমুদারম্‌।

গিন্নি। আহা—মরণ আর কি॥

—ঃ০ঃ—

বিবাহ (ছাদনাতলা)।

প্রথম ভাগ—(কমিক কথোপকথন)।

পি ৩১২১ বরযাত্রী ভোজনের গোলযোগ।

কর্ত্তা। ওরে ওপরে লুচি নিয়ে যা।

(বহির্ব্বাটীতে সানাই বাজিতেছে)

ওরে ভট্‌চাজ মশাইকে তামাক দে। শ্যাম বাবু যে, যান যান ওপরে যান—ঐ হুকা (শঙ্খধ্বনি) এই যে ভট্‌চাজ মশায়, (অপর লোকগণকে) এই বাড়ীতে, এই বাড়ীতে। ওরে তরকারী নিয়ে যা উপরে, (অন্য ব্যক্তিকে) কি মশাই ভাল আছেন্‌ ত ?

গিন্নি। ওমা! বরণডালায় কাজল-লতা কই? ও ঠাকুরঝি কাজল-লতা ?

ঠাকুরঝি। কেন? ডালাতেইত ছিল। খুঁটী নাটী সব তো দেখে দিইচি।

গিন্নি। আমি কি চোখের মাথা খেয়েছি ?

ঠাকুরঝি। ওমা তাইতো, তবে কি হল! শরি যা'তো যা, একখান কাজল-লতা দেখে নিয়ে আয়।

(বরের কর্ণমর্দ্দন)

বর। আ[illegible]ন ?

গিন্নি। পুঁটী, তোর মেজদিকে শীগ্‌গীর ডাক। লগ্নায় গেলেন আর কি।

পুঁটী। ও মেজদি, মেজদি, শীগ্‌গীর নিয়ে এসো।

শরী। নে চল্—এই নেও মা।

(বরণ, উলুধ্বনি)

ভুতির মা। মাকুটা হাতে কর—কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম, হাতে দিলাম মাকু, একবার ভ্যাঁ করত বাপু।

বর। ভ্যাঁ।

স্ত্রীগণ। ও মা, কি ঘেন্না! সত্যি সত্যি বোকা বর গো।

গিন্নি। ও কেষ্টর মা, চিতের কাটি আন।

(উলুধ্বনি—শঙ্খধ্বনি)

পুরুষগণ। সর্ সর্ সরে যা।

ভয় নেই টেপী, তুই ছেড়ে দে মেঙ্গা ধর যা।

দাঁড়াও দাঁড়াও, ইন্দির কাচাটা গুঁজে দেতো।

(উলুধ্বনি—শঙ্খধ্বনি)

১ম ব্যক্তি। ক' পাক?

২য় ব্যক্তি। ছ' পাক হ'য়েছে। তবে আর এক।

১ম ব্যক্তি। বর বড় না ক'নে বড়?

নাপিত। ক'নে বড়। শুভদৃষ্টি করিতে দাও। আর সময় বড় নেই।

ঠাকুরঝি। ভাল ক'রে মুনসারে দেখ। নাপ্‌তে কোথায়?

নাপিত। আজ্ঞে, এই যে মা ঠাকরুণ।

ঠাকুরঝি। মালা বদল করিয়ে দে।

নাপিত। নিন্ আপনি ক[illegible] তোমা[illegible] চরণ[illegible] মালাটি দিন। দিদিমণি নাও, তোমার মালা ব[illegible] [illegible]নী তব[illegible]রব

নাপিত। ভালমন্দ লোক থাক স'রে যাও, নইলে ভাতার পুতের মাথা খাবে, ভাল ছেড়ে মন্দ কর্ব্বে, আমার হাতের মতন হাত হবে। একপো চালের ভাত ছ'মাস খাবে। খুটি খাঁটা ছেড়ে দাও, শাক বাজাও।

(উলুধ্বনি—শঙ্খধ্বনি)

দ্বিতীয় ভাগ—বাসর ঘর।

শৈল। ও ভাই বর, অমন ক'রে ঘাড় হেঁট ক'রে থাকলে চ'লবে না। নাও কনেকে কোলে কর।

বর। আঃ ছিঃ, ওকি হাঁঃ।

হেমাঙ্গিনী। বলি ও বর, গান টান গাও; আমরা বাসর জাগবো কি করে?

বর। গান তেমন জানিনে। গলার সুর ঠিক নেই।

শৈল। আচ্ছা, আমি সুর বেঁধে দিচ্ছি (কর্ণমর্দ্দন)।

বর। ওঃ—ওঃ! কান ছিঁড়ে গেল যে! আচ্ছা গাচ্ছি গাচ্ছি, আচ্ছা আচ্ছা। তোমরা—আপনারা কেউ গান না।

হেমাঙ্গিনী। আমাদের গান আগে শুনবে? পুঁটী গা'তো।

পুঁটী। (গাহিল) জামাইবাবু একটা গাওনা গান,

না গাও যদি ছিঁড়ে দেবো কান।

বর। আচ্ছা আচ্ছা। তবে আমি গাইলে তোমাদের নাচতে হবে কিন্তু।

শৈল। আচ্ছা তোমার বউ নাচবে এখন।

কনে। ত্যাখ দিদি?

বর। হারমোনিয়ম [illegible] শুধু গলায় গাই কেমন করে।

হেমি। মেনো, তোর দাদার হারমোনিয়মটা নিয়ে আয় ঐ যে ব'লতে না বলতেই এসেছে। নাও, একটা ভাল ক'রে গাও ভাই

বর। হারমোনিয়ম বাজিয়ে গাওয়া আমার Practice নে আপনি বাজান না।

হেনি। না ভাই, আমরা বাজাতে টাজাতে জানিনে।

বর। আপনি জানেন না?

শৈল। আমরা কি বাজাতে জানি?

বর। তবে কি খালি আপনারা মজাতে জানেন?

শৈল। মজাতে কেন, মজা দেখতে জানি, মজা দেখবে? (কর্ণ মর্দ্দন)।

বর। আঃ খুব দেখেছি; আচ্ছা আচ্ছা বাজিয়ে গাচ্ছি—চি হিঃ (ওমা ঘোড়ার মত ডাকছে দেখ জামাই) আমি যে গান জানিনে যদি বা জানি, সুর হ'ল কই। শুনলে আমার হেঁড়ে গলা।

শৈল। তবে দাঁড়াও শালা (চিমটী কাটা) ভাল ক'রে গাওনা।

বর। আচ্ছা গাচ্ছি গাচ্ছি, খুব ভাল ক'রে গাচ্ছি। শুনলে আ হেঁড়ে গলা, কান হবে ঝালাপালা। প্রাণ ডাক ছাড়বে পালা পা বুঝি ষাঁড় চেঁচাচ্ছে মাঠে ঐ।

শৈল। ও গান ভাল নয়, একটা থিয়েটারের গান গাওনা ভাই।

পুঁটী। ও জামাই বাবু। ভাল করে থিয়েটারের গান গাওনা।

হেমি। একটা গাইলে হবে না। অনেক গুলো গাইতে হবে।

বর। তথাস্তু।

বাজে কাজে মিন্‌সে কে আর যেতে দেবো না।

[illegible] য়ে তোমার চরণ [illegible]

দে [illegible] ধা [illegible] তব [illegible] রব জান লিয়া

আজু কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা উঁ হু হু হু
যশোদা নাচাতো তোরে বলে নীলমণি
(সকলের হাস্য)

—০—

এন ৩১৯৪ মুড়ি মাহাত্ম্য (তরজা)

নারে না তাইরে নারে নারে না, তারে তাইরে নারে না—
শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন।
মুড়ির মাহাত্ম্য আজি করিব কীর্ত্তন ॥
বন্দিলাম করপুটে করালবদনী।
বন্দিলা মুড়ি-সুন্দরী শ্বেতবরণী ॥
বন্দিলাম ঢোল কাঁশী আর ঢুলির নাচুনি।
বন্দি মোর ওস্তাদের ঠ্যাং আর দাঁত খিচুনি ॥
এই পর্য্যন্ত তবে আমি বন্দনা শেষ করি।
মুড়ির ধামা পাচার করি পালা সুরু করি ॥
(মুড়ির মহিমা অপার মরি হায় রে, আহা বেশ)
মরি হায় রে, মুড়ির মহিমা অপার।
তেল নুন মেখে খেলে মরি কিবা চমৎকার ॥
(মুড়ির মহিমা অপার মরি হায়রে, আহা বেশ)
তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা আর আদার কুচি।
গপাগপ খাবে দাদা ফেলে দিয়ে লুচি ॥
কড়াই শুটীর সঙ্গে মুড়ি আহা মরি মরি।
যেন পদ্মাসনে [illegible]শ্যামের যুগল মাধুরী ॥
[illegible] জাদার।
[illegible] চিঁড়ে [illegible] রি কি বাহার ॥

বর্ষার দিনে মুড়ির সনে খেলে কচি শশা।
পাকুই ধরে না পায়ে গায়ে বসে না মশা॥
আবার শীতকালেতে মুড়ির সাথে খেলে রাঙ্গা মুলো।
সালসার কাজ কর্ব্বে দেখো গাল দুটি হবে ফুলো॥
(মুড়ির মহিমা অপার মরি হায় রে, আহা বেশ)
দ্বিজ চিত্ত বলে মুড়ি খেলে তিন সন্ধ্যাকালে।
হাত পা ছেড়ে ভবপারে হেসে যাবে চলে॥
(মুড়ির মহিমা অপার মরি হায় রে, আহা বেশ)
এইখানেতে তবে আমি পালা শেষ করি।
বদন ভরে ঢাকা মুখে বল হরি হরি॥

—০—

কালীপূজা (বলিদান)

মাতাল। জয় মা কালি, জয় মা কালি, এই বর দে মা মুণ্ডমালি
যতই কেন বদনে ঢালি, হয় না যেন বোতল খালি॥
নিতি নিতি মদ খাই শ্যামা,
নেশা ছুটে যায় গো আবার।
এমন সুরা দে মা তারা,
নেশা আর ছোটে না আমার॥
ধ'রে মা তোর চরণ দুটী,
যে মদ পেয়েছে ধুর্জ্জটি,
আমায় দে মা তোর সেই খোলা ভাটি,
(আমি) সেই গাঁ[illegible] খাই অনিবার॥
যাই জমিদারের দে[illegible]য়ে তোমা[illegible] চরণ[illegible]।
ধা[illegible]ী তল[illegible]রব[illegible]

ওমা করুণাময়ি। তোর অধম সন্তানকে চরণে স্থান দে মা।

ভশ্চাজ্যি মশাই, প্রণাম হই। বলিদানের আর বিলম্ব কত?

পুরোহিত। সে খোজে তোর দরকার কি?

মাতাল। আজ্ঞে, আমি পাঠার ল্যাজ ধরতে এসেছি কি না?

পুরোহিত। দূর ব্যাটা। হাঃ হাঃ হাঃ।

কর্ত্তা। পাঠাগুলোকে নাওয়ানো হয়েছে রে?

(তফাৎ থেকে—আজ্ঞে হয়েছে)

কর্ত্তা। আরে ম'লো, মশালচী ব্যাটারা গেল কোথায় বলিদানের সময় হ'ল যে।

খোনো। হুজুর ওরা ঐখানে ঘুমিয়ে রয়েছে।

কর্ত্তা। বটে। ওঠ ব্যাটারা ওঠ ওঠ

(মশালচীগণের ঘুমের ঘোরে কোলাহল)

কর্ত্তা। ওঠ্ নারে শালা (পদাঘাত)

জনৈক মশালচী। (কোঁক্) লাথিটে শেষে আমার পীঠেই পর্লোরে। ও তালই আমার এড়ীর ত্যালের ভাঁড়ড়া গেল কনে?

(উৎসর্গের সময় ছাগল ডাকিতেছে)

পুরোহিতঃ—

ওঁ বলিং গৃহ্ন মহাদেবা পশুঃ সর্ব্বাগুণান্বিতং।

যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্ত সমর্পিতং॥

ওঁ কালী কালী মহাকালী কালিকে কালরাত্রিকে।

ছাগলেন বলিং দদ্মি প্রগৃহান দিগম্বরী॥

কর্ত্তা। ওরে [illegible] দর্কট।

([illegible] —ছাগল ডাকিতেছে)

১ম ব্যক্তি [illegible]

২য় ব্যক্তি। না দাদা, আমি ঠ্যাং ধ'র্ব্বো।

মাতাল। আমি ল্যাজটা চেপে ধর্লাম।

(ছাগল ডাকিতেছে)

১ম ব্যক্তি। আরে ছাড়্ ছাড়্ হাড়-কাঠে ফেলি তারপর ধরিস্ এখন।

(বাজনা থামিল)

(পাঁঠাকে হাড়কাঠে ফেলিতেছে, বেচারী শেষ ডাক ডাকিতেছে)

কর্ত্তা। মা। মা।

সকলে। জয় মা

কামার! হুঁ! (পাঁঠা কাঁটিল) (সজোরে বাজনা বাজিতেছে)

(কোলাহল—চীৎকার—হাস্য—)

বৃদ্ধ। ওরে স'রে আয়—স'রে আয়, রক্ত ছিটছে।

(ঢাকের বাদ্যসহ নৃত্য গীত)

ওমা দিগম্বরী নাচ গো শ্যামা রণমাঝে।

ওমা দিগম্বরী নাচ গো শ্যামা রণমাঝে।

ওমা—(আরতি আরম্ভ হইল)

(আরতির বাজনা বাজিতেছে)

(পরে আরতি শেষ হইল—সকলে প্রণাম করিল)

কর্ত্তা। মা! মাগো! দয়াময়ী!

সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।

শরণ্যে ত[illegible]য়ে তোমা[illegible] চরণ[illegible]মাস্তুতে॥

[illegible]ধা[illegible]নী তব[illegible]রব

নং ৩৩৮২ ভিখারী ও ফেরীওয়ালা (কমিক)।

মা মাগো দয়াময়ী মা জননী গো
এই অনাথ বালকের প্রতি, একবার
কৃপাদৃষ্টি কর মা, মাগো—
আমি দুঃখিনী আঁটকুড়ীর পুত গো,
(বরফ) মা এ সংসারে আমার বলতে আর
কেউ নাই মা (বরফ) মা, আছে
একমাত্র পিসি-মা, তার দু,টী চোখ কাণা,
আর তাঁর অন্ধের যষ্টি গো মা,
(আবাক জলপান ২) মাগো,
আমি তারে ভিক্ষা ক'রে খাওয়াই মা,
(চাই আলু নারকেলের ঘুগ্‌নিদানা)
মাগো (গরম গরম)
মাগো আমি ভদ্রলোকের ছেলে গো
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে লজ্জা করে মা
তাই রাত্রিকালে ওগো মাগো,
ভদ্রলোকের বাড়ীর জানালার ধারে
দুই এক পয়সা চেয়ে চেয়ে বেড়াই গো ॥
(ও ঘুগ্‌নিদানা এ বাড়ীতে)
(গরম গরম) মাগো,
তোর অনাথ সন্তান যে অনাহারে
প্রাণ ত্যাগ করে মা, একবার
চেয়ে দে [illegible] তোমার [illegible] দুটো
এ দি [illegible] চিরুণী চা [illegible] কিনবে
[illegible]

তুমি ধনে পুত্রে লক্ষীমন্ত হওগো
তুমি রাজ রাজেশ্বরী হও মা ।
(এস বাছা এই জানালার নীচে
হাত পাত) পেতেছি মা (পেয়েছ বাবা)
এই পেয়েছি মা (পেয়েছি বাবা)
এই পেয়েছি মা ওগো
রাণী মা, তুমি একটী পয়সা দিলে গো
আর একটা দাও মা,
আমি সমস্ত দিন অনাহারে আছি গো ।
(নারকেলের ফোঁপোল) মাগো,
সকালবেলা মুখুয্যের জলছত্রে চারমুটো
ভিজে ছোলা আর একটুখানি গুড় খেয়ে
জল খেয়ে আছি মা ।
(পাঁঠার ঘুগ্নি) মাগো
(পাঁঠার ঘুগ্নি) মাগো, আমি
এখনো বাসিমুখে জল দিই নাই গো,
মাগো একটী পয়সা
দাও মা (নারিকেল ফোঁপোল)
ওগো মা (ওগো বাছা
দশ বাড়ী ঘোর, অনেক পাবে,
এক জায়গায় অত লোভ করতে নাই)
আচ্ছা চল্লুম মা ।
(মালাই [illegible] যে তোমা[illegible] চরণ[illegible] ।
(হুকুম ধা[illegible] তল [illegible] রব [illegible]
মা[illegible]

দয়াময়ী আছিস্ গো
(হুকুম দৌউড়ে ৩)

—০—

গেছো রামায়ণ—রাবণ বধ।

কমিক।

ও রি রি রি রি—রাবণ আসিল যুদ্ধে প'রে বুট জুতো
আর হনুমান মারে তারে লাথি চড় গুঁতো।
(নামের কিবা মহিমে, রামনামের কিবা মহিমে)
ঐ গুতো খেয়ে রাবণ রাজা ঐ যায় গড়াগড়ি,
হনুমান বলে তোরে মেরেছি চাপড়ি।
(নামের কিবা মহিমে, রামনামের কিবা মহিমে)
ধুলা ঝাড়ি রাবণ রাজা উঠি ধড়ফড়ি,
চক্ষু করে জবা ফুল, গোঁফে দেয় চাড়ি।
(নামের কিবা মহিমে, রামনামের কিবা মহিমে)
ঐ হেন কালে নল নীল আসি তাড়াতাড়ি,
রাবণে ভ্যাংচায় ক'রে দন্ত কিড়িমিড়ি। (নামের কিবা—)
রাবণ বলে ঢের দেকিচি, তোর রাম লক্ষ্মণে আন
আচম্বিতে সুগ্রীব আসি টিকিতে মারে টান।
(রামনামের কিবা)
ঐ টানের চোটে রাবণ রাজা অমনি চিৎপটাং,
বিভীষণ কহে রামে, এবে হান মৃত্যুবাণ।
(রামনামের কিবা)
ইহা শুনি শ্রীরামচন্দ্র [illegible] দর্কটা
ধনুকে টং [illegible] চিক্কণ চা [illegible] কিন্তু [illegible]

(নামের কিবা মহিমে)
ঐ গ্যাঁক করে বিঁধল বাণ দশাননের বুকে,
বাপরে বাপ ডাক ছাড়ে, ধুঁয় দেখে চোখে।
(নামের কিবা মহিমে)
ও বিশহাতে পটল তোলে, দশমুখে বাজে শিঙ্গে,
দেখতে দেখতে রাবণ রাজা তুলে ফেল্লেন শিঙ্গে,
(রামনামের কিবা মহিমে—)
কাক, ডাকে, শিয়াল ডাকে বানরে দেয় তুড়ি,
রাবণ রাজা হ'লো বধ বল হরি হরি ॥
(জানা যাবে রাম, যাবে রাম ও নামের মহিমে)।

—:০:—

শ্রীরেন্দ্রনাথ দাস।

পি ১১৫১৬ স্বদেশী।

কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলে দলতে হয় রে দুর্ব্বাদল ?
কোথায় ফলে সোণার ফসল সোণার কমল ফোটেরে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ ॥

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা ফিঙ্গে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে চাতক বারি যাচেরে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ ॥

[illegible]োন ভাষা মরমে প[illegible]য়ে তোমা[illegible] চরণ[illegible]ণ ?
কোথায় গেলে শু[illegible]ধা[illegible]ী তব[illegible]বর[illegible]ন ?



শ্রী[illegible] দাস

[illegible] তোমা[illegible] চর[illegible]

[illegible] ত[illegible] [illegible]রব [illegible]

চণ্ডীদাসের রাম প্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজেরে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ ॥
কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা সবার অধিক পাইরে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায় বেড়ে ওঠে মোদের বুক
মোদের পিতৃ পিতামহের চরণ ধূলি কোথায় রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ ॥

—০—

স্বদেশী।

আমার সোণার বাংলা কাঙ্গাল কিসে বল ?
সেথায় মরাই মরাই ধানের মাঠে ভিটে
উঠানেতে পদ্ম ফুটে
মাঠে গোঠে ধেনু ছোটে দুধা সুধা পরিমল ॥
কোথায় সাজিয়ে মাকে দশভুজা,
এরা ভক্তিভরে দেয় গো পূজা,
কোথায় বাজিয়ে বাজা বাগদেবীর পায় দেয় গো শতদল ?
কোথায় তাঁতি কামার কুমার যত,
আপন কাজে সবাই রত ;
কোথায় চাষীরাও আপন মনে
ক'যে চালায় লাঙ্গল ॥
ও ভাই সামান্য জন নয়কো এরা
এরাই ছিল জগত সেরা,
এখন যতন বিনে দিনে দিনে
ঝরে [illegible] তোমার ভূষণের দ[illegible]টা [illegible]
[illegible] চিক্কণ চা[illegible] কিস্ক[illegible]

পি ১১৫৯৩ ভাটিয়ালী।

তোমার আমার গোপন কথা জান্‌লে যে লোকে।
আঁধার বুকের কমল কোরক ফুটলে আলোকে॥
টগর কলির আদর অলির হয়নিকো সারা।
পাগল পাখী পায়নি প্রিয়ার পাখার ইসারা॥
দোয়েল দিল দোল লতিকার নীহার নোলকে॥
মিলন কালে বোল ফোটেনি মুখর অধরে,
বিদায় বেলা ঝাপসা চোখে জলকণা ঝরে,
মোদের খেই হারানো সেই কথাটী নিখিল ভূলোকে॥

গজল।

তোমার পরাণ যদি পাষাণ কেন রূপে এমন মন ভুলাও
আমার হিয়ায় দিয়ে আঘাত কেন মায়ার কোমল
হাত বুলাও॥

সরম কেন মিলন কালে
নরম গালের রং ফলায়?
বিদায় বেলায় কোন বেদনায় মলিন মনে ঠোঁট ফুলাও॥
হেলায় যদি ফুল মালিকায়
ফেলবে খুলে ভোর বেলায়,
কোন্ খেয়ালে সাঁঝের কালে কুন্দ বেলার দোল দুলাও

পি ১১৬২৪ ...বারওঁয়া।

কে আবার বা... যে তোমা... চর...
হৃদি মোর উ... ধা...নী তন... ...রব ...গ।

কোয়েলা ডাকলো আবার যমুনায় লাগলো জোয়ার
কে তুমি আনিলে জল ভরি মোর দুই নয়নে ॥
আজি মোর শূন্য ডালা কি দিয়ে গাঁথবো মালা
কেন এ নিঠুর খেলা খেলিলে আমার সনে ॥
হয় তুমি থামাও বাঁশী নয় তুমি লও হে আসি
ঘরেতে পরবাসী থাকিতে আর পারিনে ॥

—•—

দাদ্‌রা।

পরাণ আজি পাগল হলো
শুনে শ্যামের মোহন বাঁশী
বাজে বাঁশী রাধা রাধা মরমে পশিল
করেছি আপন হারা বুক বেয়ে বয় আঁখিধারা
কালার তরে সেধে গলায় পরেছি এই প্রেমের ফাঁসী।

—•—

পি ১১৬৩৯ স্বদেশী।

স্বদেশ আমার জননী আমার,
আমি কি গাহিব তোমারি গান।
কোটি কোটি জন হৃদয় শোণিতে
বন্দনা তব স্পন্দমান।
যুগ যুগ ধরি রজত লীলায়,
সে সুর ব্রহ্ম ত্রিদিবে বিলায়,
সে মহাছন্দে তোমার বারতা
তোমার [illegible] দুটী [illegible] লভিল স্থান।
তোর আলে[illegible] চিরকাল চা[illegible]কিস্ম [illegible] নয়ন দুটি
জননী জঠর[illegible] ধুলায় লুটি

প্রথম তোর স্নেহ বাহু মোরে
বেঁধে নিল শ্যাম সুশীতল ক্রোড়ে
তোমারি পুণ্য ধারায় জননী
করিনু প্রথম মুকতি স্নান।

—

স্বদেশী।

কে আমারে দিল দোলা নিখিল রূপের রং মহালে।
কে আমার এ হৃদয় ভরে রূপ মাধুরীর পান বহালে ?
মেখে আমার দেশের আলো, দেশের আলো,
দেশের আলো।
আমার এ শ্যাম ধরণী করলে কে গো মনহারিনী ?
আমার এই ফুলগুলিরে সকাল বেলায় কে ফুটালো ?
মেখে আমার দেশের আলো ইত্যাদি—
আজ্‌কে সারা বসুন্ধরা, আপনহারা গন্ধে গানে
কোন্ খেয়ালী সুর উঠাল রং ছুটাল
কেউ না জানে কেউ না জানে।
নীল আকাশে ঐ বাজায় বাঁশী
ঘুম ভাঙ্গা কার ফুটল হাসি
আমার এ তৃপ্ত হৃদয়ে সোনার কাঠি কে ছোঁয়ালে ?
সে যে আমার দেশের আলো ইত্যাদি—

—•—

এন ৩১৩৯ স্বদেশী

বাংলা মা তোর শ্যা[illegible]য়ে তোমা[illegible] চর[illegible]রী।
এই কি মা তো[illegible]ধা[illegible] তব[illegible]বব [illegible] মনী॥

গন্ধে আকুল শেফালিকা, বকুল মুকুল কচ্ছে নতি,
নীপের বনে গোল বেঁধেছে হচ্ছে মা তোর পুষ্পারতি,
বাদল মেঘের সজল হাওয়ায় নদীর বুকে ঢেউ খেলে যায়
রূপ সায়রের দোদুল দোলায় দোল খেয়ে যায় কোন রমনী ॥

—•—

স্বদেশী।

বাংলা মা তোর সোণার ক্ষেতে দেখা যায় কার আঁচলখান ।
কার রূপের আলোয় আকাশ-বাতাস ভ'রে গেল শ্যাম-বনানী ॥
নিবিড় মেঘের অস্ত হ'ল ফুটলো বনে শেফালিকা,
আকাশ-কুসুমের শুভ্র শিরে শরৎ লেখে বিজয় টীকা,
বুঝি বর্ষপরে হর্ষ ভরে আসছে মাতা শিবরাণী
তার রূপের আভায়, কনক প্রভায় দেখা যায় মার চরণখানি ॥

—o—

এন ৩২৯১ দাদ্‌রা।

কবে কোন জোছনা নিশিতে
কবে কোন স্বপন বাসরে।
কণ্ঠে তোমার বাজবে ওগো গাইলে যে গান
আজকে আমার সাঁঝের আসরে ॥
সে দিন যেন এমনি ধারা
উদাস রহে আঁখির তারা
নেশায় ভরা নিশাস বায়ে সেদিন যেন
এমনি [illegible] দুটী [illegible]না সরে ॥

কোন পাগলের পরাণ ভরে বাজ্‌বে জোরে
যে সুর তুমি ভালবাস রে ॥

—০—

ভৈরবী।

পথে যেতে যেতে দেখা তারি সনে।
অচেনায় জানা শোনা যেন স্বপনে ॥
শুধু চুপি চুপি গালে লাজের লালিমা মাখা
রূপের পিয়াসা চোখে পলকে চাপিয়া থাকা
শুধু বুকে রাখা ব্যথা সঙ্গোপনে।
আজও মনে জাগে সেই আঁখি সে চাহনি
অনুপম তনুভরা সে মাধুরী সে লাবণি
সে বাঁধুনী রাঙ্গা ঠোঁটে আজও যেন কেঁপে ওঠে,
সে চাপা মিনতি "ওগো রেখ মনে" ॥

এন ৩৪৬৩

আঁধার যখন সঘন হ'য়ে আসবে নামিয়া।
নয়ন আমার হারাবে কি তোমারে প্রিয়া ॥
এই যে তুটি ডাগর আঁখি
দেখ্‌তে অবাক চেয়ে থাকি
সে দিন তারে পাব নাকি আকুল খুঁজিয়া ॥
এই যে বাণী সুরের সুধা ঢালে আমার কানে ;
দোয়েল শ্যামার ঘুম পাড়ান মন ভুলানো তানে ;
সে দিন আমার হিয়ার সেতার
হঠাৎ সাড়া [illegible] যে তোমা[illegible] চর[illegible]
কাঁপবে নাকি [illegible] [illegible] তন [illegible] রব [illegible]

আমায় ডাক্ দিলে আজ এ কোন সুরে
জাগল এ কোন সুরের সোহাগ
ঘুম ভোলা মোর ফুল-বঁধুরে ॥
আমার সকল ব্যথার গান
তারা পায় যেন আজ প্রাণ
মোর হিয়ার সায়র উঠলো পুরে ॥
আমার জীবন বেলার শেষে
এ কোন পূর্ণিমা চাঁদ এসে
আমার নয়ন পানে চায়
ওকি গভীর বেদনায়
ডাকে চোখ ইসারায় কোন সুদূরে ॥

—ঃ০ঃ—

এন ৩৭৮১

পূরব তোরণে তরুণ তপন ঘুচালো কালিমা আমানিশার।
ভারত জননী আজি গো মা তোর বন্দিনী বেশ রবে না আর ॥
জগৎ সভায় তোমার আসন তেমনি রহিবে উচ্চ
সপ্তকোটী সন্তান যার মৃত্যু ক'রেছে তুচ্ছ
মুক্ত হবে মা বাঁধন তোমার চরণে জড়ান শিকল তার ॥
দীনহীনা বেশ রবে না তোমার রুক্ষকেশের ভার
স্বর্ণভূষণে সাজিবে জননী সময় হ'য়েছে তার
কটীতে [illegible] তোমার ভূষণের স[illegible]কটী [illegible] রত্নহার ॥

কে বলে তোমায় কাঙ্গালিনী ওগো আমার ভারতরাণী।
তোমার মহিমা বিভব গরিমা কি কব মা নাহি জানি॥
নাই বা পড়িলে হেম হার গলে মণি-মুকুতার মালা,
নাই বা শোভিল চরণে তোমার সোণার বরণ ডালা॥
জীর্ণ কুটীরে, ছিন্ন বসনে তবু তুমি রাজরাণী॥
পরের যা কিছু বসন ভূষণ দূর হ'য়ে যাক আজ,
যা আছে মোদের সাজাব তা দিয়ে নাহি তাহে কোন লাজ;
দৈন্য যা কিছু ঘুচাব আমরা মুছাব নয়ন বারি
ত্রিশ কোটী প্রাণ তোমারি লাগিয়া বলি দিতে মাগো পারি,
স্বর্ণ ঝাঁপটি হস্তে ও মা শুনাও অভয় বাণী॥

—০—

এন ৩৮৩৩ বাউল।

আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল আমার দেউল আমারই এ
আপন দেহ।
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর অন্তরে মন্দির গেহ॥
সে থাকে সকল সুখে সকল দুখে আমার বুকে অহরহ
কভু তায় প্রণাম করি বক্ষে ধরি কভু তারে বিলাই স্নেহ॥
ভোলায়নি আমারই কূল ভুলেছে নিজেও সে কূল
ভুলে বৃন্দাবন গোকুল মোর সাথে মিলন বিরহ॥
সে আমার ভিক্ষা ঝুলি কাঁধে তুলি চলে ধূলি মলিন পথে
নাচে গায় আমার সাথে একতারাতে কেউ বোঝে বোঝে না কে

[illegible]উল

তুমি দুখের বেশে [illegible] য়ে তোমা[illegible] চর[illegible]
[illegible] ধা[illegible] নী তর [illegible] রব [illegible]
দাও ব্যথা যতই [illegible] গী[illegible]॥

আমি শূন্য ক'রে তোমার ঝুলি দুঃখ নেব বক্ষে তুলি
আমি করবো দুঃখের অবসান আজ সকল দুঃখ বরি
কত সে মন কত কিছুই হজম ক'রে ফেলি নিতুই
এক মন-ই তো দুঃখ দেবে তারে নাহি ডরি ॥
তুমি তুলে দিয়ে সুখের দেয়াল ছিলে আমার প্রাণের আড়াল
আজ আড়াল ভেঙ্গে দাঁড়ালে মোর সকল শূন্য হরি ॥

—০—

এন ৩৮৩৭ ভৈরবী।

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে।
শ্যাম-বিটপীঘন তট-বিপ্লাবিনী ভুস্তর তরঙ্গ ভঙ্গে ॥
কত নগনগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি চরণযুগ মাঈ,
কত নর নারী ধন্য হইল তব পুণ্য সলিলে অবগাহি ;
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি
করি সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর পুণ্য শীতল তরঙ্গে ॥
পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল কলবর বরিষ সুপ্তি মম নয়নে ;
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা ভাগীরথী জাহ্নবী সুরধনী কল কল্লোলিনী গঙ্গে ॥

—ঃঃ—

যখন সঘন গগন গরজে বরিষে করকা ধারা,
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন লুপ্ত চন্দ্র তারা ;
দীপ্ত করি সে তিমির জাগে কাহার আনন খানি
আমার কুটীর রাণী সে [illegible] হৃদয়রাণী ॥
জ্যোৎস্না হা[illegible] গ গাহে
স্নিগ্ধ সমীরে [illegible]

তখন স্মরণে বাজে কাহার মৃদুল মধুর বাণী
আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার হৃদয়-রাণী ॥
আঁধারে আলোকে কাননে কুঞ্জে নিখিল ভুবন মাঝে
তাহারি হাসিটী ভাসে হৃদয়ে তাহারি মুরলী বাজে
উজল করিয়া আছে দূরে সেই কাহার আননখানি
আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার হৃদয়-রাণী
বহু দিন পরে হইব আবার আপন কুটীর বাসী
হেরিব বিরহ বিধুর অধরে মিলন মধুর হাসি
শুনিব বিরহ নীরব কণ্ঠে মিলন মধুর বাণী
আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার হৃদয়-রাণী ॥

—০—

এন ৪১৮৭

কে এলে মোর ব্যথার গানে গোপন লোকের বন্ধু গোপন।
নাইতে আমার গানের ধারায় এলে সুরের মানসী কোন ॥
গান গেয়ে যাই আপন মনে সুরের পাখী গহন বনে
সে সুর বেঁধে কার নয়নে জানে শুধু তারি নয়ন ॥
সুরের গোপন বাসর ঘরে গানের মালা বদল করে
সকল আঁখির অগোচরে না দেখাতেই মোদের মিলন ॥

আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী এ কোন সোনার গাঁয়।
আমার ভাঁটীর তরী আবার কেন উজান যেতে চায় ॥
নিভিয়ে দিয়ে ঘরের বাতী ডেকেছিল ঝড়ের রাতি
তুমি কে এলে মোর [illegible] ায়।
[illegible] য়ে তোমা[illegible] চর[illegible]
সোনার দেশের সে[illegible] ধা[illegible] ী তর[illegible] রব[illegible] নেয়ে
[illegible]

এন ৭০০২ ভাটিয়ালী।

আমার গহীন জলের নদী।
আমি তোমার জলে ভেসে রইলাম জনম অবধি
ও ভাই তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর
আমি চরে এসে বসলাম রে ভাই ভাসালে সে চর ;
এখন সব হারিয়ে তোমার জলে রে আমি ভাসি নিরবধি ॥
ঘর ভাঙ্গিলে ঘর পাব ভাই ভাঙ্গলে কেন মন
হারালে আর পাওয়া না যায় মনেরই রতন
ও ভাই জোয়ারে মন ফেরে না আর রে সে ভাঁটীতে হারায় যদি।
তুমি ভাঙ্গ যখন কুল রে নদী ভাঙ্গ একই ধার
আর মন যখন ভাঙ্গবে নদী দুকুল ভাঙ্গ তার
ও ভাই চর পড়ে না মনের কুলে রে একবার সে ভাঙ্গে যদি ॥

—০—

ভাটিয়ালী।

তোমায় কুলে তুলে বন্ধু আমি নামলাম জলে ॥
আমি কাঁটা হ'য়ে রই নাই বন্ধু তোমার পথের তলে ॥
আমি তোমায় ফুল দিয়েছি কণ্ঠা তোমার বন্ধুর লাগি
যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল তাই হ'লাম বিবাগী
আমি বুকের তলায় রাখি তোমায় গো পাছে শুকাই নিকো গলে ॥
যে দেশ তোমার ঘর রে বন্ধু সে দেশ হ'তে এসে
আমার দুখের তরী [illegible] চলেছে ভেসে ভেসে
এখন যে পথে [illegible] পথে মোর চলে ॥

এন ৭০২৩

হিন্দু মুসলমান দুটী ভাই ভারতের দুই আঁখি তারা।
এক বাগানে দুটী তরু দেবদারু আর কদমচারা॥
যেন গঙ্গা, সিন্ধুনদী যায়গো ব'য়ে নিরবধি
এক হিমালয় হ'তে আসে এক সাগরে হয়গো হারা॥
বুলবুল আর কোকিল পাখী এক কাননে যায়গো ডাকি
ভাগিরথী যমুনা বয় মায়ের চোখের যুগল ধারা॥
পেটে ধরার ছেলের চেয়ে চোখে ধরার মায়া বেশী
অতীতে ছিল অতিথি আজ সে সখা প্রতিবেশী
ফুল পাতিয়ে গোলাপ বেলী এক সে মায়ের বুকে খেলি
পাগল তারা ভিন্ন ভাবে আল্লা ভগবানে যারা॥

—•—

আমার শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয়রে আয়।
গিরীদরী বনে মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়॥
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে দেখে যা মোর কালো মাকে
ধূলি রাঙ্গা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ বাজায়॥
ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে একলাটী
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা খড় মাটী,
কালো মেঘের ঝারি নিয়ে করুণা বারি ছিটায়॥
কাজলা দিঘীর পদ্ম-ফুলে যায় দেখা তার পদ্মমুখ
খেলে বেড়ায় ডাকাত মেয়ে বনে লয়ে বাঘ ভালুক,
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে বেদের সাথে সাপ নাচায়
নদীর স্রোতে [illegible] নুড়ী কাঁকন চুড়ী বাজে তার
সাঁজের বারা[illegible]য়ে তোমা[illegible] চর[illegible] [illegible] তারার,
ঊষার গা[illegible] ধা[illegible]ী তর[illegible] [illegible]বর [illegible]ার বেলায়॥

হরিত শস্যে লুটায় আঁচল ঝিল্লীতে নূপুর বাজে
ভাটীয়ালী গায় ভাঁটির স্রোতে গায় বাউল মাঠের মাঝে
গঙ্গাতীরে শ্মশান ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায় ॥

—০—

এন ৭০৫৪

আজি অলি ব্যাকুল ওই বকুলের ফুলে ॥
কত আদরে টানি চুমে বদনখানি
ফুল কলি লাজে পড়ে বুকে ঢলে ঢলে ॥
হাসে ফুল-বধূ বুকে ভরা মধু
হাসে ভ্রমর বঁধু কলি সনে দুলে দুলে।
সোহাগে গুণ গুণিয়ে সব কথা তার কইতে বাকি
সলাজ ফুল কুমারীর ঘোমটাখানি খুলতে বাকি
গোপনে গোপন বুকের সুধাটুকু লুটতে বাকি
না কওয়া যত কথা গানে গানে বলে খুলে।

—০—

গোলাপ ফুলের কাঁটা আছে সে গোলাপ-শাখায়।
এনেছি ছিঁড়ে রাঙ্গা গুল পরাতে তোমার খোঁপায় ॥
কি হবে জানি না গোলাপ কাঁদিল কি না।
হৃদয় ছিঁড়েছি যাহার বুঝিবে না গো সে বিনা।
ভুল ভাঙ্গায়োনা আর সাকী ঢালো সারাব পিয়ালা
মতলব কহিব পিছে [illegible]নেশা [illegible] চোখে বালা
জানি অ[illegible] তোমার [illegible] [illegible]লিয়া চলি ফুল
ভালবাসি [illegible] [illegible] জ্বালা ॥

তিক্ত নহে এ শারাব বিফল মোর জীবনের চেয়ে
শোনায়ো না নীতি কথা শোনাও খুসীর গজল গেয়ে
টুটিয়া আসিছে নেশা আসে বিদায়ের পালা ॥

—০—

এম ৭০৮৭

ভুলে ভুলে যেন ভুলে ভুলে
কালো ছটী আঁখিতারা তুলে।
চেয়েছিল শুধু নিরদয় বধু
সেদিন বিজন নদীকূলে ॥
কি কথা যেন গো হায়
আমারে বুঝাতে চায়
মুখে নাহি কথা শুধু নীরবতা
ক'য়েছে আমারে সবই খুলে ॥

—০—

গোপালচন্দ্র সেন।

এন ৭০০৯ রামকেলী।

জান না রে মন পরম কারণ শ্যামা তো কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘেরি বরণ করিয়া ধারণ কখন কখন পুরুষ হয় ॥
কভু বাঁধে ঘড়া কভু বাঁধে চুড়া ময়ুরপুচ্ছ শোভিত তায়,
সে যে কখন পার্ব্বতি কখন শ্রীমতি কখন রামের জানকী হয় ॥
যেরূপে যে জন করয়ে ভজন সেই রূপে তার মানসে রয়,
কমলাকান্তের [illegible] য়ে তোমা[illegible] চরণ[illegible] মল হয় উদয় ॥
[illegible]

কালেংড়া।

আদর ক'রে হৃদে রাখ আদরিনী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ আমি দেখি আর যেন মন কেউ না দেখে॥
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ নিকট হ'তে দিও নাকো
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ সে যেন সাবধানে থাকে॥
কমলকান্তের মন ভাই আমার এই নিবেদন
দরিদ্রে পাইলে ধন সে কি অন্যের কাছে রাখে॥

—::—

এন ৪১৮৮

খাম্বাজ।

পেয়ে কেন নাহি পায় হৃদয়ে মম
হে চির সুদূর প্রিয়তম।
তুমি আকাশের চাঁদ
আমি পাতিয়া সরসী ফাঁদ
জনম জনম কাঁদি কুমুদিনী সম॥
নিখিলের রূপে রূপে
দেখা দাও চুপে চুপে
এলেনা মূরতি ধরি তুমি নিরুপম॥

—::—

ভৈরবী।

না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়।
গভীর আঁধার ছেয়ে আজও হিয়ায়॥
আমার নয়ন ভ'রে এখনও শিশির ঝরে
এখনও বাহুব[illegible]রে ব[illegible]মায়।
এখনও [illegible] চলে
এখনও [illegible]

নিভায়ে আমার বাতি পোহাল সবার রাতি
আমি নিশি জেগে মালা গাঁথি প্রাতে শুকায়॥

—::—

এন ৩০২৪ গজল

সখি লো তায় আন ডেকে যে গান গেয়ে যায় পথ দিয়ে
সখি দিব তারে কণ্ঠহার তার কণ্ঠের ওই সুর নিয়ে॥
কারুর পানে নাহি চায় সে আপন মনে গেয়ে যায়
প্রাণ কাঁপে সুরের নেশায় নয়ন আসে ঝিমিয়ে॥
সখিলো সুধিয়ে আয় সে শিখিল এ গান কোথায়
এত মধু তার গলায় কার অধর-সুধা পিয়ে
যার গানে এত প্রাণ মাতায় না জানি কি হয় দেখলে তায়
তার শুনে সুর কেউ প্রাণ পায় কেউ ফেলে প্রাণ হারিয়ে॥

—::—

ভৈরবী দাদ্‌রা

একি সুরে গান শুনালে তুমি ভিন্‌দেশী পাখী
এযে সুর নহে মদির সুরা রে সুরের সাকী॥
বসি মোর জানালা পাশে কেন বুক-ভাঙ্গা নিরাশে—
যাও ঘুম ভাঙ্গায়ে নিতি সকরুণ সুরে ডাকি॥
তোর ও সুরে কাঁদছে উষা অস্ত-চাঁদের গলা ধরে
ভোর গগনের কপোল বেয়ে শিশির অশ্রু গড়িয়ে পড়ে
আমি রইতে নারি ঘরে—কেন প্রাণ কেমন করে
আমার মন লাগে না কাজে আর জল ভরে আঁখি॥

—০—

এন ৭০৬১

আমার সোনা [illegible] য়ে তোমার চরণ [illegible] লবাসি।
চিরদিন তোমার [illegible] ধা [illegible] নী তর [illegible] রব [illegible] প্রাণে বাজায় বাঁশী

ওমা ফাল্গুণে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে মরি হায় হায়রে
ওমা আঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কি দেখেছি মধুর হাসি ॥
কি শোভা কি ছায়া গো কি স্নেহ কি মায়া গো
কি আঁচল বিছায়েছে বটের মূলে নদীর কূলে কূলে—
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মত
মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমরা নয়ন জলে ভাসি ॥
ধেনু চরা তোমার মাঠে পারে যাওয়া খেয়া ঘাটে,
সারাদিন পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
মা তোর ধাঁনে ভরা আঙ্গিনাতে জীবনের দিন কাটে,
ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥

—•—

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে ॥
জানিনা তোর ধন রতন আছে কিবা রাণীর মতন
জানি শুধু আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে
নয়ন মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
সেই আলোতে নয়ন রেখে মুদবো নয়ন শেষে ॥

—০—

মিঃ দিলীপ কুমার রায়।

৬৯৪৪

কীর্তন।

[illegible]

[illegible]

ছিল এলায়ে সে কেশরাশি ; ছায়া-সম হে—
ছিল ললাটে দিব্য আলোক শান্তি অতুল গরিমা ভাসি,
তার কপোলে সরম নয়ন প্রণয় অধরে মধুর হাসি।
শুধু চাহিল সে মোর পানে একবার গো—
যেন বাজিল বীণা মুরজ মুরলী অমনি অধীন তানে,
সে গেল কি দিয়া কিনিয়া বাজি মুরলীয়া কিবা মন্ত্র গুণে
কে জানে ॥

—•—

মিশ্র সিন্ধু।

রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায়ে মুটো মুটো।
দেনা মা সাধ হ'য়েছে পরিয়ে দে না মাথায় দুটো
মা বলে ডাক্‌বো তোরে হাততালি দে নাচবো ঘুরে
দেখে মা হাসবি কত আবার বেঁধে (মা তুই) দিবি দুটো ॥

—০—

গ্রামোফোন ক্লাব।

পি ৮২৭১ পুলিশকোর্ট দৃশ্য (কমিক)।

অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাস।

এণ্টারপ্রেটার। বোলাও বিধুভূষণ বক্‌শী, অনুকুলচন্দ্র হাজরা

পাহারওয়ালা। (চীৎকার পূর্ব্বক) বিন্দিভূষো বক্‌শো—
বিন্দিভূষো বক্‌শো—হনুকুল চান্‌দির ঝাঁঝরা—হাজির—

ম্যাজি। What's [illegible] ha[illegible]

পাহা। হুজুর—[illegible] য়ে তোমা[illegible] চর[illegible] বহুত মারপিঠ [illegible] তর [illegible] বব [illegible]
কিয়া।

ইন্টার। রাস্তায় মদ খেয়ে মারামারি কচ্ছিলে কেন ?

বিধু। আজ্ঞে আমরা মদ খাইনি।

ম্যাজি। Each fined ten rupees.

ইন্টার। যাও দুজনের দশ দশ টাকা ক'রে ২০৲ টাকা জরিমানা—যাও।

বিধু। টাকা থাকৃতি হয়েছে—সোজা কথায় বল্লেই ত হয়।

ইন্টার। লে যাও। গোপালদাস চক্রবর্ত্তী।

পাহা। (পূর্ব্ববৎ) গোকেল দাসী চরকাবাতী—গোকেল দাসী চরকাবতী—হাজির—

হুজুর—ইয়ে ভারি মাতোয়ালা।

গোপাল। বেশ বাবা—পাহারালাধন—বেশ গাইলে বাপ! আদালতে ঢুকতেই তো স্ত্রীলিঙ্গ ক'রে ছাড়লে—গোকেল দাসী —তার ওপর চরকার পেছনে বাতীটাও তো জুড়ে দিলে— আবার ডাহা মিছে কথা বলে অবলাকে ফাঁসাচ্ছ—

ইন্টার। মদ খেয়েছিলে ?

গো। আজ্ঞে বাবার চন্নমেত্য রোজ একটু আধটু খাই।

ইন্টা। কতটা খেয়েছিলে কাল ?

গো। আজ্ঞে—প্রথমে এক গেলাস।

ইন্টা। তারপর ?

গো। ফের এক গেলাস—তারপর ফের এক গেলাস।

ইন্টা। তারপর ?

গো। তারপর [illegible] তোমার [illegible] দুটি [illegible]কেস ছিল ? গেলাস ভেঙ্গে যেতে [illegible] চিকণ চা[illegible]কিনে [illegible]

ইন্টা। রাস্তা[illegible]

গো। রাত্তির বেলায় বড় শীত ধরে ছিল দাদা, তাই রোদ পোয়াচ্ছিলুম।

ম্যাজি। Fine ten rupees.

ইণ্টার। দশ টাকা জরিমানা।

গো। কেন? পয়সা খরচ ক'রে মদ খেয়েছি—তোমরা দোকান খুলেছ, খদ্দের-লক্ষ্মী আমি তার—একপাশে অসাড় হ'য়ে শুয়ে পড়েছিলুম। পাহারালা সাহেব পকেট মারলেন—আবার তোমরা জরিমানা কর্ব্বে? ছিঃ, ম্যাজিষ্ট্রেটের থোড়ো একটু ধর্ম্ম জ্ঞান নেই দাদা?

ম্যাজি। Further fined thirty rupees; in default fortnight's simple imprisonment.

ইণ্টা। যাও ৩০৲ জরিমানা হ'লো। যদি না দিতে পার এক পক্ষ কয়েদ থাকতে হবে।

গো। জেলে যদি মাল পাওয়া যায়, তা'হলে একমাস দুমাস থাকতে রাজি আছি।

ইণ্টা। লে যাও।

বোলাও ঝর্ম্মনলাল রিকশওয়ালা।

পাহা। ঝর্ম্মনলাল হাজির।

ইণ্টার। কেয়া কিয়া?

ঝ। কুচ্ছু কসুর নেহি কিয়া খোদাবন্দ।

পাহা। ইয়ে হাতগাড়ীওয়ালা বড় সড়কপর টাট্টি গিয়া।

ইণ্টার। এই যা বুরা কাম কিয়া তুম বেকুব।

ঝ। হামার কেয় [illegible] ধ [illegible]। গাড়ী টানতা ও তো সড়কপড় ঝা [illegible] য়ে তোমা [illegible] চর [illegible] ধা [illegible] নী তর [illegible] রব [illegible]

ইণ্টার। কেয় [illegible]

ঝ। হুজুর, ঘোঁড়ে, ভোঁইস, গরু যে কই গাড়ী টান্‌তা ও সব কই সড়কপর সবকা সামনামে ওহি কাম করতা। ওস্‌কো তু কুছ বোল্‌তা নাই সেপাই! হামভি গাড়ী টান্‌তা হামতো ঘোড়ে, ভইস গরুকা বরাবর হায়।

ম্যাজি। He is a fine chicky fellow; fined three rupees.

ইণ্টার। তিন রুপেয়া 'জরিমানা

ঝ। মর যায়েগা হুজুর মর জায়েগা।

ইণ্টার। যাও যাও, বোলাও মধুসূদন নন্দী।

পাহা। মদ সুধা গন্ধী, মদ সুধা গন্ধী, হাজির—

মধু। আঃ এসেছি, এসেছিরে বাবা চেঁচাসনি।

হ্যাঁ, নমস্কার তর্জ্জমাবাবু, প্রাতঃপ্রণাম মেজেস্তাড়া সাহেব।

ইণ্টার। চুপ রও। পুরোণো কোকেন খোর। কবারে দাগী?

মধু। শত্রুমুখে পানতুয়া দিয়ে এইবার নিয়ে সাতবার হবে।

পাহা। হুজুর, পাকেটমারা।

মধু। পাহাড়ালা সাহেব ভুল করে বলেছেন পকেট মারা। ওঁর পাগড়ী মারা নয়তো নাগড়া মারা। কারণ এই দু জায়গায় ওঁর টাকা পয়সা লুট করে জমা করে রাখেন।

উকিল। পাহারাওয়ালা কোথায় টাকা পয়সা রাখে সেটাও নজর করা হয়েছে বুঝি?

মধু। বাঃ, যে যে ব্যবসা করে সে সেই ব্যবসার হদিস জেনে রাখ[illegible]টা [illegible]কটে আজকাল থাকে কি যে আম[illegible] কর্ব্বে? মাল যদি কিছু করবার[illegible]েই আছে।

ম্যাজি। Old convict! Six months' rigorous imprisonment!

ইণ্টা। ছমাস জেল। যাও, জলদি লে যাও। বোলাও মতি পানওয়ালী।

পাহা। পানওয়ালী, মতি পানওয়ালী—

উকিল। অ, মতি, মতি, আরে শিগ্‌গির এস, কৈ কৈ—এস এস—ডাক পড়েছে—

মতি। আঃ টানো কেন গো বাবু? মেয়ে মানুষকে ধরে এমন টানাটানি কেন? মর মুখপোড়া পাহাড়ালা—ধাক্কা মারিস্ কেন? মাগো ডাক পড়েছে নয়তো যেন ডাকাত পড়েছে—

ইণ্টার। ফরিয়াদী বথ্‌ত খাঁ জমাদার বোলাও!

বথ্‌ত খাঁ। হাজির ধর্ম্মাবতার। ইয়ে পানওয়ালী হামারা হাত কামড় দেকে মাস উঠায়ে লিয়া—

মতির উকিল। এই সবুর, হাম তুমকো cross করেগা। তোম মেয়েমানুষকা সাথ কাহে ঝগড়া কিয়া?

ব। হাম ঝগড়া নেহি কিয়া—

উ। তোম্ কাঁহা আ—

মতি। আরে থামো থামো উকিলবাবু। বাজে কথা বলো না। আমি ও ব্যাটাকে জব্দ কচ্ছি। তোম ঝগড়া নেহি করাতো হাম লাফিয়ে উঠকে তোম্‌কো কামড়ে দিয়া?

ইণ্টার। কি হ'য়েছিল কি?—বথ্‌ত খাঁ, কেয়া হুয়া আ?

মতি। ঐ তো তোমাদের ফুলিসের দোষ বাছা! আমার জিজ্ঞেস্ করতে করতে আবার জাত [illegible] জিজে[illegible]

ইণ্টার। আরে মাগি—[illegible]য়ে তোমা[illegible] চর[illegible] আমার জাত ভাই, কি বল্‌ছিস? ([illegible]ধা[illegible]নী তব[illegible]রব[illegible]

মতি। ফুলিসের লোক সবই জাত ভাই, ওর ভিতর আবার হিন্দু মুসলমান আছে নাকি?

ম্যাজি। order, order—

পাহা। চোপ—চোপ—

ম্যাজি। Go on, go on—

ইণ্টার। বলনারে মাগী কি বলবি—

মতি। বলবো আর কি? ফুলিসের ফাটকের ধারে পান বেচি দুপয়সা পাওয়ার জন্য তো? বল না গো বাবুরা, বল না?

ইণ্টার। কে আবার তোর কথার উত্তর দিবে?

মতি। মরুক গে যাক্ বাবুরা! তা পান বেচে পয়সা রোজগার কর্ব্বি কি যত পাহাড়ালা, জমাদার সামনে দিয়ে যায়—থাবা মেরে পান সুপারী দোক্তা এলাচ নিয়ে নিয়ে যায়। কেন? ওদের কি চোদ্দ-পুরুষের জমা আছে?

ইণ্টার। দাম দেয় না?

মতি। দাম দেবে? ফুলিসের লোক? তবেই তুমি ফুলিসে কাজ করেছ আর কি?

ইণ্টার। মর মাগী তা তুই ওকে কামড়াতে গেলি কেন? তোর এমনি ক'রে রোজ রোজ পান নে যায়—তুই নালিশ করলি না কেন?

মতি। নালিশ কর্ব্বো—এতগুলো টাকা বার ক'রে তো? তারপর তো মোকদ্দমায় আমিই হারবো। যাক্‌কে যাক্—

সকলে। থাক্ থাক্ বাকীটা থাক্—

ইণ্টার। তারপর—

মতি। এ[illegible] তা বেটা [illegible] দোক্তা নিয়েও শোনেনি। বলে "চার টাকা" [illegible] পান বেচতে দেবো না।

ইণ্টার। [illegible]?

মতি। দেব না ? বেটা নাতি মেরে পানের ডাবা উল্টে ফেলে আমার পয়সার বাক্স টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কাজেই আমি অবলা সামনে বটীফটী কিছু না পেয়ে দিলুম বেটার হাত কামড়ে—

ইন্টার। My Lord, Zamadar.

ম্যাজি। I understand. Let her go. Fined Zamadar Bukt Khan fifty rupees. Suspended for six months. Half the fine to be paid to Moti Panwali. Let Moti go away.

ইন্টার। যা বেটী তুই ছাড়ান পেলি। জমাদার বখ্‌ত খাঁ ৫০৲ জরিমানা—৬ মাহিনা কাজ কর্ত্তে পাবে না, তলব পাবে না। ২৫৲ মতি পানওয়ালী পাবে।

মতি। জয় হোক্ বাবা হাকিম, তুমি দারোগা হও বাবা—কেরানী হও—

উকিল। দেখলি মতি একটা crossএর ঠেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের মুণ্ড ঘুরিয়ে দিয়েছি, দে দে আমার ফিটা—

মতি। টাকা কে দেবে, তুমি না আমি ?

উকিল। আমি দেব—সে কি ?

মতি। দেবে না, মকদ্দমা তো আমিই জিতলুম।

—০—

পি ১ ৬৩৪ মার্চ্চ সঙ্গীত।

নীল নির্ম্মল সিন্ধু মথনে সুধার ভাণ্ড সম
কবে উঠেছিল [illegible] ফুল [illegible] ॥
পিতা হিমাল[illegible] যে তোমা[illegible] চরণ [illegible] য়া
সিন্ধু জননী [illegible] ধা[illegible] তর [illegible] রব [illegible]

অরুণ আসিয়া উজল হাসিয়া ঘুচাল গভীর তম,
উঠিলে যে দিন সুজলা সুফলা শ্যামলা জননী মম ॥
শীতল পবন করিল ব্যজন নামিল শ্রাবণ ধারা
চন্দনা পিক পাপিয়া দোয়েল পুলকে আপনহারা
অমৃতলোকের শান্তি মাধুরি পুণ্যপূরিত প্রাণ
সে দিনও আমরা ছিলাম সকলে অমৃতের সন্তান।
আমরা তোমার আশীষে জননী ছিলাম অমরোপম
উঠিলে যে দিন সুজলা সুফলা শ্যামলা জননী মম ॥

—০—

মার্চ্চ সঙ্গীত।

চল চল চল চল গান গেয়ে চল।
ধমনীতে লহুধারা চল চঞ্চল ॥
কভু নভে হাসে রবি পথ আলো ময়,
কভু আসে অমানিশা ধরা কালো হয়,
আলো হোক, কালো হোক, ভয় কিবা বল ?
চল চল নির্ভয়ে গান গেয়ে চল ॥
ন্যায় নীতি ভয় ভীতি উচু নীচু নাই গো।
সদাশিব সুন্দর জয় গীতি গাই গো।

ভগবান শিরে করে কল্যাণ বৃষ্টি
মোরা চলি সম্মুখে উন্নত দৃষ্টি
[illegible] করি [illegible]
[illegible] তোমার [illegible] গেয়ে চল ॥
[illegible] চিরন্তন চা[illegible]

পি ১১৬২৭ ডুয়েট্‌স্‌

স্ত্রী। তোমায় কুঞ্জে যেতে দোব না।

পু। আমি তোমার সঙ্গে যাব শোন মনের বাসনা॥

স্ত্রী। না, না তোমার যেতে আছে মানা।

পু। প্রেম নাহি মানে মানা।

স্ত্রী। শঠের প্রেম বালীর বাঁধ ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ।

পু। নহি শঠ রাধা-দাস শঠতা দাসে সাজে না।

স্ত্রী। তব সনে মান ক'রে রাই ওই দেখ ব'সেছে কানাই।

পু। সাদরে সাধিব যেয়ে তোমারে জানাই।

স্ত্রী। শোন হে কালোসোনা তোমার কোন কথা শুনবে না।

পু। কি হবে উপায় বল না?

স্ত্রী। তুমি যাবে যদি এস সাথে আগে যেও না।

পু। রাধার প্রেমে আছি বাঁধা সে বিনে প্রাণ রবে না।

স্ত্রী। শ্যামের বামে রাই দাঁড়াবে মান করা তো ছলনা।

—•—

উভয়ে। দুটি প্রাণ একটী হোল ভালবাসায় শুধু ভালবাসায়
ছুটে যায় প্রেমের সুবাস ফুরফুরে হাওয়ায়॥

স্ত্রী। প্রাণ চলে যায় প্রাণের টানে মন করে বিভোর।

পু। বুঝে নাও প্রেমিক সুজন প্রেমের কি আদর।

স্ত্রী যাও যাও মনোচোরা যাও।

পু। দাও দাও প্রেমের আধার প্রাণটি ফিরে দা[illegible]

স্ত্রী। রসে প্রাণ ভেসে [illegible]

পু। ধ'রে রাখা কি [illegible] য়ে তোমা[illegible] চরণ[illegible]

উভয়ে। ফুলের মধ[illegible] ধা[illegible] তব [illegible] রব [illegible]

স্ত্রী। আসছে কত খেলছে খেলা তুলছে প্রেমের ঢেউ
পু। আঁকতে পার মোহন ছবি রসিক সুজন নাই কি কেউ ?
স্ত্রী। ছি ছি সরমে মরি।
পু। মরম কাঁদে তাই অধরে ধরি।
উভয়ে। ধরাধরি প্রেমের ধারা ছাড়া বিষম দায়॥

—:o:—

এন ৩৭৮৫

জয় জগতারণ জগত জীবন
জগদীশ জগতারণ হে
হে জগৎপতি তব পদে প্রণতি
এ দীন হীন জনার হে

ব্রহ্মা মুরারি ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতোবুধশ্চ
গুরুশ্চ শুক্র শনি-রাহু-কেতুঃ কুর্ব্বন্তু সর্ব্বেঃ মম সুপ্রভাতম্।

প্রভাতে যে জন স্মরে জয় দুর্গা বলি।
কোল দেন মহামায়া সব দুঃখ দলি॥
সূর্য্যকরোজ্জলে স্নাপিত যেমনি ধরা।
বিপদের তমোনাশে বিপদ নাশিনী তারা॥
অহল্যা-দ্রৌপদী-কুন্তী-তারা-মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরে নিত্যং মহাপাতক-নাশনং॥
পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ
পুণ্যশ্লোকো চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

—:o:—

[illegible]

জবা কুসু[illegible]

ধ্বান্তারি[illegible]

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষ পুরাণস্ত্বমস্ত বিশ্বস্য পরং নিধানম্
বেত্তাসি বেদঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ

দেবাদি দেব তুমি পুরুষ পুরাণ।
বিশ্ব বিশ্বের তুমি পরম নিধান॥
বেদবেত্তা সরবজ্ঞ একমাত্র তুমি।
অনন্ত বিশ্বের মাঝে নিখিলের স্বামী।

নমো নমস্তেস্তু নমো নমস্তে
নমো নমস্তেস্তু নমো নমস্তে।

—০—

এন ৭০১৬

চাঁদ হাসিছে আকাশে তবু তো বঁধুয়া নাহি আসে।
এই তো চরণে যাচিগো শরণ তবু কেন আঁখি জলে ভাসে॥
না না প্রিয় না না এস নাকো মোর পাশে
এত কেন রোষ শেষে হবে দোষ ফিরিব যবে নিরাশে॥

ডাকছে ডালে পাপিয়া
পরাণ কাঁদে পিয়া পিয়া

নিখিল বিশ্ব পুলকে ভাসে আমি শুধু মরি হুতাশে॥

বৃথা কেন হায় হায়
মোর মধু নিশা বৃথা যায়

এই যে এসেছি আ[illegible] পাশে॥
পোহায় না যেন এ[illegible] যে তোমার চরণ[illegible]
[illegible] তব [illegible]

আসিব বলিয়া গিয়াছে চলিয়া বঁধুয়া তো কই এল না।
কেমনে সজনী কাটাব রজনী সে বিনা আমায় বল না॥
শেফালির মালা হ'য়েছে মলিন বৃথা বেণী বাঁধা হ'ল সারাদিন
অঙ্গের সুরভি হরিল মলয় সারারাতি করি ছলনা॥
নিশীথের চাঁদ ঢলিয়া পড়িল কদম্বের আড়ালে
কোকিল বিরহী কুহু কুহু রবে পরাণ মাতালে
বৃথা হ'ল সখী জীবন আমার না পারি সহিতে জীবনের ভার
এনে দে লো তারে মিনতি আমার সে কি লো আমার হবে না॥

—ঃঃ—

এন ৪১৮৬

ওই আসে আসে ধেয়ে।
ওসে কাল বোশেখী মেয়ে
ছোটে তন্দ্রা হারা পাগল পারা
আকাশ বাতাস ছেয়ে॥
প্রলয় নাচন নাচে মরণ বরণ যাচে
আসে বাঁধন হারা উল্কাতারা
অগ্নি শিখা বেয়ে॥

—•—

অম্বর মাঝে ডম্বর বাজে
চপলা [illegible] দূরে থাকি থাকি।
বঁধুরা বিধুরা [illegible] পাশে
[illegible] কি বেদ[illegible] [illegible]রে মোছে আঁখি॥
[illegible] দেবী [illegible] [illegible]
[illegible] তোমার [illegible] [illegible]কটা [illegible]
[illegible] চিক্কণ চা[illegible] কিসের [illegible]
[illegible] আসে

আজি এ মধুরাতে পরাণ শুধু কাঁদে
কেমনে বেদনে চাপি রাখি ॥

—৯—

প্রফেসর গুপ্ত (বিমল বাবু)।

পালা—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত।

(যশোদা ও সখি)—১ম খণ্ড (কমিক)

পি ১১৫৮৭

সখি। মহারাণী, আজ তোমার এত বিরস বদন দেখ্‌ছি কেন, মহারাণী? কি হয়েছে মহারাণী?

যশোদা। সখি, আমি কাল রাত্রে একটা বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি। সে স্বপ্নের কথা মনে কর্ত্তেও আমার প্রাণ কেঁপে উঠে।

সখি। স্বপ্ন কি কখনও সত্য হয়? ওমা, ঐ যে মহারাজ আসছেন। আমি তা হ'লে এখন আসি সখি।

(নন্দের প্রবেশ)

যশোদা। গোপরাজ, আমি স্বপ্নে দেখলুম বাবা গোপাল এসে ননী চেয়ে গেল। আমার ঘরে কত ক্ষীর, সর, ননী থাকে, কোন দিন গোপাল তো এসে চায় না। আজ আমার ঘরে কিছুই নাই, আজ গোপাল এসে ননী চেয়ে গেল আমি দুঃখুর আমি তাকে একটুও ননী দিতে পারলুম নি। হায়

নন্দ। যশোদা, রোদন সং বৃথা [illegible]র; বা[illegible] [illegible]াপাল রে, তুই কি আসবিনি রে বাপ? [illegible] [illegible]রহে কাতরা হ'য়ে পড়েছেন। আয় [illegible] যে তোমার চরণ [illegible] দিয়ে তার তাপিত-প্রাণ শীতল [illegible] [illegible] [illegible]ব



ডাও দেবী প্রণাম করি

কটি ক্ষণে

মল তোমার

মি শুধু

হায়

বৃথা [illegible] র ; [illegible]

[illegible] [illegible] কাতে

যে তোমা [illegible] চর [illegible] দিয়ে

ধা [illegible] নী তব [illegible] বব

(এখন যশোদার দিকে নয় যে ডাক্তারের ওষুধে সারবে, এ হচ্ছে অ্যাকটিংএর দিকে)

যশোদা। না গোপরাজ (ক্) গোপাল (ক্) আসবে (ক্) না। গোপালের আসা এখন আমার স্বপ্নাতীত, আমার কল্পনাতীত, আমার ধারণাতীত, সে যে কি ভীষণ তীত তা আর তোমাকে কি করে বোঝাব গোপরাজ! আমার প্রাণের গোপালকে এনে দাও, তাকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে আমি আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াই। (মূর্চ্ছা ও পতন)

(এখন মূর্চ্ছা ও পতন হতেই একে একে জুড়িরা উঠতে আরম্ভ করলেন। আর ওদের মজা হচ্ছে এই যে অ্যাকটিংএর ঠিক শেষ লাইন নিয়ে ওরা গান আরম্ভ করে। প্রথম জুড়ির গলা বেজায় ভেঙ্গে আছে। কিন্তু গান না গাইলে একদিনের মাইনে দশ আনা আট পাই তো কাটা যাবেই, বিকেল বেলায় জল খাবারের আড়াই পয়সাও কাটা যাবে। কাজেই তিনি গাহিবার চেষ্টা ও চরিত্র ফুটোই ক'রে দেখলে[illegible]তে [illegible] শেষটা পর্যন্ত পেরে উঠলেন না)

গান।

আয় বাপ কোলে ডাক মা মা বলে

তোরে হৃদে ধরে জীবন জুড়াই।

এখন বড় বড় গাইয়ে[illegible] যে[illegible] কথা নিয়ে অনেক রকম কায়দা [illegible]ন, ইনিও সেই রকম [illegible] [illegible]দা করছেন। আর ওস্তাদরা যে[illegible] [illegible]নে [illegible] [illegible]ন বাপের ওপর ঠমক চা[illegible]

[illegible] বলে

[illegible] হচ্ছে না)

আয় বাপ কোলে ডাক মা মা বলে

তোরে হৃদে তোরে হৃদে—

নাঃ ওরে বাবা, এ গলা নিয়ে আর গাওয়া যায় না।

(এইবার যিনি উঠলেন, তার হচ্ছে হেড়ে গলা—তিনি এমন বিক্রম করে গান ধরলেন যে গান আরম্ভ কত্তেই তাকে থামিয়ে দেওয়া হ'ল। আর তার থামার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন উঠে গান ধরতে তবে লোকেরা থামলো)

(হেঁড়ে) আয় বাপ কোলে ডাক মা মা বলে

তোরে হৃদে ধ'রে (উম্) তোরে হৃদে—

লোকেরা। থাম ব্যাটারছেলে, আর গাইতে হবে না।

৩য় গায়ক। আয় বাপ, কোলে, ডাক মা মা বলে

লোকেরা। তোমারও গেয়ে কাজ নেই বাবা।

—•—

২য় খণ্ড।

(এদিকে একজন জুড়ির অসুখ হওয়া[illegible] [illegible]রী মশায় সাজঘরে গিয়ে এক খোনা তামাক সাজতো তাকে [illegible] [illegible]াইবার জন্য ধরেছেন।

অধি। ওহে শুনছো! তোমায় জুড়ি [illegible]জতে হবে।

খোনা। মশাই, তামা[illegible] [illegible]াঁজার [illegible] দেয় কে আবার জুঁড়ি সাঁজতে হবে? [illegible] আমি শুধু [illegible]

অধি। কাপড় চোপড় [illegible] হায় [illegible] না?

খোনা। আঁপনি [illegible] বৃথা [illegible]র; [illegible] এ[illegible] এক ছিলেম তামাক সা[illegible] [illegible] আমিরি[illegible] [illegible] কাতে [illegible] যে তোমার চরণ [illegible] দিয়ে চোগা [illegible] দিয়ে জুড়ি [illegible] ধারী তব [illegible]রব [illegible] সাঁজবো আর [illegible]

আমি কি ক'রে চাঁকরি কঁরি বঁলুন তোঁ? তিন টাকা ছয় আঁনা তোঁ মাঁইনে দিচ্ছেন, নাঁ হয় চাঁকরি করা ছেড়েই দোব মঁশাই—

অধি। আরে তোমাকে জুড়ি সেজে গান গাইতে বল্‌ছি।

খোনা। আচ্ছা অধিকারী মশাই, আপনার যাত্রার দলে তো কত লোক আছে, কেঁউ তো একদিনও জিজ্ঞেস কঁল্লে না—ওঁরে তুই গাইতে পারিস কিনা? আপনি কিন্তু ঠিক ধঁরেছেন—আমি গাইতে পারি। আচ্ছা (হাসি) অধিকারী মঁশাই, আঁপনি কি ক'রে জানলেন আমি গাইতে পারি?

অধি। ও আমরা দেখলেই বুঝতে পারি—তা দেখ, ঠিক না গাইতে পারলে একদিনের মাইনে কাটা যাবে তা বলে দিচ্ছি।

খোনা। কি বঁল্‌ছেন মশাই? গিঁটকিরি দিয়ে গেঁয়ে দোঁব।

(খোনা আসরে গিয়ে গান ধরেছে)

গান।

আঁয় বাঁপ কোলে ডাঁক মাঁ মাঁ বঁলে
তোঁরে হৃ[illegible] এঁ জীবনঃ জীবনঃ
জীবনঃ [illegible] রক্ত যাচ্ছে বাপ

লোকেরা। তুঁমি [illegible] যে যাও বাবা।

খোনা। কি আমা[illegible] ংচি কাটছিস? যাঁ শালারা গাইবো

(এবার দলের ওস্তাদ [illegible]ঠেছেন [illegible] আগে চাই "ল্যাংড়া আম" [illegible]ই বাবু ল্যাংড়া[illegible] মারোহ [illegible]ফেরি কর্ত্তেন। তার কথায়

গা[illegible] সময়েই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible] বিক্রী কর্ত্তেন।

[illegible]ড়াও দেবী প্রণাম করি বুঝে[illegible]

[illegible] তোমার [illegible] কটা ক্ষণে [illegible] বলে (আম)

[illegible] চিরদিন চা[illegible] কি [illegible] (আম)

(এখন কাশি আসার সঙ্গে তিনি বসে পড়িলেন—চড়া একখানা তান মারতে গিয়েছিলেন কিনা)

বলি আয় বাপ কোলে (আম) ডাক্ মা মা বলে (আম)

(উম্) তোরে হৃদে—(কাশি) (আঁব্)

(তখন নন্দ উঠে য়্যাক্টিং ধরেছেন)

নন্দ। (উম্) যশদে! (উম্) যশদে! বাপ গোপালরে। তুই কি আসবিনিরে বাপ ? ছাখ্ তোর জননী তোর বিরহে কাতরা হ'য়ে পড়েছে। বুঝি এই সময় দেখা না দিলে আর তোর জননীর সঙ্গে দেখা হবে না।

(তখন ৩২ বছরের ছোট্ট বেঁটে কেষ্ট আস্‌ছেন)

কেষ্ট। মা, মা, বাবা বাবা, এই যে আমি এসেছি॥

—০—

পি ১১৫৯৪ ভটিয়ালী।

ঘাটে ডিঙ্গা লাগায়ে বঁধু পান [illegible]

পান খায়ে যাওরে তুমি তাম্[illegible] [illegible]রী

কোন গেরামের লাওরে তুমি [illegible] যাও।

বঁধু একখান কথা কও বা না ক[illegible]ন খায়ে যাও।

আমার বাড়ীর পা[illegible]রি তো[illegible] কাড়ির ভাও।

বঁধু ছাশের কথা [illegible]মি শুধু পান[illegible]য়ে যাও॥

[illegible] হায়

[illegible] বৃথা[illegible]র ; [illegible]

[illegible]আমিরি[illegible] [illegible] কাত

আমার আঁধার [illegible]য়ে তোমার চরণ[illegible] [illegible]দিয়ে [illegible]

তরে হৃন্দ [illegible]ধা[illegible]ী তন[illegible]রব [illegible]

কত বাইগুণ মরিচ কিন্না দিলাম রে,

আমি তবু তোর মন পাইলাম না ও চাঁদবদনী ॥

চিক্কোর পাইড়া (ডুকরাইয়া কাইন্দা) পড়াণডা মোর কয়,

ওবে তুই এই দুনিয়ার নয় ত'র দেখা পাওন হইয়া উঠছে দায়

একে জইলা পুইড়া মরতেছি রে একে ত'র বিরহে মরতাছি জইলা

আবার কোহিলগুলাই ডালে বইসা পাড়ত্যাছে ডাক শোন্‌চনি ॥

—:০:—

পি ১১৬৩৩ দারোগার সম্বন্ধী (কমিক)

[ষ্টেশনে এসে গাড়ী থেমেছে। এক পান-সিগারেট-ওয়ালা আর এক খাবার-ওয়ালা ফেরি করতে করতে এক মাতালের গাড়ীর সামনে এসে গছাবার চেষ্টা করছে]

পান। চাই বাবু পান সিগারেট—

পান বিড়ি সিগারেট।

খাবার। খাবার [illegible] তে আলোর বাঁর [illegible]

[illegible] বাবার।

[illegible] রক্ত [illegible]

পান। সিগারেটের [illegible] বার,

[illegible] বন [illegible]

নূ [illegible] গারেট বেরিয়েছে।

[illegible]

মাতাল। নূতন সিগ [illegible] বরিয়ে [illegible]

[illegible] চুমি [illegible] অ [illegible]

কেন বে [illegible] কলেই ত পারত ?

[illegible] কলের সমারোহ সাজা [illegible]

ত [illegible] ই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]

[illegible] ড়াও দেবী প্রণাম করি বুকেবা [illegible]

[illegible] তোমার [illegible] নর দ [illegible] কটা ক্ষণে [illegible]

[illegible] চিরণ চা [illegible] কি [illegible]

গান।

খাবার। এনেছি ছানার গজা সরপুরিয়া
বাবুদের প্রধান খানা।

পান। পান সিগারেট পান সিগারেট
সিগারেট বিলেত থেকে নতুন আনা।

খাবার। নিবি আয় চ্যাপ্টা গজা
মার্কা মারা চিজ।

পান। গন্ধে ভরা পানের দোনা
ভরা রসের বীজ।

খাবার। সরপুরিয়া টাটকা ভাজা
পাবে মজা খেলে।

পান। শুধু খাবার খেলেই পায় কি মজা
যদি (খাবার পরে) পান
সিগারেট না মেলে।

খাবার। রেখে দে তে[illegible] বধু পান [illegible]

মাতাল। এই খাবারওয়ালা, চ[illegible]।
(চাই চানাচুর মটরভাজা [illegible] ঘুগনি।)
মার দিয়া ব[illegible] ঠিক [illegible] চানাচুড় আগিয়া হায়।
এই খাবারও[illegible] আমি শুধু [illegible] [illegible]লা যাও—

খাবার। দেখুন, বাবু[illegible] হায়

মাতাল। বাবুসাহে[illegible] বৃথা[illegible]র ;

চানাচুর। [illegible]

চানা। কত দে[illegible] যে তোমা[illegible] চরণ[illegible] দিয়ে[illegible]
[illegible]ধা[illegible] তব[illegible]রব

মাতাল। [illegible]

বাবা, নেবু মত দেও' মিরচাই আউর জারাসে দে দেও। আঃ চানাচুরটি তো বেশ করেছো বাবা !

চানা। পয়সা দিন না বাবু।

মাতাল। পয়সা? পয়সা কি বাবা ?

চানা। কি বোলছেন মশাই, চানাচুরের পয়সা চারটে দিন।

মাতাল। হাম কেয়া সাধারণ লোক হ্যায়? আমার কাছে তুচ্ছ পয়সা থাক্‌বে? দশ রূপায়া কা নোট, একশ রূপায়া কা নোট, পয়সা not has.

চানা। আঃ, গাড়ী এক্ষুনি ছেড়ে দেবে মশাই, ঐ যে ঘন্টা পড়লো। মাতলামি করবার আর জায়গা পেলেন না? দিয়ে দিন না মশাই পয়সা কটা।

মাতাল। কোন শালা আমায় মাতাল বলে! আমি মাতাল নই—ইয়ারকি not বোলে দিচ্ছি বাবা—no pice. [illegible] ঘুমকে আয়গা তব পয়সা লেও।

চানা। মশ[illegible]তে আলো[illegible] [illegible] বোলে দিচ্ছ, এক্ষুনি police [illegible]

মাতাল। হাঁ হাঁ [illegible] বাবা। no police—হামারা পাশ একশো [illegible] হ্যায়, নিরানব্বই টাকা [illegible]নের আনা বার ক[illegible]

[illegible]না[illegible]

[illegible] করছো বাবা?—মা [illegible] চাইবে, তখন আমি [illegible]রতে হবে যে, আমি [illegible]ছিল না।

চানা। আচ্ছা মশাই, এর পরে যখন আপনাকে পাব, দূর থেকে ঢিল মেরে পালিয়ে যাব। (গাড়ী ছাড়ার আওয়াজ)

মাতাল ও সব ওস্তাদি আমায় কাছে চোলবে না বাবা! পীরের কাছে মাম্‌দো বাজী—বাজ পাখীর কাছে ফর্গো টুনটুনী? (গাড়ীর আওয়াজ কম হচ্ছে)

মাতাল। ওঃ বাঁচা গেল বাবা। ট্যাকতো গড়ের মাঠ—বকেয়া সেলাইয়ে ভর্ত্তি—ব্যাটা যেন চীনে-জোক, হলে হবে কি, আমার ভগ্নীপতি বাঁকুড়ায় দারোগাগিরি করে খায়, আর আমার কাছ থেকে পয়সা! নগদ চার চারটে। হাঁ হাঁ হাঁ!

সংসারী বৃদ্ধের শিবপূজা (কমিক)

(এক সংসারী বৃদ্ধের শিবপূজা। এঁর যত সংসারের খোঁজ খবর পূজোয় বসে নেবার দরকার হোতো।)

আরে হইরা রে. [illegible] হইরা [illegible] ফুলই ধুইয়া রাইখবার কইছিলাম, ধুইয়া [illegible] দে [illegible] পানি [illegible] না দিয়া কোন কর্ম্মই হইব না দেইখ্যাবার ওয়ালা, চ [illegible] আরে রোজ রোজই কইয়া দেই, কাঁচাচুর মটরভাজা [illegible] দেইখ্যা দুর্ব্বা আনবার লাইগা, কতকগুলাই ঘোড় [illegible] ঠিক [illegible] না ফালাইয়া রাখছস্? বিল্বিপত্তরের ছিরি ছ্যাখ ছনি [illegible] গাড়াখাওয়া বিলি [illegible] লইয়া আসছস্‌রে। এই [illegible] হায় [illegible] না রুষ্ট হইব। আমার [illegible] বৃথা [illegible] নাই। শিব-মৃত্তিকা [illegible] আনিরি [illegible] আইনছনা না কি রে [illegible] তোমার চরণ [illegible] দেহি। এঁ্যা—[illegible] ধা [illegible] তর [illegible] রব [illegible]

কতকগুলা বালু আর কাদা আইনা ফালাইয়া রাখছস্—এই গুলাই দিয়া শিব গড়ান য'ইব, না তোর পিণ্ডি চটকান যাইব--

(শিব গড়াবার চেষ্টা হোচ্চে, তা বালু কাদার শিব থাকবে কেন ?)

আরে বইয়া থাক, ঠিক হইয়া বইয়া থাক, হালার গো হালা, বইয়া থাকবার পারস্ না ? নাঃ, শিব হালায় দেহি ন্যাতাইয়া ন্যাতাইয়া পইরা যাইত্যাছে। যাউক গিয়া এই ন্যাতান শিব দিয়াই তো পূজা সাঙ্গ কইরা লই, এগো কর্ম্মফল তোরা ভোগ করবি, আমার আর কি ? আমার তো তিনকাল গিয়া এক কালে ঠ্যাকৃছে—'

ওং ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত

আরে অ হইরা, হইরারে, ছাগলে ব্যাবাক ডাটাগুলাই খাইয়া ফালাইল রে, ব্যাবাক ডাটাগুলাই খাইয়া ফালাইল। আমি ব্যাল-গাছিয়ার থনে ডাটার বীজ আনাইয়া অমন লাল লাল তনতইনা ডাটাগুলাই তৈয়ার করছি, একেবারে পাড়াইয়া ধচাইয়া উজাড় কইরা দিয়া গেল গিয়া, যাউক গিয়া।

(রাগিয়া) ওং [illegible] রজত [illegible] নিভং (অমন লাল তনতইনা ডাটা[illegible]

চারু চান্দ্রাবতংসের [illegible] হইরা, অ ল্যাবা, অ' ক্যাবলা, আরে শিগ[illegible] গরুডা দেহি পগাড়ের মধ্যে পইরা যাইত্যাছে[illegible] তো অহন আইবনা। [illegible]তো আর [illegible] কতকগুলাই শুয়ারের বাচ্চা [illegible]জ নাকি ? আরে, আহ [illegible] ! বাজারের থনে ইচা [illegible] ৬ পয়সা কইরা ২৪টার [illegible] বাজারে যা, ভট্টাজ [illegible]আনছে,—আরে

ভাই আমার গো কি আর বাজারে যাওনের সময় আছে? এই প্রাতঃকালে উইঠা প্রাতঃকৃত্যাদি সাইরা পূজা আহ্নিক শ্যাষ করতে করতে তোমার গিন্না বারটা বাইজা যায় (আরে অহনতরি বাজারে যাইবার পারিনা রে) পরকালের চিন্তা তো করতে হইব। পরকালের চিন্তা লইয়াই আছি আর কি? (অকস্মাৎ) হ্যাঁ, আজ তারিখ কত রে হইরা? কয়ডা বাজছে? এ্যাঁ বারডা? ২৬ তারিখ? আজ গাইতো আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার মকদ্দমার শ্যাষ তারিখ রে দশটা বাজনের আগেই তো উকীল হালার কাছে যাওনের কথা আছিল। হালার পো হালা, মকদ্দমার তারিখও ঠিক রাখবার পারস না; ভূত্তেরি, তোর বালু আর কাদার শিবলিঙ্গের নিকুচি কচ্ছি, ঘোড়ায় খাওনের ঘাসের নিকুচি করছি। শিগগীর কইরা জুতা আর চাদর আর লাঠি লইয়া আয় অহনই কোডে যাওন লাইগব। এই পঞ্চাশ হাজার টাকার লগে লগে লক্ষ্মী ঠাইরণ তগো সংসার ছাইড়া চইলা যাইব রে চইলা যাইব।

—০—

বখে দে তো[illegible] বঁধু পান [illegible]

[illegible] বারওয়ালা, চ[illegible]

পি ১১৬৬৩। ক্যানাচুর মটরভাজা [illegible]

কবিরাজ। আপনা[illegible] ঠিক [illegible]

রোগী। আজ্ঞে আমার [illegible] ছে, [illegible]

কবি। হুঁ, গায়ের [illegible] হায়

খাওনের কালে গলা ধ[illegible] বৃথা[illegible] ; [illegible]

নালিশ করতে আস[illegible] [illegible]

তবে যদি হাতের চ[illegible] য়ে তোমা[illegible] চরণ[illegible]

গো অষ্টাঙ্গ অ[illegible] ধা[illegible] তর [illegible] রব

মিলা যাইব যে আপনারে যদি কেউ গাড় ধাক্কা দেইখাও থাকে—তার আর প্রমাণ করণের যো থাইকবো না। ও নারায়ণ চন্দর—

নারায়ণ। (দূর হইতে) আজ্ঞা—

কবি। এনার লাইগা সাত মাত্রা বৃহৎ বৃষস্কন্ধ প্রলোপের বন্দোবস্ত কইরা দাওছে।

রোগী। আরে মশাই স্কন্ধ নয়—বলছি যে আমার গলা ধরেছে, তার একটুকু ওষুধের ব্যবস্থা করে দিন।

কবি। ও, যে আপনার গলা ধরছে তার লাইগা ওষুধের ব্যবস্থা করণ লাগবো? তা শাস্ত্রেই তো ল্যাখছে যে মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি, আর বলবানস্য লোষ্ট্রৌষধি—অর্থাৎ কিনা মূর্খের ওষুধ হ'ল কিনা আপনার লাঠি—

রোগী। আমার লাঠি কি রকম?

কবি। হে কথা কইতে আছি না। মূর্খের ঔষধ হইল গিয়া যষ্ঠি, পৃষ্ঠদ্যাশে প্রযোজ্য অনুপান লাগবো। [illegible] আর বলবানের ঔষধ হইতে আছে [illegible] পূর্ব্বক নিক্ষেপ কইরা প্রযোজ্য [illegible] লাঠ্যৌষধি আর লোষ্ট্রৌষধি দিয়া [illegible] আছি না।

রোগী। দেখুন, হি[illegible] পাবেন। আর আমার [illegible] লোক ধ[illegible] যে আমি নিজেই [illegible]

[illegible] দেখি, শাস্তরডা দেইখা [illegible]।

[illegible] র কাছে কি রকম?

[illegible] দেখতে আছি।

[illegible] বার কইরা

আপনার রোগ কোন পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে দেইখ্যা ওষুধের ব্যবস্থাডা কইরা দিতে আছি।

(কবিরাজ সূচিপত্র দেখে পড়ছেন)

জ্বর, সান্নিপাতিক, মস্তক বিঘূর্ণন, প্যাটের ব্যাদনা—এই গলদ্যা শেচা পীড়া নিচয় হইল গিয়া আপনার তিনশত আষ্ট পৃষ্ঠা। তিন শত আষ্ট, তিন শত আষ্ট, এই এই গলাধারণ—ওলঞ্চ কটুশ্চৈব—কিনা আপনে ওল পোড়া অথবা কচু পোড়া ভক্ষণ করছেন বইলাই অপনার গলা ধরেছে—

রোগী। কলাপোড়া, কচুপোড়া, সবের ধার ধারিনা মশাই।

কবি। আয়ুর্ব্বেদ শাস্তর কি আর মিথ্যা হইবার পারে? আর প্রথম ভাগে তো স্পষ্টই উক্ত আছে 'ওল খাইওনা ধোরবে গলা' আপনি নিশ্চই ভক্ষণ করছেন—জানবার পারেন নাই। এইডা হইল গিয়া আর একটা নূতন রোগ—এর নাম হইল আপনার গিয়া 'ই' আর কি—বোজছেন

রোগী। [illegible] ও না, আর দিতেও আসিনি। [illegible]

কবি। আরে চ [illegible] নাঃ, দেইখবার চাইলাম নাড়ী—আউ [illegible]

রোগী। মশাই, আ [illegible] দেখ গলাটা সেরে যাবার মত [illegible] উঠছে। মাথা ঠাণ্ডা [illegible]

কবি। ও নারায় [illegible]

নারায়ণ। আজ্ঞ [illegible] তোমা[illegible] চর[illegible] দিয়ে [illegible] সাধারণ ত্যালও [illegible]

কবি। এনারে উত্তম মধ্যম নারায়ণ বেশী কইরা দেওছে—

রোগী। কি আপনার নারায়ণ আমাকে বেশী ক'রে 'উত্তম মধ্যম' দেবে? দাড়ান মশায় আপনার কোবরেজী আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি, চল্লুম পুলিশে খবর দিতে।

কবি। আরে ও মশাই, শুইনা যান। মধ্যম নারায়ণ হইল গিয়া আপনার মস্তিস্কের ত্যাল। শোনছেন নি, ও মশায়। নাঃ, চইলা গ্যাছে গিয়া, ও নারায়ণ চন্দর, লও আউজগাই পোঁডলা পুঁডলী বাইন্দা গ্যাশে ফিরা যাই। এহালার পুত গো জ্বালায় এহানে আর ব্যবসা কইরা খাওন চলবো না।

—০—

ঘোষালের কি বুদ্ধি।

(কমি[illegible] [illegible]ক)

এক ব্রাহ্মণ জমীদার, খোনা। [illegible] [illegible]'লে ব্রাহ্মণদের কোন দুঃখ কষ্ট [illegible] [illegible] দরকার হ'[illegible] [illegible]র অবসরে গল্প শুনিয়ে এক [illegible]গুণের [illegible] [illegible] গল্পে মুগ্ধ হ'য়ে জমিদার [illegible] [illegible] পাবার [illegible]ছিল বড্ড চালাক। [illegible] [illegible]ই টাকা বার করতে [illegible] [illegible]ছিল যে, ঘোষাল যতই [illegible] [illegible]মাসাহেবরা কিছুতেই [illegible] [illegible] না দিচ্ছি। [illegible] [illegible]সায়েব—এমন সময় [illegible] [illegible]র মশাই)—

[illegible]থ [illegible]াতে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি[illegible]

রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা [illegible]

[illegible] ওয় [illegible]

[illegible]বন লতিকা এলাম [illegible]

দাড়ু[illegible] প্রণাম করি নে [illegible]

শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible]

এ কোন রাজের সমারোহে সাজায় মা [illegible]

[illegible]ই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]

[illegible]ড়াও দেবী প্রণাম করি বুঝেবা [illegible]

শ্যামল তোমার [illegible] [illegible]কটী ক্ষণে [illegible]

[illegible] চিক্কণ চা[illegible] [illegible]কি[illegible] [illegible]

জমি। হেঁ হেঁ হেঁ............এই যে ঘোষাল এসেছ—ওহে ঘোষাল যেমন গল্প করে আর কেউ তেমন গল্প করতে পারে না। ঘোষাল! একটা গল্প বলোতো—

মোসা। হ্যাঁ হ্যাঁ—ঘোষালের একটা গল্প হোক কি বল?

ঘোষাল। এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর—তথায় পাঁচ ক্রোশের মধ্যে মনুষ্যের গতাগম্য নেই। সেই প্রান্তরে প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির ও তন্মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ—

জমি। হেঁ হেঁ হেঁ হে.........বুঝেছ? এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর—তথায় পাঁচ ক্রোশের মধ্যে লোকের গতাগম্য নেই। সেই প্রান্তরে প্রতিষ্ঠিত কি? না একটী শিবমন্দির ও তন্মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ। হেঁ হেঁ হেঁ শোন হেঁ, সবাই গল্প শোন। ঘোষাল! তারপর?

ঘোষাল। এক দারুণ গ্রীষ্মে একটী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সন্তান ফুলের সাজি হস্তে সেই মন্দিরের [illegible] এর না.ট এসে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়লো [illegible] পারে না। কিন্তু মন্দিরে তাকে যেতেই হবে [illegible] বঁধু পানে [illegible]

জমি। [illegible] বধে দে [illegible] [illegible] আর কষ্ট দিও না। শেষে কি [illegible] বারওয়ালা, চ [illegible] ছিয়ে দাও।

ঘোষাল। তক্ষ [illegible] কানাচুর মটরভাজা [illegible]—

জমি। আঃ, [illegible] ঠিক? [illegible]

ঘোষাল। এমন [illegible] দেখে বৃষ্টি— [illegible] হায়

হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ... [illegible] বৃথা [illegible]; [illegible] সাজি হস্তে সেই মন্দি [illegible] কাতে বজ্রপাত, মুষলধারে [illegible] যে তোমা [illegible] চর [illegible] দিয়ে [illegible] না। শোন [illegible]

ঘোষাল। এমন সময় এক জেলের মেয়ে ঝড়বৃষ্টিতে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে সেই মন্দিরে প্রবেশ করলে। ব্রাহ্মণসন্তানটী অতিথি অভ্যাগতকে বসতে দেবে বলে তার গামছাখানি পেতে দিলে—

[এই কথা বলেই ঘোষাল নিজের কাঁধের গামছাখানা জমিদারের সামনে বিছিয়ে দিলে। জমিদার মশাই কিন্তু খুব চটেছেন।]

জমি। একি হোল ঘোষাল? একি হোল ঘোষাল? জেলের মেয়ে ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্যা, সে মন্দিরে প্রবেশ করলে, আর ব্রাহ্মণের ছেলেটা তাকে কিনা বসবার জন্যে গামছা পেতে দিলে?

ঘোষাল। গামছা পেতে দিতেই—

জমি। কখনই না, ব্রাহ্মণের ছেলে জেলের মেয়েকে কিছুতেই গামছা পেতে দিতে পারবে না। ১০৲ দশ টাকা দিচ্ছি ঘোষাল গামছা ওঠাও—

ঘোষাল। জেলের [illegible]

জমি। [illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে [illegible] বলে দিচ্ছি। বিশ টাকা দি[illegible]

[ঘোষাল [illegible] চ্ছো হুজুর, গামছা তুলে [illegible] দাঁড় [illegible] গুঁজে সুড় সুড় ক'রে [illegible]

[illegible] ণের অপমান? কি [illegible]

[illegible] আপনি থাকতে কিনা [illegible]

এন ৩১৪০

কালী তোর কাল ক'রেছে লোল রসনা।
দেখে মুণ্ডমালা, হাতের খাঁড়া জপ্‌তে তোরে মন সরে না ॥
স্বামীর বুকে পা রেখে তোর,
ধিঙ্গি মেয়ে রইলি বিভোর
আমি মুদলে আঁখি দেখি যে তোর অরূপ কুরূপ ভঙ্গীখানা ॥
মা যে তোরে কেন বলে তোর মাভৈ বাণী তলিয়ে চলে
কোন অতলে যায় না জানা।
তাই ওরূপ ছেড়ে ঠিক ক'রেছি ভজব এবার কালোসোনা ॥
আমার বাঁকা শশী ভাল, তার রূপে জগত করে আলো
আমার মনের ঘরে দেখ্‌তে তারে ফোটায়
[illegible] তোর মূর্ত্তিখানা।
(মাগো) কারেরো—এর না[illegible] যায়
[illegible] পারে [illegible]ধনা ॥

[illegible] বধু পান [illegible]
ঢং ক[illegible] রেখে দে তো[illegible]
[illegible] মুণ্ড[illegible]
তোর রং[illegible]বারওয়ালা, চ[illegible]
[illegible] না
[illegible]নাচুর মটরভাজা
[illegible] ঠিক [illegible]
তোর ধিঙ্গিপনা [illegible] মি [illegible] পান [illegible] য়ে [illegible] ড়া [illegible] দেখ
লাজ খোয়ালি [illegible] হায়
নিত্যানন্দে [illegible] বৃথা [illegible];
[illegible] কাতে
(তোর) ভ[illegible] য়ে তোমা[illegible] চরণ [illegible] দিয়ে
[illegible]ধা[illegible] তল [illegible] রব

পীরের কাছে মামদোবাজী।

এন ৩৫১৫ ১ম খণ্ড।

[এক মাতাল অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত মাতলামো ক'রে প্রায় ভোরের বেলা বাড়ী ফিরিবার চেষ্টা করছিলো। হঠাৎ পড়লো গিয়ে একেবারে নর্দ্দমার ভেতর, সঙ্গে সঙ্গে মেজাজটা টগ্‌বগ ক'রে ফুটে উঠলো]

মাতাল। কি বাবা নর্দ্দমা—দিনের বেলায় তো বেশ সুশীল সুবোধ বালকের মত রাস্তার পাশটীতে পড়ে থাকো, আর রাত্তির হ'লেই যে আমার পথের মাঝখানটীতে এসে দাঁড়াও—মানেটা কি? আজ বড্ড লেগেছে বাবা, নেহি ছোড়েঙ্গা, ঘুসিয়ে নাক ভেঙ্গে দিয়ে তবে কথা। (প্রহার) কেমন আমাকে ফেলবার মজাটা দেখবি?

(পুলিশের গান গাহিতে গাহিতে আগমন)

পুলিশ। (হঠাৎ) অ [illegible] তো মাতোয়ালা হো কর গাড্‌ঢা কো সাথ্ [illegible] চার আনা [illegible] যায়, তব [illegible]

মাতাল। [illegible] গুণের [illegible] কাজের গোল হ'লো। [illegible] এর placard এর ছ[illegible]

[illegible] দেওয়ালের গায়ে [illegible] কথা কয়? তুমি [illegible] য় না।

[illegible] আরে, ই

মাতাল। কাঁহাসে মিলি মানে? রীতিমত পয়সা খরচ কোরে কেনা হ'য়েছে। চোদ্দ আনার নয় বাবা।

(ঘোঁড়ার গাড়ী চলিয়াছে—গাড়োয়ান 'এই রোককে' হাঁকছে)

পুলিস্। নেহি তুন্ আলবাৎ চোরি কিয়া হ্যায়। দেও অভি ঘড়ি দে দেও। সাহাবকা পাশ জমা দেনে পড়েগা।

মাতাল। এই নাও বাবা, কেন আর কাজের গোল করছো। এখন ভাল ছেলেটীর মত আস্তে আস্তে কেটে পড় দেকিনি।

পুলিস্। হঁ, সাথ্ সাথ্ তুম্‌কো ভি যানে পড়েগা তো।

মাতাল। কেন বাবা, ঘড়ির সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আর টানছো কেন? আমি তো আর তোমার সোনার চেন নই।

পুলিস্। মাতোয়ালা আদমীকো ছোড়নেছে কভি কাম্ চল্‌তা রে।

মাতাল। ... মদ জিনিষটা সম্পর্কে ... পারে না ...

আমার ভাল ...

ভট্টাচার্য্যি। ... পাপাপহারী

দুরাচারী গিরি ... বারওয়ালা ... তে আউড়াতে

মাতাল। ... কানাচুর মটরভাজা ...

গঙ্গা স্নানে যাচ্ছে ... ঠিক ...

আর আমার এক ... দেখে

খেতে দেখেছেন? ...

দৃষ্টির গোচরী ... বৃথা ...

আপনি বলতে পা... যে তোমার চরণ ...

ভট্টাচার্য্যি। ...

মাটী পৈতে মুখে গঙ্গাদেবীর নাম অথচ মিথ্যে কথা বলবার একেবারে His Majesty the King এই আপনার নামাবলীর দফা গয়া।

ভট্টাচার্য্যি। পাষণ্ড শীঘ্র নামাবলী পরিত্যাগ কর্। প্রত্যুষে চারি ঘটিকায়—

মাতাল। ফের মিথ্যে কথা? এক্ষুনি তো শুনলুম একটা বাজ্‌লো। একবার শুনলে অবশ্যি ভুল হ'লে হ'তে পারতো, পরিষ্কার ভাবে ৪ ৪টী বার একটা বাজ্‌তে শুনেছি।

ভট্টাচার্য্যি। গণ্ডমূর্খ্যাঃ স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনাঃ।

মাতাল। যা বলেছেন এই কেটেই পড়ুন।

ভট্টাচার্য্যি। শ্রীবিষ্ণুঃ শ্রীবিষ্ণুঃ—বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ—

মাতাল। শরটঃ করটঃ—তুমি একটা প্রকাণ্ড মকটঃ।

...রার ... মা...

—০—

মাতাল। ...থ ... তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি ... ল করছো বাবা? তোম... আর হামভি Governmen... গুণের ... রক্ত জবায় রাঙুল রাঙ্গাতপা ... য়ে কেন আর প্রাণে ... ...বন লতিকা এলাম ... দী পাথার ... না যেওনা গণ্ডা আ... দাড়ু ... প্রণাম করি নে ...

...শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ... করিতে করিতে

...এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় মা...

...রূপই দেখি ফিরিতে না চায় ... রে? এঁ্যা?

...দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি বুকে বা... নেই বাবা! এই

...শ্যামল তোমার তৃণের দ... ...কটা ক্ষণে ভব ...

...চিক্কণ চা... কি... নেস্‌পেক্টর

সাব দেখ নসে হামারা নোকরী ছুট্ যায়ী। উয়ো যো মোড় মে পানওয়ালা হ্যায় না উসীকে দে দেও।

মাতাল। এক্ষুনি, এক্ষুনি পানওয়ালাকে দিয়ে দিচ্ছি। কিন্ত তার আগে তুমি একটুখানি গা ঢাকা দাও দিকিনি চাঁদ। তোমার নজরের ভেতরে থাকলে যেই পয়সা দেওয়া হ'য়ে যাবে অম্‌নি আবার ফিরে এসে গ্যাক ক'রে গলাটা টিপে "এই তোম্ মাতোয়ালা হো গিয়া থানেমে চলো থানেমে চলো" বলে চেঁচামেচী সুরু করবে ফের আবার আমার আট আনা পয়সা লেগে যাবে বাবা।

(পথে রিক্‌সা গাড়ী চলেছে)

পুলিস। হুঁ, আরে ও ভাগ যানেকা মতলব কভি হাম্‌সে চল্ সেক্‌তা রে? হামারা নাম ধড়িবাজ সিং হুঁ। নেহি তুমকো কভি নেই ছোড়েগা। চল্ ...

(রিক্‌... রাগ—এর নাট ... কি ...বিয়া)

মাতাল ... পারে না... জ রিকশ...

চড়ুক। ... রেখে দে তো... বঁধু পান ... চলো। এই driver কি ... বারওয়ালা, চ...

[থানায় ... মি ... টা মোটেই ... কানাচুর মটরভাজা ... কাটলো ... ঠিক ...

পেয়াদা। রাম... পাড়... দেখে

মাতাল। Ye... মি ... পানা ...

ম্যাজিষ্ট্রেট। ... হ্যায

সহকারী। ব... বৃথা...

মাতাল। কি... কাতে

ম্যাজিষ্ট্রেট। ... যে তোমার চরণ... দিয়ে

সহকারী ...

মাতাল। তা বেশ ক'রেছেন। (নাঃ পয়সা কটা আর রাখা গল না দেখছি) এই নিন মশাই এই আট আনা আর চার আনা বারো আনা—আর এই এক, দুই তিন, চার—পেলেন তো এক টাকা—রেহাই হোলো তো? নমস্কার। (যাক বাবা অত রাত্তিরে বাড়ীর দরজাই বা কে খুল্‌তো?) এই শীতের মধ্যে বাইরেই পড়ে থাকতে হোত। এ বেশ কম্বল গায়ে দিয়েই কাটলো।

আর সেই ঘড়িটা—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—"রিকৃশমেই তুমকো খানে হোগা" জমাদার সাহেব যদি আগে আমার হাত সাফাইয়ের বহরটা জানতেন তাহ'লে আমারি কাছ থেকে ঘাড় নিয়ে আমারি গা ঘেঁসে Rickshawতে বসেন হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ঘড়িটা ঠিক চল্‌ছে তো? (ঘড়ির আওয়াজ) আচ্ছা ঠিক হ্যায়। আমি রামধন মিত্তির আমি কিনা এক কথায় রিকশয় চ[illegible] তো তোর ভেবে দেখা উচিত ছিল। এই [illegible] করুক পীরের কাছে এলেই [illegible] মা[illegible] রে) সকলি [illegible]রি ইচ্ছা [illegible]

—০—

[illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]

[illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা[illegible]

এন ৩৭৮২ [illegible] গুণের [illegible] বন লতিকা এলায় [illegible]

[illegible] দী পাখীর [illegible]

[illegible] প্রণাম কার নহে [illegible]

শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible]

এ কোন রূপের সমারোহে সাজায় মা[illegible] ।

রূপই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]

দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি বুকে[illegible]

[illegible] তোমার চরণের দ[illegible]টী ক্ষণে [illegible]

[illegible] চিরদিন চা[illegible]

এক ব্যাটা তুম্বা বদন প্যাটটা তার জালার মতন
কান তুটা তার কুলার মতন আর মাথাটা ল্যাপা পোঁছা ॥
আবার একটা ক্যালার গাছে জোড়া ব্যাল বাইন্দা স্থাছে
ঘোমটা টাইনা কইরা স্থাছে বিবির নাথাল খাঁচা ॥
নানী ও নানী—কি তুগ্গী দেখলাম নানী—
কাঠের মধ্যে ছাগল গিয়ে কোচ্ছে টানাটানি ॥
তাই না দেখে নাচতে আছে
হাতীমুখো প্যাট ফোলাডা আর ময়ূরে চড়ে যেডা
সাথে ল'য়ে সেই তুড়ে রমজানী ॥

—o—

মাণিকপীর [illegible] রাগ—এর নাট প্রসে [illegible] কি [illegible]
জয় [illegible] পারে ন্যা [illegible]
মা [illegible] রখে দে তো [illegible] য় বধু পাল [illegible]
সুবু [illegible] বারওয়ালা, চ [illegible]
বেশালী [illegible] কানাচুর মটরভাজা [illegible]
মোছলমা [illegible] ঠিক [illegible]
হগ্‌গল ফ [illegible] মি [illegible] পাড়া [illegible] দেখে
পাহাড়ে [illegible] হায়
যেমুন ঘর [illegible] বৃথা [illegible] র ;
কত কের [illegible] কাতে
মাঝ দরি [illegible] য়ে তোমা [illegible] চরণ [illegible] দিয়ে
তুগ্‌গ [illegible] ধা [illegible] ী তল [illegible] রব
[illegible]

ষাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে আর মানষির মাথায় ক্যাশ
আল্লা আল্লা বল রে ভাই পালা কইরলাম শ্যাষ ॥

—০—

অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি—প্রথম খণ্ড

এন ৩৮২১

অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক ভগীরথবাবুর বাড়ীতে মতীবাবুর দলের 'রাবন বধ' হচ্ছে। যাত্রা আরম্ভ হ'য়ে গেছে শ্রীরামচন্দ্র বক্তৃতা কচ্ছেন—

রাম। অহো কি পরিতাপ! কি অশুভক্ষণেই মায়ামৃগের অনুসরনে গিয়ে সীতাহারা হলেম।

ভগীরথ। আরে ও কাইলা! ক্যাটা আস্‌ছেরে?

কালী। আজ্ঞে, শ্রীরামচন্দ্র [illegible] (স্বগত) কানেও শুন্‌বো না, চোখেও দেখ্‌বো না [illegible] করবো।

ভগী। [illegible] রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পাল[illegible] ছিলো আর আমার [illegible] বাইছনা তো তম[illegible] অথন পয়সা লইছ না[illegible] লইয়া যাইবো। অ[illegible] [illegible] যায়। কাইলা [illegible] টাকা বাইর কইরা [illegible] [illegible] তেই রামচন্দ্র সেগুলি [illegible] হন লক্ষ্মণ, একটিং

প্রয়োজন হ'লে—
প্রাণ মোর দিয়া বিসর্জ্জন
জানকীরে আনিব ফিরায়ে—

ভগী। কাইলা ; লক্ষ্মণ ভাই আস্‌ছে বুজি ?

কালী। আইজ্ঞা হ কর্ত্তা।

ভগী। ছ্যাখ, এই রামচন্দর তো য্যান্ বুইঝলাম পিতৃ আজ্ঞা পালনের লাইগা বনে গমন করছিলেন। লক্ষ্মণের ত যাওনের কোন কাম আছিল না। কেবল দাদার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই সে বনবাস গ্রহণ করছিলো। "ধর লক্ষ্মণ" কইয়া শ্রীরামচন্দর লক্ষ্মণকে ফল খাইতে দিতেন বইলা লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশ বর্ষ ফল না খাইয়াই আছিল। দুই ভাই মনেম মিল কতখানি বুঝতে আছস্ ? আর আমার পোলাপান গুলাই—ওই [illegible] চইরাডা—এক একডা য্যান আর একটার [illegible] এর ন.ট [illegible] কি [illegible] আর লাঠালাঠি ২৪ ঘন্টা যেন [illegible] পারে না [illegible] তো ভগবান সুমিত্রার ল[illegible] বথে দে তো [illegible] বধু পান [illegible] থান পুত হইব। তুই [illegible] টাক দিয়া দে। [illegible] বার ওয়ালা, চ[illegible] মি [illegible]

তারপর দুই [illegible] কানাচুর মটরভাজা [illegible] ছ হনুমান এবং তার স[illegible] ঠিক [illegible] ভেলভেটের মোটা সোট[illegible] দেখে

হনু। প্রভু ! [illegible] হায়
রাশি রাশি [illegible] বৃথা [illegible]
যাইব লঙ্কা [illegible]
অগ্নিযোগে [illegible] মৈ তোমা[illegible] চরণ [illegible]
লঙ্কার ন[illegible] রব

ভগী। কাইলা রে বীর হনুমান আসছে বুঝি? সত্য কথা কইতে গ্যালে তো মা জানকীর উদ্ধারের একমাত্র কারণই তো হইল গিয়া হনুমান। মানুষ হইলেও যেন কথা আছিল—কিন্তু বনের পশু। বনের পশু মানুষের তুলনায় ওর বুদ্ধিই বা কতটুকুন। ৫০৲ টাকার কম দিলে হনুমানের সম্মান থাকে না। কি কস্?

কালী। আইজ্ঞা কর্ত্তা—হ্যাঁ তো ঠিকই।

ভগী। হেইলে যা দিয়া দে।

তারপর এসেছে রাবণ—বক্তৃতা হচ্ছে।

রাবণ। কতটুকু শক্তি ধরে সে ক্ষুদ্র রাঘব—

সীতে বরণ করহ মোরে।

ভগী। রাবণ হালায় আসছে বুঝি? মা জানকীরে কইতে আছে কিনা "বরণ করহ মোরে" ... মুখে হাত চাপা ... কথা। দে হালায়রে তাড়াইয়া বাইর ক ... দে।

... মা ...

—০—

১ম। ... বে না।

... তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি ...

২য়। ... রক্ত জবায় রাঙ্গা পা ...

ভগী। ... গুণের ... ওয় ... রে রাম সিং ... গল ... বন নর্ত্তকী এলাম ... দাঁড়ু ... প্রণাম ক'র নে ... পা ...

... শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা ... ড়ুন—কেন আর

... এ বোন রাণীর সমারোহ সাজায় মা ... আপনি বাহিরে।

... কেই দেখি ফিরিতে না চায় ...

... ড়াও দেবী প্রণাম করি ...

... বুঝি তোমার চরণ দুটি ক্ষণে ... র একবার ভাগ্যে

... চিরদিন চা ... বলে ব্যস্ত হ'লো

... ফুলের পুরস্কার

প্রাপ্তিতে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে নিজে আরও কিছু বাগিয়ে নেবার চেষ্টায় রইলেন। ফলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে মাঝের কয়েকটা দৃশ্য বাদ দিয়ে একেবারে রাবণ বধের আগের দৃশ্য আরম্ভ করা হ'লো। এ দৃশ্যে রাবণের যেমন একটু ভক্তিরসের অভিনয় ছিল তেমনি অধিকারী মহাশয়েরও খাসা একখানি ভক্তিভাবের গান ছিল। মন্দোদরী এবং রাবণ বক্তৃতা করছেন :—

মন্দো। রক্ষঃরাজ!

হায় হায় একি হেরি আজি

রক্ষপুরী বীরশূন্য

পুরনারীগণ কাঁদিছে চৌদিকে

হায় হায় কি [illegible] সীতে।

রাবণ। প্রিয়ে, [illegible]

শুভ [illegible] রাগ—এর না.ট [illegible] কি [illegible]

[illegible] পারে না [illegible]

[illegible] রথে দে [illegible] য় বধু পান [illegible]

ভগী। [illegible] মাছিল ন

[illegible] বারওয়ালা, [illegible]

এদিকে অধিক। [illegible]

[illegible] কানাচুর মটরভাজা [illegible]

[illegible] ঠিক [illegible]

ওগো জা [illegible] দেখে

কেন যে [illegible]

[illegible] হায়

ভূভার হ [illegible]

[illegible] বৃথা [illegible] র ;

নিজে উ [illegible] কত

[illegible]

ভগী। আহা [illegible] যে তোমার চরণ [illegible]

কি আনন্দই দি [illegible] রব

সিন্দুকের থ [illegible]

গান

ভগীরথ গঙ্গা আনিল মহীতে

সগরেরই বংশ উদ্ধার করিতে।

জনৈক লোক। অধিকারী ব্যাটা কি ঝানু দেখেছিস্। যাতে বেশী টাকা পায় সেই জন্য গানের ভেতর কর্ত্তার নামটী অবধি লাগিয়েছে। কম্‌সে কম নিষ্যাত ১০০৲ টাকা না মেরে আর যায় না।

গান

ভগীরথ গঙ্গা আনিল মহীতে

সগরেরই বংশ উদ্ধার করিতে

তাই এ লঙ্কাপুরীতে দিবাতে নিশিথে

[illegible]ই গা[illegible] মুখে হাত চা[illegible] হাসিতে ॥

ভগী। [illegible] ছস্। প্রাণটারে একেকারে [illegible] কাইলা টাকা লইয়া [illegible] টাকা দিয়া অপমান [illegible] দে। আর ত্বরাতা [illegible] গঙ্গা মৃত্তিকা আইনা [illegible]

—০—

[illegible]তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি

[illegible] রক্ত জবায় মাতুল রাঙ্গা তপা

[illegible] গুণের [illegible] ওয়

[illegible]ন লতিকা এলায়

[illegible] পাথার

দাঁড়[illegible] প্রণাম ঝার নে

শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible]

এ কোন্ রূপের সমারোহ সাজায় মা[illegible]। যেমন খাই তেমনি

[illegible]ই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]বা। ভগীরথ না হ'লে

[illegible]ড়াও দেবী প্রণাম করি বুকে বা[illegible]

[illegible] তোমার চরণ দুটী ক্ষণে [illegible]

[illegible] চিরন চা[illegible]

এন ৩৮৪৪

ওরে মাঝি ভাই তুই কি দুঃখ পেয়ে কুল হারালি অকুল দরিয়ায় ॥
তুই চোখের জল ভাই ছাপাতে চাস নদীরজলে এসে,
এখন নদীই এলো চক্ষে রে তোর তুই চলিলি ভেসে
তুই কলস দেখে ডুবলি জলে রে এখন ডুবে দেখিস কলস নাই ॥
তুই কুলে যাহার কুল পেলিনে তারে অগাধ জলে
মিছে খুঁজে মরিস ওরে পাগল তরি বাওয়ার ছলে
ওরে তুই ধারে এর চোরা বালুরে তোর হেথায় মনের মানুষ নাই ॥

আমার এ না' যাত্রী না ল'য় ভাঙ্গা আমার তরী
আমি আপনা [illegible] তাই [illegible] করি ॥
আমায় [illegible] রাগ—এর না'ট এসে [illegible]
আ[illegible] পারে না [illegible]
[illegible] ॥
[illegible] রখে দে তো[illegible] য় বধু পান [illegible]
[illegible]
এখন [illegible] বারওয়ালা, চ[illegible]
তাই চো[illegible] কানাচুর মটরভাজা [illegible] ॥
আমি তারি [illegible] ঠিক [illegible]
আমার তারি [illegible] দেখে
আমার নয়না [illegible] হায়
ঐ নদীর জল [illegible] বৃথা [illegible]
আর মানুষ [illegible] কাঁদে
আমি ভাল [illegible] যে তোমার চরণ [illegible] দিয়ে
[illegible]

এন ৩৫১৪ টহলদারী।

সীতারাম ভজ না মনুয়া দেথ না সংসার কি কারথানা।
বাপ মাতারি জরু লেড়কা কোই নেহি তোম্‌রা আপ্‌না॥
সাধু সঙ্গমে হরদম্ ফিরো ছোড় দে রঙ্গ ছলনা॥
ছুনিয়া ছোড় কে যানে হোগা এবি ইয়াদ্ রাখ্‌না।
শেষ্‌ কা দিন্‌মে কোই নেই সাথী, এবি ইয়াদ রাখ্‌না।
আর উসি বখ্‌তমে রামনাম লেকে ধরম সাথী কর্‌লে না॥

—০—

দরবেশী।

দিন ফুরাল সম্‌ঝে চল ইহকাল পরকাল হারায়ো না।
শরীর পিঞ্জরে জীবন [illegible] চিরদিন [illegible] থাকবে না॥
জপ তপ [illegible] গান মুখে হাত [illegible] তাড়না।
মাতা [illegible] আপন
[illegible] না॥
[illegible] ব না॥

—০—

[illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]
[illegible] রক্ত [illegible] রাঙ্গা [illegible]
[illegible] গুণের [illegible]
এন ৩২৬ [illegible] বন লতিকা এলায় [illegible]
[illegible] পাথার [illegible]
দাড়া [illegible] প্রণাম কার নত [illegible] নাই লো।
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ [illegible]
এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় [illegible] লা।
[illegible] দেখি ফিরিতে না চায় [illegible] ই লো॥
দাড়াও দেবী প্রণাম করি বুকেবা [illegible]
শ্যামল তোমার রূপের [illegible] কটী ক্ষণে [illegible]
[illegible] চিরদিন [illegible] কি [illegible] লো॥

আ মরি কি রূপের ছটা,

কয়লা হ'তে ময়লা সেটা (লো)

ওলো তার সনে তোর প্রেমের ঘটা লাজে মরে যাই লো ॥

—*—

ভাটিয়ালি।

সাঁজের বেলাতে কে তোরে জল আন্‌তে ব'লেছে ॥

ঘরের জল বাইরে ফেলে, জল ফেলে জল আন্‌তে গেলে,

না জানি কোন কালার সাথে মন মজেছে ॥

দাদা এলে ব'লে দিব, ব'লে দিয়ে মার খাওয়াব,

জল আনা তোর ঘচাইব আয়ানের কাছে ॥

[illegible]

[illegible] রাগ—এর ন.ট প্রসে [illegible]

এন ৩৪৫০

[illegible] পারে [illegible]

[illegible] বধু পা[illegible]

ধন[illegible] বখে দে তো[illegible]

তা[illegible] বারওয়ালা, চ[illegible] মি [illegible]

ও যে স্বপ্ন [illegible] কানাচুর মটরভাজা [illegible]

এমন দেশ[illegible] ঠিক [illegible]

সকল দেশে[illegible] মি [illegible] ড়া [illegible] দেখে

সে যে আমার [illegible] হায়

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ [illegible] বৃথা [illegible] ;

কোথায় এ[illegible] [illegible] কাতে

কোথা পাখী [illegible] য়ে তোমা[illegible] চর[illegible] [illegible] দিয়ে

[illegible] ধা[illegible] তব [illegible] রব [illegible]

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন তুঙ্গ পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে ;
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটী —ইত্যাদি ॥

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটী—ইত্যাদি ॥

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথা গেলে পাবে কেহ,
ও মা তোমার চরণ দুটী বক্ষে আমার ধরি,
এ দেশেতে জ[illegible] মুখে হাত চা[illegible]রি ॥

[illegible]

এন ৩২৬৭

—০—

[illegible]তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]
[illegible] রক্ত জবায় রাতুল রাঙ্গা পা[illegible]
(এব[illegible] গুণের [illegible] ওয় [illegible]রেছে)
[illegible]বন লতিকা এলায় [illegible]
[illegible] পাখী [illegible]
দাঁড়[illegible] প্রণাম ঝরার নত [illegible]বরে।
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible]
এ কোন রাণীর সমারোহ সাজায় ম[illegible]
[illegible]ই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]
[illegible]ড়াও দেবী প্রণাম করি বুকে[illegible]
[illegible]মল তোমার চরণ দু[illegible]টী ক্ষণে [illegible]
[illegible]চিরন্তন চা[illegible]কি[illegible] [illegible]ড়বে।

কর্ত্তা। আহা—বাবাজি আহা হা তোমার মুখে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম আহা হা কি আর বলব? এই কত জায়গায়ই ত ঘুরলুম নবদ্বীপ শান্তিপুর—

ভিখারী। দুটী ভিক্ষে দিন কর্ত্তাবাবু।

কর্ত্তা। কিন্তু এমনটি হে! হে! হে! ওর নামটি এই বুঝলে কিনা—হে! হে! হে!

ভিখারী। আজ্ঞে আমাদের কি আর, না আছে ভাব না আছে ভক্তি।

কর্ত্তা। বিলক্ষণ।

ভিখারী। এই কোনরকমে একটু ঠাকুর দেবতার নাম করা তা একটু জল খেতে

কর্ত্তা। হে! হে! হে ঐ পুকুরের রে একটু জলটু খেয়ে এস পারে নিয়ে যাও আ আসবার

ভিখা বাবু। ক বালটিটা দেন

কর্ত্তা। হে অম একটু সেরে সুরে ঠিক আহাহা কেষ্টের দেখে ফেরবার মুখে চারা

(ভিখিরী রওন

গিন্নী। ওগো যে তোমার চরণ পোড়ার মুখে গিল

কর্ত্তা।

কর্ত্তা। ও বাবাজি গেলে নাকি গো?

ভিখারী। আজ্ঞে।

কর্ত্তা। অনেক বেলা হয়েছে, কোথা আর যাবে? অমনি একটা ডুব দিয়ে এসে চাল ডাল যা আছে আমরাই রেঁধে দি। (এই বলে ঝুলি থেকে চাল কটা নিয়ে কর্ত্তা বাড়ীর ভেতর কেটে পড়ল দেখেই বাবাজির ত চক্ষু চড়ক গাছ)।

ভিখারী। ভ্যালা, মোর ভদ্দর নোক। জল খেতে চাইতেই ত সাড়ে সতর গণ্ডা কাজের চাপানে পড়লাম, চালকটা ত সাবাড় দিয়েছে দেখছি অ্যাঃ—গৌরাঙ্গ হে এই খালি ঝুলি নিয়েই কি ফিরতে হোলো? নাঃ ওই ত দেখছি একখানা নতুন কাপড় ঝুলছে হে! হে! হে! বাবাঃ এই ভরতির ঝুলি [illegible] র? এই নিয়ে এখন সড়ে পড়া যাক্ গে [illegible] মুখে হাত চা[illegible] একে [illegible] পায়। (কর্ত্তাত বাইরে এসেছেন [illegible]

কর্ত্তা বল [illegible] গে সাড়ে নয় পয়সার [illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]। যাক্ বেটা ত [illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা পা [illegible] অ্যাঃ নতুন কাপড় খা [illegible]

—০—

[illegible] গুণের [illegible] ওয় [illegible]

[illegible] ন লুতিকা এলাম [illegible]

[illegible] মহি [illegible] দী পাথার [illegible] কেন?

দাড়ু [illegible] প্রণাম ঝার ন [illegible]

শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ [illegible] না ঝুলছিল ঝোলাও

এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় [illegible] কা সাড়ে সাত আনা

কাহুই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]

দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি বুকে [illegible]

শ্যামল তোমার ভালের দ [illegible] কটা ক্ষণে [illegible]

[illegible] চিক্কণ চা [illegible] কিশোর [illegible] সংস্কৃত ভাষায় [illegible] বোঝা যায়।

আমাদের জগাই বাবু একটা বিশেষ উপদেশের জন্যে বিদ্যার্ণবমশা[illegible]
কাছে এসেছেন। আসতেই তিনি জগাই বাবুকে অভ্যর্থনা করলেন।

বিদ্যার্ণব। এই যে আসুন, আসুন। স্বাগতম্। তারপর[illegible]
কিম উদ্দেশ্যম্।

জগাই। সংসারে থেকে বড্ড মানসিক কষ্ট পাচ্ছি বলেই আপ[illegible]
কাছে এসেছি।

বিদ্যার্ণব। হাঃ হাঃ, দেখুন, এই যে পার্থিব কষ্ট এটা লা[illegible]
করবার উপায় যুগে যুগে বদলে আসছে। সত্য এবং ত্রেতা [illegible]
আমাদের দেশে ছিল ভক্তি যোগ, একটি বার হরি নাম কর[illegible]
শোক, তাপ সব দূরীভূত হতো তখন বলতো অসঙ্গ স্বর্ণভরি গোকো[illegible]
কন্যা কর দান, তথা[illegible] [illegible]

আহা হা [illegible] দ্বাপরে কি হ[illegible]
[illegible] এর নাট [illegible] হরির নাম
না হরে [illegible] পারে না [illegible]
কেবল [illegible]
অর্থাৎ [illegible] বধে দে [illegible] বধু পা[illegible] [illegible]
অতএব গতি[illegible] বারওয়ালা, [illegible]

ঠাকুর। বা[illegible] নাচুর মটরভাজা [illegible]

জগাই। কি [illegible] ঠিক [illegible]
দেখছি। [illegible]

বিদ্যার্ণব। হা[illegible] হায়
ও পুণ্যি সঞ্চয় [illegible] বৃথা [illegible]
আপত্তির কারণ [illegible]
গেছেন নমাংসভ[illegible] যে তোমা[illegible] চরণ [illegible]

জগা। উ[illegible] ধা[illegible] তর [illegible] রব [illegible]
ঠিকই উদ্ধা[illegible]

বিদ্যার্ণব। হাঃ হাঃ হাঃ, যাক এই আপনার কথাটাই আগে শোনা যাক।

জগাই। আজ্ঞে, সংসারের এই অশান্তিতে টিকতে না পেরে মদ ধরে ফেলেছি। কিন্তু এখন আর কোন মতেই ছাড়তে পারছি না।

বিদ্যার্ণব। এমন একটা জিনিষ কেন যে ছাড়বার চেষ্টা কচ্ছেন, আমি তো মশাই ভেবেই পাচ্ছি না। গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে এই মদ জিনিষটা যে তার কতখানি প্রিয় ছিল। সেটা বোঝাবার জন্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলে গেছেন কি? না—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে
মুনিনাম হৃদয়ে ন চ,
মৎভক্ত [illegible] আমি নারদঃ ॥

অর্থাৎ কিনা [illegible] একে [illegible] হৃদয়েও থাকবো না। তবে থা [illegible] মৎভক্তের অর্থাৎ এই মা [illegible]

—০—

নারদঃ— [illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]

জগাই [illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা [illegible]

বিদ্যা [illegible] মনে হচ্ছে যেন [illegible] এই কথা শুনে [illegible] হেন না পাকা কথা। [illegible] ই রদ হবে না। [illegible] ও রয়েছে। এই [illegible] ৩০ বৎসরের মধ্যে [illegible] লোকের সঙ্গে [illegible] মনে হচ্ছে যে

লোকজন ডেকে আচ্ছা করে ধনঞ্জয় দিয়ে আপনাকে দেশ ছাড়া করা

বিস্তার্ণব। হাঃ তাহলে আসুন তাড়াতাড়ি লোকজন ঠিক করে বেলা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঃ হ্যাঃ নমস্কার—নমস্কার। হ্যাঃ ও ব্যাচা সাদাসিদে লোক—জানে না তো যে আজকাল টাকার জোর থাব যা খুসি তাই করেও সমাজের বুকের উপর সোজা হয়ে বুক ফু দাঁড়িয়ে থাকা যায়।

এন ১০৪৮

বিদুষীর আধুনিক সঙ্গীত চর্চ্চা।

(ছাত্রী রে [illegible] অভ্যাস করছিল)

[illegible]

[illegible] রাগ—এর ন.ট এসে [illegible] কি [illegible]

[illegible] পারে না [illegible]

রেবা [illegible] রেখে দে তো [illegible] য় বধু পান [illegible] বা এলো [illegible]

[illegible] বারওয়ালা, চ [illegible] মি [illegible] ছলি

মাষ্টার—ও [illegible] কানাচুর মটরভাজা [illegible]

দিদিমণি কোথায় [illegible] ঠিক [illegible]

মধু—দিদিমণি [illegible] মি [illegible] দেখে [illegible]

মাষ্টার বাবু।

মাষ্টার। হ্যাঁ [illegible] হায় [illegible]

মধু—বাবু যে [illegible] বৃথা [illegible] র ; [illegible]

মাষ্টার—যাক্ [illegible] যে তোমার চরণ [illegible]

রেবা—কে [illegible] রব [illegible]

বসিয়েছি। [illegible]

মাষ্টার—এঁ্যা, বল কি রেবা? স্বরের একেবারে গ্রাম বসিয়ে ফেলেছে? বলি তার ভেতর আমার একটু ঠাঁই হবে তো?

রেবা—কি যে বলেন মাষ্টার মশাই; আমার যা কিছু বিদ্যে সে তো আপনারই জন্য।

কর্তা—ওরে কাশীম ঘোঁড়াটা বড্ড খেটেছে একটু দাম খাইয়ে আস্তাবলে তুলে দে।

মাষ্টার—নাও নাও, কর্তা বাড়ী এসেছেন, শিগ্‌গীর একটা গান ধ'রে ফেল।

রেবা—কি গাইবো?

মাষ্টার—যা হোক্ একটা কিছু ধ'রে ফেলো—নাও।

'ডাগ্ মাগ্ হালে সোবি নাইয়া কানাইয়া বিন্থ'

(রেবা গাহিতে [illegible] মুখে হাত চা[illegible]

আঃ তোমা[illegible] [illegible]ইচো "ডাগ মাগ্ হালে" [illegible] —'হালে' সোজা দাঁড়ি[illegible] [illegible]তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible] খেঁচড়া হ'য়েছে। [illegible] রক্ত জবায় [illegible] বাঙ্গা[illegible]

রেবা—[illegible] গুণের [illegible] বন লতিকা এলাম [illegible] —হারমোনিয়ামে আঙ্গ[illegible] দাঁড়ু[illegible] প্রণাম কার নত [illegible] আমার আঙ্গুল-

[illegible] শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible] [illegible]। বা বা বা এমন

এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় [illegible] কি জান। এই

[illegible] দেখি ফিরিতে না চায় [illegible] [illegible]মটা নিয়ে একটু

[illegible] দেবী প্রণাম করি বুকেবা [illegible]

[illegible] তোমার [illegible]র [illegible]কটী ক্ষণে [illegible]

[illegible] চিরন্তন [illegible] [illegible]বে দরদের কথা

মাষ্টার—দরদ ! রেবা গানের এইটাই যে সব চেয়ে বড় জিনিষ। ওটি না থাকলে সোম বিষম খায় ; ফাঁক ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। দরদই যে গানের প্রাণ রেবা।

রেবা—মাষ্টার মশাই আমার গলায় আপনার মত দরদ কি ক'রে হবে ?

মাষ্টার—রেবা তাহ'লে তোমায় ভাল বাসতে হবে। ভাল বাস—দেখবে হৃদয়ের প্রত্যেকটী স্পন্দন দরদ হ'য়ে ঝ'রে পড়বে।

রেবা—মাষ্টার মশাই ! আপনি তাহ'লে নিশ্চয় কাওকে ভালবাসেন।

মাষ্টার—তাকি এতদিন পরে তোমায় বলতে হবে রেবা ? যে দিন তোমায় প্রথম গান শেখাতে এলাম আর তুমি গাইলে "মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী" সেই দিন থেকেই যে রেবা—রেবা—

রেবা—(পিতৃ[illegible]

কর্ত্তা—[illegible] এর ন.ট [illegible] মাষ্টার মশাই এই জন্যই [illegible] পারে না [illegible] ওয়া হয় ?

মাষ্ট[illegible] রেখে দে তো[illegible]য় বঁধু পান [illegible] হ্য।

কর্ত্তা[illegible] [illegible] পর কথা। বেরোও বেটা [illegible] বারওয়ালা, চ[illegible] মি [illegible] ম ! [illegible] কানাচুর মটরভাজা [illegible]

রেবা—বাবা, [illegible] ঠিক [illegible] না। উনি যে দরদী—[illegible] মশাই ! (পতন ও [illegible] মি [illegible] দেখে [illegible]

কাশীম—বাবু [illegible] হায় [illegible]

কর্ত্তা—যা বি[illegible] বৃথা [illegible] ;

গিন্নার প্রবেশ [illegible] কাত [illegible] যে তোমার চরণ [illegible] হৃদয়ে

কর্ত্তা—ওগো [illegible] তব [illegible] রব সব ইয়ের মরণ [illegible]

সবুরে মেওয়া ফলে না।

মেসের একটা ঘরে অমল আর রুদ্রাক্ষ থাকে। অমল কলেজে পড়ে, রুদ্রাক্ষ জেঠিতে চাকরী করে। অমল লেখে কবিতা; রুদ্রাক্ষ লেখে তিসির হিসেব। অমল ফর্সা লম্বা—রুদ্রাক্ষ কালো বেঁটে। তবুও দুজনায় বন্ধুত্ব।

হঠাৎ একদিন পাশের খালি বাড়ীতে ভাড়াটে এলো। অমল আর রুদ্রাক্ষের নজরে পড়লো আধুনিক শিক্ষা এবং আলোক* প্রাপ্তা ফুটফুটে ২২।২৩ বছরের মেয়েটী—লীলা।

অ—দেখ রুদ্রাক্ষ! ঠিক যেন Juliet মাইরী।

রু—কি যে বকতিছিস্—উর্ব্বসী উর্ব্বসী স্বর্গের উর্ব্বসী।

অ—আজ আর মাইরী কলে[illegible]

রু—আমারও গা[illegible] আর যাতি ইচ্ছা কত্তিছেন[illegible]

অ—বেড়ে [illegible]

রু—তোর [illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]

অ—সই[illegible] রক্ত [illegible] রাঙ্গা [illegible]

রু—আ[illegible] জ রাখছিলাম।

অ—[illegible] জানিস্।

[illegible] আমার ওপর খাটাতি

[illegible] যে ছ'মাসের মধ্যি

[illegible] রে জোড়া পায়ের

[illegible] মাইরী। ওরে

হেবো, ও ন্যাবা—(মেসের ছেলেরা ছুটে এসে অমলের পেটে লাগায় টিমচার আইডিন রুদ্রাক্ষের মাথায় বাঁধে ব্যাণ্ডেজ)।

কিছুদিন পর—যেমন হয়ে থাক—আবার সেই ভাব আর সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা ও চরিত্রের ফলে মেয়েটীর সঙ্গেও এমন ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠলো যে চা গল্পগুজোব ইত্যাদি তারই বৈঠকখানায় নিয়মিত ভাবে চলতে লাগলো। একদিন চা খেতে খেতে—

লীলা—রুদ্রাক্ষবাবু আপনি অমলাবাবুর মত কবিতা লেখেন না কেন?

রু—আগে লেখতাম এহোনে আর লিহি টিহি না

লী—অমলাবাবুর লেখা কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে

অ—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে রুদ্রাক্ষের একটা কবিতা—বন্ধ্যাবালা—

বল না হে—নাঃ ... বলছি—

... পারে না ...

... বধু পানি ...

লী—হিঃ হিঃ হিঃ ... বারওয়ালা, চ... মি ...

... কানাচুর মটরভাজা

রু—(রাগিয়া) হা... ঠিক ...

লী—সত্যিই আপনা... দেখে

রু—(খুশী হ'য়ে) এ...

বোসে লিখিছি ...

লী—হোক জেঠী, ...

প্রতি ছত্রে ফুটে ... তোমার চরণ ...

রু—এ-এ-আপনি ...

লী—কি রকম?

না। কেমন চেপ্টা চেপ্টা লালচে দানাগুলি যেন এক একটী

চুনী—হাত দিয়ে টিপে দেখুন—তেল বেরুবে।

(আশ্চর্য্য হইয়া) এই যে কোন খবর না দিয়েই হঠাৎ—

Mr. Sen—Simply একটু আশ্চর্য্য করে দেবো বলে—

নী—অমলবাবু, রুদ্রাক্ষবাবু ইনি আমার স্বামী Mr. Sen। অনেক দিন পর হঠাৎ বিলেত থেকে ফিরছেন।

Sen—Oh! I see, তুমি বুঝি চিঠিতে ইহাদের কথাই লিখিতে? আমরা আজই Calcutta ছেড়ে চলে যাচ্ছি Thanks Amal Babu, ধন্যবাদ রুদ্রাক্ষবাবু।

নী—আচ্ছা আসি তা'হলে। আপনাদের অনেক অসুবিধায় ফেলবো। মনে কিছু কর[illegible] মুখে হাত চা[illegible] একে[illegible]

[illegible]

অমল বল্লে—[illegible]

—০—

রুদ্রাক্ষ উ[illegible] তে আলের ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible] দাঁড়াতে পারিছিনে [illegible] গুণের [illegible] রক্ত জবায় মাতুল রাঙ্গাওপা[illegible] নেই—
হা হা তথ[illegible] লতিকা এলাম [illegible] পাথার [illegible]

দাঁড়[illegible] প্রণাম কার নত [illegible] হে এঁ্যা
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible]
এ কোন রাণীর সমারোহ সাজায় ম[illegible]
[illegible] দেখি ফিরিতে না চায় [illegible] য়ে গেল
দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি বুকেবা [illegible] তি॥
[illegible] তোমার ভুবনের দু'টী ক্ষণে [illegible] হাসি)
[illegible] চিরদিন চা[illegible]

(রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কৌতুক হইতে
রেলগাড়ীর একটী দৃশ্য)

এন ৭০৬২

রো। উঃ হু হু হু আঃ হা হা আ দেখচেন ত মশায়, ব্যামোর কষ্টটা ত একবার দেখচেন ?

অন্য যাত্রী। না মশায় আমি তা দেখচি না, আমি আপনাকে দেখচি, আপনাকে দেখে আমার পুনর্ব্বার ভ্রাতৃশোক উপস্থিত হচ্ছে, আ হা হা হা !

রো। সে কি কথা।

যাত্রী। হাঁ মশাই [illegible] তার ঠিক ঐ আপনার মতন চেহারা হ[illegible]

রো। [illegible] রোগ—এর না‌ট [illegible] কি [illegible]

যাত্রী [illegible] পারে না [illegible] বসে গিয়েছিল, গালে ম[illegible] রখে দে [illegible] বধু পান [illegible] মুখের ঠোঁট সাদা চামড়া [illegible] বারওয়ালা, চ[illegible] মি [illegible] হয়েছে ?

রো। ব[illegible] কানাচুর মটরভাজা [illegible] কই এ কথা ত আ[illegible] ঠিক [illegible]

যাত্রী। কেন [illegible] মি [illegible] দেখে আছে মশাই।

রো। ডাক্তা[illegible] হায় [illegible] বৃথা [illegible] ভাবনার কারণ নে[illegible] করতে

যাত্রী। দেখু[illegible] যে তোমার চরণ [illegible] দিয়ে [illegible] বিশ্বাস করবেন [illegible] তর [illegible] রব মশাই আপ[illegible]

রো। হাঁ চিৎ হয়ে না শুলে আমার ঘুম হয় না।

যাত্রী। আ হা হা হা আমায় ভায়েরও ঠিক ঐ দশা হয়েছিল, সে একেবারে পাশ ফির্ত্তো না।

রো। কিন্তু আমি ত ইচ্ছা করলেই পাশ ফির্ত্তে পারি।

যাত্রী। এখন পাচ্ছেন, কিন্তু আর কিছুদিন পরে আর পার্ব্বে না।

রো। সত্যি না কি?

যাত্রী। ক্রমে আপনার বাঁদিকের পাঁজরায় এক রকম বেদনা ধরবে, ক্রমে পায়ের আঙ্গুল থেকে একেবারে সব আড়ষ্ট হয়ে যাবে, গাঁট ফুলে উঠবে, ক্রমে—

রো। দোহাই আপনার আর বলবেন না, আমার বুক ধড়াস ধড়াস কচ্ছে।

[illegible] মুখে হাত চা[illegible] একে[illegible]

যাত্রী। আপ[illegible]

রো। উঁ[illegible] মা[illegible]।

যাত্রী। [illegible]

—০—

রো। [illegible]তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]

যাত্রী। [illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা [illegible]বব খাওয়ান, ব্যামোর [illegible]

[illegible]গুণের [illegible]

[illegible]বন লতিকা এলাম [illegible]ই!

[illegible] পাথার [illegible] দেখাব?

দাড়া[illegible] প্রণাম করার [illegible]

[illegible]শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible] [illegible]লের ব্যবস্থা!

এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় মা[illegible]

[illegible]ই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible] আপনি খানিকটা

[illegible]ড়াও দেবী প্রণাম করি বুকে[illegible] [illegible]খেয়ে ফেলুন।

[illegible]মল তোমার [illegible] দ[illegible]কটী ক্ষণে [illegible]

[illegible] চিক্কণ চ[illegible] [illegible]র যো নেই, এ

রো। মশাই, আমি রোগা মানুষ, আমাকে এই রকম ক'রে ভয় দেখান আপনার উচিত হয় না, আপনি একটা ভাল কথা বলুন, এটা কোন ষ্টেশন মশাই ?

যাত্রী। এটা মধুপুর, এখানে এ বছরে যে রকম ওলাউঠা হয়েছে।

রো। বলেন কি—এখানে গাড়ী কতক্ষণ থামে ?

যাত্রী। আধ ঘণ্টা।

রো। এখানে পাঁচ মিনিটও থাকা উচিত নয়, কি সর্ব্বনাশ !

যাত্রী। ভয়ানক! ভয়ানক সর্ব্বনাশ মশাই! ভয়ানক খারাপ কথা! ভয় ধরলে তাকে ওলাউঠা আগে এসে ধরে। Lorry সাহেবের বইয়ে কি লেখা আছে জানেন ?

রো। আপনি ... আমার ভয়ও ছাড়ে। আপনি আমারো হাড়ে ... ডাক্তার ডাকুন, আমায় কেমন ...রোগ—এর ন.ট ... কি ...

যাত্রী ... পারে না ...

রো ... বেথে দে তো ... বঁধু পানি ...

যাত্রী ... খাবারওয়ালা, চ... মি ...

রো। তবে ... চানাচুর মটরভাজা ...

যাত্রী। গার্ড ... ঠিক ...

রো। তবে ... মি ... গাড়ী ... দেখে

... হায়

... বৃথা ...

আধুনিক রুচি ... তোমা... চরণ ...

ষোড়শীকে ছয় পয়...

বোল্লেন—আ...

এর ভেতর যেন প্রথম ভাগ শেষ হয় এবং প্রতি সপ্তাহে কতদূর শেখা হ'ল তিনি যেন চিঠি পড়েই বুঝতে পারেন। পল্লীগ্রামবাসিনী স্ত্রী প্রথম থেকেই লিখতে আরম্ভ কোরলেন প্রথম চিঠিখানা হোলো অনেকটা "তম কমন অছ, অম ভল অছ" ইত্যাদি অর্থাৎ কর, খল, ঘট, জল পর্য্যন্ত বিদ্যে

দ্বিতীয়টী হোলো সমস্তই আকার যুক্ত—"তামা কামানা আছা, আমা ভালা আছা" অর্থাৎ আম গাছ মাছ পর্য্যন্ত দৌড়। এমনি করে অ থেকে ঔকার পর্য্যন্ত যুক্ত হয়ে অনেকগুলো চিঠি গেলো।

যাই হোক আমাদের ব্যাপার তাঁর শেষ চিঠিখানা নিয়ে। এখানা তিনি যখন লেখেন তখন তার প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ শেষ হয়ে গিয়ে এই প্রথম তিনি দাঁড়ি [illegible] তি ব্যবহার করতে গিয়েছেন এবং [illegible] মুখে হাত চা [illegible] একে [illegible] চিঠিখানা একটা অত্যন্ত বিকট [illegible]

আমরা ২ [illegible]

—০—

প্রথম— [illegible] তে আলোর বারয় স্নান ক'রে কি [illegible]

দ্বিতীয় [illegible] রক্ত জবায় আতুর রাঙ্গা পা [illegible]

শ্রীশ্রী [illegible] গুণের [illegible] বন লতিকা এলাম [illegible]

[illegible] পাথার [illegible] ণ শান্তি পাইলাম।

দাঁড় [illegible] প্রণাম কার নে [illegible] ঠাকুর একটী

শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ [illegible] দেয়, কলাপাতা ও

এ কোন রূপের সমারোহে সাজায় মা [illegible]। প্রকৃত ঠাকুরের

[illegible] দেখি ফিরিতে না চায় [illegible] গাছ কাটিতেছে।

[illegible] দেবী প্রণাম করি বুকে [illegible] মাইতে যাইয়া মুখ

শ্যামল তোমার [illegible] কটী ক্ষণে [illegible] মারা গিয়াছে।

[illegible] চিকণ চ [illegible] না॥ খেলা

করে বিকেল বেলা। আমি একপ্রকার ভালই আছি। তুমি বাড়ী আসিও। না আসিলে দুঃখিত হইব। তোমার চাকরী গিয়াছে শুনিয়া দুঃখিত। এই ছিল তোমার কপালে। আমার পা ফুলিয়াছে। তোমার শরীর কেমন? আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিলাম। খোকাকে পত্র দিও।

প্রণতা ষোড়শী—

দাঁড়িয়েছিল এই রকম

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

তোমার পত্র পাইয়া দুঃখিত [illegible] অন্তঃকরণে শান্তি পাইলাম সমস্ত খবর লিখিতে। [illegible] ঠাকুর একটী ছাগল। কিনিয়াছেন [illegible] ও কচি কচি [illegible] পারে না [illegible] মুখে। সব ঘাস খাই[illegible] শুনিবে। [illegible] রেখে দে তো[illegible] বঁধু পান [illegible] মাদের গরু দুটী। [illegible] ফেলিয়া-ছেন বিন্দি পি[illegible] নাচুর মটরভাজা [illegible] টাকা রোজ পাঠশালায় যায় [illegible] ঠিক [illegible] লেবেল আমি একপ্রকার [illegible] দেখে দুঃখিত হইব। [illegible] তোমার কপালে [illegible] ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দি[illegible]

এন ৭০৮০

১। মন জপ তারি নাম।

সে নাম জপিলে রে তোর পুরবে মনস্কাম॥

ভক্তি ভরে ডাকলে রে তারে

(ও তোর) থাকবে নারে কোন ভয় এ ঘোর সংসারে

তুই ভব পারাবার ত'রে যাবি পাবি মোক্ষধাম॥

বিলাস ব্যসন ছাড় রে মূঢ় মন

ভক্তি ভরে প্রাণ ভ'রে ভাবরে ও চরণ

ভাবার মালিক ভাববে তোরে ভাবলে তারে অবিরাম॥

আর মিছে কাল [illegible] মুখে হাত চা [illegible]

ও তোর পা [illegible]

যখন আ [illegible]

—০—

ঝরবে [illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]

তাই [illegible] রক্ত [illegible] রাঙা [illegible]

২। ঘুম [illegible] গুণের [illegible] বন [illegible] এলাম [illegible] বে না।

দাঁড়ু [illegible] প্রণাম কার নয় [illegible]

শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ [illegible] দে আলপনা,

এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় [illegible] তনব শ্বাস টানা॥

[illegible] দেখি ফিরিতে না চায় [illegible] না

[illegible] দেবী প্রণাম করি [illegible]

[illegible] তোমার [illegible] ক্ষণে [illegible] তোর জাল বোনা॥

[illegible]

৺সুরেন্দ্রনাথ দত্ত (এমেচার)।

পি ৫১৮২ বন্দেমাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি [illegible]

[illegible]

কমলা-[illegible]
বাণী-বি[illegible]
নমামি ক[illegible]

শ্যামলাং [illegible]

জাগ্রত ভগবান্।

দেশ দেশ নন্দিত করি, মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ—
ভারত তবু কই ?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে
লউক বিশ্ব কর্ম্মভার, মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর, ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে,—
জাগ্রত ভগবান হে !
বিঘ্ন বিপদ্ দুঃখ-দাহন তুচ্ছ করিল যারা,—
মৃত্যু গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।
দিন [illegible] মুখে হাত চা[illegible] একেলা
[illegible]
নিশ্চল [illegible]
ব্যর্থ [illegible]

—০—

প্রা[illegible]তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]
[illegible] রক্ত [illegible] রাঙ্গা [illegible]
[illegible]গুণের [illegible]
[illegible]বন [illegible]তিকা এলাম [illegible]
[illegible] পাখার [illegible]
দাঁড়া[illegible] প্রণাম করার নয়
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible]
এ কোন্ রূপের সমারোহ সাজায় মা[illegible]
[illegible]ই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]
দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি বুকে[illegible]
[illegible] তোমার [illegible] ক্ষণে তব
[illegible] চিরন্তন [illegible]

পি ৫৭৫০ বাউল।

তুমি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে।
সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে, সবখানে, সবখানে॥
যত সব মড়া গাছের ডালে ডালে,
নাচে আগুন তালে, তালে,
আকাশে হাত তোলে সে কার পানে॥
আঁধারে তারা যত অবাক হয়ে রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে,
নিশীথের বুকের মাঝে ঐ যে কমল উঠল ফুটে রে!
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল, আগুনের কি গুণ জানে রে॥

পি ৬২৭৬

বল বল বল সবে শত বীণা বেণু রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান হবে, কর্ম্মে মহান হবে,
নব দিনমনি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে॥

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী, ঘেরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী, এখন অমৃত বাহিনী।
প্রতি প্রান্তর প্রতি গুহা-বন, প্রতি জনপদ তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরব কাহিনী॥

বিদুষী মৈত্রেই খনা লীলাবতী, সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতি,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র প্রসূতি, আমরা তাদের সন্ততি
অনলে দহিয়া রাখে [illegible] মুখে হাত চা[illegible] ত্যজে প্রাণ,
[illegible] তি॥

ভুলেনি ভারত [illegible] মা [illegible]
নানক নিমা[illegible]

—০—

এসহে হি[illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি
মিলহে ম[illegible] গুণের [illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গাতপা
[illegible] লতিকা এলাম [illegible]
[illegible] পাথার
দাড়ু [illegible] প্রণাম কার নত
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible]
এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় মা[illegible]
[illegible]ই দেখি ফিরিতে না চায়, [illegible]
[illegible] দেবী, প্রণাম করি বুকে বা[illegible]
শ্যামল তোমার [illegible] একটী ক্ষণে ওবে [illegible] ভালবাসা॥
[illegible] চিক্কণ চা[illegible] [illegible]।

এই ভাষাতে নিতাই গোরা, আনলে দেশে ভক্তি ধারা
কোথা আছে এমন ভাষা, এমন দুঃখ অশান্তি নাশা ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডি কবি, হেম মধু বঙ্কিম রবি'
ঐ ভাষারি মধুর রসে বাঁধে সুখে মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আনলো সে যে জগৎ জিনে।
'তোমার চরণতীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া আসা ॥
এই ভাষাটি প্রথম বলে
ডাকলো মায়ে, মা মা বলে।
এই ভাষাতে বলবো হরি, সঙ্গে হ'লে কান্না হাসা ॥

—০—

পি ৬৫৭৪ [illegible] রাগ—এর ন.ট এসে [illegible]

[illegible] পারে না [illegible]

[illegible] রথে দে তো[illegible] বধু পান [illegible]

[illegible] ওয়া [illegible]

হৃদ[illegible]বারওয়ালা, [illegible] মি [illegible]

[illegible]নাচুর মটরভাজা [illegible]

এই [illegible] ঠিক [illegible]

তোমার [illegible] [illegible]পাড়া [illegible] দেখে

এই [illegible] হায় [illegible]

[illegible] বৃথা[illegible] ; [illegible]

[illegible] কাতে

[illegible] যে তোমার চরণ [illegible]

কেন [illegible] তর [illegible] রব

(ও গো) কে জানিত আসবে তুমি গো
অনাহুতের মত।
তুমি পার হয়ে এসেছ মরু নাই যে সেথায় ছায়া তরু,
পথের দুঃখ দিলাম তোমায় গো এমন ভাগ্য হত।
তখন আলসেতে বসে ছিলাম আমি আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই যে তোমার কত ব্যথা বাজাবে পায়ে পায়ে
তবু ঐ বেদনা আমার বুকে বেজেছিল গোপন দুঃখে,
দাগ দিয়েছে মর্ম্মে আমার গো গভীর হৃদয় ক্ষত।

—ঃ০ঃ—

পি ৬৭৬০ সারং মিশ্র

বাদল বাউল [illegible] মুখে হাত চা[illegible] একে[illegible]
[illegible]
[illegible]

—০—

জা[illegible]
[illegible]তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]
[illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা [illegible]
[illegible] গুণের [illegible]
[illegible]বন লতিকা এলাম [illegible]
[illegible] পাথির [illegible] পাথার [illegible]
দাড়া[illegible] প্রণাম কার নতে
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible]
এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় [illegible]রা।
[illegible] দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]
দাড়াও দেবী প্রণাম করি বুকে [illegible]
[illegible] তোমার ভুলের [illegible]কটা ক্ষণে [illegible]
[illegible] চিকন চ[illegible] ॥

বেণু বনের মাথায় মাথায় রং লেগেছে পাতায় পাতায়,
রং-এর ধারায় হৃদয় হারায় কোথায় সে যায় ভেসে ॥
ওই ঘাটেরও ঝিলি মিলি এই ঘাটের ও ঝিলি মিলি,
তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন এক তালে যায় মিলি ॥
মাটীর প্রেমে আলোর রংয়ে রক্তে আমার পুলক লাগে
বনের সাথে মন যে মাতে ওঠে আকুল হেসে ॥

—০—

পি ৬৯২৭ ভৈরবী মিশ্র।

আলোকের এই ঝরণা ধারায় [illegible] দাও,
আপনাকে [illegible] দাও ॥
যে জন [illegible] —এর [illegible] কি [illegible]
আ[illegible] পারে [illegible]
অ[illegible] য় বধু পান [illegible]
[illegible] রখে দে তো [illegible]
বিশ্ব[illegible] [illegible]
[illegible] বারওয়ালা, [illegible]
সেই হা[illegible] মি [illegible]
[illegible] নাচুর মটরভাজা [illegible]
আজ নিখিলে [illegible] ঠিক [illegible]
মনের কোণ[illegible] [illegible] দেখে
আমার পরাণ [illegible] মি [illegible]
তার নাইকে [illegible] হায় [illegible]
সেই আনন্দে [illegible] বৃথা [illegible] র ; [illegible]
বিশ্ব হৃদয় হ[illegible] [illegible] কাতে
[illegible] যে তোমা[illegible] চরণ [illegible] দিয়ে
সেই হাওয়া[illegible] [illegible] তর [illegible] রব

কানাড়া মিশ্র।

আজি মর্ম্মর ধ্বনি কেন জাগিল রে।
পল্লবে পল্লবে হিল্লোলে হিল্লোলে থর থর কম্পন লাগিল রে ॥
কোন ভিখারি হায়রে, এস আমারি এ অঙ্গন দ্বারে,
বুঝি সব ধন মন মম লাগিল রে।
হৃদয় বুঝি তারে জানে, কুসুম ফোটায় তারি গানে,
আজি মম অন্তর মাঝে সেই পথিকেরি পদধ্বনি বাজে,
তাই চকিতে চকিতে ঘুম ভাঙ্গিল রে ॥

—০—

পি ৭৫৭০ [illegible] মুখে হাত চা[illegible] এঁকে ॥

(মন [illegible] মা [illegible])

—০—

[illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]
[illegible] গুণের [illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা পা,
[illegible] বন লতিকা এলায় [illegible]
[illegible] পাথার [illegible]
দাঁড়া [illegible] প্রণাম করে নত [illegible] ড ॥
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible] ॥
এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় মা [illegible]
[illegible] দেখি ফিরিতে না চায় [illegible] ।
দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি বুকে [illegible] জা ॥
[illegible] তোমার চরণের দু'টী ক্ষণে [illegible]
[illegible] চিকণ চা[illegible]

ভজন।

সুন্দর লালা শচী দুলালা
নাচে শ্রীহরি কীর্ত্তন মে,
ভালে চন্দন তিলক মনোহর
অলকা শোভে কপোল মে।
শিরে চূড়া করতালি রোলে
গলে ফুলমালা হিয়া পর দোলে,
বহিরণ পীতপটাম্বর কোলে
রুণু রুণু নুপুর চরণ মে।
কোই গাইত হায় পঞ্চম তান

[illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible]

পি ১১৬৬৪

একা মোর [illegible]
সহসা কে [illegible] যে তোমার চরণ [illegible]
[illegible]

কে আমার বিফল মালা পরালে তোমার গলে ॥
কেন মোর গানের ভেলায় এলে না প্রভাত বেলায়,
হ'লে না সুখের সাথী জীবনের প্রথম দোলায়,
বুঝি মোর ব্যথার গানে
বেদনা জাগলো প্রাণে
এলে কি দুকুল হ'তে কুল মেলাতে এ অকুলে ॥

—০—

মিশ্র আসোয়ারী।

ওহো নিঠুর দরদী ! একি খেলছ অনুক্ষণ।
তোমার কাঁটায় ভরা বন তোমার প্রেমে ভরা মন ॥
মিছে দাও ব্যথা [illegible] মুখে হাত চা [illegible]
আমার [illegible] এ কে ॥
নয় বুঝি [illegible]
ডাকি [illegible]

—০—

তু [illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]
[illegible] গুণের [illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা ওপা [illegible]
[illegible] বন লতিকা এলা [illegible]
[illegible] পাথার [illegible]
দাড়া [illegible] প্রণাম কার নত [illegible]
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ [illegible] র জয়।
এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় ম [illegible]
ক্ষণেই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible] র গরব
দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি বুকে বাঁ [illegible]
[illegible] তোমার [illegible] দ [illegible] কটা ক্ষণে তবে
[illegible] চিকণ চ [illegible]

আমি তোমার কাছে পেয়েছি যত তার পায় এ অভিমান তো—
লুণ্ঠি নত চরণে শত মানি যে পরাজয়,
তাই তোমার কাছে জিতিলে হারি হারিলে পরাজয়॥

———

আর কতকাল রইবো ব'সে দুয়ার খুলে (বঁধু আমার)।
তোর বিশ্বকাজে আমারেই কি রইলে ভুলে॥
বিরহে দিন কাটিল কত যে কথা ছিল
কত যে মনের আশা মন মাঝে রহিল
কি নিয়ে থাক্‌বো বল তুমিই যদি রইলে ভুলে॥
হৃদয়ের শব্দ শুনে চমকি ভাবি মনে
ওই বুঝি এলো বঁধু ধীর [illegible]
পরাণে লাগ [illegible] রাগ—এর নাট [illegible]
[illegible] পারে না [illegible]

এন ৩৮২২ [illegible]

যদি [illegible] বখে দে তো [illegible] বঁধু পানি [illegible]
তবে তুই [illegible] বারওয়ালা, [illegible]
আজি তুই ভরকানাচুর মটরভাজা [illegible]
যে আসে প্রেমপ [illegible] ঠিক [illegible]
যে আসে মনের [illegible] দেখে
টেনে নে সবায় বু [illegible] হায়
দুধারে ফুল কুড়ি [illegible] বৃথা [illegible]
মালা তোর হ'লে [illegible]
মিছে তোর সুখে [illegible] যে তোমার চরণ [illegible] দিয়ে
দুদিনের কান্না [illegible]

ও কে গান গেয়ে চলে যায়

পথে পথে সে নদীয়ায়

ও কে নেচে নেচে চলে মুখে হরি বলে

ট'লে ট'লে পাগলেরই প্রায় ॥

ও কে যায় নেচে নেচে আপনার বেচে

পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে

ও কে দেবতা-ভিখারী মানব দুয়ারে

দেখে যা তারে দেখে যা।

ও কে প্রেমে মাতোয়ারা তায় চোখে বহে ধারা

কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই

সব দ্বেষ-হিংসা ছুটি [illegible]

ও [illegible] মুখে হাত [illegible] একে ॥

যত নরন [illegible]

[illegible] মা [illegible]

—o—

বলে [illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]

তে [illegible]

[illegible] গুণের [illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙা [illegible]

[illegible] লতিকা এলাম [illegible]

[illegible] পাথার [illegible]

দাঁড়ু [illegible] প্রণাম কার নতে

শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ [illegible]

এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় [illegible] রাতে।

কারেই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible] মেলা,

দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি বুকে [illegible] লা ;

[illegible] তোমার [illegible] ক্ষণে [illegible] মাতে ॥

[illegible]

কবে মোর চিত-চোরা দেবে ধরা ব্যথায় রাঙ্গা হিয়ার পরে,
বাজিয়ে ব্যাকুল বেণু পিয়াল বনে উতলাতে ॥

—০—

কবে ভুলে গেছে চ'লে আঁখি ছায়া হৃদিপটে।
আজও তারি স্মৃতি ঘেরি ঝুরে বারি আঁখিতটে ॥
নিতি সাঁঝে সব কাজে মুখ তারি পড়ে মনে
নিতি গানে জাগে প্রাণে সুর তারি হৃদি-বীনে ॥
এ জীবনে শত গানে যদি বাঁধা চিরতরে।
ওগো প্রিয়! হে নিঠুর! কেন দূরে? এস ফিরে ॥

এন ৩৮৪৫ [illegible] —এর নাট [illegible]

[illegible] পারে [illegible]

[illegible] বধু পান [illegible]

[illegible] খে দে [illegible]

[illegible] বারওয়ালা, [illegible]

[illegible] নাচুর মটরভাজা [illegible]

কুলে [illegible] ঠিক [illegible]

ভরবে [illegible] দেখে

[illegible] হায় [illegible]

সেই [illegible] বৃথা [illegible]

এই [illegible] যে তোমা[illegible] চরণ [illegible]

নহে [illegible] তর [illegible]

বাগেশ্রী।

বাঁধন যেথায় চেয়েছিলাম সেথায় পেলাম ছাড়া।
তাইত' আমার মরণ পানে বইল জীবন ধারা॥
যদি বা কেউ পথের বাঁকে হঠাৎ আবার পিছু ডাকে
বলবো শুধু ক্ষমো তাকে আজ যে হৃদয়-হারা॥
প্রণাম নিও পথের প্রিয় নিও আশীর্ব্বাদ,
চিহ্ন যদি রয় গো মম ক্ষ'ম অপরাধ;
এসেছিলাম পথের ভুলে গন্ধসম বনের ফুলে
সঙ্গী-বিহিন দিনের কুলে ডাকে সন্ধ্যা তারা॥

—০—

ন ৭০০৩

ওগো [illegible] মুখে হাত চা[illegible] একেলা
[illegible]
[illegible]

—০—

[illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি
[illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা [illegible]
গুণের [illegible]
[illegible] বন লতিকা এলাম [illegible]
[illegible] দী পাখার [illegible]
দাড়ু [illegible] প্রণাম করার নত
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible]
এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় মা[illegible]
কাহেই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]
দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি বুকে [illegible]
[illegible] তোমার চরণের দ[illegible]কটী ক্ষণে [illegible] পাশে।
[illegible] চিরন্তন চ[illegible]

তারা কোন যমুনার নীরে ভরবে গাগরী
কার বাঁশরী শুনলো এরা সাগর নাগরী (মরি মরি)
তারা বাজিয়ে নূপুর ঝুমুর ঝুমুর যায় চলে কার উদ্দেশে ॥

—০—

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

চাষার রসিকতা।

এন ৩১৪১ (চাষার গান)

ওরে শ্যাম ভোর করে কি কুঞ্জে এলে
সারা রাত দাঁত খিঁচুনি, সখিগুলোর ধরে মাথা খেলে ॥

ব্রাহ্মণ। (চাষাকে স...) ...কি রে বাপু! চোখে দেখ্‌তে পাস... না...

চাষা। ... পারে ... যাও, দৌড়িয়ে যাও, তো... দে তো... মধু পান ... ঠাকুর।

ব্রা। ...

চা। তা ...বারওয়ালা, ... সকাল বেলায় চলেছ কম... নাচর মটরভাজা...

ব্রা। কেন, তুই ... ঠিক ...

চা। হেঁ হেঁ ... দেখে থাকে চাদরও কাঁ... পারিনি। আমায় ...

ব্রা। তা না... তোমার চরণ... লোকের তো মাথা...

চা। হেঁ...

ক'রে'লো, খাতি দি'য়েলো চি'ড়ের ফলার, তাতি দি'য়েলো কাঁঠালের রস আর তাতি ছিল আঠা, তাই খাতি গিয়ে বেঁধে গিয়েছে জটা। বামুন বাড়ীর পেরসাদ ফেল্তি নেই। সেই অবধি যতন ক'রে রেখেছি, আর নাম রেখেছি পেরসাদী জটা।

ব্রা। তা বেশ করেছিস তা বেশ করেছিস। আচ্ছা, কি একটা শ্যামের গান গাইছিলি, সেইটা গা দিকিনি শুনতে শুনতে যাই।

চা। হেঁ হেঁ তা শোনবেন? আমার সরম লেগেছে, চাষা ভুষোর গান কি আপনার ভাল লাগবে? তা আপনি যখন বলছেন ধরে দিই।

(চাষার গান)

শ্যাম ভোর করে কি কুঞ্জে এলে।
সারা রাত দাঁত খিঁচুনী, সখিগুলোর ধরে ধরে মাথা খেলে॥
ও রাই [illegible] মুখে হাত চাপুড়ে
কালো [illegible] ক মারে
কোকিল পাখীর [illegible] ॥

—০—

[illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]
[illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা পা,
গুণের [illegible] ওয়
[illegible] বন লতিকা এলায় [illegible]
[illegible] পাখীর [illegible]
দাঁড় [illegible] প্রণাম ক'র নত [illegible] য়ের রং একেবারে
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ [illegible] ক সর্ব্বদাই সিটকেই
এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় মা [illegible] গান আছে, তার
[illegible] ই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible] কতকগুলি হনুমান
দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি বুকে বা [illegible] শিকারী ব'লে
[illegible] তোমার [illegible] টী ক্ষণে ওবে [illegible] রে কাঁঠাল রক্ষা
[illegible] চিরণ চ [illegible]

মিত্র। লো-লো-লো—তাইতো এ যে বড় জ্বালাতন ক'র্‌লে। এ যে পঙ্গপাল—এখন করি কি বল দিকিনি। লো-লো--লো—দেখ, অন্য সময় উঠানে জায়গা থাকে না ; আর এখন আমার বিপদ আর এক ব্যাটা কুকুরেরও দেখা নেই। লো-লো-লো—বলি কে যায়, শরৎ নাকি ?

শরৎ। আজ্ঞে, হ্যাঁ, কি করছেন মিত্র মশাই ?

মিত্র। আর দেখনা ভাই, আমার সর্ব্বনাশ হলো—মাত্র তিনটে কাঁঠাল, তাও বুঝি আর টেঁকে না, এই হনুমান ব্যাটাদের জ্বালায়।

শরৎ। আরে এতে আর বিপদ কি ? আপনার তো একটা বন্দুক আছে।

মিত্র। আরে তা তো আছে—সে যে চিলে কোটায়। তাতে বারুদও নেই. ছটরাও নেই, কি ক'রে [illegible] ! আরে তোমার তো একটা বন্দুক আছে—তা [illegible] এনে দাও তো এদের [illegible] পারে না [illegible] খুব করি। [illegible]

শরৎ। [illegible] দে তো [illegible] বঁধু পান [illegible]

মিত্র। [illegible] মতন দাঁত [illegible] বারওয়ালা, চ [illegible] দাও ভাই বের ক'রে ইয়া [illegible] নাচুর মটরভাজা [illegible] ব্যাটাদের শিক্ষা দে [illegible] ঠিক [illegible] হবে ? ঐ দেখ শরৎ আবার [illegible]

শরৎ। আরে [illegible] গাড়। [illegible] দেখে [illegible] ভেঙ্গে।

মিত্র। আচ্ছা [illegible] বৃথা [illegible]

শরৎ। ও [illegible] যে তোমার চরণ [illegible] দিয়ে [illegible]

মিত্র। ভাই [illegible] মকদ্দমায় পড় [illegible]

ঐ দেখ শরৎ ছুটো কাঁঠাল শেষ হ'য়ে গেল। লো-লো-লো—

শরৎ। আরে কি করেন মশাই দিন দিন—

মিত্র। আরে চটো কেন ভাই? এই নাও এই ওয়ান—কাণ ছুটো বেশ ক'রে চেপে ধ'রো ভাই। এই টু—ঐ দেখ শরৎ গেল সব গেল। ব্যাটা দাঁত খিঁচোচ্ছে ঐ দেখ (ভাক) এই ব্যাটা পালের গোদা—লো-লো-লো—না ভাই এই ফিরে ফিরতি ওয়ান—এই টু তিনে যে পা ওঠে না শরৎ—আচ্ছা ভাই তবে এই ওয়ান—এই টু—এই থ্ৰি (দড়াম আর তিনিও দড়াম) শরৎ দেখ দেখ কেউ খুন হয় নি তো?

শরৎ। আজ্ঞে না না।

মিত্র। আমিও না। যাক্ ভাই একটা ফাঁড়া গেল...চল তামাক খাইগে।

—০—

এন ৩২৭৩

[illegible] মা [illegible]

(আমি) স[illegible]

—০—

দেখে [illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]

কু[illegible] রক্ত জবায় আলতা রাঙ্গা পা[illegible]

গুণের [illegible] ওয় [illegible]

[illegible] বন লতিকা এলায় [illegible]

[illegible] শহি [illegible] পী পাথার [illegible]

দাড়ু [illegible] প্রণাম করে নত [illegible]

শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible]

এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় মা[illegible]

আজই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]

দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি বুঝে বা [illegible]

শ্যামল তোমার ভুবনের দ[illegible]কটা ক্ষণে তব [illegible]

[illegible] চিরন্তন চ[illegible] কিশোর [illegible]

(কুকুরের ডাক)

দুই বেড়ালের লড়ায়েতে কান করি ঝালাপালা।

(বেড়ালের ঝগড়ার ডাক)

কখন হই ধিঙ্গি,

আমি ডাকি বাবা সিঙ্গি,

শিয়াল হয়ে হুকা হুয়া ডাকি সন্ধ্যাবেলা॥

(শিয়ালের ডাক)

—০—

হিন্দুবীর।

আমার কিন্তু মোটেই মরতে ইচ্ছে নেইকো ভাই।
ঐ সেখানেতে মরবার আগে একটু চিহ্ন পাই,
সেথান থেকে সেলাম [illegible] ড়ি ভাই
এত [illegible] পারে [illegible]
ঐ [illegible] বধু পানি [illegible]
[illegible] দে [illegible]
মর [illegible]
বাল্য [illegible] ওয়ালা, [illegible] কেটে,
এথন কিন্তু [illegible] চুর মটরভাজা [illegible]
তবু কিন্তু বেশ [illegible] ঠিক [illegible]
মনে বাঁচি ব [illegible] দেখে
ছুটে গিয়ে ব [illegible] হায়
মনে কল্লে [illegible] বৃথা [illegible]
কাঁপতে কাঁ [illegible]
বুঝালুম [illegible] য়ে তোমার চরণ [illegible]
তবু পু [illegible]

মরতে কেউ যে চায় না এ কি মিথ্যা ভাই,
পরের ঘাড়ে দোষ দিই কেন ভাই, আমার ও ইচ্ছা তাই।

এন ৭০৩২

মা ষষ্ঠী গো তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি।
আর অস্থির করিস্ নে মা আমায় দয়া করি ॥
ষষ্ঠী মা তোর কৃপার চেয়ে যষ্টী প্রহার ভালো।
কৃপাই যদি করলি মাগো, মেয়েগুলোই সব কালো
(মাগো) শিলাবৃষ্টির মত যে তোর কৃপা পড়ে ঝরি ॥
ছাদে, বারান্দায়, ঘরে আর ধরে না লেপ কাঁথা
খোরাসানি গন্ধে মাগো নাড়ী করে ব্যথা
রাত্তির বেলায় শুনতে মাথায় খুন যায় যে চড়ি ॥
পূর্ব্বজন্মে ছিলেন গিন্নি [illegible] রাণী
যত বলি আন্ন [illegible]

(মাগো) কাঁঠাল গা[illegible]তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি
ধনে [illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা পা
দিলি [illegible] গুণের [illegible] ওয়
[illegible] বন লতিকা এলাম
[illegible] খী পাখার [illegible]ড় ॥
দাঁড়ু[illegible] প্রণাম কার নে[illegible]
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible]
এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় ম[illegible]
[illegible] দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]
দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি বুকে[illegible]
[illegible] তোমার [illegible] কটী ক্ষণে ভব
[illegible] চিরণ চ[illegible] কিশ[illegible]

সে ভাদ্দর বৌ যার ভাদ্দর মাসে বিয়ে,
দেবর সে জন দেয় বর যে দাদারে দিয়ে,
ভাসুর সে অসুরের মত যারে ভয় গো ॥
বেহায়া চশমখোর, তাই কি বেহাই কই,
পিশিয়া মারেন বলে তাই কি গো পিশি কই,
সকলেরই ভাগ নেয়, ভাগ্নেরই জয় গো ॥

—::—

এন ৭০৮৯

ছ্যারা রারা রারা রারা হোলি হ্যায় হোলি হ্যায়—
নিয়ে কাদামাটীর তাল খেলে হোলি ভূতের পাল।
নর্দ্দমা হতে ছিটায় কর্দ্দম হরদম কাহার চাঁড়াল ॥
দুই পাশে পথিকের গায়, কাদা ছিটায়ে মটর যায়
নল দিয়ে জল ছিটায় ফুটপাথে উড়িয়া দুলাল ॥
গুয়ে গ্যাঁদাল ঘেঁ[illegible] ছাপরা আরা
[illegible] পারে না[illegible]
নিয়ে [illegible] নী বলদের নাদা
ছা[illegible]দে তো[illegible]য় বঁধু পান [illegible]
[illegible] ॥
ডাল রুটী[illegible]ওয়ালা, [illegible]
[illegible]র মটরভাজা [illegible]
গো চোনার[illegible] ঠিক [illegible]
ঝি ঢেলে দে[illegible] [illegible]ড়া [illegible] দেখে
দেয় ফেলে [illegible] হ্যায়
ভুড়িতে ফু[illegible] বৃথা [illegible]
টক্কর খেয়ে [illegible]
ষাড়ের [illegible]য়ে তোমা[illegible] চরণ [illegible] দিয়ে [illegible]
কি ব[illegible] তর[illegible]বর [illegible]

ওগো গিন্নি— শুনছো ?
আজকে হোরি ও নাগরী ওগো গিন্নি ও লালিতে।
আগে রাঙ্গা জল ভরে দাও ফরসি হুঁকোর পিচকারীতে ॥
গাজর বিট আর লাল বেগুণে রাঁধবে শালগম তেলে নুনে
রাঙ্গা দেখে লঙ্কা দিও লাল নটে আর ফুল কারিতে ॥
গাইব গান দোল পূর্ণিমাতে মালোয়ারী জ্বর আসলে রাতে
তুমি দোহার ধরবে সাথে গিঁটে বাতের গিট কারীতে ॥
আর লাল গামছা প'রে যাব লাল বাজারে পায়চারিতে।
তুমি যাবে চিড়িয়াখানায় মুখেতে গণ্ডার মারিতে ॥
না হয় তুমি যাও বাপের বাড়ী পাছু পাছু যাব ওগো শ্বশুর বাড়ীতে ॥

—০—

এন ৭০৯৮

গিন্নির ভাই পালিয়ে [illegible] কাই।
আমার ঘাড়ে [illegible]

কোথায় [illegible] তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]
ডাকে [illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা [illegible]
ভ্যাল [illegible] গুণের [illegible] ওয় [illegible] ই ॥
[illegible] বন লতিকা এলাম [illegible]
[illegible] পাহি [illegible] পাথার [illegible] মালা
দাড়ু [illegible] প্রণাম ঝার নটে [illegible]
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা [illegible] শালা
এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় মা [illegible] ॥
[illegible] দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]
[illegible] দাও দেবী প্রণাম করি বুকে [illegible]
[illegible] তোমার [illegible] ক্ষণে [illegible]
[illegible] চিক্কণ চ [illegible]

দোশালা ত চাইনা বাবা এক শালাকে চাই।
দশ শালার ব্যবস্থা ঝুলে গরীব চাষার ভাগ্যে
দিয়াশালাই পেয়ে ভাবি শালাই পেলাম-যাক্‌গে
চাইনু শালা মুদি দিল গরম মশালাই
ঢেঁকি শালায় ঢেঁকি শুয়ে পাকশালাতে ছাই ॥
ওগো আমার শালাই নাই ॥

—০—

নমো নমো রাম খুঁটি।
তুমি গাদিয়া বসেছ আমাদের বুকে সাধ্য নাই যে উঠি ॥
তুমি নির্ব্বিকার হে পরম পুরুষ
আপনাতে আছ [illegible]পনি বেহুঁস
তব বাঁধন [illegible] পারে [illegible] মাথা কুটোকুটি ॥
[illegible] বধু পান [illegible]
[illegible]দে তে[illegible]
[illegible]ামওয়া [illegible]
[illegible]ওয়ালা, চ[illegible]
শত নামে তু[illegible] মি [illegible] ॥
[illegible]র মটরভাজা [illegible]
[illegible] ঠিক [illegible]
[illegible] কু [illegible]
কভু হাঁড়ি কাঠে [illegible] দেখে
[illegible] হায়
[illegible] বৃথা [illegible]র ;
কখনো কল্কি [illegible] কতে
[illegible] যে তোমা[illegible] চরণ [illegible] দিয়ে [illegible]
ঠুঠো ত্রিভঙ্গ [illegible] তর [illegible] রব

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র কুমার বসু

এন ৩১৪২

আমার বুকে আগুন জ্বালো
অনলের তীব্র শিখায়—
পুড়িয়ে ফেলো, পুড়িয়ে ফেলো,
আমারে পুড়িয়ে ফেলো।
তোমার ও দহন দানে,
পরশমণি ছোঁয়ায় প্রাণে,
অনলের সে রক্ত আভায়
রাঙ্গিয়ে তোল, রাঙ্গিয়ে তোল—
আমারে রাঙ্গিয়ে তোল ॥
সকল ব্যথা তোমার দেওয়া,
শুধু যে তোমায়ই পাওয়া,
সে কথা সদাই [illegible]

—০—

[illegible] ঢালো,
[illegible]তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]
[illegible] রক্ত [illegible] রাঙ্গা [illegible]
আগুনের [illegible]
[illegible]বন লতিকা এলাম [illegible]
[illegible] পাথার [illegible]
দাঁড়া[illegible] প্রণাম কার [illegible]
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible]
এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় [illegible] ॥
[illegible] দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]
দাঁড়াও দেবী প্রণাম [illegible] বুকে [illegible]
[illegible] তোমার [illegible] কটী ক্ষণে [illegible]
[illegible] চিকণ [illegible]

তোমার আসার কথা' কাণে কাণে,
ক'য়েছিল প্রভাত মলয়—
পরশ দিয়ে প্রাণে ॥
আমার সকল আশার সফলতা
তোমার ধেয়ানে—হে উদাসী !
আমার যত আকুলতা
হিয়ার মত ব্যাকুলতা
তোমার ও নবীন প্রাণে—
বাজবে না ব্যথা !
যদি মোর স্বপন টুটে,
তবু যেন তোমার আসার
লগ্ন না যায় ছুটে,
আমার ভগ্ন-বাসর পূর্ণ রবে [illegible]
সকল [illegible] পারে [illegible] !

[illegible] ধু পান [illegible]
[illegible] তো[illegible]
[illegible]
-[illegible] ৬৩২৯ [illegible]ওয়ালা, চ[illegible]
[illegible]
কালী তোরে[illegible] মটরভাজা [illegible]
হাতের খাঁড়া [illegible] ঠিক [illegible]
তোর-কোটি-ক[illegible] খাড়া [illegible] দেখে
খুলে তোর মুণ্ড[illegible] হায়
বনফুলে করবো আ[illegible] ;
রাজীব চরণযুগে [illegible] কাতে
হরি হরে [illegible] তোমা[illegible] চরণ [illegible] দিয়ে
[illegible] তব [illegible] রব

ভারী ভুল ক'রেছি শ্যামা জপ্‌তে গিয়ে তোরে কালী।
আজি এ হোলির দিনে কি দিয়ে রাঙ্গিয়ে দিবি মুণ্ডমালী॥
আবীরগুলো আর পলাশ কলি
কুঙ্কুমে নব খেলছে হোলি
আজি এ রংএর দিনে রং ফলাতে রং ক'রে তুই বেড়াস খালি॥
ফাগুয়ার লাল্‌চে আভা
তোর চরণ রাগে লুটিয়ে পড়ে
ফুটিয়ে তোলে রক্তজবা
তোর অসির ধারে, রং মিশায়ে, রংবেরঙ্গের ভরিয়ে ডালি।
গোপন বুকের কথা শুনে
খুন খারাপির রক্ত খুনে
আমারে লালিয়ে দিলি—রাঙ্গিয়ে দিলি রাঙ্গা পায়ের আলতা ঢালি॥

[illegible] মা [illegible]

—ঃ—

[illegible] ৩৩৭৯ [illegible]তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]
[illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা [illegible]
আরতি দীপ [illegible] ওয়
[illegible]বন [illegible] এলাম [illegible]
[illegible] পাথার
দাড়া[illegible] [illegible] নম [illegible]
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible]
এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় মা [illegible] সাজি
[illegible]ই দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]
[illegible] দেবী প্রণাম [illegible] বারে,
[illegible] তোমার [illegible] ক্ষণে তব॥
[illegible] চিরন্তন [illegible]

সোহাগের গরব হাসি পড়বে খসি
লুটিয়ে দেবে চরণ তলে পূজার ডালি নয়ন নীরে
যমুনার তীরে ॥

বেহাগ মিশ্র।

আবার বাজবে বাঁশরী মনেরি আঙ্গিনায়।
উজান লহরী ছুটবে যমুনায় ॥
গোপিনী রঙ্গিনী বাজাবে কিঙ্কিনী
মধুর হাসি ঝরিয়ে দেবে চোখের ইসারায় ॥
কমল বনে ছুটবে অলি গোপন গুঞ্জনে
ফুটবে বনে অলস কলি মলয় সিঞ্চনে
শ্যাম সোহাগিনী নীরজ নলিনী
পূজার থালি, অর্ঘ ডালায় [illegible] পশরায় ॥

পারে [illegible]

[illegible] তো[illegible]য় বধু পানি [illegible]

এন ৩৪৬৪ [illegible]

ঐ নদীর বাঁকে [illegible]ওয়ালা, চ[illegible] মি[illegible] ভুলায়েছে
ঐ ঝোপের ফাঁকে মটরভাজা [illegible]
কলসী কাঁকে সন্ধ্যা [illegible] ঠিক [illegible] গো[illegible] ক[illegible]
[illegible]মি [illegible] নাড়া [illegible] দেখে

তার কোমল হাতের [illegible]
তার আলতা পায়ে মলেরা [illegible]
সে সব স্বপ্নপুরীর স্বপ্ন [illegible] কাত[illegible]
[illegible] তোমার চরণ [illegible] দিয়ে [illegible]
[illegible] তর [illegible] রব

দুর্গা।

মাঝি তরী বাঁধ আজ।
আকাশ গায়ে সিঁদুর লেপেছে
দাঁড় টেনে আর নেইকো কাজ ॥
এমনি দিনে দূরের মোহনায়
ঘূর্ণিঘোরে ফেলেছিল সেই দিনের সেই নায়,
আমার বঁধুর বুক ফাটা সুর হানলে বুকে বাজ।
আজও বঁধুর কাঁকন ধ্বনি কালো জলে দোলে
পাতাল পুরীর স্বপ্ন দোলায় ঘুমের নেশার কোলে
তাইতো তোমার চরণ ধরি হয়োনা নারাজ ॥

[illegible]ন ৩৫১৬ গজল।

ওগো প্রিয়ে	তোমা নিয়ে	যাবে কাটি	সুখ নিশি।
বনতলে	রূপ ছলে	মৃদু হাসি	যাবে মিশি॥
শুধু নেই	সাঁঝ[illegible]	[illegible]দোলায়	ভরবে দিশি ॥
ব্যথিত মনে	[illegible]	[illegible]	উঠিবে ভাসি।
সেই বিজনে	[illegible]	[illegible]	রাশি রাশি ॥
গোপনে	গুন[illegible]	[illegible]	ঝরবে হাসি ॥
ছিল [illegible]	[illegible]	[illegible]	রূপ রতনে।
[illegible]	[illegible]	[illegible] প্রিয়ে	কি বেদনে ॥
[illegible]	[illegible]	[illegible]থা	জাগছে মনে ॥

[illegible]তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি[illegible]
রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গাতপা[illegible]
[illegible]বন লতিকা এলায়[illegible]
[illegible]পাথারে[illegible]
দাঁড়[illegible] প্রণাম কার নত[illegible]
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপ[illegible]
এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় মা[illegible]
[illegible] দেখি ফিরিতে না চায়[illegible]
[illegible]ড়াও দেবী প্রণাম ক[illegible] বুকে নিঠুর প্রিয়ে
[illegible]মল তোমার [illegible] দু'টী ক্ষণে ভরতো হিয়ে ॥
[illegible] চিরন্তন চ[illegible] সোহাগ দিয়ে ॥

মনের কোণের দরপণে রইবে আঁকা নিতি প্রিয়ে।
ব্যথার বুকে গোপন সুখে ফুটবে দুঃখে রং বিলিয়ে ॥

শ্রীযুক্ত হৃদয় রঞ্জন রায়

এন ৩১৬৮ ভাটিয়ালী।

পুনঃ বাজাও বাঁশী কালশশী এই যমুনার কুলে।
পাগল করা সুর সোহাগে বিশ্ব উঠুক দুলে ॥
কোথায় আছ কোন বিজনে এস আমার মানস বনে,
এস ধড়া-চূড়া করে নিয়ে বাঁশী আঁধার গোকুলে।
নীল যমুনার দুকুল ভাঙ্গি সহসা ডাকাও বান,
মত্ত সুখে অধীর হয়ে যাক বয়ে উজান (যমুনা যাক বয়ে উজান)
ডাকছে তোমায় গোপবালা [illegible] প্রেম-ফুলের মালা
তাদের ঘুচাও [illegible] না ভুলে ॥

[illegible]

আর কত যে গাঁথব [illegible]
দিনে দিনে হয় যে [illegible]
আজ বিজনে একা [illegible]

(আমার) এত সাধের গাঁথা [illegible]
কত যে কাটলো রাতি শয়ন পাতি [illegible]
জানালে ভ্রমর [illegible]

(তোমার আশা কভু ছাড়বো না হে)
শুকনো মালা জড়িয়ে বুকে ভাসবো শুধুই আঁখির জলে ॥

এন ৩৪৪৫

চপল হাসি ভালবাসি আঁধার বুকের আলো।
রঙ্গিন আভায় মুছায়ে দাও অমানিশার কালো ॥
স্পর্শসুখে হৃদয় জাগে কোন অজানার ছোঁয়া লাগে,
গোপনে কার রূপের তৃষায় হৃদয় আমার জ্বালো ॥
সহসা তব পলকপাতে চমক লাগে নিশিথ রাতে,
কোন বিরহীর বেদন বাঁশী শুনাও সুদূর হ'তে ;
আমার মাঝেও বাজে সে সুর তাইতে তুমি এত মধুর,
ক্ষণিক হাস আঁধার রাতে সেই তো আমার ভালো ॥

মা

ভ্রমর অলির [illegible] কুসুম রাগে।
লুটবে মধু [illegible]
[illegible]তে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি [illegible]
[illegible] রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গাতপা [illegible]
[illegible] বন লতিকা এলা [illegible]
দোদুল [illegible] পাখীরা গায় উতল রাগে ॥
[illegible] প্রণাম করার [illegible]
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা [illegible]
এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় [illegible] ায়ে মৃদুল বায়ে ;
[illegible] দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]
[illegible] দেবী প্রণাম করি [illegible]
[illegible] তোমার [illegible] লবে আঁখি
[illegible] প্রভাত রাগে ॥
[illegible] চিরন্তন [illegible]

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ

পি ৮৮৫৩

(ওরে) আমার সোণার বাংলা দেশ।
সোণায় গড়া সযতনে নখ হ'তে এর মাথার কেশ॥
সোণার রবি সকাল বেলায়
ঢলে পড়ে এর সোণার গায়
সোণার পাখা প্রজাপতি সমীরণে নাচে গায়॥
সোণা ছড়ায় মেঘের কোলে
সবুজ ক্ষেতে সোণা ফলে
সবটুকু এর সোণায় মাখা সোণার কথার
নাইকো শেষ॥

—•—

ভেঙ্গ না ঘর ভেঙ্গ না করি [illegible]
[illegible] পারে না [illegible]
বাঙ্গালা [illegible]।
ভায়ের [illegible] বধু পান [illegible]
একই গ[illegible]ওয়ালা, [illegible]
একই কোলে মা[illegible]র হ'[illegible]
এই ঘরে তো হাজার [illegible]
[illegible]
ভায়ে ভায়ে বেঁধে [illegible]
এখন কেন ভার হ'ল [illegible]
গৃহলক্ষ্মী ধরি তোদের পায়, [illegible]
জীর্ণ ঘরটী গুড়িও নাকো একটু [illegible]
এই দেশে [illegible]

সেই মাটী তো তোদের ঐ পায়—
ভেঙ্গ না সুখের গৃহ ছিঁড়ো নাকো ভায়ের স্নেহ
জ'য়ের ছেলে আপন ভেবে—সব দুঃখ সয়ো
সব দিক বজায় রেখো সহেন যেমন বসুমতী।

—০—

পি ১১৫৮৫ ভীম পলশ্রী।

ভাঙ্গবে যখন সোণার স্বপন
বুঝবি তখন বুঝবি রে।
কাটবে যখন এ নেশার ঘোর
জানবি তখন জানবি রে॥
শূন্যে গড়া রাজপ্রসাদে
বাস ক'রেছিস্ তুই আমোদে।
মিথ্যাকে তুই সুদি মা [illegible]

—০—

আলোতে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি
রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা [illegible]
উচু থে[illegible] নর্তকা এলায় পি[illegible]
দাড় [illegible] প্রণাম ঝার নমো নমঃ
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপরা[illegible]
এ কোন রূপের সমারোহ সাজায় ম[illegible]
[illegible] দেখি ফিরিতে না চায় [illegible]
দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি স্বপন
[illegible] তোমার [illegible] আমার আশার কথা।
[illegible] চিকণ চামর [illegible]

নিবিড় নীরব আঁধারের তলে
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে ॥
জানিনে কখন কি মোহন ছলে
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা ॥
হেরিনু যতেক ভারত সন্তান
একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান্‌
আসছে যেন গো তেজ মূর্ত্তিমান
অতীত সুদিন আসিছে হেথায়।
ভারত রমণী সাজাইছে ডালি
বীর শিশুকুলে দেয় করতালি
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা
গাহিছে উল্লাসে বিজয় গাঁথা ॥

[illegible] পারে না [illegible]

পি ১১৬৩৫ [illegible] বধু পান [illegible]
বংশী [illegible] কলা, [illegible] [illegible] কালা
[illegible] লাগবে [illegible] [illegible] ।
যে বলে [illegible] [illegible]
[illegible] রে [illegible] [illegible] দেখে
সে যে ঘরে [illegible]
[illegible]
যমুনায় গেলে তীর [illegible]
[illegible]
[illegible]

সে সব জানিয়ে আমার কিবা কাম
পরাণ যাহারে সঁপিলাম ॥

—•—

নে ৩৮২৩

স্বদেশী।

পাঁচ কোটী ভাই বোন মিলে ডাকলে উচ্চে মা ব'লে
জননী আমার বঙ্গ আমার দুঃখ দৈন্য যায় চলে ॥
কেমন মায়ের সন্তান মোরা কেমন মোদের মা,
নামের ডঙ্কা বাজালে শঙ্কা আর তো থাকে না
হৃদয় যন্ত্রে মাতৃ মন্ত্রে সাধিয়ে দাও নিশান তুলে ॥
শিরে যাহার গৌরীশঙ্কর পদ ধোয়ায় নিধি
গঙ্গা যাহার অঙ্গ রাখেন পূত নিরবধি
অতীত সাক্ষী জগত লক্ষ্মী মা মোদের মহীতলে!
অনেক দুঃখের বুকের বাঁধন চোখের জলে যাক খুলে
পায়ের ধুলি গায়ে তুলি মা বলিয়ে যা গলে ॥

—০—

আজ প্রভাতে আলোর ধারায় স্নান ক'রে কি উঠলে রাণী।
রাখলে কি গো রক্ত জবায় [illegible] রাঙ্গা পা দুখানি ॥
পুষ্পিত ওই বন লতিকা এলায় পিঠে বেণীর সম।
দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি নমো নমঃ নমো নমঃ।
শিউলি ফুলের চুমকি ঢালা অপরাজিতার নীলাম্বরী
এ কোন রূপের সমারোহে সাজায় মা তোর অঙ্গ ভরি
[illegible]ই দেখি ফিরিতে না চায় বিভোল মা গো নয়ন মম
দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি নমো নমঃ নমো নমঃ ॥
[illegible] তোমার তৃণের দলে রাজ মহলার গালচে পাতা
[illegible] [illegible] চিকণ চামর [illegible] [illegible] পাতা

নহবতের চেয়েও তোমার গায়ে যে পাখী মনোরম
দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি নমো নমঃ নমো নমঃ ॥

এন ৩৮৪৬ গজল।

আয় সখি আয় খেলবি হোলি পিচকারীতে রং ভরে নে।
গোকুল আলো শ্যাম যে এলো দাঁড়িয়ে কেন ত্বরা করে নে ॥
পিউ পিউ পিয়া পাপিয়া বোলে কুহু কুহু তান কোয়েলা তোলে
ফুল পিয়াসী ভোমরা দোলে ফুলের বুকে ফুল-কাননে ॥
চাঁদিনী আলো মন ভুলালো যা সখি যা লো কুঞ্জবনে
আবীর কুসুম রংএর সঙ্গে ঢালিব পরাণ তাঁরই চরণে ॥

গজল।

আজ ফাগুনে কোন আগুনে জ্বলে যে হিয়া বোঝাতে নারি।
মনের তলে যে ব্যথা জ্বলে চায় কি তৃষ্ণা মিটাতে তারে
মলয় যে আজ পাগল পারা ফুলের বুকে জাগায় সাড়া
নয় কি তাহা অঙ্গ বাসের চেনা গন্ধ মোর পিয়ার-ই ॥
মেঘ জুড়ে আজ নামলো খেলা চৈতি হাওয়ায় ফাগের মেলা
অঙ্গে কি মোর রং ঢালে আজ পিয়ার হাতের রংএর ঝাড়ি ॥

এন ২৫০৮ ভৈরবী।

আমি ফিরি ওগো পথেরি সন্ধানে পথচারী আমি একা গো।
আকাশ ভুবন আঁধারে ডুবেছে পথ নাহি যায় দেখা গো
অসীমের কালো ঢেকেছে সব আলো ঢেকেছে ধ্রুবতারাটী,
দিকহারা এই আঁ[illegible] পথের [illegible]

নিবীড় কালিমা কাটিবে নাকি আর পাব নাকি পথ

রেখা গো ॥

—০—

মিশ্র সিন্ধু।

ভায়ের দোরে ভাই কেঁদে যায় টেনে নেনা তারে কোলে।

মুছিয়ে দে তার নয়নের জল (সে যে) আপন মায়ের ছেলে ॥

এতকাল যদি ছিলি এক ঠাঁই

আজ কেন ছাড়া হবি ভাই ভাই

ভাই বিনে তোর আর কেহ নাই দিতে প্রাণ অবহেলে ॥

বিপদেতে পাবি কাহারে কখন

ভাই যদি রয় ফিরায়ে বদন

সেই ভায়ে তোর—পরের মতন দিসনে আজিকে ঠেলে।

—০—

এন ৩৭৮৩ খাম্বাজ।

কেন ভার ভার সোণার মুখটী।

কেন আঁখি ছল ছল

মলিন মলিন ভাবটী ॥

কেন গো তোমার এমন বেশ

আলু থালু কেন মাথার কেশ

পরাণে নাহিক সুখের লেশ

যেন মেঘেতে ঢেকেছে চাঁদটী ॥

কনক দেউটী নিভিয়া গিয়াছে

আঁধারে দেউটী পড়িয়া আছে

চিতার শবটী পুড়িয়া গিয়াছে ।

যেন পড়িয়া র'য়েছে স্মৃতি [illegible]

বেহাগ।

একটী কথাই র'য়ে গেল বাকী হলনা বলা তোমারে।
চলে যাও ফিরে নিশি অবসানে ভাষায়ে নয়ন-ধারে ॥
কতবার ভাবি বলি বলি বলি
মুখ পানে চেয়ে সবই যাই ভুলি
কি নেশায় তব নয়ন উজল আপনি ভুলি আমারে ॥
তোমারি সজল আঁখিটীর তারা
দিয়েছিলে সেই কথাটীর সাড়া
ভুলে গেলে তুমি হৃদয় আমার ডুবিছে বেদনা ভারে ॥

—০—

এন ৭০২৫

১। মধুবনে সখি পঞ্চমেতে পাখী গাহিল ললিত মধুর তান।
ছল ছল নীল যমুনার জল আকুলা কালিন্দি বহে উজান ॥
যমুনা পুলিনে কুসুম কাননে কুসুম হাসিয়া সারা
কুসুমের হাসি করিল উদাসী চোখে বহে বারিধারা,
স্নেহমাখা ললিতা বিশাখা নাহি আসে যদি কালা
কি সুখ বলনা করিয়ে ছলনা বৃথা গাঁথা ফুল মালা
কালা বিনে ধনী রাধা কলঙ্কিনী নাহিক বাঁচে পরাণ ॥

—০—

২। কপট নাগর ওহে বংশীধর নিলাজ নিঠুর শ্যাম।
তোমার পীরিতী জানে রাধা সতী সবে আজ তব বাম ॥
চন্দ্রাবলী সনে কুসুম কাননে সুখে যায় মধু রাতি
ললিতা [illegible] ফুল গাঁথি।

ছি ছি ছি নাগর শ্যাম নটবর সরম নাহি কি তব
কপটের খনি শঠ চূড়ামণি গুণ বল কারে কব
তোমার গরব সকলি ভাঙ্গিব কলঙ্কে ভরিবে নাম ॥

—০—

এন ৭০৬৪

১। পানিয়া ভরনে চলে পিয়া হামারি।
ঠমকি ঠমকি চলে যায় কাঁখে গাগরি ॥
বিজলী চমকে দেহে লছমি ছড়ায়ে যায়
চরণে নুপুর বোলে রুনু ঝুনু বেজে যায়,
কাহে মণ প্রাণ টানে আঁখিয়া মুঝে ঠারি ॥
পিয়া লাগি কেঁদে মরে হামারি এ হৃদিতল
গাগরি ভরিয়া নিল মধুপানি ছল ছল
পরাণ ভরিয়া নিল প্রেম নাগরী ॥

—০—

২। সাঁচি কহ গেছে কোথা মোর পিয়া বেদরদী।
রোয়ে রোয়ে আঁখিয়া লাল খুন থারাবী রঙীন হৃদি।
প্রাণ হামারি কেঁদে মরে আঁধারি রাত নাহি গুজারে
দিল দরিয়া হোল আকুল বিনে সে দিল দরদী ॥
আসমানে তার সুনীল আঁখি তিরছি নজর হানে সখি,
প্রিয়ার গানের আওয়াজ কানে আনে মলয় নিরবধি ;
ঐ যে বলে বন পাপিয়া যাও সখি যাও যাঁহা পিয়া
বোলো বোলো বোলো উসে পিয়া বিনু মরি কাঁদি ॥

—০—

এন ৭০৯০

১। শ্যামল [illegible]ভায় সাজলি মা [illegible] বাংলা রাণী।
চরণে [illegible] ত্তর বেণী ॥

বাংলা মা তোর সব-ই মধুর মধুর শ্যামল হাস্যটী,
শুভ্র মধুর প্রভাতখানি স্নিগ্ধ-কাজল সন্ধ্যাটী।
মুক্ত-মধুর বিহগ-গাঁথা রক্তরবির পুণ্যালোক
সন্ধ্যা বেলা তুলসী তলা পল্লীবালার প্রদীপ খানি ॥
জনমে জনমে আসি যেন তোর কোলে মা হাসিগো
বক্ষে ধরিস জননী তুই স্বর্ণ আঁচল পাতি গো
সবুজ শীতল ওই আঁচলে ঘুম পাড়িয়ে রাখিস তুই
স্বর্গ আমার শান্তি আমার কোমল তোর ওই পরশখানি ॥

—০—

২। বাংলা দেশের রূপের আভায় মন ভুলালো।
তার স্নিগ্ধ বাতাস স্বপন-পরশ পরাণ জুড়ালো ॥
নদীর বুকে মনের সুখে ঝর্ণা গানে নাচলো জল
নিবিড় বনে ব্যাকুল মনে ডাকলো কোয়েল দোয়েল দল
পল্লীকোলে হাটে মাঠে রাখালীয়া গানের সুর
সেই সে গানে মোর পরাণে পরশমণি বুলালো ॥
আকাশ বাতাস উঠলো মেতে, কুসুম-পরাগ মাখলো আজ,
ফুটলো টগর বেলা চামেলী পারুল বকুল গন্ধরাজ ;
পল্লীপথে কলসী কাঁখে পল্লীবালা জলকে যায়,
স্নিগ্ধ হাসি পুণ্যরাশি কাজল চোখে দীপ আলো ॥

—০—

যুগলকৃষ্ণ পাল।

পি ১১৫০৬ দরবারি আসোয়ারী।

তোমারি গান ভরিয়া প্রাণ গাহিতে চাই, গাহিতে চাই।

তোমারে ছাড়া জানিনে আর তুমি যে মোর সকল সার।
তুমি যে চির আশার আধার তোমার মত আপন নাই
তোমারে পেয়ে প্রাণ জুড়াই॥
তোমারি ঐ চরণ মূলে থাকিতে চাই জগত ভুলে
আপন হাতে লহ গো তুলে তোমাতে যেন আমারে পাই
তোমাতে যেন সব হারাই॥

ভৈরবী।

আমি বাঁচিয়া বাঁচিয়া মরি নিতি নিতি আমারে দাও হে বাঁচায়ে॥
ব্যথার আগুনে জ্বালায়ে জ্বালায়ে আমারে লও হে যাচায়ে॥
আমার আঁধার পোহায়ে দাও,
নব প্রভাতের আলোক ছটায় ঘুমঘোর কেড়ে নাও।
ভিখারীর বেশে ভিতর বাহির দাও হে আমায় সাজায়ে
আমি ঘুরি দেশে দেশে তব নাম গেয়ে তোমার বীণাটী বাজায়ে।

পি ১১৫৯৫ খাম্বাজ।

সারা কানন খুঁজি রাঙ্গা জবা ফুল এনেছি যতনে তুলিয়া।
দেহ মা বারেক চরণ দুখানি আমি পূজিব মানস ভরিয়া॥
ভজন পূজন কিছু জানি না মা, জানি তোমার চরণ শ্যামা।
লহ মা আমার বনফুল-হার আমি এনেছি যতনে গাঁথিয়া॥

কেদারা।

তুমি ... বলে যা কিছু ...

নিরাশায় মাগো তুমি মোর আশা, বিপদে সম্পদে তুমি মা ভরস
মৃত্যুতে জীবন অজ্ঞানে চেতন, তুমি জ্ঞান, প্রেম, প্রীতি, ভালবাস
থেক না থেক না দূরে আমা হ'তে, সঙ্গে থাকি দুঃখ দিও বিধিম
আমি তোমা বিনা শূন্য নিরখি জগতে স্বপ্নভঙ্গ সম শূন্য চারিধা

—০—

এন ৩১৪৩

কোন অজানা দেশের লাগি কাঁদে রে মোর প্রাণ।
মন-তরী আর বাইতে নারি হোলো যে কেমন॥
কোন বনে সে আছে বসি মেঘের রাজ্যের পার,
নিশীথ রাতের আঁধার এসে ডাকে বার বার,
ভাবি মনে যাই তার কাছে চলে না চরণ,
মন বোঝে না রয় সে জাগি কোথায় রে তার ধন॥

—০—

ওরে পাগল নেয়ে।
তুই নদী তীরে রইলি ব'সে বেলা যে ওই যায় ব'য়ে।
ও তোর দেনা পাওনা মিটবে না কি, দিন হবে না দেখা,
পথ দেখা যে হবে রে দায় টুটলে আলোর রেখা।
(ও তুই) বেলা থাকতে ধরবে পাড়ি—
আঁধার এলো পথ ছেয়ে—
যার লাগি তোর দৌড়াদৌড়ি ধরতে নারবি কাছে পেয়ে॥

—০—

এন ৬৯৩০ দেশমিশ্র।

সুন্দর হ'তে [illegible] রে [illegible] অন্তরে মম র[illegible]।

নিন্দি সে সুখ শারদ জোছনা
সে হাসি মধুর নাহি তো তুলনা
বিনাশি সকল কালিমা যেন গো উজলে হৃদয় মাঝে ॥
কমল কান্তি কিবা অনুপম
সারা জীবনের সাধনার ধন
অনুখন যেন মোহি প্রাণ মন নয়নে নাচে ॥

—০—

আসোয়ারী।

আমার প্রাণের সকল কথা
তোমার পায়েই দিন রজনী জানায় ব্যাকুলতা
তোমার তরেই হৃদয় পাগল
তোমার তরেই বয় আঁখিজল
কণ্ঠ আমার আকুল হ'য়ে কয় যে তোমার কথা ॥
তুমি আমার সোনার স্বপন
তোমার ধ্যানেই চিত্ত মগন
তুমি আমার রসাল তরু আমি তোমার লতা ॥

—•—

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী ঃ

এন ৭০৩৩

বরষ বরষ থাকি চাহিয়া ॥
তোমারি মিলন আশে
আশা পথ পানে
দখিন সমীরণে উদাস আ[illegible]মনে
হৃদয় আসন [illegible]

একি তন্দ্রা-বিজড়িত আঁখিপাত।
একি স্বপন ঘোর মোর দিবস রাত ॥
কুহকী নিদয় বঁধুয়া যাদু জানে
স্বপন আড়ে যেন টানে মায়া টানে
চলে আকুল মন তাহারি সাথ ॥

—০—

এন ৭০৫৪

আমায় ব'লোনা ভুলিতে ব'লো না
সে কি ভুলিবার ধন রমনী মোহন হেরিবারে করি কত সাধনা ॥
চাহিনা অন্যে চাহি বনমালী সে পদে দিয়াছি মন-প্রাণ ডালি
নহি সখি আমি পথের কাঙ্গালী শ্যাম-ভিখারিনী ললনা ॥
কলঙ্কের কথা হতাশেরি ব্যথা কতই লাঞ্ছনা গঞ্জনা—
করি সোহাগের হার পরেছি গলায় ভুলিবারে পাই কত যাতনা ॥

—০—

আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়।
সুরে বেদন বাজে গোপন হিয়ায় ॥
সুখে স্মৃতি সাথে ওই সুর মায়ায়
কত দুঃখ মেশে যেন আলোতে ছায়ায়
আজি নিশীথ রাতে জাগি তারার সাথে
তারি স্মৃতিটী নিয়া নীরব ব্যথায় ॥

কে, মল্লিক

পি ১১৭২৩ বেহাগ খাম্বাজ।

পাতকী বলিয়ে কিগো পায়ে ঠেলা ভাল হয় ॥



মিঃ কে, মল্লিক

করিতে এ ধুলোখেলা অবসান হোলো বেলা,
যারা এসেছিল সাথে ফেলে গেল অসময় ॥
জীবনে কখন আমি ডাকিনি হৃদয়স্বামী,
এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময় ?

—০—

বেহাগ মিশ্র (কীর্ত্তন)

যদি মরমে লুকায়ে রবে হৃদয়ে শুকায়ে যাবে
প্রাণভরা আশা কেন দিলে গো ।
চরণ শরণ তরে এত ব্যাকুলতা-ভরে
কেন ধাই যদি নাহি মিলে গো ॥
আনন্দে অনন্ত প্রাণ করিছে বন্দনা গান
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো ।
সকলই কি অর্থহীন শূন্যে শূন্যে হবে বিলীন
কেন তবে সেই গীত সৃজিলে গো ॥
এতই আবেগ প্রভু ব্যর্থ কি হইবে কভু
একান্ত ও চরণে সঁপিলে গো ।
যদি পাতকী না পায় গতি কেন ত্রিভুবন-পতি
পতিতপাবন নাম নিলে গো ।

—০—

পি ১১৭২২ সিন্ধু খাম্বাজ ।

আমি তোমারি আশে বসে আছি বলে
তাই কি দেখা দিলে না দিলে না ।
অথবা দেবক [illegible] দিলে না ॥

নয়নেরি আশা দেখিতে বাসনা,
প্রাণে ব্যথা সখা দিও না দিও না,
তুমি সুধাংশু বদনে হের, সুধা বিনে
চকোর জীবন বাঁচে না বাঁচে না ॥

—০—

কাফি।

(ওহে) হরি দিবানিশি ডাকি তাই।
আমায় দাও দাও দরশন যাতনা জানাই।
চির-সুখ-আশে সংসারে সঁপিয়ে মন,
কত দুঃখ পাই হরি কাহারে জানাই।
মনোবেদনা জানাই হরি যাতনা জুড়াই।

—০—

পি ১৬৪১ ভৈরবী মিশ্র।

ছাড়িয়ে সংসার কোথা চ'লে যাও,
দীন হীন বেশ ধরিয়ে।
আত্ম পরিজন কাঁদিছে এখন,
দেখনা তাদের চাহিয়ে ॥
ত্যজিয়ে মমতা দারা পুত্রগণ,
কোন মহাদেশে করিছ গমন;
দেহেতে সব বৈরাগ্য লক্ষণ,
কি ভাবেতে আছ ডুবিয়ে ॥
শুনিলে না তুমি আমার বচন,
দেখিতে দেখিতে মুদিলে নয়ন,
কি ভাবেতে তুমি হইলে এমন,
[illegible] পেলাম উত্তর ডাকিয়ে ॥

ভৈরবী।

এখন নতুন প্রেমেতে তোমার যতন বেড়েছে।
তুমি বাঁকা, কুব্জা বাঁকা, দু বাঁকাতে মিলেছে।।
তোমার যেমন বাঁকা আঁখি,
কুব্জা তেমি কোটরচোখী,
খাঁদা নাকে ঝুমকো নোলক ঝুলিয়েছে।
মাথার মাঝে টাকের উপর পরচুলেতে ঘেরেছে॥
ভাল ভাল গয়না গাঁটা,
তাতে আবার ডায়মনকাটা,
ওরে সে ভাদর বুড়ী সেজেছে।
কিবা রূপসী মোহিনী দেখতে যেন
রাহু নাকি কালশশী গিলেছে॥

পি ১১৭১৬ ঝিঁঝিট।

শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী কেন মা তোমারি এমন বেশ।
(তুমি) হর-হৃদিপরে দিয়াছ চরণ, নাই মা তোমার লাজের লেশ॥
দিয়াছ চরণ হরেরি উপর,
উলঙ্গিনী অঙ্গে না পর অম্বর,
লহ লহ জিহ্বা করিছে তোমার, এলায়ে পরেছে চাঁচর কেশ॥
ভৈরবী ভবাণী ভবের কারণ,
করে করি মাংস করিছ চর্ব্বণ,
সুধাপাত্র করে করিয়া ধারণ, যোগিনী সঙ্গে নাচিছ বেশ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

জাল গুটিয়ে নে মা শ্যামা, বাঁধন খুলে দেনা মা
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, আর খেলিতে চাহিব না ॥
কি ঝক্‌মারী ভবের খেলা,
ঘরে পরে দেয় মা জ্বালা,
ঘুরিয়ে দে মা পারের দোলা, ওমা খেল্‌তে আর পারি না ॥
সর্ব্বঘটে থাক তুমি,
নিমিত্তের ভাগী কেন আমি,
অহং নাশ অন্তর্য্যামী বুকে দিয়ে ঐ রাঙ্গা পা ॥

—০—

পি ১১৬৯৮

সাহানা মিশ্র।

লোহারই বাঁধনে বেঁধেছে সংসার
দাসখত লিখে নিয়েছে হায়।
আমার খেটে খেটে খেটে জন্ম গেল কেটে,
তথাপি এ ছার খাটা না ফুরায় ॥
আলস্য অসুখ রোদ বৃষ্টি নাই,
কাঁধেতে জোয়াল না আছে কামাই,
আমার চক্ষু জলে পোরে, মুছি এক করে,
অন্য ক'রে বোঝা তুলি মাথায়।
বড় শান্ত হ'লে পাছে ঘুমাই বলে,
রেখে দেছে আমায় শত্রুর মহলে,
তারা আগুনের ঢেলা, মায়া ছাঁচে ফেলা,
বুকে পিঠে উঠে সতত খেলায় ॥

ঝিঁঝিট মিশ্র।

যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে,
আমার অবসর কই ত হ'ল না।
বসে নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে, করবো তাঁর চিন্তে,
এমন দিনটি ত কই পেলাম না।
বাল্যকালে খেলায় গত হ'ল মন,
রস-বিলাসে গেল রে যৌবন,
জরা ব্যাধি আদি বার্দ্ধক্যে এখন,
আমার হ'ল না বুঝি তাঁর সাধনা॥
মাতৃপিতৃ-ঋণ নারিনু শুধিতে,
না পারিনু তাঁদের চরণ সেবিতে,
তাই সদাই চিন্তে শমন আসি অন্তে,
দিবে বুঝি কত যাতনা॥

—০—

পি ১১৭১০ খাম্বাজ।

আমি স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি,
রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া
স্বপনে তাহার মুখখানি নিরখি
স্বপনে কুহেলি মাখিয়া॥
তারে বরমালা দিনু স্বপনে,
হ'ল হৃদি-বিনিময় গোপনে,
স্বপনে দুজনে প্রেম আলাপনে
যাপি সারা নিশি জাগিয়া।
করি স্বপ্নে মিলন সুখ-গান,
করি স্বপ্নে প্রেম-সুখ দান,

হয় স্বপনে প্রেম-কলহ,
যায় স্বপনের সনে ভাঙ্গিয়া।
যা আছে আমার সব দিতে পারি,
সুখ স্বপনের লাগিয়া ॥

—•—

গারা মিশ্র।

নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো ॥
পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে,
থামা এখন বীণার ধ্বনি চুপ ক'রে শোন বাইরে ব'সে
বুক এগিয়ে আসে মরণ, মায়ের মত ভালবেসে,
এখন যদি মর্ত্তে না পাই তবে আমার মরণ ভালো ॥
সাঙ্গ আমার ধূলোখেলা সাঙ্গ আমার বেচাকেনা,
এসেছি ক'রে হিসাব নিকাশ যাহার যত পাওনা দেনা ;
আজকে আমি শ্রান্ত বড় ওমা কোলে তুলে নেনা,
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো।

—•—

পি ১১৭০৬ বেহাগ খাম্বাজ।

কেন দিতেছ গঞ্জনা হৃদয় রঞ্জনে,
অপরাধ সে কি করেছে ;
কালা সে আমার শপথ করিয়ে,
নিশিথে আস্‌বে বলে গেছে।
প্রাণবঁধু না এলে কি সই পোহাইবে রজনী,
যদি পোহাইত নিশি সেই কাল শশী,

শুধু তাহারই বিরহে উন্মাদ প্রাণ,
পলকে প্রভাত হতেছে।
এখনও সই ঊষা নিশীথের কোলে,
ঘুমে অচেতন রয়েছে।

—ঃঃ—

দাদ্‌রা।

নয়নেরই ঘুমঘোর মুছে ফেল সই
আঁখি মেলি চাহ পিয়া পানে।
মলয় বহিছে ধীরে, পাপিয়া ডাকিছে ওই,
পিউ পিউ পিয়া পিউ, পিউ পিয়া তানে।
কুসুম কহিছে হেসে, সে বঁধু বুকে এসে,
ফোটে কলি, পশে অলি, তোষে মধু দানে।
আবেশে উঠিছে কাঁপি, আধ বদনে ঝাঁপি,
এ হেন চাঁদিমা রাতি, গেল অভিমানে॥

—০—

পি ১১৭০০ নটমল্লার।

মলয় আসিয়া বলে গেছে কানে, প্রিয়তম তুমি আসিবে।
মম তৃষিত অন্তর ব্যথা, সযতনে তুমি নাশিবে॥
রবি শশী তারা, সুনীল আকাশ, সকলে দিয়াছ তোমারি আভাস,
গোপনে হৃদয়ে করেছে প্রকাশ, তুমি এসে ভাল বাসিবে॥
মম মর্ম্ম মুকুরে দূর হতে, পড়েছে তোমারি ছায়া,
হেথা অন্তর আলোকে প্রেম পুলকে, ধরেছি স্বপন কায়া॥
আমার সকল চিত্ত প্রণয়েরি শশী, তোমারি লাগিয়া উঠেছে উচ্ছ্বসি,
কবে তুমি আসি অধর পরশি, মুখ পানে চেয়ে হাসিবে॥

সুরট মিশ্র।

আজি মম প্রাণ কেন গো চাহে তোমার ওই দুটি আঁখি।
উজ্জ্বল মধুর সকলই সুন্দর, যত দেখি তত চেয়ে থাকি ॥
আঁখি দুটি কেন পুনঃ হাসি চায়, সকলি নিয়েছ ওহে নিরদয়,
কিছু তো রাখনি বাকী ॥
বিকশিত হৃদি কুসুম সুবাস, নিয়েছ কি সখা মেটেনি কি আশ,
মিনতি তোমারে থেকো না ভুলিয়ে, আমারে ভুলায়ে রাখি ॥

পি ১১৭২৮

সুরট মিশ্র।

আমায় অভাবের শরে বিঁধেছে সংসার।
হবে না কি আর দুঃখ অবসান।
আমি টাকা টাকা করে ফিরি দ্বারে দ্বারে
কেউতো শোনে না কাতর ক্রন্দন ॥
আত্মীয় স্বজন ছিল যে আমার,
তারাও তো ফিরে চাহে নাকো আর,
(ভবে) চির আপনার জননী আমার,
সদা মুখ পানে চেয়ে করে গো রোদন ॥
ভেবে ভেবে মাগো হয়ে গেছি সারা,
আর কত দিন ভাববো বল তারা,
ঘরে বাইরে অন্নাভাবের আঁখিধারা,
আর কত দিন ভারত থাকবে এমন!

ইমন।

আলোকে আঁধারে অমৃতে গরলে,

প্রেমময়ীর প্রেম নেশা, প্রিয়জন ভালবাসা'
সকলি অসার আশা নিশার স্বপন ॥
দুরন্ত শোকের ছবি ধাইছে নবীনা বালা,
পতির চিতায় দিতে আত্ম বিসর্জ্জন ॥

—•—

পি ১১৭১৫ ইমন।

ভাবছ কি বসে সুখেরি স্বপন, ঘুম কি তোমার
ভাঙ্গিবে না।
মোহ নিদ্রা ঘোরে হয়ে অচেতন,
সারা নিশি গেল মেল না নয়ন,
ওই যায় চলি দেখ আঁখি মেলি
বাধা দিলে সে তো রবে না।
সাধের জোছনা ফুটিবে না আর
সে সম্পদটী বড়ই আঁধার ॥
কিসে হবে পার বিপদ পাথর,
বিপদ বারণে স্মর না ॥

—০—

বেহাগ খাম্বাজ।

মম মানস মাধবী কুঞ্জে শ্যাম বিহর গো নিশি দিন
আমার পরান রাধারে পাগল করিয়া বাজাও মোহন বীন
তব বীণার ছন্দে জাগিবে হিয়া,
উঠিবে কুঞ্জে মুঞ্জরিয়া,

মম নয়ন সলিলে যমুনা বহিবে
লহরী ছুটিবে (ক্ষীণ)॥
যবে দিন শেষে নামিবে নিশি,
নিবিড় জলদে ঘেরিব দিশি,
কবে আঁখির পলকে আঁধারে মিশি
নিমিষে হব বিলীন ॥

—০—

পি ১১৫১৮ গজল।

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল।
আজও তার ফুল কলিদের ঘুম টোটেনি তন্দ্রাতে বিলোল॥
আজও হায় রিক্ত শাখায় উত্তরি বায় ঝুরচে নিশিদিন।
আসেনি দখ্‌নে হাওয়া গজল গাওয়া মৌমাছি বিভোল॥
কবে সে ফুল কুমারী ঘোমটা চিরি আসবে বাহিরে
শিশিরের স্পর্শ সুখে ভাঙবেরে ঘুম রাঙবেরে কপোল॥
ফাগুণের মুকুল জাগা দুকুল ভাঙ্গা আসবে ফুলের বান
কুড়িদের ওষ্ঠপুটে লুটবে হাসি ফুটবে গালে টোল॥
কবি তুই গন্ধে ভুলে ডুবলি জলে কুল পেলিনে আর
ফুলে তোর বুক ভ'রেছিস্ আজকে জলে ভরবে আঁখির কোল॥

—০—

গজল।

আমারে চোখ এসারায় ডাক্ দিলে হায় কে দরদী!
খুলে দাও রং মহালার তিমির দুয়ার ডাকিলে যদি॥
গোপনে চৈতি হাওয়ায় গুল বাগিচায় পাঠালে লিপি

পাঠালে ঘূর্ণি দূতি ঝড় কপোতী বৈশাখে সখি
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জলভরা নদী ॥
তোমারই অশ্রুজলে শিউলি তলে সিক্ত শরতে
হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙ্গে দাও দ্বার যদি রোধি ॥
পৌষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিণী
দুঁহু হায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা জলধি ॥
ভিড়ে যা ভোর বাতাসে ফুল সুবাসের রে ভ্রমর কবি
উষসির শীষ মহলে আসতে যদি চাস নিরবধি ॥

পি ১১৬৩৮ গজল।

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে পানিয়া ভরণে চলো গো গৌরী।
চল জলে চল কাঁদে বন তল ডাকে ছল ছল জল লহরী ॥
দিবা চলে যায় বলাকা পাখায় বিহগের বুকে বিহগী লুকায়
কেঁদে চকাচকী মাগিছে বিদায় বারওয়ারি সুরে বাজে
বাঁশরী ॥
ওগো বেদরদী ও রাঙ্গা পায়ে মালা হ'য়ে কেগো গেল জড়ায়ে
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে পায়ে রাখি তারে না গণে পরি ॥

গজল।

পরদেশী বঁধুয়া এলে কি এতদিনে।
আসিলে এতদিনে কেমনে পথ চিনে ॥
তোমারে খুঁজিয়া কত রবি শশী অন্ধ হোল প্রিয় নিবিড় তিমিরে ॥
তব আশে আকাশ তারা দীপ জ্বালি জাগিয়াছে নিশি ঝুরিয়া
নিশিদিন ॥

শুকায়েছে স্বরগ দেবতা তোমা বিনে।
কত জনম ধরি ছিলে গো পাশরী
এত দিনে বাঁশরী বাজিল কি বিপিনে॥

—০—

পি ১১৬৬৬ মিশ্র বেহাগ।

কেন প্রাণ মম হেন উদাসী।
কি জানি কি ভয়ে আঁখি মুদে যায়
হেরিতে না চায় চাঁদের হাসি॥
মলয় বাতাসে কুসুমের বাসে
পোড়া আঁখি কোণে কেন জল আসে
মধুময় নিশা উজলিত দিশা
তবু হৃদে ভরা বিষাদরাশি॥
কে যেন কোথায় থাকি দূরে দূরে
গাহিছে কি গান বিমোহন সুরে।
পরশি মরমে ভুলায় সরমে
কি যেন স্বপনে নে যায় ভাসি।

—০—

মিশ্র খাম্বাজ।

(যদি) সারাটী জীবন কাঁদাবে এমন
কেন মন প্রাণ তবে হরেছিলে?
(যদি) নিরাশা আঁধারে ত্যজিবে আমারে
আশাদীপ কেন প্রাণে জ্বেলেছিলে?
(যদি) বিরহের বিষে পোড়াইবে শেষে

(যদি) পায় ঠেলে চলে যাবে অবহেলে

ভালবেসে কেন বুকে ধ'রেছিলে ?

—•—

পি ১১৬৭৬ ভৈরবী।

সেটা আছে তো মনে ?

ভবের খেলা সাঙ্গ হ'লে যেতে হবে সেইখানে॥

ফকিকারী দুনিয়াদারী কিছু নয়কো চিরদিন

ছাড়তে হবে সবের মায়া যবে নারী হবে ক্ষীণ,

যত দিন ব'য়ে যায় টান্‌ছে তোমায় গুটি গুটি সেই পানে॥

ভাল করছো সুখে ঘর-কন্না নিয়ে মাগ ছেলে-মেয়ে

দেখি জুড়ি গাড়ী বাড়ছে ভুড়ি সুদের সুদ খেয়ে ;

তোমার ঐ বাক্স ভরা লাক্‌স টাকা পড়ে রবে কোন্‌খানে ?

ভবে ভণ্ডামি নষ্টামি যত বাটপাড়ি জুচ্চুরী

চালিয়ে মেকী পরকে ফাকি খুব বাহাদুরী

কিন্তু যমের বাড়ী বিষম ফাড়ি বোঝা পড়া সেই দিনে॥

—•—

আসোয়ারী।

তুমি যদি সবেরই কর্ত্তা তবে কেন এমন হয় ?

কেউ হাসে কেউ কাঁদে কেন কেউ সুখে কেউ দুঃখে রয় ?

আঁধার কেন আলোর পাছে সুমতি হারে কুমতির কাছে,

পূণ্য পথ যে ধ'রে আছে সে জীবন ব্যাপি দুঃখ সয় ;

পাপের শক্তি প্রথর কেন তার এত শক্তি বিশ্বময়॥

নিয়তির অধীন যদি প্রাণীবর্গ নিরবধি,

কর্ম্মফলই প্রধান হেথায় এই বিধির বিধান সবাই কয়,

তবে পাপী তাপীর মুক্তি দিতে তোমার নামটী কেন দয়াময়॥

পি ১১৮৯৭ আগমনী।

আর জাগাসনে মা জয়া, অবোধ অভয়া
কত করে উমা ঘুমালো॥
উমা জাগিলে একবার ঘুম পাড়ান ভার
চঞ্চল স্বভাব চিরকাল॥
কাল উমা আমার এসে সন্ধ্যাকালে কি জানি
কি ছলে ছিলেন বিল্বতলে!
বিল্বমূলে স্থিতি করিয়া পার্ব্বতী জাগিয়া যামিনী পোহাল॥
উপরোধ মা আমার এড়াতে না পেরে
বেড়ায় উমা সকল ভক্তের দুয়ারে।
কমলাকান্ত বলে উমা না জাগিলে জীবে কে জাগাবে বল॥

—०—

আগমনী।

কই মা এলি কি উমে!
বড় ক্লান্ত বুঝি হলে পথশ্রমে
ডেকে মা মা বলে বোস মায়ের কোলে
কর শ্রান্তি দূর ক্ষণেক বিশ্রামে॥
বহুদিন মা তোর মুখ সুধাকরে
না হেরে যে দুঃখ পেতেছি অন্তরে
কি দিব তুলনা দনুজ-দলনা
আছি মা সংসারে মরিয়া মরমে॥
এবারে শঙ্কর নিতে এলে পরে
বলুবো মা তাঁর দুটী করে ধরে
কিছুদিন উমা রবে মম ঘরে

অন্নপূর্ণা তোরে বলে চরাচরে
তবে কেন উমা জামাই ভিক্ষা করে
মা হ'য়ে কেমনে সহি তা পরাণে
শুনি লোক মুখে মরি মা মরমে ॥

—০—

পি ১১৬৮৭ গজল।

করুণ কেন অরুণ আঁখি দাও গো সাকী দাও শারাব।
হায় সাকী এ অঙ্গুরী খুন নয় ও হিয়ার খুন খারাব ॥
আর সহে না দিল নিয়ে এই দিল দরদীর দিল্লাগী।
তাইতে চালাই নীল পিয়ালায় লাল সিরাজী বেহিসাব ॥
হারাম কি এই রঙ্গিন পানী আর হালাল এই জল চোখের।
নরকই আমার হোক মঞ্জুর বিদায় বন্ধু লও আদাব ॥
দেখ রে কবি প্রিয়ার ছবি এই শারাবের আশিতে।
লাল গেলাসের কাচ--মহলার পার হোতে তার শোন জবাব ॥

—০—

গজল।

মুসাফির। মোছ রে আঁখি-জল ফিরে চল আপনারে নিয়া ;
আপনি ফুটেছিল ফুল গিয়াছে আপনি ঝরিয়া ॥
রে পাগল একি দুরাশা জলে তুই বাঁধবি রে বাসা।
মেটে না হেথায় পিয়াসা হেথা নাই তৃষ্ণা দরিয়া ॥
বরষায় ফুটল না বকুল পৌষে ফুট্‌বে সে ফুল।
এ পথে ঝরে সদা ভুল নিরাশার কানন ভরিয়া ॥
রে কবি কতই দেওয়ালী জালালি তোর আলো জ্বালি।
এলো না তোর বনমালী আঁধার আজ তোরই দুনিয়া ॥

পি ১১৭৩২ আগমনী।

শারদীয়া নিশি হতেছে ভোর, আগমনী ঐ বাজিছে।
জগত-জননী আসিবে বলিয়া হরষে জগৎ সাজিছে॥
সানাই ধরেছে মধুর তান
পুলকে ভরেছে সবার প্রাণ
তোরণে তোরণে ফুল-পল্লব মঙ্গল-ঘট রাজিছে॥
দোয়েলা কোয়েলা পাপিয়া
গাইছে পুলকে কাঁপিয়া
শারদ রবির কনক কিরণে বসুধা অঙ্গ মাজিছে॥

—০—

আগমনী।

কে গো প্রভাতে এলে সাজিয়া
অরুণ আলোয় তনু মাজিয়া
দিক দিগন্তে নান্দী তোমারি
বিহগ কণ্ঠে উঠে বাজিয়া
ফুটেছে রাঙ্গা আলো মধুর প্রভাতে
জুটেছে অলিকুল কুসুম সভাতে
তোমারি আগমনে মনের ফুলবনে
ফুটিল ফুলদল পুলকে মাতিয়া॥

—০—

পি ১১৭৩৫ বেহাগ।

কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে।
ফুটিত না কি কমল ও কাঁটা না বিধিলে॥
কেন এ আঁখিকূলে বিধুর অশ্রু দুলে

কেন কামনা ফাঁদে রূপ-পিপাসা কাঁদে
শোভিত নাকি কপোল ও কালো তিল নহিলে ॥
কাঁটা নিকুঞ্জে কবি এঁকে যা সুখের ছবি
নিজে তুই গোপন রবি তোরই আঁখির সলিলে ॥

খাম্বাজ।

কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায় কারে কহি।
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি রহি ॥
সে থাকে নীল নভে আমি নয়ন জলসায়রে
সাতাশ তারার সতীন সাথে সে যে ঘুরে মরে
কেমনে ধরি সে চাঁদে রাহু নহি ॥
কাজল করি যারে রাখি গো আঁখি পাতে
স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপন অশ্রু সাথে
বুকে তায় মালা করি রাখিলে যায় সে চুরি
বাঁধিলে বলয় সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি
কি দিয়ে সে উদাসীর মন মোহি।

—০—

পি ১১৭৪৪ ভিখারীর গান।

ওরে ক্ষ্যাপা তোর শুধতে হবে দেনা।
এ ভবের হাটে বেসাতি তোর সবই ধারে কেনা ॥
বকেয়া খাতায় যত পাওনাদার,
তারা কি ছাড়বে তোরে ভেবেছিস কি পাবি পার ;
সুদের কড়ি করবে আদায় রেহাই দেবে না ,
পারের কড়ি চাস যদি রে ফাঁকী চলবে না ॥

ভিখারীর গান।

দিনে দিনে গত হ'তেছে দিন এখন মন ভাব না রে।
শমন দমন শ্রীশচী নন্দন কমলা সেবিত চরণ রে ॥
ও মন কিসেরি তরে নেশারি ঘোরে
নেশারি আমোদে মাতিলি রে
কাল শয্যাপরে মোহ তন্দ্রা ঘোরে
আর কত দিন ঘুমাবি রে ॥
কেবা মাতা কেবা পিতা কেবা ভ্রাতা ভগ্নীরে
প্রাণের প্রেয়সী কোথা রবে বসি যে দিন জীবন যাবে রে ॥
এ দীনহীনের এই নিবেদন দুর্লভ জনম হারায়ো না মন
আশী লক্ষবার করিয়া ভ্রমণ আশা যাওয়া জীবের মেটে না রে।

—•—

পি ১১৭৪৮ মিশ্র মল্লার।

আজি ঝর ঝর ঝর ঝরে অবিরল নয়ন ধারা।
আকুল পারা থর থর কাঁপে দেহলতা
মরম বেদনা বল কারে কহি পিয়া ছাড়া ॥
সারাটী যামিনী আজিও তেমনি গাঁথিয়া মালা
ভাবি যদি হায় আসে কালা
রহি শুধু চাহি পথের পানে নিমেষ হারা ॥

—•—

মিশ্র কাফী।

আমারি কথা নিঠুরে ব'লো ব'লো সই।
নব পল্লবে পুলকিত কলগীতি মুখরিত
ফাগুন এলো ফিরে বঁধুয়া আসিল কই ॥

মলয়া বিভোলা চামেলী কুসুম বনে
কোয়েলা পাগল হ'ল ফাগুণ গুণ গানে
ফুল্ল ফুল বনে ভ্রমর গুঞ্জনে
নুপুর ধ্বনি ভাবি আশায় আকুল হই ॥

। ১১৭৫২ ভৈরবী ।

আনন্দময়ী শ্যামামাকে আমি বড় ভালবাসি ।
হৃদয়ে উদয়া হ'লে হর জায়া—
কাজ কি আর আমার গয়া বারাণসী ॥
মানব জীবনে দিন গোনা যত
যাইবে কাটিয়া রহিবে না তোর ॥
সবই শরাসনার বাসনা গত
সংসারের খেলা কান্নাহাসি ॥
স্ত্রী পুত্র বৈভব সবই পড়ে রবে
মায়ের নাম ব্রহ্মা মাত্র সঙ্গে যাবে ॥
জনম মরণ যাতনা এড়াব
যদি করুণা করেন মুক্তকেশী ॥

—০—

দেশ মিশ্র ।

একি বিকার শঙ্করী ।
তরিতে পারি পেলে কৃপা তোমারি ॥
বৃথা গৌরব সদা অঙ্গ দহি
আমারি ঘটিল একি পাপ মোহ ॥
ধন জন তৃষ্ণা না হয় বিরহ
কিসে জীবন ধরি ॥

অনিত্য আলাপ প্রলাপ বিলাপ
সতত গো সর্ব্ব মঙ্গলে ॥
মায়ারূপ কাক নিদ্রা
সদা দাসরথির নয়ন যুগলে ॥
হিংসারূপ হ'ল উদার কৃমি
মিছে কাজে ভ্রমি সেই হ'ল ভ্রমি
এ রোগে কি বাঁচি তন্নামে অরুচি দিবস শর্ব্বরী ॥

—•—

পি ১১৭৫৫

এস মা ভারত জননী আবার জগত—তারিণী সাজে।
রাজ-রাণী মার ভিখারিণী বেশ দেখে প্রাণে বড় বাজে ॥
শিশু জগতেরে মায়ের মতন তুমি মা প্রথম করিলে পালন
আজ মাগো তোরই সন্তানগণ কাঁদিছে দৈন্য লাজে ॥
আঁধার বিশ্বে তুমি কল্যাণী জ্বালিলে প্রথম জ্ঞান-দীপ আনি
হইলে বিশ্ব-নন্দিতা-রাণী নিখিল-নর-সমাজে
দেখা মা পুনঃ সে অতীত মহিমা মুছে দে ভীরুতা গ্লানির কালিমা
রাঙ্গায়ে আবার দশদিক সীমা দাঁড়া মা বিশ্ব মাঝে ॥

—•—

দুঃখ সাগর মন্থন শেষ ভারত লক্ষ্মী আয় মা আয়।
কবে যে ডুবিলি অতল পাথারে উঠিলি না আর হায় মা হায়।
মন্থনে শুধু ওঠে হলাহল শিব নাই পান কে করে গরল
অমৃত ভাণ্ড লয়ে আয় মাগো জ্বলিয়া মরি বিষের জ্বালায় ॥
হরিত ক্ষেত্রে সোণার শস্যে দোলে নাক' আর তোর আঁচল
শুকায়েছে মাগো মায়ের স্তন্য গাভীর দুগ্ধ নদীর জল—

চাই না মোক্ষ চাই না বাঁচিতে অক্ষয় আয়ু ল'য়ে ধরণীতে
চাই প্রাণ চাই ক্ষুধায় অন্ন মুক্ত আলোকে মুক্ত বায়॥

—•—

এন ৭০৭৫ মিশ্র কালেংড়া

নাহি নাহিক রাতি
জাগ জাগ হে সাথী
জাগে উষার ভালে সিঁদুর ভাতি॥
হের অরুণ রাগে
ঐ বিহগ জাগে
কুঞ্জবনে জাগে কুসুম পাতি॥
আজি ভরিয়ে ডালা
কত সোহাগ ঢালা
যত কুসুম মালা রেখেছি গাঁথি॥
দিয়ে কণ্ঠ তব
শুধু বারেক ক'ব
ভুলোনাকো আজিকার মিলন রাতি॥

—•—

কেদারা।

কে এ'ল ওরে কে এ'ল শুকান মানস মাধবী-কুঞ্জে।
জানাইতে মোরে কার আগমনী চরণ নুপুর গুঞ্জে।
শাখী শাখে শাখে নব কিশলয়
ঝিরি ঝিরি ঝিরি বহিল মলয়
ফোটা ফুলে ফুলে সুখে দুলে দুলে অলিকুল মধু ভুঞ্জে

গেছে কত যুগ কত যুগান্ত
এ'লো ফিরে ফিরে নিদয় কান্ত
পিক সুকণ্ঠে গায় আবাহন
বন শোভাগণ করিছে বরণ
মিলনের হারে পুজিতে পিয়ারে ফুটিল কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে ॥

—•—

কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক) ।

পি ১১৬৮৯ (চন্দ্রগুপ্ত হইতে)

ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরণী,
গর্জ্জে সিন্দু, চলিছে তরণী,
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর।
ওঠ্ মা ওঠ মা দেখ মা চাহি,
এই ত এইছি আর চিন্তা নাহি—
জননী হীনা কন্যা দীনা
ওঠ্ মা ওঠ্ মা প্রদীপটী ধর ॥
লঙ্ঘি বনানী পর্ব্বতরাজি,
তোর কাছে এই আমি এইছি ত আজি ॥
কোথায় জননী! গভীর রজনী.
গর্জ্জে অশনি, বহিছে ঝড়।
এ কি! কুটীর যে মুক্তদ্বার!
নির্ব্বাণ দীপ—গৃহ অন্ধকার—



শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)

কোথায় জননী! কোথায় জননী!
শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর।
যে ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্তনিনাদে,
বিধাতৃ চরণে পড়িয়া কাঁদে;
চরণাঘাতে বজ্র নিপাতে,
মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী পর ॥

—•—

(চন্দ্রগুপ্ত)

ঐ সেই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে কাতর প্রাণে আকুল তানে বলে "আয় চলে আয়,
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে।"
বলে আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা,
হেথা নাইকো মৃত্যু নাইক জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধভরা চির-স্নিগ্ধ মধুমাসে,
হেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা, চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে ॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে,
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উথলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, "আয় চলে আয় আমার পাশে"

—০—

পি ১১৬৯৩ ভৈরবী।

বারে বারে আর কত সব প্রাণে
চিত মন চঞ্চল ধৈরয না মানে শয়নে স্বপনে সদা তারে পড়ে মনে ॥
মরম যাতনা সহিতে পারি না দহিছে হৃদয় বিরহ আগুনে ॥

কাফি সিন্ধু।

ভালবেসে কেঁদে মরি বাঁচা হল দায়।
আমি যেন বাসি মালা দলে গেল পায়॥
কাল হ'ল কত খেলা আজ শুধু হেলা ফেলা
একা বসে সারা বেলা রবি ডুবে যায়॥

—০—

পি ১২৬৮৪

কোথা গেলে বেধে স্নেহের ডোরে।
কোথা গেলে প্রভু ভুলিয়ে স্বজন প্রেমের বাতিটী দেখায়ে মোরে॥
মমতা তরীতে আমাকে ফেলে বিরহ সায়রে ভাসিয়ে গেলে,
মীরার সোয়ামী কবে দেখা দেবে তোমা বিনা রই কেমন করে॥

—•—

মাতাল যেমন মদ পিয়াসী।
চির মধুর সেই বধুকে তেমনি আমি ভালবাসি॥
কেউ বলে ছিঃ কেউ গুণ গায়,
প্রেম দেখে মোর কেউ ব্যথা পায়;
কিন্তু তিনি মীরার পীতম তার তরে যায় মন উছসি॥

—০—

পি ১১৭২১ মালকোষ।

(ওমা) দীনতারিণী তারা!
দিনে দিনে দিন কেটে গেল মা,
কত দিন আর র'ব তোমা ছাড়া॥
পাঠাইলে যদি এ ভব-সংসারে,
(কেন) চিরপরাধীন করিলে আমারে,

পরাধীনতার সহে না যাতনা,
নে মা কোলে তুলে ওগো দুঃখহারা ॥

—০—

ভৈরবী।

(আমার) কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে।
শ্রীদুর্গা জয়দুর্গা ব'লে কেন ডাকি তবে ॥
ললাটে যা লিখেছে বিধি, তাই বলবান্ যদি,
(ওগো) শিব তবে সত্যবাদী কেমনে সম্ভবে ॥

—০—

পি ১১৬৯৭ বাগেশ্রী।

যাবে কি জীবন শ্যামা এভাবে চলিয়ে
বৃথা এ প্রাণের স্রোতে অকূলে ভাসিয়ে
কি কার্য্য সাধনা তরে, আনিলে মা এ সংসারে
বারেক চাহ না ফিরে, রহিলে ভুলিয়ে
ভাসালে অকূলে তারা, দাও গো মা কূল কিনারা
সন্তানে চরণে রাখি, দেখগো চাহিয়ে ॥

—০—

সিন্ধু।

দেখা দিয়ে কোথায় লুকালি ও মা কালী,
কোন অপরাধে মা মোরে একা ফেলে গেলি।
দিবানিশি ডাকি তোরে, ওমা দেখা পাব আশা করে ;
ও মা পাষাণ নন্দিনী বলে, বারেক না এলি।
সইতে দিলে যাতনা, তোমা বিনা কেউ জানে না,
আমার মনোবেদনা, ঘুচাও গো মা কালী॥

—০—

পি ৭৪০৪ খাম্বাজ।

জয় সীতাপতি সুন্দর তনু প্রজারঞ্জনকারী
রাঘব রামচন্দ্র জয়তু সত্য-ব্রতধারী
ধরণী পুত চরণ পরশে পুরবাসীগণ মগ্ন হরষে
আকাশ হইতে নিত্য বরষে দেবতা কৃপাবারি ॥

—•—

অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু-বাদল ঝরে।
লক্ষ্মীহীন এ শূন্য-পুরী মন যে কেমন করে।
কোথায় আলো কোথায় আলো আকাশ ভরা
কালোয় কালো
ফিরিবো না আর ফিরিবো না আর মা হারাণ
প্রাণ কাঁদান ঘরে ॥
হায় সরযু সজল সুরে শোকের গীত গো
ডাকছে যেন করুণ তানে কোথায় সীতা গো।
কোথায় সীতা কোথায় সীতা জলছে বুকে স্মৃতির চিতা
কাজলা রাতের বেদন বাঁশী বাজছে নীরব স্বরে ॥

—•—

পি ১১৫১৯ ভৈরবী মিশ্র।

শ্যামা মায়ের চরণতলে সব করেছি সমর্পণ।
আমার ধরা আমার আলো আমার সাধের দুই নয়ন ॥
মা আমার তাই নিজের রূপে
ডুবিয়ে দিলেন চুপে চুপে
মায়ের কালো রূপের আলোয় স্নান করেছে হৃদয় মন ॥

—•—

গান্ধারী।

ওমা তারা দুঃখহারা।

আঁখির দিঠি হরণ করে করলি আঁধার বসুন্ধরা॥

দুঃখ কোথায় করলি হরণ!

ওমা মুছিয়ে দিলি ধরার বরণ!

দিনের শেষে অভয় চরণ

চাইবো যখন দিস্ মা ধরা॥

—•—

পি ১১৫৫৮ বেহাগ খাম্বাজ।

দাঁড়ায়ে র'য়েছে শ্যামরায়।

কিশোরী লো উজান এসেছে যমুনায়॥

আজি ওই কল কল বহিতেছে নীল জল

কহিতেছে অবিরল—চলে আয় চলে আয়॥

—•—

দাদ্‌রা।

ফুটেছে বকুল বনে বনে।

পরাণ মাতান সুরভি তার

পবন বহিতে পারে না আর

এদিকে ওদিকে ছড়ায়ে যেতেছে—ক্ষণে ক্ষণে॥

কলরব করে শুক ও সারী

কি বলে তা আমি বলিতে পারি

কহিছে—আমায় যপিতেছ তুমি মনে মনে॥

—•—

পি ১১৫৭২ হোলি।

মন কুসুমের রং ভরা এই পিচকারীটী রাধে।

ঝরবে নরম বুকের তলায় রাতুল চরণ ছাঁদে॥

তরুণ ঊষা খেলছে হোলি আকাশ বঁধুর সাথে,
মাধবীকে ডাকছে কানন, পলাস গুলাল হাতে।
তাইতো প্রিয়া চপল হিয়া আজকে তোমায় সাথে॥
কালো কোকিল রাঙ্গা গানে ভোর বেলাকে ডাকে,
কাজলা ভ্রমর রঙ্গিন হাতে ফুলের রেণু মাখে,
জলকে যাবার ছল রাখ সই ফেলবো ফাগের ফাঁদে॥

—•—

হোলি।

বঁধু চরণ ধরে বারণ করি টেন না আর চোখের টানে।
তোমার পিচকারীতে রং ঝরিতে কি গুণ আছে ননদ জানে॥
গাগরী আজ হয়নি ভরা (সখী) মিছেই আমার আঁচল ধরা
(ওগো) যায় যে বেলা রঙ্গিন খেলায় এই অবেলায় মন কি মানে।
ওগো কুঞ্জগলির দোলনাতে আজ একলা তুমি দোদুল দোল
হেসে নীল আকাশে লাল করে শ্যাম ছড়িয়ে দিও আবির ধূলো
লোক দেখান ফাগের লীলায় আজ গেলে কাল রং যে মিলায়
আমার রাঙ্গা প্রাণের হোরির গানে নিত্য তোমার স্বপন আনে॥

—•—

পি ১১৫৯৬ দেশ দাদরা।

বাজলো আমার শ্যামের বাঁশী বল্ সখি বল্ কোন বিজনে।
উথলে ওঠে সুর যমুনা প্রাণের কোণে তাই গোপনে॥
ছড়িয়ে কাণে গানের মধু ডাক দিয়েছে শ্যামল বঁধু
আঁখি পাখী যায় উড়ে যায় কদম ফোটা কুঞ্জবনে॥

—•—

পিলু মিশ্র।

সখি আজ অবেলায় কলসী নিয়ে জলকে যাব কেমন ক'রে।
পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে ওকে ? বল্‌না সখি যেতে স'রে ॥
নাম শুনেছি চিকণ কালা (তার) গলায় বনফুলের মালা
(ওগো) নয়নে তার রসের হাসি ইসারেতে ডাক্‌ছে মোরে ॥
ভ্রমর অলির গুঞ্জরণে বাজবে বাঁশী কুঞ্জবনে ॥
প্রাণ হারিয়ে আসতে হবে চোখের জলে বুকটী ভ'রে ॥

পি ১১৬১৫ দাদ্‌রা।

কাছে গেলে কেন দূরে সরে যায়।
দূরে গেলে কেন ডাকে ইসারায় ॥
বল সখি বল কেন চোখে জল
সদা কেন প্রাণ কাঁদে বেদনায় ॥
অবোধ ললনা না বুঝে ছলনা
কেন দিনু প্রাণ বেদরদী পায় ॥

কাফি সিন্ধু।

কেন মিছে কর অভিমান ?
ওগো যা ছিল আমার
সকলি দিয়েছি
চরণে সপেছি মন প্রাণ ॥
নাই নাই নাই আর কিছু নাই
ওগো কেমনে বলনা তব মন পাই
শুধু চরণেতে চাই এতটুকু ঠাঁই
করিবারে দেহ অবসান ॥

পি ১১৬৩৭ গজল।

নয়ন' যদিন রইবে বেঁচে তোমার পানেই চাইবো গো।
কইতে কথা পারবো যদিন তোমারই গান গাইবো গো॥
সামনে এস সামনে এস অন্ধকারের চন্দ্রিকা
পিয়াস ভরা প্রাণ প্রদীপে জালাও তোমার রূপশিখা
সেই আলোকের ঝরণা ধারায় একলা আমি নাইবো গো॥
• মনের আমার নাই ঠিকানা খুঁজছে বিফল স্বপ্নকে
জীবন গেল পায়না তবু রূপ সায়রের রত্নকে
আর কত দিন ঘর পালান মনের পিছে ধাইব গো।

—•—

গজল।

চোখের জলে মন ভিজিয়ে যায় চলে ওই কোন উদাসী।
বুকে কেন নীরব বীণা মুখে কেন নেই কো হাসি॥
আকাশে চাঁদ তারার মালা বনের পথে রংএর ডালা।
তবু কেন আঁখিতে ওর উথলে ওঠে অশ্রুরাশি।
ফুলেল হাওয়া বাজিয়ে বেণু ঝরিয়ে চলে ফুলের রেণু।
বিদেশীকে আন না ডেকে সাধ হয়েছে ভালবাসি॥

—•—

পি ১১৬৬৫

আমার আঁধার ঘরে আলো সখি জ্বালো সখি জ্বালো।
দিবা অবসানের সাথে নামলো আঁধার আঙ্গিনাতে
নয়নে মোর মেঘ জমেছে বিষাদ ঘন কালো।
একলা ঘরে তুমি আমায় বেসেছ যে ভাল॥
বাহির হ'তে এলো যারা ডাকলে সাড়া দেয়না তারা
আঁধার ঘরে ফেলে আমায় সকলে লুকাল॥

—•—

আমার কবিতা হারায়ে ফেলেছি এই বনে, আমি কাঁদি।
বলে দাও ওগো কোথা গিয়াছে সে পাই যদি বুক বাঁধি॥
সে ছিল মোর বক্ষের জ্বালা
সে ছিল মোর কণ্ঠের মালা
সে ছিল আমার কবিতার ভাব-ভাষা আদি॥
কেন সে আমারে ভুলিয়াছে
ওগো, বল কিসে অপরাধী।
যৌবন ছিল মম অন্তরে
নন্দন ছিল মরু প্রান্তরে
এখনও সেথানে বহে তার তরে প্রেমনদী কলনাদী॥

—•—

পি ১১৬৭৫ দুর্গা।

মা পাওয়া কি সহজ কথা।
তারা তো নয় পথের ধুলো রয়না পড়ে যথা তথা॥
যার চরণে আসন পাতি
মহেশ আছেন দিবস রাতি
দেখ্‌তে তারে সাধক ঋষি সইছে কত কষ্ট ব্যথা॥
সুখের সময় খুঁজবে নাক
দুঃখ পেলেই কেবল ডাক
তাইতো শ্যামা দেন না সাড়া তাইতে তোদের বিফলতা॥

———

সোহিনী।।

ঘুমের দেশে পাঠিয়ে দিয়ে লুকিয়ে কোথায় আছ কালা।
জীবন খালি স্বপন দেখা তাই দিয়ে কি মন ভুলালি॥

ঘুমের ঘোরে আপন হারা
দেখ্‌তে তোমায় পাই না তারা
জাগিয়ে দে মা জাগিয়ে দে মা শুকিয়ে দে মা অশ্রুডালি ॥

—০—

পি ১১৭০১ দাদ্‌রা।

প্রেয়সী ও নয়ন কেন ছল ছল রে।
কোন দুঃখে ভরা হিয়া কোন বেদনাতে প্রিয়া
আহা ওই কালো চোখে বারি ঝরে রে !।
লও মুখে হাসি মাখি, সই মোছ মোছ আঁখি
মলিন হইয়া গেছে ফুলদল রে ॥

———

গজল।

নয়নে নয়ন দিয়ে সারাদিন ব'সে থাকি।
তবু শোনা হোল নাকো কত কথা ব'লে আঁখি ॥
কত আশা ভালবাসা কত জীবনের ভাষা
দুটী চোখে ফুটে ওঠে প্রাণে তাই লিখে রাখি ॥

—০—

পি ১১৭৩৩ বাগেশ্রী।

ওগো আমার মা জননী ওগো আমার মহামায়া।
দিনের আলো ফুরিয়ে গেল আসছে নেমে সাঁঝের ছায়া ॥
তোমার দুটী চরণতলে
লুটিয়ে প'ড়ে মন যে বলে
ঠাকুর ঘরে প্রদীপ গড় ভেঙ্গে আমার মাটীর কায়া ॥

—০—

পুরিয়া।

হাড়ের মালা ফেলনা খুলে শ্মশান কালিকা।
গলায় তোমার পরিয়ে দোব কমল-মালিকা ॥
এই জীবনের খেলা ঘরে
জনম, মরণ খেলা করে
এই খেলাতে ডাকছি তোমায় বালক-বালিকা।
স্বজনকে সে বাঁচিয়ে রাখে
তার হাতে কি অসি থাকে
বসন পরে সাজনা তারা জগৎ-পালিকা ॥

—০—

পি ১১৭৩৬ কামোদ।

বৃন্দাবনের কালো কোকিল আর গেওনা থামাও গীতি।
অবেলাতে লুকিয়ে আমি যাই যমুনায় একলা নিতি ॥
গাগরী মোর হয়নি ভরা এখন কেন কুজন ধরা
তোমার ডাকে জাগবে বাঁশী জান নাকি শ্যামের রীতি ॥

—০—

সোহিনী।

বাঁশী আর বাজেনারে আমি যাব নাকো যমুনায়।
কদম শুকিয়ে গেছে ময়ূর পালিয়ে যায়
স্মৃতির শ্মশান-পুরে সে যেন গো ডাকে দূরে
তাই শুনে আমি কাঁদি একা বঁধু হাসে মথুরায় ॥

—০—

পি ১১৭৩৭ মীরার ভজন।

এস গো পীতম বেলা ব'য়ে যায়'।
কত না পুলক তোমারি ছোঁয়ায়

দরশ সকল বাসনা পুরায় ॥
তোমাতে আমাতে নেই ব্যবধান
আমরা তপন ধরণী সমান,
মীরার মন তো কিছুতেই মজেনা
শ্যাম সুন্দরে মধু পেতে চায় ॥

—০—

মীরার ভজন।

মন নিয়েছে মনের ঠাকুর আর কিছু মোর নাই।
নয়ন জলে স্নান ক'রে আমি নাম্‌-গীতি কা গাই ॥
সাঁঝের কোলে ঘুমায় তপন জাগরে কখন আলোর স্বপন
হারামনের হারামনি কোথায় খুঁজে পাই ॥
কোথায় আমার মিলন তিথি আসবে কবে মোর অতিথি
একলা ঘরে আসন পেতে পথের পানে চাই ॥

—•—

পি ১১৭৪২ গজল।

শিউলি আমার প্রাণের সখি তোমায় আমার লাগছে ভাল।
তুমি যে ভাই আমার মতই ক্ষণিক খেলায় প্রদীপ জ্বালো ॥
তোমার মতন একটী রাতে জেগেছিলাম প্রেমের সাথে
শুনেছিলাম কোকিল গীতি দেখেছিলাম চাঁদের আলো ॥
একটু শুধু ভালবেসেই রূপসায়রে একটু ভেসেই
একটু মধু হাসি হেসেই একটী রাতে সব ফুরালো ॥

—•—

দাদ্‌রা।

ওই অধরের গোলাপী রং মাখাও আমার প্রাণে
ফুলের মালা যাক না ছিঁড়ে বাহুমালার টানে ॥

ঐ মরমের মধুর মধু পান করিও আমায় বঁধু
গান শুনিও কণ্ঠ বীণার স্বপন ঝরা তানে ॥
নয়ন বলে যে সব বাণী দেখেই সখি অবাক মানি
চুপি চুপি তাকিয়ে থাকি বুঝতে কে চায় প্রাণে ॥

—o—

পি ১১৭৪৬ দাদ্‌রা।

ফুলে ফুলে ভুলে ভুলে থাকে ভালবাসা।
তাইতো তপন করে স্বপন ধরিতে আশা ॥
যত কথা বুকে আসে তত কি গো মুখে আসে।
চুপি চুপি চেয়ে থাকি প্রাণে কাঁদে কত ভাষা ॥

—o—

গজল।

বেলের কুঁড়ি ফুটলি সখি কাজলা রাতে।
কেমন ক'রে মিলবি এখন অলির সাথে ॥
এখন শুধু তোমার কবি আঁকছে বসে স্বপন ছবি
একলা খালি মিষ্টি কথার মালা গাঁথে ॥
কি হবে কাল সকাল বেলা খেললে মধুপ প্রেমের খেলা
তুললে গেয়ে গন্ধহারা ফুল দোলাতে ॥

—o—

পি ১১৭৪৯ গজল।

শুনছো সখি শুনছো সখি শিখছি খালি চোখের ভাষা।
শিখছি যত বাড়ছে তত আমার শিশু ভালবাসা ॥
বাদল মেঘের কাজল মাখা তোমার দুটী নয়ন তারা
মন যমুনার দুই কূলে মোর ফুটিয়ে তোলে কদম চারা
কোন মুরলীর সুর শুনিয়ে দেয় নাচিয়ে প্রাণের আশা ॥

কোকিল ডাকা চাঁদনী রাতে আঁখি পুথির আখর মেখে
সকল ব্যথা হয় যে মধুর ডালিম ফুলি স্বপন দেখে
রঙ্গিন আকাশ দখিন বাতাস বাঁধেই আমার বুকেই বাসা ॥

দাদ্‌রা।

আঁখি তুলে চাও আমার পানে।
আকাশ এখন কবিতায় ভরা কোকিল সুরের স্বপন আনে ॥
দখিন বাতাসে বাজে বীণা বেণু জোছনায় নাচে মানিকের রেণু
মরমে এনোনা সরমের ছায়া বিজলী ছুটাও নয়ন বানে ॥
গোলাপে গোলাপে চলে হোলী খেলা
আপনারে নিয়ে কেন হেলা ফেলা
এস দিই পরায়ে বাহুর মালিকা হৃদয়ের ভাষা হৃদয় জানে ॥

পি ১১৭৫০ মিরার ভজন।

মেঘের মাদলে বঁধুয়ার গান ওই ॥
আজি এ বরষায় হৃদয় ভরিল সই ॥
বিজলী জলদে গগন ছায়
নীরবে শাওন ঝরিয়া যায়
চরণের ধ্বনি শুনিনু হায়
মীরার বঁধুয়া সে আসে কোই ॥
আমারি লাগিয়া ধ'রেছ গান
সোহাগের সুরে দিয়েছে টান
হরষের সুধা ভরিল প্রাণ
আমারি বধুয়া আমারই সই ॥

মীরার ভজন।

মেঘ সাগরের বাদল নামে পীতম আমার ঘরে।
সুখের সায়র পূর্ণ আমার বারিদ মৃদুল ঝরে॥
দরদী মোর নাগাল পেনু অনেক দিনের পরে
হারাই হারাই এই ভয়ে মোর পরাণ কাঁপে ডরে;
মীরা কহে মিটল তিয়াস বঁধুর কোমল করে,
জনম জনম পরম প্রভুর পরশ রতন তরে॥

—•—

পি ১১৭৬৭

১। বাসন্তিকার গলায় দোলে বিনি সুতোর মালা
সুরু হ'ল নূতন গানের পালা।
আজ ভুবনের মনে মনে সুরের আগুন জ্বালা
গাইতে হবে নূতন গানের পালা॥
গাইবি কে আয় গাইবি কে আয় উতল হাওয়া ডাকে,
তাই শুনে কি নাচের মাতন রেবা নদীর বাঁকে
সোনার রঙে উঠলো ভ'রে পূর্ণিমার ওই ডালা
গাইবি কে আয় নূতন গানের পালা
গাইতে হবে নূতন গানের পালা॥

—•—

২। যত দেখি তোরে সখী তত বাড়ে ভালবাসা।
মোর আঁখি তোর দুটী নয়নে বেঁধেছে বাসা॥
যেমন কুমুদী বালা—
চাঁদের দরশে আলা—
যুগে যুগে দেখে তবু মেটেনা দেখার আশা॥

—•—

কাজি নজরুল ইসলাম ঃ

নারী—১ম খণ্ড।

পি ১১৫২০

সাম্যের গান গাই,
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান্ সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,
অর্দ্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্দ্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এলো পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্দ্ধেক তার করিয়াছে নর অর্দ্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা' করে নারী হেয় জ্ঞান?
তারে বল আদি পাপ নারী নহে, সে যে নর শয়তান
অথবা পাপ যে, শয়তান যে, নর নহে নারীও নহে,
ক্লীব সে—তাই সে নর নারীতে সমান মিশিয়া রহে!
এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তারে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্ম্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরেতে তার মমতাজ নারী বাহিরেতে সাজাহান।
মানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারী ফিরিছে রূপে রূপে সহচরী!
পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী শান্তি সমীরণ বারিবাহ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি সাহস নিশিতে হয়েছে বধু,
পুরুষ এসেছে মরু তৃষা লয়ে নারী যোগায়েছে মধু
শস্যক্ষেত্র উর্ব্বর হ'ল পুরুষ চালাল হল,
নারী সেই মাঠে শস্য রোপীয়া করিল সুশ্যামল।

নর বহে হল, নারী বহে জল, সেই জলমাটি মিশে,
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীষে।
স্বর্ণরৌপ্য ভার—
নারী-অঙ্গ পরশ লভিয়া হয়েছে অহঙ্কার।
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সেই ক্ষুধায় সুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশক্তি তিলে তিলে।
জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান
কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাহি তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোন কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়াছে শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী।
রাজা করিয়াছে রাজ্য শাসন—রাজারে শাসিল রাণী,
রাণীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি॥

—০—

২য় খণ্ড।

পুরুষ হৃদয়হীন।
মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ।
ধরায় যাদের যশ ধরে নাকো অমর মহামানব,
বরষে বরষে যাদের স্মরণে করি মোরা উৎসব—
খেয়ালের বশে তাদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা—
লবকুশে বনে ত্যাজিয়াছে রাম পালন করেছে সীতা।

নারী যে শিখাল শিশু পুরুষের স্নেহ প্রেম দয়া মায়া,
দীপ্ত নয়নে পরাল কাজল বেদনার ঘন ছায়া।
অদ্ভুতরূপে পরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ,
বুকে করে তারে চুমিল যে, করিল সে অবরোধ।
তিনি নর অবতার—
পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি কুঠার।
পার্শ্ব ফিরিয়া শুয়েছেন আজ অর্দ্ধনারীশ্বর,
নারী চাপা ছিল ততদিন আজ চাপা পড়িতেছে নর।
সে যুগ হয়েছে বাসি,
সে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো নারীরা আছিল দাসী।
মানুষের যুগ' বেদনার যুগ সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী তাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী তবে এর পর যুগে,
আপনার রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।
যুগের ধর্ম্ম এই—
পীড়ন করিলে সেই পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।
শোন মর্ত্তের জীব,—
অন্যরে যত করিবে পীড়ন নিজে হবে তত ক্লীব।
স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরিতে নারী,
করিল তোমারে বন্দিনী বল কোন সে অত্যাচারী।
আপনারে আজ প্রকাশিত তব নাই সে ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভীরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কহ কথা।
চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না, হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথায় ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী ভেঙ্গে ফেল ও শিকল।
যে ঘোমটা তোমায় করিয়াছে ভীরু উড়াও সে আবরণ,

দূর ক'রে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ।
ধরার দুলালী মেয়ে—
ছিল না তো আর গিরিদরি বনে শাখী সনে গান গেয়ে।
কখন আসিল প্লুটো যমরাজ, নিশিথ পাখায় উড়ে,
ধরিয়া তোমায় পূরিল তাহার আঁধার বিবর পুরে।
সেই সে আদিম বন্ধন তব সেই হ'তে আছ মরি
মরণের পুরে নামিল ধরায় সেই দিন বিভাবরী।
ভেঙ্গে যমপুরি নাগিনীর মত আয় গো পাতাল ফুঁড়ি
আঁধারে তোমার পথ দেখাবে গো তোমারই ভগ্নচুড়ি।
সেদিন সুদূর নয়
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীর জয়।

—০—

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।

এন ৭০৫৫

মিছে রে তোর ভবে আসা
মিলিবে না রে ভালবাসা
মিছেরে কেন রচরে মন মায়ার বাসা॥
হেথায় কেউ নয়রে আপন
স্বার্থ নিয়ে সবাই মগন
চিনেনে তোর আপনার জন
নইলে সার হবে তোর কাঁদা হাসা।
হ'য়ে এলো তোর যাবার বেলা

ফেলে আয় তোর ধূলা খেলা
ধ'রে ব্রহ্মময়ীর চরণ ভেলা
নির্ভয়ে তোর চরণ ভাসা ॥

—॰—

পৃথিবীর মায়া কাটাব বলে উদাসীন সাজ সেজেছি মা ॥
এই যে বাহিরে এসেছি আমি আর তো ঘরে যাব না মা ॥
নরকের জ্বালা নিভাব বলে শরীরে ভস্ম মেখেছি মা ।
পাপের কষ্ট করিতে নষ্ট ত্রিগুণ ত্রিশূল ধ'রেছি মা ॥
বিদায় দে মা হাসি মুখে যাই চলে মা মনের সুখে
তোর মহামন্ত্র জপিয়া মাগো তোরই পথে আমি চলেছি মা ॥

—॰—

এন ৭০৮১

নাচিয়া নাচিয়া এস নন্দদুলাল ।
মোর প্রাণে মোর মনে এস ব্রজগোপাল ॥
এস নূপুর রুনু ঝুনু পায়ে
এস প্রেম যমুনা নাচায়ে,
এস বেণু বাজায়ে এস ধেনু চরায়ে এস কানাই রাখাল ॥
এস ঝুলনে হোলিতে রাসে
কুরুক্ষেত্রে [illegible] প্রভাসে
এস শিশুরূপে এস কিশোর বেশে এস কংস অরি এস মৃত্যু করাল

—॰—

দাও দাও দরশন পদ্মপলাশ [illegible] দে ভনয়ন হ'ল অন্ধ ।
আকাশ বাতাস ঘেরা তব ও [illegible] আর কত কাল রবে বন্ধ।
পাখী যেমন সন্ধ্যাকালে বন্ধ [illegible] পালে,
[illegible] এসে বসেছিল ডালে হে—

রাত পোহালে একে একে, উড়ে গেল দিক বিদিকে,
প'ড়ে আছি একা নিরানন্দ ॥
টুটিল বাঁধন মায়ার কবে শুনিব এবার ও রাঙ্গা নূপুর ছন্দ ।
দুখ শোক রৌদ্র জলে ফেলে মোরে পলে পলে ছলিতেছে হরি
কতই ছলে হে—
জীবনের বোঝা প্রভু বহিতে কি হবে তবু, সহিতে না পারি আর দ্বন্দ্ব ॥
মরণের সোনার ছোঁওয়ায় ডেকে লও ও রাঙ্গা পায় দেখাও এবার মুখচন্দ্র

—০—

এন ৭০৯৯

দেব দেউলে তোমার পুজোয় দিইনি প্রেমের ফুল ।
মানুষ-গড়া মূর্ত্তি দেখে হয়নিকো আকুল ॥
যাঁর আরতি চন্দ্র করে
সিন্ধু-ভাষায় মন্ত্র ঝরে
মন্দিরেতে বন্দি তাঁরে করতে যাওয়াই ভুল ॥
দয়ার ঠাকুর ভাবের ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর গো,
নীলাকাশের অসীম বীণায় শুনছি কি সুর গো,
মন্দিরে নয় মন্দিরে নয়
বিশ্ব ভ'রে গাই তব জয়
জগত-নাটে তুমি পীতম্ বিচিত্র বাউল ॥

—০—

নিতি গাই তাইরে নানা তাইরে নানা তাইরে নানা
আমি ভাই একলা বাউল এ দুনিয়ায় নাই ঠিকানা
বুকে নীল আকাশ দোলে অণিমাও দুলছে কোলে
দুখে মোর ঠুংরী তালে গাইতে টোরী নাইক' মানা ॥

আমি দীন মাটির ছেলে মাটীতেই নয়ন মেলে
মাটীতেই পাই কুড়িয়ে চাঁদের কণা হীরের দানা
মনে রোজ যে সুর শুনি মুখে তার মাত্রা গুণি
প্রাণে মোর সপ্ত ভুবন বাইরে সেত' যায় না জানা ॥

—০—

শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

এন ৭০১০ মিশ্র কাফি

চল গোরী চল যমুনায়
চাঁদিনী উথলি পড়ি লহরী ছুটায় ॥
বাঁশরী বাজিল ওই মন মোহি
উজানে যমুনা ছুটে রহি রহি
সে ধ্বনির রিনি ঝিনি ডাকে ত্বরা আয় ।

—•—

ভৈরবী

হায় এখন কেমনে ফিরাব তারে ।
সে যে চলে গেছে সাধিয়া কাঁদিয়া
হতাশ হৃদয়ে বারে বারে ॥
থেমে গেছে গান পড়ে আছে বাণা
কুসুমের হাড় ভুতলে বিলীনা
নিশি না পোহাতে চাঁদের সুষমা
মিলাইল পরপারে ॥

—০—

শিরোমণী পাণ্ডা।

পি ১১৬৪০

ঝুমুর।

স্বর্পনখা নিশাচরি
আনন্দে ফিরে বিচরি
পঞ্চবটি বনে একাকিনী।
হেন কালেতে অদূরে
পাইলেক দেখিবারে,
শ্রীরামেরে একা মায়াবিনী।
অপূর্ব্ব রূপ নেহারি
কামশরে কামচরি,
ব্যথিত হইল সেইক্ষণ।
বহু যত্নে হেন করি,
স্বমনে ভাবে বিচরি,
এবে আমি করি কি এখন?
যদি আমি কোন মতে
পারি ইহারে ভুলাতে
তবে নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ করি।
নহেত ধরি ইহার
করিব মাংস আহার
ইচ্ছামত সুখে পেট ভরি।
এই যুক্তি স্থির করি,
নিজমনে নিশাচরি,
দিব্যরূপ ধরি মায়াবলে।
হয়ে আনন্দিত অতি,
নিন্দিয়া রাবণ গতি

রামে ভুলাইতে তুষ্টা চলে।
দারুণ কামের ত্রাসে,
উপনীত রাম পাশে
নিন্দি শিখি কোকিল কুজন।
কহরে যুবা সুন্দর
কোন দেশে তব ঘর
কিবা নাম কাহার কুমার গো।
কেন আসা কাননে তোমার গো।
দেহ পরিচয় আপনার গো।
এ হেন যুবা বয়সে
ফির তাপসের বেশে
সুখ ভোগ করি পরিহার গো।
কি বিরাগে ত্যজেছ সংসার গো।
দেহ.........গো।
এই পঞ্চবটি বন
অতি ভয়ানক স্থান
রাক্ষসের হয় অধিকার গো।
দেখে যদি করিবে সংহার গো।
দেহ.........গো।
সুখে সদা মোর সনে,
বাস কর এই স্থানে,
মনে ভয় না করিহ আর গো।
শুনে হাসি পায় মঙ্গলার গো।
দেহ পরিচয়......গো।

ঝুমুর।

রাজাদেশে দুঃশাসন অতি হৃষ্ট চিত্ত,
অতি ত্বরা ইন্দ্রপ্রস্থে হ'ল উপনীত।
অন্তঃপুরে রজস্বলা কৃষ্ণা এক বাসা,
পরিহাস করি দুষ্ট কহে তীব্র ভাষা॥
শুন শুন রসবতী,
তব গুণধর পতি
দ্যূত পণে হারিল তোমায় গো,
আজি ধনি কৌরব সভায় গো।
চল মোর সনে হস্তিনায় গো,
বরমালা লহ ত্বরা
পুনঃ হবে স্বয়ম্বরা
আছে বহু নৃপতি সেথায় গো,
বরিও যাহারে মন চায় গো।
চল......গো।
কিম্বা শত ভ্রাতা সাথে
ভজ যদি কুরুনাথে
এড়াইবে বিরহের দায় গো
ভাগ্যবতী শত পতি তায় গো।
চল......গো।
আদেশিল কুরুরাজে
চল ত্বরা সভামাঝে
কি ভাবিছ চিত্রাপিত প্রায় গো।
উমা ভাবে শ্রীপতি সহায় গো।
চল......গো।

—০—

শ্রীযুক্ত সুধামাধব সেনগুপ্ত।

পি ৯৭৬৫

সুন্দরী মম প্রেয়সী !
তুমি নিদয়া, তবু মধুরা—
চির বিরহে আমি বিধুরা !!
রাঙ্গা স্বপনের সোণার ডালি—আজিও খালি !
জীবন মম দিতেছি ডালি—লহ নিঠুরা !!
লীলাময়ী লো পাষাণী প্রিয়া !
তনুটী গড়া মাধুরী দিয়া !
ফুলেরি তলে পাষাণ হিয়া !
মরেছি—যবে হেরেছি তোরে—মায়াবী ওরে !
বুকেই বাঁধা প্রেমেরি ডোরে—তবু সুদূরা !!

—০—

আজ বসন্ত ডাক্ দিল যে অনন্ত আনন্দে !
(তাই) ঘরের কোনে আপন মনে কাট্‌ল না আর সন্ধ্যে
আম্র শাখায় পাতায় লতায়,
ছলিয়ে মলয় ডাক্ দিয়ে যায় ;
মঞ্জরী আজ আকুল হ'ল ব্যাকুল আপন গন্ধে !!
আকাশ ভরা আলোক আজি উঠল ভাসি গানে,
বাতাস মধুর সঙ্গীত-সুর কোথা হ'তে আনে ;
আজ পরাণে টুট্‌ল' আগল,
বনে বনে জাগলো পাগল,
মনে মনে জাগন সে যে মনের মতন ছন্দে !!

—০—

পি ১১৫৭৪

(ওগো) আজ ফাগুনে এলে কি শ্যাম খেলতে হোলি বৃন্দাবনে।
গোপীর মেলায় রং এর খেলা
আবার কি গো প'ড়লো মনে।
এলে কি শ্যাম পলাশ ফুলে ফাগের রাঙ্গা নিশান তুলে
পাতায় পাতায় লতায় লতায় শ্যামল বেশে সঙ্গোপনে॥
রঙ্গের লীলায় মন হারাল নিখিল ভুবন আলোয় আলো
রঙ্গিন হ'য়ে ফুল ফুটিল মনের গোপন কুঞ্জবনে॥

হোলি খেলবো সবার সনে।
আজ আবির নিয়ে খেলবো হোলি খেলবো সবার সনে।
ফাগুন বায়েরং ধরেছে পলাশ ফুলের বনে॥
ফুল কলিদের ঘুম টুটেছে বুলবুলিদের চুম লুটেছে
অলির কুল আজ গুঞ্জরিয়া মাতায় কুঞ্জবনে॥
চৌদিকে ঐ আলোর লহর লতায় পাতায় ফুলে
শ্যাম দুলালের সোণার আচল উঠছে দুলে দুলে
ফাগুনের এই ফাগের খেলা পুলক লীলার মোহন মেলা
রাঙ্গিয়ে দিয়ে নিখিল ভুবন রং ধরালো মনে॥

—০—

পি ১১৬৭৯

আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।
মর্ম্ম মাঝে আজি পড়িছে লুটিয়া
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত
আমারি অঙ্গে বিকাশে

দিক দিগন্তে যত আনন্দ
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ
আমারি চিত্তে মিলি একত্রে
তোমারি মন্দিরে উচ্ছাসে
আজি কোনখানে কারে না জানি
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী (হে) ।
নিখিল নিঃশ্বাস আজি এ বক্ষে
বাঁশরীর সুরে বিলাসে ॥

সুন্দরী তোর কাজলা চোখে
জল ভরেছে কুলে কুলে
বলনা প্রিয়ে কিসের শোকে
বুক উঠেছে দুলে দুলে ॥
চপল রাঙ্গা কপোল তলে
চোখের জলের মানিক জ্বলে
ঘনায় নিবিড় বিষাদ তিমির
তোর ঐ গহন এলো চুলে ॥
আজ এসেছ এ কি বেশে
দিনের শেষে সুন্দরী—
উদাস করা পূরবী সুর
আপন মনে গুঞ্জরী
হৃদয় দোলে বেদন দোলায়
ঐ গানেতে ভুবন ভুলায়
এই দেহ মন তোমায় মগন
বিভোর নয়ন পড়ছে ঢুলে ॥

এন ৩৫১০ কার্ফা।

চাইলে পড়ে ফুলের পানে তোমারই মুখ পড়ে মনে।
পাখীর গানে তোমারি গান শুনি যখন বেড়াই বনে॥
পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে তুমি দেখি বেড়াও দুলে,
কলি হ'য়ে অলির মুখে চুম তুলে দাও সঙ্গোপনে॥
চাঁদের আলোয় গভীর রাতে জোছনা ধারায় ভুবন ভরে,
জোছনা সে নয় তোমারি রূপ দেখি সুধার ধারায় ঝরে;
তোমায় দেখি ভুবন ভরা চৌদিকে মোর দিচ্ছ ধরা,
আসন পেতে ব'সে আছ আমার মনের গোপন কোণে॥

দাদ্‌রা।

আকাশ পানে আঁখি তুলে চাঁদের দিকে চেয়ে থাকি।
বনে বনে বেড়াই ঘুরে ডাকে যখন বনের পাখী।
হয়তো ভুবন আলোয় ভরা গন্ধ মধুর বসুন্ধরা,
তবু কেন মন জাগে না সেই কথাটী জানি নাকি॥
যখন তুমি আড়াল হ'তে এস আমার মনের কূলে,
আঁধার ধরা আলোয় ভরে কানন ভরে ফুলে ফুলে;
তখন তোমার হাসির রেখা উষার আলোয় হয় যে লেখা,
পারিজাতের দেশে আমায় এক নিমেষে লও গো ডাকি॥

এন ৩৮৩৯

নিঝুম রাতের চাঁদের আলো
গুঞ্জরিয়া ফিরে ফিরে মোর সুরে তার সুর মিশালো।
তন্দ্রালাগা শিউলিতলে গানটীরে মোর নিয়ে চলে
কয় সে ধীরে শেফালী গো মোর গানে আজ গন্ধ ঢালো।

আজ নিদ্রাহারা হিয়ার মাঝে
র'য়ে র'য়ে না শোনা কোন বেদন বিধুর বাঁশী বাজে
পূর্ণিমা-চাঁদ আমার গানে সেই ব্যথা আজ ব'য়ে আনে
ছলিয়ে সে দেয় বুকের তলে চাউনিটী তার গভীর কালো।

—০—

আবেশ আমার যায় উড়ে কোন্ ফাল্গুনী ফুলবনে।
তারি পাথার কাঁদন লাগে কে জানে কোন্ মনে॥
কোন কুসুমের বুকের তলায় না ফুরাণ মধু ঘুমায়
আমার মানস মৌমাছি ধায় তারি অন্বেষণে।
দখিন পবন সম আমার ছন্দ এলো প্রাণে
স্বপন আমার ঢেউ লেগে তার যায় চলে কোন খানে
আপনাকে আজ ছন্দে গীতে কারে যে চাই বিলিয়ে দিতে
তারি আঁখির আভাষ আমায় গাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে॥

—০—

শ্রীধীরেন দাস ও শ্রীমতী সরস্বতী :

পি ১১৫৭৫

স্ত্রী। এসো কালা তোমারি কারণে আবির কুঙ্কুমে
ভরিয়া এনেছি ডালা সাজাতে তোমারি কালা॥
পু। ওগো বালা এ মন ফাল্গুনে মনের আগুনে
এসেছে তোমার কালা জুড়াতে হৃদয়-জ্বালা।
স্ত্রী। আজি রাঙ্গাইয়েদিব ও কালো বরণ আগে ফাগ দিয়ে পায়।
পু। আমি আগে রাঙ্গাইব ও চাঁদ বদন পরে ফাগ দিব গায়॥
স্ত্রী। আমি আবির গুলালে তোমারে বাউল দিব আজ সাজায়ে।

পু। আমি লাজ মানে আজ দিয়া বলি তোমা সনে রাই
খেলিব লো হোলি
নিলাজ হইয়ে সোণার বরণ দিব আজ রাঙ্গাইয়ে।
স্ত্রী। এস কালা—
পু। এস বালা—
উভয়ে। হোরির মাতনে দোঁহার মিলনে জুড়াই মনের জ্বালা॥

—০—

স্ত্রী। বঁধু রং দিও না গায়,
নীল শাড়ী মোর ভিজিও নাকো ধরি তোমার পায়।
বৃন্দাবনে খুঁজলে পাবে অনেক নাগরী
আমায় ছাড় জলকে যাব ভরতে গাগরী
জল ফেলে জল আন্‌তে গেলে প'ড়বো শেষে দায়।
পু। তোমায় পেয়েছি আজ একলা যখন ছাড়তে কি পারি?
স্ত্রী। ওগো ভিজিও না মোর শাড়ী।
পু। তোমা সনে খেলবো হোরি খেলবো পিয়ারী।
স্ত্রী। আমায় মের না পিচকারী।
পু। শুনবো নাকো কোন মানা নিদয় হ'য়ে বোলোনা 'না'!
অমন করে (আমায় ছেড়ে) পালিও না মোর হৃদয় বিদারী
তোমায় ছাড়তে কি পারি॥
স্ত্রী। ওগো ভিজিও না মোর শাড়ী॥

—০—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র কুমার বসু ও শ্রীমতী হরিমতী।

পি ১১৬৬৯ ভজন।

উভয়ে। মন আসল ফাঁকীরে সারা জগৎ ছায়াবাজীর ছায়া।
পুরুষ। মাটির কোলে জনম যে তোর মাটীতে মিশিবে কায়া।

উভয়ে। সাথ্ সাথ্ মন চল না চল না জাল বুনেছে মায়া ॥
পুরুষ। দুনিয়ার দৌলত স্বপনেরি খেলা স্বপনেই আসা যাওয়া।
উভয়ে। সাথ্ সাথ্ মন চল না চল না জাল বুনেছে মায়া।
পুরুষ। আত্ম আত্মীয় স্বজন প্রিয়জন নিমিষের পলক চাওয়া ॥
উভয়ে। সাথ্ সাথ্ মন চলনা চলনা জাল বুনেছে মায়া ॥
পুরুষ। বন্ধু সেঙ্গাতী সুখের সাথী মিথ্যাই তার পিছু ধাওয়া।
উভয়ে। সাথ্ সাথ্ মন চলনা চলনা জাল বুনেছে মায়া ॥

—o—

ভজন।

উভয়ে। সংসার মায়া ছাড়িয়ে কৃষ্ণনাম ভজ মন।
স্ত্রী। কৃষ্ণ নাম জপরে জপরে পাবে অমূল্য ধন ॥
স্ত্রী। বিষয় বাসনা মায়ার ছলনা সকলি ঘুচিয়া যাবে।
পুরুষ। রূপের তিয়াসা পলকে মিটিবে নয়নে হেরিবে অরূপ রতন ॥
স্ত্রী। সুন্দর বরণ রূপের চেতন সুন্দরে দশদিশি মগন।
পুরুষ। অপরূপ বিভবে পরাণ ভরিবে রাজিব চরম পরশ দান।

—o—

এন ৩৭৮৪ ভজন।

মায়ার মদির মোহে ডুবিয়ে
কৃষ্ণ চরণ মন ভুলোনা রে।
নিত্য চিত্তে স্মর অপরূপ গীরিধর
কাণ্ডারী নিখিল পারাবারে ॥
বিষয় পদ ছাড়ি ধেয়ান কংসহারী
নয়নাভিরঞ্জনে মিলিবারে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম যত ও রাঙ্গা চরণে রত
অশ্রুধারার সাথে পাবে তারে ॥

নিত্য নিরঞ্জন চিত্ত অনুক্ষণ

নিত্যানন্দে মন ভরিবারে।

নাশবন্ত দেহ চিতা বুকে লবে গেহ

অবিনাশী নাম রবে সংসারে

—০—

ভজন।

শ্রীগোবিন্দ মুখচন্দ নিত্যানন্দ জপরে।

শ্যাম সুন্দর রূপ মনোহর নিত্য চিত্তে স্মররে ॥

আত্মা রূপে রহ অনন্ত মূলে

চঞ্চল চিত চোরা মন দেউলে

অশ্রু-যমুনা কূলে প্রেম উজান তুলে রহি রহি বাঁশরী ফুকারে ॥

মানস তুলসী তলে দীপ জ্বালি

দিব নিত্যধনে অর্ঘ্য-ডালি— রূপ ধুপ জ্বালি

রাগ গুগগুলে জালাইব ধুন্না

অনুরাগ রাগিণী গাহে তব করুণা

মন আত্মা বুকে রহে যেন সারি শুকে যুগলে যুগল রূপরে ॥

—•—

শ্রীদাম বাবাজী ও ললিতা সখি :

পি ১১৬৪৯ বাউল।

চোখ বুজে তুই দেখনা রে ভাই ভবের বাজার অন্ধকার ॥

কোথা কে দোকান নিয়ে সরে যাবে বোঝা ভার ॥

(ও মন) ভাই বন্ধু কোথায় রবে বিষয় আশয় কারে দেবে !

(ও তোর) এত সাধের সোণার দেহ পুড়ে হবে ছারখার ॥

(ও মন পারের সাথী কারেও না পাবি পঞ্চভূতে মিশে যাবি :

কেবল প্রাণ লয়ে কর্ম্ম বুদ্ধি যাবে দেহ গঙ্গাপার ॥

(ও মন) পারে যেতে তোর বাসনা ছেড়ে দে তুই ছার কামনা
ভক্তিভরে প্রাণ ভ'রে ভাবনা রে মন চরণ তাঁর ॥

—০—

বাউল।

ভব কাণ্ডারী দাঁড়ায়ে আছেন একলা ভবনদীর কূলে।
ওরে ভাই এই বেলা কে যাবি পারে আয় চলে আয় চলে ॥
ও মন খেয়ার মাঝি দয়াপারাবার ও সে নেয় না কড়ি
করে সবায় পার।
"আমায় পার কর, পার কর" বলে একবার পারে দাঁড়ালে ॥
ও ভাই ভব তুফান উঠলে পরে যে জন ভক্তি ভরে ডাকেরে তাঁরে
তার তরে হাসি মুখে আপনি দাঁড়ান অতল জলে ॥
আমি বুঝতে নারি ভাই কেন তোদের যাবার ইচ্ছা নাই
ও মন ভাবিসনে আখেরের গতি কি হবে যে পরপারে ॥

—

শ্রীদাম বাবাজী ও বিশাখা সখি ।

এন ৩১৪৪ ভজন।

মন শ্রীকৃষ্ণ চরণ বন্দ
পাপ-তাপ-হারি মোহন মুরারী, গোপী-রমণীকুল চন্দ।
শিখি-পাখাপরে মরকত মণি ধরে মুরলী শোভে অধরে
মালতী ফুলহার গলে দোলে, তোলে কত ছন্দ ॥
বঙ্কিম ভঙ্গিমে ত্রিভঙ্গ ঠামে, বিনোদিনী শোভে বিনোদ বামে
অপরূপ রূপ দেখে নে রে মন কপাল যে রে তোর মন্দ।
তাই ভেঙ্গে নে সব সন্দ ॥

—৫—

ভজন।

নূপুর বাজিল মন-মন্দিরে
যুগ যুগ ধরি রাতুল চরণ ধবি
মিলিয়াছে মিলনেরি সন্দিরে ॥
জপ তপ করি কত দিন রাতি
না মিলিল যারে জীবনেরি সাথী

—০—

✓অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও কুসুমকুমারী।

পি ৫০৩ কপালকুণ্ডলার একটী দৃশ্য।

নবকুমার ও মতি বিবি।

নব। আর কি বলবে বল, নীরব হ'লে কেন? তবে এখন আমি চল্লেম; তুমি আর আমায় ডেকো না।

মতি। যেয়োনা, আর একটু থাক, আমার যা বলবার, তা এখনও বলা শেষ হয়নি।

নব। কি বল্‌বে বল।

মতি। উঃ! এত লাঞ্ছনা।

নব। কৈ, কি বল্‌বে, বল।

মতি। কি বল্‌বো, কি কথায় আমার অন্তরের জ্বালা বোঝাব?

নব। কিছু বল্‌বে না? নীরব রইলে যে! যদি কিছু না বলবে তবে আমায় থাকতে বল্লে কেন? আমি যাই।

মতি। না তুমি যেয়োনা।

নব। তুমি কি বল্‌বে বল না।

মতি। তুমি কি চাও, পৃথিবীতে কিছু কি তোমার প্রার্থনীয়

নাই? ধন, সম্পদ, মান, মর্য্যাদা, রঙ্গ রহস্য যা'কে লোকে প্রণয় বলে, পৃথিবীতে যাকে লোকে সুখ বলে, আমি তা সকলই তোমায় দিচ্ছি, কিছুই তার প্রতিদান চাই না, কেবল তোমার দাসী হ'তে চাই! তোমার যে পত্নী হব, সে গৌরব রাখি না। কেবল দাসী—ঐ চরণের দাসী হতে চাই, এই আমার নিবেদন।

নব। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহ জনমে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকব; তোমার দত্ত ধন সম্পদ নিয়ে যবনী-জার হতে পারব না।

মতি। জার! জবনী-জার! ভাল, যাক্, সে কথা যাক্। বিধাতার যদি তাই ইচ্ছা হয়, তবে না হয় আমার জীবনের সকল সাধ অতল জলে বিসর্জ্জন দিব। এখন আমার একটী অনুরোধ রাখবে কি? এই পথ দিয়ে তুমি একবার যেও, দাসী ভেবে এক একবার দর্শন দিও; আমার জীবনের সকল সাধ, সকল আশা পূর্ণ হবে। আমি তোমায় দেখে চক্ষু পরিতৃপ্ত করব।

নব। তুমি যবনী, পরস্ত্রী. তোমার সঙ্গে এরূপ আলাপেও দোষ হয়; তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।

মতি। তুমি আমার নও' তবে কার? দৈব বিড়ম্বনায় আমি তোমায় হারায়েছি, আমার রত্ন কে অপহরণ করবে, আমি কেন সহ্য করব? না সহ্য করব। বিধাতার বিড়ম্বনা—আমি যবনী উপায়হীনা। প্রাণ যায়! ওহোঃ হোঃ! প্রাণ যায়! নির্দ্দয়—আমি তোমার জন্য আগরার সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে এসেছি, আমায় ত্যাগ ক'রো না।

নব। তুমি আবার আগ্রায় ফিরে যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।

মতি। এ জনমে নয়। এ জনমে তোমার আশা ছাড়ব না।

নব। 'এ কি! কে এ রমণী? কম্পিত নাসারন্ধ্র, ললাটদেশে

ধমনী স্ফীত রমনীয় রেখা, জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু সমুদ্র-বারিবৎ ঝলসিত, দলিত-ফণা ফণিনীর স্থায় ফণা তুলে দণ্ডায়মানা, কে এ রমণী— উন্মাদিনী যবনী কে?

মতি। তোমায় ত্যাগ করবো, এ জনমে নয়। তুমি আমার হবে।

নব। এ কি অপূর্ব্ব শোভা! বজ্রসূচক বিদ্যুতের স্থায় মনমোহিনী শোভা! হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হয়! আমার বহুদিনের কথা স্মরণ হচ্ছে, আমার প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীকে যখন শয়নাগার হ'তে বহিষ্কৃত করতে উদ্যত হয়েছিলেম—দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে আমার প্রতি এইরূপ ফিরে দাঁড়িয়েছিল এম্নি তাহার চক্ষু প্রদীপ হয়েছিল, এম্নি ললাটে রেখা বিকাশ হয়েছিল, এম্নি নাসারন্ধ্র কেঁপেছিল এম্নি মস্তক হেলেছিল। বহুকাল সে মূর্ত্তি মনে পড়ে নাই। আজ এ যবনীকে দেখে সে মূর্ত্তি মনে প'ড়েছে। তুমি কে?

মতি। আমি পদ্মাবতী।

নব। একি ভয়ঙ্কর সংঘটন! এর পরিণাম কোথায়?

—০—

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বসন্তকুমারী।

হরিশ্চন্দ্র।

(মৃত-পুত্র-ক্রোড়ে শৈব্যার প্রবেশ)

শৈব্যা। নাই রে! এই যে আমার বাছা ছিল, কোথায় গেল! এই যে মা মা ব'লে কোলে উঠেছিল, কোথা গেলি বাপ রে আমার! বাছা রে আমার! বাপরে আমার!

রাজা। কেন, কেন মন? ওকি আবার? চণ্ডালের বেশ

চণ্ডালের ধর্ম্ম, চণ্ডালের আচরণ, চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ, শবারণ্যে জীবনযাপন, তবে আবার রোদন-রোলে কেঁপে উঠে কেন? কোন অভাগিনী হৃদয় ছিঁড়ে শ্মশানে ফেল্‌তে আসছে, এমন কত আসে, নিত্য আসে—তোমার তায় কি?

শৈব্যা। ওহো-হো-হো—না-না-না—আছে, আছে, এই যে খেলে-ছিল—এই যে-এই যে! একি হ'তে পারে চাঁদ আমার নেই! দুঃখিনীর ধন নেই! গেছে—একেবারে ছেড়ে গেছে। ও হো-হো-হো; না না, আমি ভুল করেছি, পাগল হয়েছি; আমার বাছা—ঘুমিয়েছে আবার উঠবে, আবার আমায় মা বলে গলা জড়িয়ে ধরবে। আমার বুকের ধন বুকে তুলে ঘরে নিয়ে যাই!

রাজা। (স্বগত) পাগলিনী, ঘুমিয়েছে বটে রে। ও বড় মজার ঘুম! ও ঘুম একদিন বই দু'দিন আসে না। সবাই জেগে থাকে আর কে জানে কোথা হতে একজন ঝাঁ করে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ তোর ছেলে ঘুমুলো, আর একদিন তুই ঘুমুবি। এই যে আমি কত ঘুমন্তর কাপড় ছাড়িয়ে নিচ্ছি, আংরার বিছানা পেতে দিচ্ছি! আমিও একদিন ঐ ঘুমে ঘুমুবো! কবে ঘুমুবো, আয় আয়, ঘুম আয়, ঘুম আয়! (প্রকাশ্যে) —দেখ, তুমি ঘরে যাও, দান রেখে যাও, যা করবার আমি করবো এখন, তোমার দেখতে হবে না, তুমি জন্ম কাঙ্গালিনী নও, আমি বুঝতে পেরেছি।

শৈব্যা। বাছাকে আমার—কি আর বলবো চণ্ডাল! বাছাকে আমার—অভাগিনীর কর্ম্মদোষে ফনীতে ওঃ ওঃ ওঃ ওঃ বুক ফেটে যায় আর বলতে পারিনি।

রাজা। বুঝেছি দেবী, দংশনে মৃত্যু হয়েছে।

(বিদ্যুৎ প্রকাশ)

রাজা। কি কি কি এ! না না, বিদ্যুৎ আর একবার—আর একবার দেখি! ভগবান! আর একবার। ইহলোকে সর্ব্বস্ব গিয়েছে, আমার পরলোক নাও, একটী বিদ্যুতের চমক ভিক্ষা দাও। তারপর যা ভেবেছি, যদি তা হয়, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করো! শৈব্যা শৈব্যা, শৈব্যা!

শৈব্যা। আমি মরিনি, মরবার নয়! পতি আমার আরাধনার দেবতা আমার, অভাগিনীর ইহকাল পরকাল! খুব কাজ করেছি খুব বুকে তুলে দিয়ে গিয়েছিলে, খুব যত্নে রেখেছি; এই নাও তোমার পুত্র নাও, তোমার রোহিতাশ্বকে নাও, এমন রাক্ষসীর কাছেও রেখে যায়।

—০—

মিঃ ডি, চক্রবর্ত্তী ও মিস্ কুমুদ্ভামিনী।

পি ৭৪০৬ কর্ণ ও কুন্তী, ১ম খণ্ড।

নদীতীর।

কর্ণ। কহ কেবা তুমি শুভ্রবাসে বর অঙ্গ করি, আচ্ছাদন,
প্রতীক্ষায় রয়েছ এখানে, কহ কিবা প্রয়োজনে?

কুন্তী। বৎস ভিখারিণী আমি।

কর্ণ। বৎস বলি সম্বোধন করিলে আমারে।
নমস্কার লহ দেবী! কহ মাতা, কেবা তুমি,
কিবা প্রয়োজন তব?

কুন্তী। কেবা আমি? বৎস, আমি কুন্তী—

কর্ণ। পার্থের জননী? কহ মাতা একি অঘটন আজি?
পঞ্চকেশরী জননী তুমি
পাণ্ডব ঈশ্বরী, দীনা ভিখারিণী বেশে

আসিয়াছ মোর কাছে ?
চির পুত্র-বৈরী তব, কহ কিবা প্রয়োজন ?

কুন্তী। আসিয়াছি ষষ্ঠের নিকটে !

কর্ণ। আসিয়াছ ষষ্ঠের নিকটে !
কহ, কি সম্বন্ধ তোমায় আমায় ?
একি ! ম্লান কেন বদন তোমার ?
ম্লান কেন মধ্যাহ্ন ভাস্কর, ম্লান কেন দিক্ চক্ররেখা ?
মলিনতা যমুনার নীরে। কহ সত্য কেবা তুমি ?

কুন্তী। আমি রে জননী তোর।

কর্ণ। সূত-পুত্র আমি রাধার নন্দন, চিরদিন এই খ্যাতি—
পরিচয় পতাকা আমার পুরোভাগে করেছে গমন—
আজি তুমি এসেছ হেথায় শতছিন্ন করিবারে তারে ?
তুমি যদি না হইতে ধর্ম্মরাজ মাতা
যদি আর কেহ বলিত এ কথা
মিথ্যাবাদী বলিতাম তারে।

কুন্তী। নহে মিথ্যা, সত্য, নহ তুমি রাধার নন্দন,
অভাগিনী কুন্তীর তনয়,
বুদ্ধি দোষে মোর আজি সূত-আখ্যাধারী,
ভ্রাতৃ-বৈরী—মিত্র কৌরবের।
বৎস, তুমি মোর প্রথম তনয়।
সূর্য্য-তেজে জনম তোমার।

কর্ণ। বিচিত্র নাটক—কাব্যকথা হেন—
ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করেনি রচনা।
পাটেশ্বরী ভারতেশ্বরী জননী আমার—
পিতা ওই তমোহর দেব দিবাকর,

আলোক আকর,—আর আমি ফিরি শৃগালের প্রায়
অন্ধকার সংসার কাননে পরিচয় হীন ব্যঙ্গ জগতের!
যাও, যাও দেবী, উন্মাদ করো না মোরে।
তুমি মোর মাতা, মরণ শিয়রে করি
এ পরিচয়ে নাহি প্রয়োজন।

কুন্তী। বিধির নির্ব্বন্ধ বৎস, সত্য আমি তোর মাতা।

কর্ণ। দিবালোক গ্রাস করিল রজনী,
স্থান কাল হারাইল নিজ ব্যবধান,
অতীত উদয় হেরি বর্ত্তমান মাঝে।
আমি কর্ণ, কুন্তী-পুত্র, রবির তনয়.
মাতৃহারা আজি মাতার সম্মুখে,
অদ্ভুত বিধি! হে জননী, হও যত অপরাধী—
তবু তুমি আরাধ্যা আমার! •
নহে ভিক্ষা কহ কিবা আজ্ঞা তব?

কুন্তী। ভীষ্ম দ্রোণ গত, শুনিলাম সমরে তুমি সেনাপতি:
আকুল আমার প্রাণ—ভ্রাতৃ বধে ভাই!
পুত্রহারা হবে কুন্তী তুমি কিম্বা পাণ্ডব উচ্ছেদে।
তাই লোকলজ্জা দিয়া বিসর্জ্জন
যে কলঙ্ক গোপনের তরে
বক্ষ-ক্ষীরে বঞ্চিত করিয়া তোমা,
নয়নের নীরে ভাসি নদী জলে দিয়াছিনু ডালি—
আজি স্বইচ্ছায় সে কলঙ্ক ধরি' শিরোপরে,
সেই নদীতটে ভিখারিণী বেশে এসেছি তোমার কাছে

—০—

কর্ণ ও কুন্তী (২য় খণ্ড)

কুন্তী। পুত্র! ভিক্ষা এ সময়ে দেহ ক্ষমা,
মিল' যুধিষ্ঠির সনে, ছয় পুত্র মোর রহুক জীবিত

কর্ণ। এত মায়া, এত স্নেহ এতই করুণা ওই বক্ষে তব,
তবে কহ গো জননী, কোন্ প্রাণে বিসর্জ্জিলে মোরে?
অবোধ অজ্ঞানে শিশু দশ মাস, দশদিন গর্ভে দিয়ে স্থান
মৃত্যু মুখে দিয়াছিলে সঁপি প্রথম তনয়ে তব?
কহ মাতা তখন কাঁদেনি কি মায়ের পরাণ?
বিন্দুবারি ঝরেনি নয়নে?

কুন্তী। পুত্র। আর লজ্জা নাহি দেহ মোরে!

কর্ণ। কোথা লজ্জা? বুঝিয়াছি মাতা
আগমন কারণ তোমার। পুত্রস্নেহে অন্ধ তুমি।
কিন্তু আস নাই মোর তরে
আমি সেই বিসর্জ্জিত অভাগা তনয় তব।
আসিয়াছ পঞ্চ পাণ্ডবের কল্যাণ কামনা করি,
আর কলঙ্কের ডালি তুলে দিতে শিরে মোর।
হক্ তাতে না ছিল আক্ষেপ;
কিন্তু সত্যে বদ্ধ আমি দুর্য্যোধন পাশে,
আমরণ আজ্ঞা তার করিব পালন।
ত্যজিতে তাহারে না পারিব কভু'
যদি জগতের সমস্ত মাতৃত্ব
আজ দীন-কণ্ঠে ভিক্ষা করে কর্ণের নিকটে।

কুন্তী। তবে নিষ্ফল হইবে ভিক্ষা?

কর্ণ। এ জীবন করেছ নিষ্ফল, ব্যর্থ করিয়াছ সব সাধনা আমার
ক্ষত্র হ'য়ে নহি ক্ষত্র আমি

রবিদ্যুতি ধূলিসাৎ করিয়াছ তুমি—
দুর্য্যোধন বক্ষে স্থান দিয়েছে সাদরে।
কি আশ্চর্য্য, ভিক্ষা তব হইবে নিষ্ফল।
মাতা, নাহি জান কি করেছ তুমি—
নাহি জান, কি উত্তাপ—কি যন্ত্রণা ভীষণ
এই হৃদয়ের স্তরে স্তরে রয়েছে সঞ্চিত!
তুমি যদি স্থান দিতে কোলে
আজ ভারতের ইতিহাস হ'ত অন্যরূপ।

কুন্তী। আজ আমি যদি বলি
যুধিষ্ঠির সগৌরবে সিংহাসনে বসাবে তোমারে
জ্যেষ্ঠ বলি পূজিবে চরণ।

কর্ণ। ভাগ্যবান যুধিষ্ঠির, ভাগ্যবান আর ভ্রাতা তার—
এই মাতৃস্নেহে বর্দ্ধিত হয়েছে তারা,
চিরদিন মন্দভাগ্য আমি, এই স্নেহে হয়েছি বঞ্চিত!
আসিয়াছ পঞ্চ তনয়ের কল্যাণ কামনা করি,
পঞ্চ পাণ্ডব জননী, এসেছ যখন
সাধ্যায়ত্ত যাহা তাহা করিব গো দান;—
নহে সিংহাসন লোভে;—
সিংহাসন অতি তুচ্ছ কর্ণের নিকটে।
শুধু রাখিতে সম্মান তব, করি পণ—
এই যুদ্ধে হয় পার্থ, নয় কর্ণ ধরা হ'তে লইবে বিদায়—
তুমি রবে চিরদিন পঞ্চপুত্রের জননী।

কুন্তী। বৎস, বুঝিয়াছি অভিমান তব!
আমি নারী দুর্ব্বলা অভাগী,

মনোব্যথা মোর জানেন সে অন্তর্যামী যিনি।
কি বলিব ক্ষমা কোরো মোরে,
ক্ষমা কোরো জ্ঞানহীনা জননী বলিয়ে ?
জেনো—শুধু করি নাই ব্যর্থ তোমার জীবন,
জীবন-সঙ্গিনী চির-ব্যর্থতা আমার—
আমি মাতা অভাগা কর্ণের !

———

যুগলকৃষ্ণ পাল ও শ্রীমতী নবতারা :

এন ৩৫০৯ ডুয়েট।

পু। কেন নিতি নিতি জালাও আমায় ও প্রেয়সী দেখন হাসী।
স্ত্রী। কেন আমার তরে সেধে গলায় পরলে তুমি প্রেমের ফাঁসী॥
পু। আমি আগে তো বুঝিনি হায় সখি প্রেমে যে গো এত দায়
না বুঝে করেছি ভুল তোমারে সই ভালবাসি॥
স্ত্রী। পুরুষ তুমি জানি তোমায় আগে তুমি ধরবে গো পায়
ফুলের মত ধ'রে বুকে, ঠেলবে পায়ে হ'লে বাসি॥
পু। তবে বলে দাও মোরে বলে দাও কেমনে পাইব তোমারে ?
স্ত্রী। প্রতিদিন যদি নাহি চাহ সখা অচিরে পাইবে আমারে॥

———

ডুয়েট।

স্ত্রী। তুমি অমন করিয়া এস নাকো সখা, এসনা আমার দ্বারে।
পু। পোড়া মন যে সজনী বুঝেও বোঝেনা তাই আসি বারেবারে॥
আমি বাঁচিব না সখি হ'য়ে তোমা হারা
তুমি যে আমার নয়নের তারা
মরমের ব্যথা তুমি না বুঝিলে, বুঝাইব আমি কারে॥

স্ত্রী। আপনার দুঃখে আমি আছি হেথা
কেন এসে সখা বাড়াইবে ব্যথা
এ জীবন দেবে বিফল করিয়া অবহেলা, অনাদরে
ওগো নারীর প্রাণে কতই বল সয় ?
পু। সখি কোমল-প্রাণা এত কঠিন হয় ?
স্ত্রী। করি কি উপায়—
পু। হবে কি উপায়—
স্ত্রী। আমি নিরুপায়—
পু। ধরি দুটী পায়—
উভয়ে। এস দুজনে নব জীবনে ভাসি চাঁদিনী সনে প্রেম সায়রে ॥

ধীরেন দাস ও মিস বীণাপাণি

এন ৭০১১ ভজন।

মাধব বংশী ধারী বনওয়ারী গোঠচারী গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারী।
গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারী রে পাপ তাপ দুঃখহারী ॥
কালরূপ কভু দৈত্য নিধনে চিকন কালা কভু বিহর বনে
কভু বাজাও বেণু খেল ধেনু সনে কভু বামে রাধা প্যারী গোপনারী
মনোহারী নিকুঞ্জ লীলা বিহারী ॥
কুরুক্ষেত্র রণে পাণ্ডব মিতা কণ্ঠে অভয়বাণী ভগবদ গীতা
পূর্ণ ভগবান পরম পিতা শঙ্খ চক্র গদা ধারী পাপতারী
কাণ্ডারী ত্রিভুবন সৃজন কারী ॥

ভজন।

ও মন চল আকুল পানে মাতি হরি প্রেম গুণ গানে।
ও মন নদী যেমন ধায় আকুলে কুল যত তায় টানে॥
ও তুই কোন পাহারে ঠেকলি এসে কোন পাথারের জল,
ও তুই হরির প্রেমে গলে এবার সেই অসীমে চল;
ও তুই স্রোতের বেগে তুলবি রে কুল বাধা যদি হানে॥
এ পারের সব যাত্রী যাবে তোর বুকে ও পারে
তার কুলে শ্যাম বাজিয়ে বাঁশী আসবে অভিসারে,
ও তুই শ্যামের ছবি ধরবি বুকে মাতবি প্রেম তুফানে॥

—০—

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীমতী হীরামতী

এন ৭০৩৪

১। বাংলা মায়ের স্নেহের দান এনেছি তাই মাথায় ধরি।
চরকা কাটা মোটা সুতো নাওগো সবে বরণ করি॥
পরের পানে চাইনে মোরা সাধি আপন কাজ,
চরকা কাটি কাপড় বুনি নাইকো এতে লাজ,
চরকা কাটা পুণ্য ব্রত সাধন করি তাই,
চরকা কাটা দেশধর্ম্ম অন্যগতি নাই,
চরকা কাটো খদ্দর পরো মন্ত্র এই সার করি॥
চরকা আমার আপন জন, চরকা আমার মান,
চরকা যদি থাকে ঘরে গোলায় রবে ধান,

চরকা সুতোয় ধুতি চাদর কাপড় বুনিরে,
চরকা সুতোয় দেশের দৌলত দেশে রাখিরে,
চরকা কাটো খদ্দর পরো মন্ত্র এই সার করি ॥

—o—

২। দেশের শিল্প দেশেতে রাখিব আমরা তাহাকে ফেলিব না।
দেশের মান দেশের গর্ব্ব জীবন থাকিতে ছাড়িব না ॥
ঘরের শিল্প হারায়ে ফেলেছি তাই ত দুখের অন্ত নাই,
মিছেই দুঃখ ঘুচাতে সদাই পরের মুখের পানেতে চাই,
এবার হ'তে করব পণ মিছে ব'সে আর থাকিব না ॥
মোদের দেশে সবই ফলে দেশটি এমন আছে গো কার,
নিজের দোষে নিজে কাঁদি করি শুধুই হাহাকার,
সাধিব আজ আপন কাজ পরের পায়ে দাঁড়াব না ॥
বন-বেত আনব কেটে মাথায় বয়ে মনের সুখে,
বাক্স ডালা, শীতলপাটী বুনব সবে হাসি মুখে,
নিজের দুঃখ নিজেরা ঘুচাব মিছে শুধু আর কাঁদিব না ॥

ইসলামী রেকর্ড

মিঃ আব্বাস্ উদ্দিন আহ্‌ম্মদ্ ।

এন ৪১১১ গজল।

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ্।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ্ ॥
তোর সোণাদানা বালাখানা সব রাহে লিল্লাহ্
দে জাকাত মুর্দ্দা মুসলিমের আজ ভাঙ্গাইতে নিদ্ ॥

আজ পড়বি ইদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজি মুসলিম হয়েছে শহীদ ॥
আজ ভুলে যা তোর দোস্ত দুস্‌মন হাত মিলাও হাতে
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরিদ ॥
ঢাল হৃদয়ের তোর তসতরীতে শিরণী তৌহিদের
তোর দাওত্ কবুল করবে হজরৎ হয় মনে উম্মীদ ॥

—০—

গজল

ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর।
বদ্‌নসীব আয় আয় গুণাহ্‌গার নূতন ক'রে সওদা কর ॥
জীবন ভ'রে করবি লোকসান আজ হিসাব তার খতিয়ে নে
বিনিমূলে দেয় বিলিয়ে সে যে বেহশতী নজর ॥
কোরাণের ঐ জাহাজ বোঝাই হীরা মুক্তা পান্নাতে
লুটে নে রে লুটে নে সব ভ'রে তোল তোর শূন্য ঘর ॥
কেয়ামতের বাজারে ভাই মুনফা যে চাও বহুত
এই ব্যাপারীর হও খরিদ্দার লওরে ইহার শীল মোহর ॥
আরশ্ হ'তে পথ ভুলে এ—এলো মদিনা সহর
নামে মোবারক মোহাম্মদ পুঁজি আল্লাহো আকবর ॥

—০—

এন ৭০৬৮

দিকে দিকে পুনঃ জলিয়া উঠেছে দীনী-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে, তুইও তোর প্রান-প্রদীপ জ্বাল ॥
গাজি মোস্তাফা কামালের সাথে জেগেছে তুর্কী সুখ তাজ।
রেজা পাহলবী সাথে জাগিয়াছে, বিরাণ মুলুক ইরাণ আজ
গোলামী বিসরি জেগেছে মিশরি, জগলুল সাথে প্রাণ মাতাল্।

ভুলি গ্লানি আজ জেগেছে হেজাজ নেজ্দ্ আরবে ইব্নে সাউদ
আমানুল্লার পরশে জেগেছে, কাবুলে নবীন আল্ মাহমুদ
মরা মরক্কো বাঁচাইয়া আজি বন্দী করিম রীফ কামাল ॥
জাগে ফয়সল্ ইরাক্, আজমে জাগে নব হারুণ-অল্-রসিদ
জাগে বয়তুল মোকাদ্দসের জাগে শ্যাম দেখ টুটিয়া নিদ
জাগে নাকো শুধু হিন্দের দশ-কোটী মুসলিম বে-খেয়াল ॥
মোরা আস্‌হাব কাহাফের মত হাজারো বছর শুধু ঘুমাই
আমাদেরি কেহ ছিল বাদশাহ কোনকালে তারি করি বড়াই
জাগি যদি মোরা দুনিয়া আবার কাঁপিবে চরণে টাল মাটাল ॥
(আজি) কোথায় তখ্‌তে তাউস কোথায় সে বাদ্‌সাহী
কাঁদিয়া জানায় মুসলিম্ ফরিয়াদ ইয়া ইলাহী ॥
কোথায় সে বীর খালিদ কোথায় তারেক মুসা
নাহি সেহজরত আলি, সে জুলফেকার নাহি ॥
নাহি সে উমর খাত্তাব নাহি সে ইসলামী জোশ্,
করিল জয় যে দুনিয়া আজ নাহি সে সিপাহী ॥
হাসান হোসেন সে কোথায়, কোথায় সে বীর শহীদান
কোরবানী দিতে আপনায় আল্লার মুখ চাহি ॥
কোথায় সে তেজ ইমান, কোথায় সে শান্ শওকত্,
তক্‌দীরে নাই সে মাহতাব আছে শুধু সিয়াহী ॥

—০—

রুখ্‌রে আলম ?

এন ৪১৯৮

কাওয়ালী ।

দেখে যা রে দুলহা সাজে সেজেছেন মোদের নবী ।
বর্ণিতে সে রূপ মধুর হার মানে নিখিল কবি ॥

আওলিয়া আর আম্বিয়া সব পিছে চলে বরাতি
আসমানে যায় মশাল জ্বেলে গ্রহ, তারা, চাঁদ, রবি ॥
হুর পরী সব গায় নাচে আজ দেয় মোবারকবাদ আলাম
আরশ্ কুরসি ঝুঁকে পড়ে দেখতে সে মোহন ছবি ॥
আজ আরশের বাসর ঘরে হবে মোবারক কইয়ৎ
বুকে খোদার ইস্ক নিয়ে নওশা ঐ আল-আরবী ॥

—০—

কাওয়ালী।

আহমদের ঐ মীমের পরদা উঠিয়ে দেখ মন।
আহদ সেথা বিরাজ করেন চিনে গুণি জন ॥
যে চিন্তে পারে রয়না ঘরে হয় সে উদাসী
সে সকল ত্যজে ভজে শুধু নবীজীর চরণ ॥
ঐ রূপ দেখে পাগল হ'লো মনসুর ও হাল্লাজ
সে "আনালহক" "আনালহক" কেঁদে ত্যজিল জীবন ॥
তুই খোদাকে যদি চিন্তে পারিস চিনবি খোদাকে
তুই চোখ চেয়ে দেখ তোরি চোখে সেই নুরী রওশান ॥

—০—

মহম্মদ কাশেম।

এন্ ৭২০৭ গজল কাওয়ালী।

খুশি লয়ে খুশ রোজের আয় খেয়ালি খুশ নাসিব।
জ্বাল দেয়ালী শবে রাতের, জ্বালরে তাজা প্রাণ প্রদীপ ॥
আন নয়া দীনি ফরমান, দারাজ দিলের দৃপ্ত গান,
প্রাণ পেয়ে আজ গোরস্থান তোর ডাকে জাগুক নকিব ॥

আন মহিমা হজরতের, শক্তি আন শেরে খোদার
কোরবাণী আন কারবালার আন রহম মা ফতেমার,
আন উমরের শৌর্য্য বল, সিদ্দিকের আন সবল মন
হাসান হোসেনের সে ত্যাগ, সহিদানের মৃত্যু পন,
রোজ হাসরে করবেন পার মেহেরবান খোদার হবিব ॥
খোতবা পড়বি মস্‌জিদে তুই, খতিব নূতন ভাষায়
শুষ্ক মালঞ্চের বুকে ফুল ফোটাবি তোর হাওয়ায়
এসমে আজম এনে মৃত, মুসলিমে তুই কর সঞ্জীব ॥

—০—

গজল কাওয়ালী।

আয় মরু-পারের হাওয়া নিয়ে যারে মদিনায়।
জাত-পাক মোস্তফার রওজা মোবারক যথায়!
মরিয়া আছি দুঃখে
মুশ্‌রেকী এ মুল্লুকে,
পড়ব মগ্‌রিবের নামাজ কবে খানয়ে কাবায় ॥
হজরতের নাম তস্‌বি ক'রে যাব রে মিস্‌কিন-বেশে
ইস্‌লামেরই দীনি ডঙ্কা বাজ্‌ল প্রথম যে দেশে।
কাঁদব ধরে মাজার শরিফ, শুনব সেথায় কান পাতি
নবীর মুখে তেমনি কি রে রব ওঠে য়্যা উম্মাতি!
পাক কোরআনের কালাম হয়ত সেথা শোনা যায়।

—০—

এন ৭০৫৬

১। তোমারি মহিমা গাই বিশ্বপালক কর ত্রাণ।
করুণা কৃপার তব নাহি সীমা নাহি পার ॥

রোজ হাশরের বিচার দিনে তুমি মালিক এ্যায় খোদা।
আরাধনা করি প্রভু আমরা কেবলি তোমার॥
সহায় যাচি তোমারি নাথ দেখাও মোদের সরল পথ।
তাদের পথে চালাও খোদা বিলাও যাদের পুরস্কার॥
অবিশ্বাসী ধর্ম্মহারা যাহারা সে ভ্রান্ত পথ
চালাও না তাদের পথে এই চাহি পরওয়ার-দেগার॥

—০—

২। তরুণ প্রেমিক প্রণয় বেদন জানাও জানাও বেদিল প্রিয়ায়।
ওগো বিজয়ী নিখিল হৃদয় কর কর জয় মোহন মায়ায়॥
নহে ঐ এক হিয়ার সমান হাজার কাবা হাজার মসজিদ।
কি হবে তোর কাবার খোঁজে আশায় খোঁজ তোর হৃদয় ছায়ায়॥
প্রেমের আলোয় যে দিল রৌশ্‌ন যেথায় থাকুক সমান তাহার,
খোদার মসজিদ্ মুরাত্ মন্দির ইসাই দেউল ইহুদ্‌খানায়॥
অমর তার নাম প্রেমের খাতায় জ্যোতির লিখায় রবে লিখা
দোজ'খের ভয় করে না সে থাকেনা সে বেহেশত্ আশায়॥

—০—

এন ৭০০৫ গজল

বাজলো কি রে ভোরের শানাই নিদমহলার আঁধার পুরে।
শুন্‌ছি আজান গগন তলে আঁধার রাতের মিনার চুড়ে॥
সরাই-খানার যাত্রীরা কি 'বন্ধু জাগো' উঠল হাঁকি।
নীড় ছেড়ে ওই প্রভাত পাখী গুলিস্তানে চললো উড়ে॥
তীর্থ-পথিক দেশ বিদেশে আরফাতে আজ ছুটলো কি ফের।
লা-শরিক-আল্লাহ মন্ত্রের নামলো কি বান পাহাড় ফুঁড়ে॥

আজকে আবার কাবার পথে ভীড় জমেছে প্রভাত হতে।
নামলো কি ফের হাজার-স্রোতে কেরার জ্যোতি জগৎ জুড়ে ॥

—•—

গজল।

বক্ষে আমার কাবার ছবি মোহম্মদ রসুল।
শিরোপরি মো খোদার আরশ গাই তারি গান পথ বেভুল ॥
লয়লা প্রেমে মজনু পাগল আমি পাগল লা-ইলার।
প্রেমিক দরবেশ আমায় চেনে আরসিকে কয় বাতুল ॥
হৃদয় মোর খুসির বাগান বুলবুলি তায় গায় সদাই।
ওরা খোদার রহম মাগে আমি খোদার ইস্ক চাই ॥
আমায় মনের মস্‌জিদ দেয় আজান হাজার মোয়াজ্জিন।
প্রাণের লও হে কোরাণ লেখা রুহ পড়ে তার রাত্রিদিন ॥
খাতুনে জিন্নত মা আমার হাসান হোসেন চোখের জল।
ভয় করিনা রোজ কেয়ামৎ পুল সেরাতের কঠিন পুল ॥

—•—

১৯৩৩ জুন মাসের প্রকাশিত রেকর্ড।

মিস ইন্দুবালা।

পি ১১৭৬৬

১। তিলেক ত' সয়না।
অদর্শন—
প্রিয়তম এলে কাছে
লাজে মুখ পানে আঁখি চায় না ॥
নয়নে নয়ন রেখে নিথর করে
হিয়ার বেদনা কাঁদিয়া ফেরে
কাতরে বুক গুমরে মুখ ও কথা কয়না ॥

— ০—

২। শিশির ধোওয়া প্রভাতে এসে
হে সুন্দর আজ দাঁড়ালে হেসে
বেদনা মধুর হ'য়ে
পরাণে গেল ব'য়ে
মন-কুসুম-বনে
গন্ধে বরণে—
ফুটিল কুসুম ও পদ পরশে মন হরষে ॥

—০—

শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী দাসী।

এন ৭১১৬

১। অলকে বকুল মালা করে শোভে ফুল ডালা
তনু মোহ কোটী অনঙ্গ।
অথির চরণ অতি করি বর জিনি গতি
চলে গোরী পুলকিত অঙ্গ॥
ভরা যমুনার কূলে নব নীপ তরু মূলে,
আবেশে আপনা ভুলে সুরের লহরী তুলে
শ্যামরায় বাজায় বাঁশী ললিত ত্রিভঙ্গ॥
যমুনার আকুলতা হিয়াতে বহায় গো,
রাধা রাধা ব'লে বাঁশী ডাকে উভরায় গো
ভাসে আঁখি আঁখিজলে
ডাকে রাধা রাধা ব'লে (জয় রাধে)
বুক ভাঙ্গা বিরহ তরঙ্গ॥

—•—

২। নিরজন পথ অতি ঘোর।
কাননে নীরব সব গগনে ঘন রব
চকিত ভীত চিত মোর॥
তিমির মগন বন বাধা অগনন
কেমনে যাইব তব পাশ।
অভয় নামে তব জীবন বল্লভ
করে যেন বিপদ বিনাশ॥
তব রূপ উজ্জ্বল এ মম হিয়াতল
পথের আঁধার নাহি মানি।

মরণ অধিক তরে মরণ বরণ করে
বিপথ পথ সম জানি ॥

—•—

মিস বীণাপাণি

এন ৭১১৭০

১। তোমার আসার পথে আমার আঁখি দেবে আঁকি
তুষার আলিপন।
আমার ব্যথার বুকে তোমার আমন্ত্রণ ॥
যখন নিশীথ রাতের শশী একলা বসি করুণ চোখে চাহে,
অলস পাখী উদাস গীতি গাহে,
তখন আমার হিয়ায় তোমার পূজার আয়োজন ॥
কাজল মেঘের আঁচল টানি সন্ধ্যারাণী সিঁদুর যখন ঢালে,
রং লেগে যায় অস্ত রবির গালে।
ঘুম লাগা মোর ফুল বীথিকায় চঞ্চল বায়
স্বপন যখন দেখায়,
আপনাকে তার বিলিয়ে দেওয়ার নেশায়,
তখন আমার গানে বাজবে তোমার মন্ত্র আবাহন।
ব্যথার বুকে তোমার আমন্ত্রণ ॥

—•—

২। দূরে গেলে প্রিয় প্রেম বুঝি আর রয়না
হায় অকরুণ হায়রে।
কুসুমে সুবাস নহিলে বাতাস বয়না
সে যে আশে পাশে হুতাশে ভরে বিদায় রে ॥

গানের করুণ সুর থেমে যায় কেঁপে
লয়টুকু রয় সারা অন্তর ব্যেপে
কি যে বেদনার গুরুভার বুকে চেপে
গুমরিয়া মরি পরাণ সে যে কাঁদায় রে ॥
সুখ চ'লে যায় স্মৃতি রয় হিয়া ভোর,
মালা ছিঁড়ে যায় র'য়ে যায় শত ডোর,
চাঁদ ডুবে যায় মায়া রহে চাঁদিনীর
তন্দ্রিত নব পল্লবে বনানীর
চঞ্চল বুকে উছল তটিনীর
চকোরির চির পোষিত সুধা তৃষায় রে ॥

—০—

মিস্ ইন্দুমতী (এমেচার) ঃ

এন ৭১১১

ধীরে যাওগো কাল ভ্রমর।
ঘুম লেগেছে ফুল নয়নে মোর ॥
গোলাপ প্রিয় গুঞ্জরণে
গাইল কি গান কুঞ্জবনে
আনন্দে একি স্বপন মায়া ঘোর ॥
রাত জাগা ঐ চাঁদের চোখে
তন্দ্রা লাগে নেশার ঝোঁকে
হাওয়ার পায়ে জড়ায় লতার ডোর ॥

—০—

বিদায় মাগে এ স্রোতের ফুল

ক্ষণের দেখা এ বেদনময়।

কি চাও শুনিতে দরদী মোর ব্যথার কাহিনি বলার নয়॥

আমার ছিল চাঁদ জাগান রাতি

ভোমরা ছিল নিরজনের সাথী

লক্ষ তারার নয়ন তারার বাতি

প্রজাপতির রঙ্গীন মাতামাতি

সকল থাকিতে কিছুই নাই মনের সোহাগী নাই মলয়॥

আমার ছিল রং মহলের ধুম

পাখীর গানে ভাঙ্গত আমার ঘুম

তরুণ আলো আঁকতো চোখে চুম

বেণুর নুপুর বাজত' রুমু ঝুম

আকাশ কুসুম নাই সে মোর

বুকের স্বপন বুকেই রয়॥

—∘—

অতিবল সিংহ।

এন ৭১১২

এক ভিখারী গান কর্ত্তে কর্ত্তে যাচ্ছে, দুই জোচ্চোর উড়ে তার ঝুলি ঝাড়বার মতলব আঁটিচ্ছে।

গান

ভিখারী—যে দিন দুয়ারে বাজিবে শঙ্খ ডাকিবে উষার পাখী।

ছেড়ে যাবি সব বিষয় বিভব বুঝিতে কি আছি বাকী॥

বিধি—এ নিধিয়া! সে অন্ধ শড়াকু ডাকিবু, তা থলিয়াটা ভারি অছি।

নিধি—থলিয়ারে পইসা অছিরে দি চারি টঙ্কা হেব নিশ্চে। এ বুঢ়া আস ইয়াড়ে আস, গান কর বাবা, হে হরে কৃষ্ণ।

ভিখারী—কোথায় বসব বাবা।

নিধি—এইঠি বস, সে দিকে থলিয়াটা রাখি কিরি ভড় কিরি বস, গাও কিমিতি ভল গান তেমে করুছ। (নিম্ন স্বরে) এ বিধিয়া ঘেনি নেইয়া ইয়াড়ে কেই দেখিব। সে পাখেরে নেইয়া।

গান

ভিখারী—সদা ভাব তুমি চতুর সেয়ানা
সে চাতুরি শেষে রয় না রয় না।
হিসাবের কড়ি বাঘেত খায়না
তবে কেন দাও মনেরে ফাঁকি॥

বিধি—এ নিধিয়া ডালি চালি অছিরে, মহাপ্রভুং কর পেরে সান্ধি হেব। সড়াকু কাঢ় কিরি ধূলি ভরি দেইছি।

নিধি—ঠারু ঠারু সে শুনি পারিব।

নিধি—নিয় বুঢচা, সে গোটিয়ে পইসা আউ মুষ্টী চাউল নিয় (অন্ধ ভিখারী গান কর্ত্তে কর্ত্তে যাচ্ছে)

ভেবেছ অন্তরে জয়ী তুমি আজ
হেরে গিয়ে তোর নাহি তবু লাজ
পড়িবেরে শিরে বিনা মেঘে বাজ
এখনি শমন লইবে ডাকি॥

নিধি—কেত্তে থিলরে। * দিয় দিয় পইসা দিয়।

বিধি—জন্মাই চারি আনা পইসা থিল, নিয় দ্বিগণ্ডা তেমে নিম্ন আউ দ্বিগণ্ডা মুই নেইছি।

নিধি—হা শড়া জন্মাই চারি গণ্ডা থিল ? • কেত্তে পইসা মু দেখেছি শড়া দ্বিচারি টঙ্কা জরুলোর হেব।

বিধি—হঁা ভিক্ষা মাঙ্গুছি—আউ চারি টঙ্কা—"আইলা সাঙ্গাত হে

বসিলা পিড়ারু, গজ্জাই খাইলা সঙ্গাত পিতল হুকারু” নিয় নিয় পইসা নিয়।

নিধি—হা শড়া...পাষণ্ডিয়া শড়া তেমে এত্ত বড় ঠগ্ম হইছ, মু নেমি নাই আরে দ্বিটঙ্কা জরুরের হেব—রক্ষ শড়া টঙ্কাই টেকে রক্ষ শড়া।

বিধি—আমা প্রভু তেমে শড়া ইমিতি চোট্টা শড়া তামা ভৌনকু।

নিধি—হে টঙ্কা যেনি রাখিছ আউ মা ভৌনকু কউছ। শড়া মারি কিরি হাড্ড ভাঙ্গ দিমি।

বিধি—মারত শড়া, তেমে কত বড় নাট হইছ মারত। তা মা ভৌনকু নাটিয়া শড়া।

নিধি—শড়া মারিমি চাপ্পড় (চপেটাঘাত)

বিধি—আ বাপ্পলো, মতে মাইলা লো। শড়া মু জন্মাই চারি গণ্ডা পাইছ, আউ কইছি কি টঙ্কা দ্বি টঙ্কা থিলা। শড়া আউ মারত।

নিধি—ইমিতি মারি শড়া হ্গগ্গি পকাই বু।

বিধি—মার মার শড়া কেত্তে মারিমু শড়া তা মা ভৌনকু।

নিধি—ফের মা ভৌনকু কউছ শড়া মারি কিরি (চপেটাঘাত)

বিধি—আ বপ্পলো বাপ্প, মত্তে মাইলা লো বাপ্প। হে জগড়নাথ মা প্রভু তেমে বিচার করিবু। শড়া মাত্তে মাইলা লো বাপ্প মারত শড়া আউ মারত, মার শড়া—

নিধি—মারিমি শড়া (চপেটাঘাত)

বিধি—আ বাপ্পলো হে পুলুস হে ভলান্টিয়ার বাবু মাও মাইলা লো। শড়া চোর শড়া তা মা ভৌনকু।

নিধি—ফেরি শড়া গালি দেউলা (চপেটাঘাত)

বিধি—আ বাপ্প লো—

পুলিস—এই শালা লোক ক্যা হল্লা কর্তা হায়

বিধি—দেখত শড়া অন্ধাকো পইসা ভি চুরি করিছি (ক্রন্দন) আউ মাস্তে মারিছি বাবু।

পুলিস—চলো শালা তোম দোনো থানামে চলো শালা লোক বদমাস—ল্যাও কেতনা পইসা তুমরা পাস হ্যায় দেও।

নিধি—হুজুর হুজুর।

পুলিস—চোপ শালা।

বিধি—আ মা প্রভু। সে অন্ধ শাড়া যিমিতি গানরে কইছে কি "বাজ পড়িব শমন ধরিব" মো কপালরে সেমতি হেলা, হে দারু ব্রহ্ম।

—০—

২। বাঙ্গাল মৌলবীর ওয়াজ (বক্তৃতা)।

(বাঙ্গাল মৌলবী আরবী আয়েদটাকে ভেঙ্গে উর্দ্দুতে তারপর তাকে বাঙ্গলায় তর্জ্জমা ক'রে বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছেন)।

"ইয়া এবাদি এজা মিত্তোম ও 'দফেন্তোম ফিত্তোরাবে স্থম্মা তমসূশলতোম বাইয়ানা ইয়াদা ইল্লাহা।"

এ্যানে অয়ে বন্দে! তুমলোগ যব কজা কর লে যায়গা এ্যানে যব তুমারি "রু" কো কজা কর লে যায় গা, দফন হো যাওগে, এ্যানে মালেকুল মৌত এজরাইল আ কর :—

অর্থাৎ হে বান্দাগণ! যখন তোমাদিগের আয়ু শেষ হ'য়ে যাবে তখন মৌয়তের এজরাইল, আসিয়া তোমাদের "রু" অর্থাৎ আত্মাকে নিয়ে গিয়ে খোদাওন তালার সম্মুখে খাড়া করিয়া দিবে।

উস রোজ খোদাওন তালা তুমারে উপর সওয়াল পুজারেগা :—

তখন খোদায়ন তালা তোমার উপর ছওয়াল অর্থাৎ প্রশ্ন করিবে কি :—

"এজাঁই এয়াকুল উল্লাহু তায়ালা ইয়া এবাদী লেমা বায়সনাকুম ফিদ্‌দুনিয়া।"

আয়ে বন্দে! হম কিসওয়াস্তে তুমলোগ কো দুনিয়ামে ভেজা থা কিস কামকে লিয়ে? ক্যানায়েত রখানকে লিয়ে?

অর্থাৎ অয়ে বান্দাগণ! আমি কি জন্য তোমাদিগকে দুনিয়াতে পাঠাইয়াছি? কি কার্য্য করাইবার জন্য? কি নিয়তি রাখিবার নেক কার্য্য করাইবার জন্য না বদনিয়ত এনে গুণা কার্য্য করাইবার জন্য? অয়ে বন্দে লোগ আয়ে না-মোমিন লোগ! আয়ে বেইমান লোগ!, সেইদিন খোদাওন তাঁলার সামনে আরজদস্ত হইয়া এ্যানে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে খোদাওন তালার সওয়ালে অর্থাৎ প্রশ্নে কোন জবাব চলিবে না। তখন খোদাওনতালা ফেরেস্তাগণকে ডাকিয়া হুকুম কইরে কি—আয়ে মেরে প্যারে ফেরিস্তো! হে আমার প্রিয় ফেরেস্তাগণ বৎসগণ—

"ওঃ হশুরুল মুজুরেমিনা বে আর সতিল কেয়ামতে আমরুশ শামশা আন তাতলুয়া বে আলফে অলফে হযারতীন সাদিদাতীন।"

যাও গুণাগার লোগ কো লে যা করকে হাসরকে ময়দানকে বিচমে খাড়া কর দো।

অর্থাৎ যাও এই বেইমানগণকে নিয়ে গিয়ে হাসরের মায়দানের বীচে খাড়া কইরে দাও। অওর সুরয কো হামরা হুকুম বোলো কি আজ রোজ কেয়ামত কো খোদাওন তালাকা হুকুম হায় কি এক সুরজ লাখ্ সুরজ হোকর হাসরকে মইদানকে উপর উঠেগা—

অর্থাৎ সুরজকে হুকুম কর কি খোদাওন তালার হুকুম আছে আইজ রোজ কেয়ামতে এ্যানে শেষ বিচারের দিনে এক সূর্য্য হইয়েরে গুণাগার দিগের মস্তকের উপর রোশনি ডালেগা অর্থাৎ কিরণ বিতরণ কইরবে। তখন? সেকু আখেরি রোজে? অর্থাৎ সেই শেষের দিনে?

(সুরে) শেষের সে দিন কর রে স্মরণ

যখন ভজাইল আসিয়া বন্দীরে কষিয়া

হারামির কড়ি রহিবেরে পড়ি

ওরে সাজা হবে তোর দোজক জাহান্নাম ॥

আয়ে নালায়েক বন্দে তখন? সেই মালেক কুল মৌত আজরাইলের হাতিয়ারের সামনে যখন কোটী সূর্য্য তোমার মস্তকের উপর কিরণ বিতরণ কইরবে—তখন কি হবে?

"ইরোমা এজিন তাগলা আদমেগাতোকোম ওতো শিরোমজুবন।"

তুমারা শিরকা ঘিলু পিঘল্ পিঘল্ কর গির যায়গা।

অর্থাৎ তোমার মস্তকের গিলু পিঘলি পিঘলি পড়ি যাইবে ॥

—০—

হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এন ৭১১৩

সে দিন প্রভাতে অরুণ শোভাতে হেসেছ বুকে মোর মধুহাসিনী!

পরেছ গলায় আমার দেওয়া ফুল সে কি গো সব ভুল বিজন-বাসিনী ॥

যেচেছ কত না আদর সোহাগ,

ক্ষণে অভিমান ক্ষণে অনুরাগ,

কত প্রিয় নামে ডেকেছে আমায় সে কি গো গেছ ভুলে মধুভাষিনী ॥

আমার সাধ আশা সাধনা সুখ হাসি

তোমার সনে প্রিয়ে সকলি গেছে মিশি,

কেন ফেলে দিলে নিরাশার কূলে কোন অপরাধে বল উদাসিনী ॥

সকরুণ নয়নে চাহ আজি মোর বিদায় বেলা।

ভুলিতে দাও বিদায় দিনে হেনেছ যে অবহেলা

হাসিয়া কহ কথা আজ

হাসিতে যেমন আগেতে

হেরিবে মোর জীবন সাঁঝে গোধূলি রংএর খেলা॥

হে বন্ধু বন্ধুর পথে—
কে কাহার হয়েছে সাথী ?
তেমনি থাকিয়া যায় সব, যাবার যে যায় সে একেলা ॥

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।

এন ৭১১৪ মিশ্র তিলক কামোদ

১। মুরলী শুনাইয়া কুঙর কানাইয়া হরল হিয়া সখি মোর।
ঘরে না রহল যায় নীর বহল হায় নয়নে না হেরে চিত চোর॥
মুরলী সুরে মাখা অমিয় গরলরে,
হিয়া ভাঙি ছলে মোর হৃদয় হরল রে,
মোহন সেই সুরে ভুবন ভরল রে উতলা চিত তাহে ভোর॥
প্রেমকি বিষে পরাণ টলমল
প্রেম অমিয়া পিয়া পুলকে ঢল ঢল
বাধার যমুনা মাঝে উছল ছল ছল রাধার দুখের নাহি ওর॥

—০—

ভৈরবী

২। ঘরে আইরে শ্যামলীয়া॥
কুহু কুহু মুহু মুহু বোলত কোয়েলীয়া॥
বিরহ রয়না হোয়ত ভোর,
মুছে ফেলো সখি নয়ন লোর,
অনুকুল বিহি আজি যে তোর দুয়ারে মোহানিয়া॥
আও আও সজনী বৃন্দ,
গীরি গোবিন্দ পদার বিন্দ,
কদম করি মধু আনন্দে নন্দন ফুল হার দিয়া॥

—০—

সত্যগোপাল বর্ম্মণ।

এন ৭১১৫

১। ভারত জননী জাগো স্বর্ণ কমলিনী।
সিন্ধু সলিলে শায়িত কেন মা
জগ মনোহারিনী॥
পূর্ব্ব গগনে ছায় উজ্জল মহিমায়
মেল আঁখি শতদল ভুবন মোহিনী॥
যুগে যুগে তুমি মা ছিলে বিশ্বের গরিমা
নিঃস্ব কেন গো আজ মুখে ক্লান্তির কালিমা
কোটী কোটী সন্তান কাঁদে আঁখি নীরে করে স্নান
বরাভয় কর দান অমৃত-হাসিনী॥
স্বার্থের কারা গড়িয়া জগত হ'লো হারা বিবেক
তোমারি ত্যাগের তীর্থ-সলিলে করগো তাদের অভিষেক,
নব বলে বলীয়ান করগো মোদ্দের প্রাণ
চাহি গো তোমারে দেখিতে নিখিল উদ্ধারকারিনী॥

—০—

২। বঙ্গবাণী শোভার খনি প্রাণ ভরা রূপ চোখ জুড়ালো।
সেজে গো আমার স্বপনের-ছবি সে যে আমার হিয়ার আলো॥
ফুল ভরা বাগে ফল ভরা শাখে
জল ভরা মেঘে কি মাধুরি জাগে,
সাঁঝে রবি ডোবে ফাগুয়ার বাগে—
ডালে ডাকে কোয়েলা কাজল-কালো॥
ধানের ক্ষেতে সবুজ পাথারে,
হাওয়ার লহরী কাতারে কাতারে

সুদূরে গ্রামের শ্যাম রেখাখানি
নীল গগন শোভা তায় মিলালো॥

শিশুমঙ্গল সমিতি ঃ

জি, টি, ৩১ লম্বকর্ণের কাহিনী।

লম্বকর্ণ—(বাহির হইতে) ব্যাঁ—অ্যা—ব্যাঁ—অ্যা—অ্যা—নেক্‌ড়ে দা বাড়ী আছ ? দোরটা খুলে দাও না—

নেক্‌ড়ে—কে ? এই শীতের রাত্তিরে বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে কে ?

লম্বকর্ণ—আমি—আমি—আমি নেক্‌ড়ে দা—তোমার ছোট্ট ভাই লম্বকর্ণ!

নেক্‌ড়ে—ও লম্বকর্ণ তুই ! বাঃ দিব্বি তোর চেহারা হ'য়েছে ত' ! তা এত রাত্তিরে কি মনে করে ?

লম্বকর্ণ—তোমার কাছে আমার নালিশ আছে।

নেক্‌ড়ে—নালিশ ? এই শীতের রাত্তিরে ? চট্‌পট্‌ ব'লে ফ্যাল।

লম্বকর্ণ—খ্যাঁক শেয়াল বলে আমার গা নাকি দিব্যি পুরুষ্টু—আমায় আমায়—সে খাবে (ক্রন্দন)।

নেক্‌ড়ে—(হাসিয়া) খ্যাঁক শেয়াল ? তোমায় খাবে। দেখি দেখি তোর চেহারাখানা তাইত' রে ! দিব্যি পুরুষ্টু ত' ! আজকে বেশ শীতের দিনও আছে—

লম্বকর্ণ—অ্যাঁ—তুমিও ? আচ্ছা চল্লুম আমি বাঘ খুড়োর কাছে—দেখো সে তোমাদের কেমন জব্দ করে !

নেক্‌ড়ে—আরে—আরে—পালাসনে পালাসনে—তোর বৌদির সঙ্গে দেখা করে যা—

লম্বকর্ণ—ওরে ধরলেরে—ব্যাঁ—অ্যা—ব্যাঁ—অ্যা—অ্যা—
পথে—

বাঘ— এ কিরে লম্বকর্ণ—হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটেছিস্ কোথায়? দাঁড়া দাঁড়া হালুম—একেবারে ঘাড়ে এসে পড়লি যে—হালুম—হুম—

লম্বকর্ণ— বাঘ খুড়ো তুমি? ব্যাঁ—অ্যা—অ্যা—আমি যে তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম—

বাঘ— কেন বলত? আমার কাছে ভাইপো—এদ্দিন বাদে, কি মনে করে?

লম্বকর্ণ— (অভিমানে) কেন? আমার ত' খোজ খবর রাখবে না—এদিকে খ্যাঁক শেয়ালী আর নেকড়ে দা—ব্যাঁ—অ্যা—অ্যাঁ—(ক্রন্দন)—

বাঘ— কিরে! তুই যে একেবারে ফোপাতে সুরু ক'রে দিলি। খ্যাঁক শেয়ালী আর নেকড়ে—কি করলে?

লম্বকর্ণ— ওরা—(ক্রন্দন) ওরা বলে আমি নাকি পুরুষ্টু পাঁঠা—আমায়—ওরা খাবে—(ক্রন্দন) তুমি ওদের এমন শিক্ষা দিয়ে দাও যে—

বাঘ— বলিস্ কিরে তা দেখি দেখি তোকে কতদিন দেখিনি! (পরে আমতা আমতা করিয়া) কিন্তু কি জানিস্ তোর খুড়ী এইমাত্র আমায় পাঠিয়ে দিলে—এমন শীতের দিন যদি আশে পাশে ভাল মাংস মেলে—

লম্বকর্ণ— তা—তা হরিণ চাই? আমাদের পাড়ায় বিস্তর হরিণ ঘুরে বেড়ায় আমি যোগাড় ক'রে দিতে পারি। কিন্তু ওদের তোমায় শাসন করতে হবে মামা—

বাঘ— হরিণ? মাংস মন্দ নয়। হালুম হুম। কিন্তু কি জানিস এমন শীতের দিনে কোথায় বন চুড়তে যাবো—তার চাইতে—

লম্ব কর্ণ— (সভয়ে) তার চাইতে কি মামা ?

বাঘ— হালুম—এই আমি বলছিলুম কি—কাছেই যদি ভাল মাংস পাওয়া যায়। উঃ শীতে একেবারে পাটা আড়ষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে—হালুম—

লম্বকর্ণ— কাছে ? কাছে কোথায় মাংস পাবে মামা ! তোমার আস্তানার পাশে কি ভয়ে কেউ আসে ?

বাঘ— তাই ত' মুস্কিল ভাইপো ! যখন কাছেই পুরুষ্ট মাংস মিলে গেছে তখন কিছুতেই আর ছেড়ে দিচ্ছিনে—তোর খুড়ী দেখলে ভারি খুসি হবে—হালুম—

লম্বকর্ণ— ব্যাঁ—অ্যা—অ্যা—ব্যাঁ—অ্যা—অ্যা—ওরে গেছি—গেছি—ছাড় খুড়ো—আমার ঠ্যাং গেল—ব্যাঁ—ব্যাঁ—ব্যাঁ—

বাঘ— দিব্যি পুরুষ্টু মাংস ত' হালুম—হালুম—হুম—

লম্বকর্ণ— ব্যা—ব্যা—ব্যা—ব্যা—ব্যা—অ্যা—(পরে হটাৎ) যাক্ বহুভাগ্যে ঠ্যাংটা ছাড়িয়ে নিতে পেরেছি ! উঃ বড্ড রক্ত বেরুচ্ছে ত'—আর দাদা কাকা কারো কাছে নয় সিধে বিধাতা পুরুষের কাছে হাজির হব'।

বাঘ— ওরে যাস্‌নে শোন—তোর খুড়ী ডাকছে—

লম্বকর্ণ— আর নয়—এবার চাচা প্রাণ বাঁচা।

বিধাতা—কেরে—কেরে ? একেবারে পায়ের ওপর এসে পড়লি যে—পা ছাড়—

লম্বকর্ণ— বিধাতা ঠাকুর এর বিচার তোমার করতেই হবে।

বিধাতা—আরে পা ছাড়—কি হয়েছে আগে শুনিই না—

লম্বকর্ণ—ঠাকুর- খ্যাঁক শেয়ালী, নেকড়ে দা, বাঘ খুড়ো বলে, আমার দেহ নাকি দিব্যি পুরুষ্টু তাই—

বিধাতা—তাই কিরে ?

লম্বকর্ণ—তাই, তাই—আমার মাংস তারা খাবে !

বিধাতা—অ্যাঁ বলিস কিরে। আচ্ছা—ভালো হ'য়ে দাঁড়াত' দেখি আমার সামনে।

লম্বকর্ণ—তা দাঁড়াচ্ছি ঠাকুর, কিন্তু তোমায় আচ্ছা করে ওদের সাজা দিয়ে দিতে হবে।

বিধাতা—ওরে লম্বকর্ণ—

লম্বকর্ণ—আজ্ঞে করুণ দেবতা—

বিধাতা—তা তোর খ্যাঁক শেয়াল, নেকড়ে দা আর বাঘ খুড়োর দোষ কিরে? তেল কুচকুচে চেহারা দেখে আমারই যে তোকে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে—

লম্বকর্ণ—তুমি—ঠাকুর—তুমিও—আচ্ছা দাঁড়াও তবে—

বিধাতা—ওরে ওরে আমার পা ছাড়—গেলুম গেলুম—

লম্বকর্ণ—নাঃ কিছুতেই আর তোমার পা ছাড়ছি না।

বিধাতা—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি তোকে বর দিচ্ছি—তোর দুটো শিং গজাবে। এখন থেকে তাই দিয়ে তুই আত্মরক্ষা করতে পারবি।

১৯৩৩ মে মাসে প্রকাশিত রেকর্ড

মিস্ আঙ্গুরবালা।

পি ১১৭৬৯

নিদয় কঠিন প্রাণ তব জানি।
না চেয়েও চেয়ে থাকা বাঁকা বাঁকা
ওই দুটী আঁখি কপট ছলনা ভরা
হে নিষাদ বধিতে পরাণ পাখি
বিষ বাণ দুখানি ॥
বেঁধে ছলনা পাশে কোমল প্রাণ মম
দলিবে চরণে জানি হে নিরমম
বধিবে তারে হেলার হাসি হানি ॥
(দ্বিতীয় স্তর)
চিনি গো চিনি তোমারে ভুলি কি ছলনাতে
ছলনা ভরা ও নয়ন-জল নয়ন-পাতে
হিয়া মরু তব নয়নে সাজানো
শুধু মরিচিকা মায়া
নাহিক বারি নাহিক প্রেমছায়া
মরি কি জলে ভুলে ও মায়াতে ॥

—(*)—

ভ্রমর ভর সহেনা বুকে হায়।
কলি লাজ সরমে লুকায় ॥
মরম চাহে তবু সরমে কাতর
শিশির-আঁখিবারি ঝরে ঝর ঝর ॥

(দ্বিতীয় অংশ)

একি মায়া মাখা সুর।
কাছে এলে মরি লাজে কাঁদি গেলে দূর॥
সুর যাদুকর চপল ভ্রমর
ছলে মোহে সে চতুর সে নিঠুর॥

—:০:—

মিস্ কমলা (ঝরিয়া)।

এন ৭১০২

তোমারি তরে সে তোমারি দ্বারে ভিখারী
তব মনের বনের শিকারী॥
যার রূপে তব নয়নে লেগেছে ধাঁধাঁ
যার তরে তব টুটেছে সকল বাধা
যার লাগি নিতি নীরবে লুকায়ে কাঁদা
সেই শ্যামল বংশীধারী॥

—০—

আজি নলিনী মলিন কেন হায়
গেল দূরে দুখনিশা রঙে রঙে জাগে উষা
কল-কাকলি কাননে কল্যাণ গায়॥
শিশির-স্নাত ওই শীতল শরত বায়
পরশে অবশ করে সলাজ শেফালিকায়
মোছ আঁখি মোছ আঁখি
হের অরুণ বঁধুয়া আসে পুরব গগন গায়॥

—০—

মিস্ মাণিকমালা

এন ৭১০৩

ভুলে সই প'ড়বি ফাঁদে আয় লো চ'লে আয়।
ও কি গান যে গায় কি যে ব'লে যায়
কি চোখে যে চায় বুঝি না হায়॥
লাজ টুটে শেষে কি মরবি লাজে,
কুলবালা এ খেলা মোদের কি সাজে,
শেষে কি হাসির ছলে পরাবে ফাঁসিটী গলে
ভালবেসে অকুলে ভেসে যাব কি শেষে
ও মিছে মায়ায়॥

—০—

সেধে প'রেছি গলে লো সজনী
তারি মুচকি হাসির ফাঁসি।
একি ব্যথা কি ব্যাকুলতা
স্মরণে হয় মন উদাসী॥
সাধিয়া পরাণ পায়ে সঁপিয়া
কত রাখি হিয়া বাঁধিয়া
পিয়া গেছে চলিয়া পায়ে দলিয়া॥
সে ত' গেছে দূরে তবু এ হৃদি পুরে
বারে বারে সুরে সুরে
বাজে যেন তারি বাঁশী॥

—০—

ধীরেন্দ্রনাথ দাস :

জ্বালো দীপ জ্বালো মঙ্গল দীপ অন্ধকার এ মন্দিরে।
ডাকো জ্ঞানহারা ডাকো অন্ধতা ভরা সমাজ-কারার বন্দীরে॥
শত নিয়মের পাষাণের ভার
চাপিয়ে যাদের করেছ অসাড়
ডেকে তোল আজ বেদনায় ভরা আহত তাদের মনটীরে॥
কপালের ঘামে ভিজিয়ে যাহারা মাটিরে করিল সোনা::
তোমার বিলাস যোগাতে যাদের অনাহারে দিন গোনা—
রচিয়া তোমার প্রমোদ ভবন
ভিটাহীন ওই কাঁদিছে যে জন
আজি নিরাশায় নাহি যায় যেন অশ্রু-মলিন দীন সে ফিরে॥
তোমার সেবার ভার নিয়ে যারা ছোট হ'ল তব কাছে
ঘৃণাকে তোমার প্রণমি যাহারা চরণের ধূলি যাচে
ডাকিয়া তাদের বল ওরে ভাই:
এ বুকে তোদের আছে আছে ঠাঁই
আজিকে নবীন অরুণ উদয় মহামিলনের সাগর তীরে॥

লগ্নের ক্ষণ ব'য়ে যায় ওরে পূজারী তোর।
ফুল-মালঞ্চে বিভোল ফিরিছ
কি ফুল তুলিয়া জীবন ভোর॥
ভক্তের হিয়ার কামনায় রাঙ্গা
বেদনার লাল চন্দন মাখা
রাঙ্গা জবা কিরে মেলেনি এখনও
সাজাতে বরণ ডালাটী তোর॥

হের ওই ওড়ে পূরব তোরণে অরুণের রথে জয়-নিশান।
দূর বনান্তে বিহগ শোন মিলন উষার গাহিছে গান॥
দুঃখ বেদনা আজি দূরে যাক্
মাকে আজ শুধু 'মা' বলিয়া ডাক্
নব-জীবনের অরুণ আলোকে
মুছে যাক্ মোহ আঁধার ঘোর॥

গিরীন্দ্র চক্রবর্তী

এন ৭১০৬

ভাটিয়ালী

আমার সোণালী গাঙ বাইয়া
সোণার নায় কে বায় রে নাইয়া।
আগে পাছে নাচে ঢেউ করতালি দিয়া।
পালে এসে লাগে হাওয়া গভীর সুখে
হালে ব'সে ছোঁওয়া তার লাগিছে বুকে
পশ্চিমেতে রাঙ্গা মেঘ আছে দূরে ছাইয়া॥
তীরে তীরে আছে ঘিরে সবুজী মায়া
জল তলে কেঁপে চলে তাহারি ছায়া
গাঁয়ের বাঁকে ঘড়া কাঁকে কারা থাকে চাইয়া॥

—•—

ভাটিয়ালী

খেয়া পারে কে যাবিরে আয়।
অচিন পথের স্রোতে ভেসে অজানা মাঝির নায়॥

টেউয়ের নাগর দোলার মাঝে বাঁধবি কে আয় বাসা,
স্রোতের পাকে জড়াবি আয় তোর ভাবনা আশা,
জোয়ার জলের কলবোলে চলবি দারয়ায় ॥
এই কুলেতে আলোর মেলা আঁধার পথের পারে,
এই কুলে হায় পারের পান্থ আলোক পাবি না রে
বুক বেঁধে চল ঝড়ের মুখে তীরের ভরসায় ॥

—০—

মদনগোপাল বসাক।

পেটুকের নিমন্ত্রণের আনন্দ।

নিমন্ত্রণে যাব ব'লে এনু তাড়াতাড়ি কাজ ফেলিয়া
আমার হৃদয় মাঝারে কি পুলক আজ ফলারের কথা শুনিয়া ॥
আমি মানস নয়নে দেখিতেছি কত
সন্দেশ মিঠাই যেন শত শত
(আমার রসনার জল থামে নাহে)
বুঁদিয়া, নিমকি, লুচি, মোহন ভোগ, রসগোল্লা, সরপুরিয়া
অবাক কাণ্ড কম্মের বাড়ী
কালোজাম, প্যাড়া, জিলিপী, কচুরী
(আমি কিছুই পাতে রাখব না হে)
(আমি চেঁচে পুঁচে সবই খাব কিছুই পাতে রাখব না হে,
সাধিবে লইয়ে ক্ষীরের হাঁড়ি মণ্ডা সঙ্গে আনিয়া ॥
চাই মনের মতন পাতা একখানা
নতুবা ফলার ভাল ত' হবে না
(আমার ছোট পাতায় হবে নাহে)

বেকুব হইব ছোট পাতা দিলে দধি দিলে যাবে ভাসিয়া ॥
প্রথম—লুচির সঙ্গে আলুর দম দিবে
সঙ্গে সঙ্গে দালও আনিবে
(নইলে ফলার ভাল জমবে নাহে)
মাংস কিছু সঙ্গে থাকিলে লুচি সঙ্গে যাবে মজিয়া ॥
শেষে দিবে কিছু চাটনি আনিয়ে
আলু বথ্‌রা আর কিস্‌মিস্ দিয়ে
(শেষে দেবে টক্ কিস্‌মিস—আমি কিছুই যে Miss করব নাহে)
(শেষে দেবে টক বথ্‌রা—আমি বথ্‌রা কাকেও দেব নাহে)
এই হতভাগা তখন মণ্ডা খাবে দশটী গণ্ডা গুনিয়া ॥

—•—

গ্রাম্য গৃহিনীর ফর্দ্দ পেশ।

(পাবনা জেলার গেঁয়োলোক কলিকাতায় যাচ্ছে, তার গিন্নী তার সখের জিনিষের ফর্দ্দ কেমন পেশ কচ্ছে একবার শুনুন)

কল্‌কাতাতে যাচ্ছ্যাও তুমি আমার জন্ন আন্‌ব্যা বল কি। আন্‌ব্যা একটা ভাল পিরান গায়ে দিমু মুই (বুজি ছ্যাও) আর গুল বাহারের সাড়ী আন্‌ব্যা চাদ্দর আন্‌ব্যা লুই ॥ আন্‌ব্যা একটা নাহের নলক পায়ের চার গ্যাছ মল (বুঝ্‌ল্যা পরাণ) আরে কানে ঝুল্যানের মাকড়ী চারটা মাথার গুল্যাপ জল ॥ (খুব বড় দেখ্যা এক বোতল আন্‌ব্যা এই ক্যাশে দিবার জন্নি)। আন্‌ব্যা কানে ঝুলানের মাকড়ী চারটা ক্যাশের গুল্যাপ জল ॥ শুন্‌ছি সেহানে পাওয়া যায় নাকি ভাল বাস্‌নার ত্যাল পায় দেওনের আল্‌তা নাকি বারাইছে আজকাল (গ্যাহো ফর্দ্দটা ভাল কর্যা দেহ্যা ন্যাও ভুল টুল না হয় বুঝল্যা)॥ এই সব জিনিষ যদি আমার না আনিব্যা তুমি (বুঝল্যা)॥ এক্কিব্যারে জন্মের মতন চইল্যা যাইমু

আমি। (একিব্যারে বুঝিছ্যাও—একিবারে জন্মের মতন বাপের বাড়ী চইল্যা যাইমু আর হাজার মাথা কুট্‌লিও আসপো না কো)॥

—০—

কে, মল্লিক।

এন ৭১০৮ ভজন

প্রভু রাখ এ মিনতি ত্রিভুবন পতি তব পদে মতি।
আঁখির আগে যেন সদা জাগে তব ধ্রুব জ্যোতিঃ॥
সংসার মরুমাঝে তুমি মেঘ মায়া,
বিলাস শোকে তাপে তুমি তরু ছায়া,
সান্তনা দাতা তুমি দুঃখ ত্রাতা অগতির গতি॥
জননীর মত আছ ঊর্দ্ধে জাগি
জলে স্থলে শূন্যে অগণিত তব দান মোদের লাগি,
ঝঞ্ঝার মাঝে তব বিষাণ বাজে
সহসা ঢলি পড়ে বনে ফুল সাজে
কোমল কঠোরে হে প্রভু বিরাজে তব মহাশকতি॥

—০—

ভজন

ঘন ঘোর মেঘ ঘেরা দুর্দ্দিনে ঘন শ্যাম
ভূভারত চাহিছে তোমায়।
ধরিতে ধরার ভার নাশিতে এ হাহাকার
আর বার এস এ ধরায়॥
নিখিল মানব জাতি কলহ ও দ্বন্দে
পীড়িত শ্রান্ত আজি কাঁদে নিরানন্দে
শঙ্খ পদ্ম হাতে এ ঘোর তিমির রাতে
তিমির বিদায় এস অরুণ প্রভায়॥

বিদূরিত কর এই নিরাশা ও ভয়
মানুষে মানুষে হোক প্রেম অক্ষয়
কলিতে দলিতে এস এই দুঃখ পাপতাপ
আন বর সুন্দর শেষ হোক অভিশাপ
গদা ও চক্র করে অরিন্দম এস
হতমান দুর্ব্বল মাগিছে সহায় ॥

—০—

শিশু মঙ্গল সমিতি :

জি, টি ৩০

সাজিয়ে দে মা নন্দরাণী গোপালে তোর সাজিয়ে দে।
ছাখ মা চেয়ে হ'য়ে গেছে গোষ্ঠে যাওয়ায় বেলা যে ॥
যায় না গাভী সে না গেলে চায় না তারা আঁখি মেলে,
খায় না তৃণ দাঁড়িয়ে থাকে বাঁশী না বাজালে সে ॥
কানাই ছেড়ে আমরা সবাই
গোচারণে যেতে না চাই
সে বিহনে বনে বনে খেলবে লুকোচুরী কে।
তার আশাতেই দাঁড়িয়ে আছি সাজ সেরে গো নে মা নে ॥

—০—

চলরে কানু বাজিয়ে বেণু ছুটবে ধেনু পাছে পাছে।
বাঁশীর রবে থাকতে যে চায় সবাই যে তোর কাছে কাছে ॥
রাখাল রাজা তুই যে ওরে
তো বিনে কি গাভী চরে
ভক্ত যে তোর বলরে তারো তুই বিনা কি গতি আছে ॥

ধেনু ছেড়ে গোঠে গোঠে
করবে খেলা ছুটে ছুটে
ছুটব বনে ফুল্ল মনে খেলব আবার গাছে গাছে
একলা তোরে রাখব নারে দোকলা হয়ে থাকব কাছে ॥

—•—

আব্বাস উদ্দিন আহম্মদঃ

এন ৭১০৯

আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবি মোহাম্মদ যাঁহার তারিফ জগতময় ॥
আমার কিসের শঙ্কা কোরাণ আমার ডঙ্কা
ইস্লাম আমার ধর্ম্ম মুস্লীম আমার পরিচয় ॥
কল্‌মা আমার তাবিজ তৌহিদ্ আমার মুর্সিদ
ঈমান আমার বর্ম্ম হেলাল আমার খুরসিদ ;
আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি আমার জেহাদ বাণী
আখের মোকাম ফেরদৌস, খোদার আর্‌শ যথায় রয় ॥

—•—

শহীদী ঈদ গাহে দেখ আজ জমায়েত ভারী।
হবে দুনিয়াতে আবার ইস্‌লামী ফরমান জারী
তুরাণ, ইরাণ, হেজাজ, মিশর, হিন্দ্, মরক্কো ইরাক্
হাতে হাতে মিলিয়ে আজ দাঁড়িয়েছে সারি সারি ॥
ছিল বেহোশ যারা আঁশু ও আপশোষ ল'য়ে
চাহে ফেরদৌস্ তারা জেগেছে নওজোশ ল'য়ে

তুইও আয় এই জমাতে ভুলে যা দুনিয়াদারী ॥

ছিল জিন্দানে যারা আজকে তারা জিন্দা হ'য়ে

ছোটে ময়দানে দরাজ্-দিল্ আজি শম্‌শির ল'য়ে

তক্‌দীর বদলেছে আজ উঠিছে তক্‌দীর তারি ॥

—০—

১৯৩৩ সালের
জুলাই ও আগষ্ট মাসের প্রকাশিত
রেকর্ড তালিকা।

কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক)

এইচ, টি, ২

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদমুখ খানি দেখ॥
নয়ানের কাজর, বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়ে ও মুখ দেখিনু
দিন যাবে আজ ভাল॥ (বঁধু)
অধরের তাম্বুল , বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ;
আমা' পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি॥
চাঁচর কেশের, চিকণ চূড়া
সে কেন বুকের মাঝে।
সিঁদূরের দাগ আছে সর্ব্ব গায়
মোরা হ'লে মরি লাজে॥
নীল কমল বামরু হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন রসবতী পেয়ে সুধানিধি
নিঙাড়ি লয়েছে সেহ॥

কুটিল নয়ানে কাহছে সুন্দরী
অধিক করিয়া ত্বরা।
কহে চণ্ডীদাস' আপন স্বভাব ছাড়িতে না পারে চোরা॥

—০—

শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি লইয়া হৃদয়ে তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ॥
মিলন দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পীরিতি ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ।
রস ভরে দুহুঁ তনু, থর থর কাঁপই
ঝাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর।
দুহুঁক মিলনে আজি, নিভাওল আনল
পাওল বিরহক ওর॥
রতন-পালঙ্ক-পর, বৈঠল দুহুঁ জন
দুহুঁ মুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে।
হরষ-সলিল ভরে, হেরই না পারই
অনিমিখে রহল ধন্দে॥
আজু মলয়ানিল, মৃদু মৃদু বহত
নিরমল চাঁদ প্রকাশ।
ভাব ভরে গদ গদ, চামর ঢুলায়ত
পাশে রহি চণ্ডীদাস॥

—০—

মিস্ আঙ্গুরবালা ঃ

পি ১১৭৭১

১। যদি না দেখা মেলে দূরে গেলে এ জীবনে !
তবুও মনে রেখো মনে রেখো রেখো মনে ॥
চাঁদিনী এ আকাশে নাহি আসে যদি ফিরে
এ মরু-পথে যদি নাহি নদী বহে ধীরে
যদি না ওঠে ডাকি বন পাখী এ বিজনে
তবুও মনে রেখো মনে রেখো রেখো মনে ॥
গেঁথেছি যত মালা এ নিরালা আঁখি জলে
লিখেছি যত লেখা একা একা ফুল দলে
ফিরেছি নিতি নিতি যত স্মৃতি দিশাহারা
যে গীতি এ বাঁশীতে না গাহিতে হ'ল সারা
সকলই যদি মিছে চাওয়া পিছে অকারণে
তবুও মনে রেখো মনে রেখো রেখো মনে ॥

—০—

২। তব চরণ ধ্বনি শুনি ভাসিয়া আসে।
মম বিজন বনে ঝরা শেফালী বাসে ॥
ভোরে সহসা জাগি ওঠে কোকিল ডাকি
তব অরুণ আঁখি দূরে হেরিবে আশে ॥
শুনি দখিনা মলয় তব বারতা আনে—
বলে লুলিত লতায় বলে কামিনী কানে—
ব্যথা গুমরি মরে মোর আঁধার ঘরে
তারে কেমনে বাঁধি যে এসে না আসে ॥

—০—

মিস্ কমলা (ঝরিয়া)

এন্ ৭১১৯

১। দূর থেকে চেয়ে দেখে ভরে না আঁখি
সাধ হায় মিটেও মেটে না !
পেলে কাছে হেরি না যে তুলিয়া আঁখি
লাজ হায় টুটেও টোটে না ॥
এ হিয়া নিতি যা চায় সে যদি জানিতে চায়
সরম সাধে বাদ কথা হায় ফুটেও ফোটে না ॥
সরমে পালাতে চাই মনে হয় দূরে যাই
চরণ সাধে বাদ সেত' হায় উঠেও উঠে না ॥

—•—

২। বল শতদল চাঁদ হেরে চাঁদমুখ ঢাকা কি ছল
তপনের সাথে হায়
অলিও পালাতে চায়
ছলে বেঁধে দল ফাঁদে রসে ঢল ঢল ॥
মিছেও ছল লো কমল
আর কারো কি নেইকো আঁখি
কাঁদে ওই অন্ধ অলি সোহাগ পরাগ অন্ধ আঁখি
ক'য়েছে গোপন কথা কুমুদের ঐ চপল আঁখি
তাই আকাশে শশী হাসে ঢল ঢল ॥

—•—

মিস্ মাণিকমালা :

এন্, ৭১২০

১। চিনেছি চিনেছি চিনেছি গো তারে ।
যে তরী বেয়ে চলে নীল পাথারে ॥

অস্তাচলের তীরে—
কারে সে খুঁজিয়া ফেরে
(খোঁজে) কোন সে নিদয় দেবতারে ॥
যুগ যুগ ধ'রে
গাহি ওই সুরে
(আমি) দুঃখ তরী বাহি একারে ॥

—০—

২। পথিক পিয়া পরাণ নিয়া
চ'লে যেওনা যেওনা বেদনা দিয়া ॥
পথের ধূলা—কেশে দিব মুছাইয়া
বসাব পিয়া—এ আঁচল বিছাইয়া ॥
আঁধার যামিনী
ঘরে একাকিনী—
জেগে একা ব্যথা নিয়া, যেওনা গো কাঁদাইয়া ॥
অশ্রুহাসিতে মুকুতার হার গাঁথিয়া গাঁথিয়া
দোলাইব গলে বাহুর বাধনে বাঁধিয়া বাঁধিয়া,
যেওনা গো মোহনিয়া অচিন দেশের অচিন পিয়া ॥

——০——

শ্রীরেন্দ্রনাথ দাস।

জুন, ১৯২২

১। গগনে প্রলয় মেঘের মেলা
জীবন ভেলা দোলে টলমল্ ।
নীর অপার ভব পারাবার
তীর না হেরে নয়নে পরাণ বিকল ।

দীন দয়াল ভীত দীন জনে
মাগে শরণ তব অভয় চরণে
দুস্তর দুর্গম দুঃখ জলধি
তরিতে চরণ-তরী ভরসা কেবল ॥

—·—

২। বিজন গোঠে কে রাখাল বাজায় বেণু।
আমি সুর শুনে তার বাউল হ'য়ে এনু ॥
ওই সুরে পড়ে মনে,
কোন সুদূর বৃন্দাবনে
যেত নন্দদুলাল ব্রজদুলাল বাজিয়ে বেণু বনে
পথে লুটত কেঁদে গোপবালা ভুলত' তৃণ ধেণু ॥
কবে নদীয়াতে গোরা—
ডেকেছিল এমনি সুরে এমনি পাগল করা
কেঁদে ডাকত বৃথাই শচীমাতা সাধত' বসুন্ধরা
প্রেমে গলে যত নরনারী যাচত' পদ রেণু ॥

—·—

কে, মল্লিক ঃ

এন ৭১২৩

১। স্বপ্নে দেখেছি ভারত-জননী তুই যেন রাজ-রাজেশ্বরী।
নবীন ভারত নবীন ভারত স্তব গান ওঠে ভুবন ভরি।
শস্যে ফসলে ডেকেছে মা বান, মাঠে ও খামারে ধরে নাকো ধান
মুখ ভরা হাসি, হাসি ভরা প্রাণ, নদী ভরা যেন পণ্য-তরী ॥
পড়ুয়ারা পড়ে বকুল ছায়ে, সুস্থ সবল আদুল গায়ে
মেয়েরা ফিরিছে মুক্ত বায়ে কল-গীতে দিক মুখর করি।

ভুলিয়া ঈর্ষা ভোগ আসক্তি ধরার ক্লান্ত অসুর শক্তি
এসেছে শিখিতে প্রেম ও ভক্তি নব ভারতের চরণ ধরি ॥

—— ০ ——

২। স্বদেশ আমার জানিনা তোমার সুধিব মা কবে ঋণ
দিনের পরে মা দিন চ'লে যায় এলোনা সে শুভদিন ॥
খাই দাই আর আরামে ঘুমাই, পাগলের যেন ব্যথা বোধ নাই
ললাট লিখন বলিয়া এড়াই ভীরুতা শক্তি ক্ষীণ
অভাগিনী তুমি সন্তান তব সমান ভাগ্যহীন ॥
কত শতাব্দী করেছি মা পাপ, মানুষেরে করি ঘৃণা।
জানি মা মুক্তি পাবনা তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিনা ॥
শূদ্র ম্লেচ্ছ কাঙ্গাল ভাবিয়া রেখেছি যাদের চরণে দাবিয়া
তাদের চরণ-ধূলি মাখি যদি আসিবে সে শুভদিন
নূতন আলোকে জাগিবে পুলকে জননী ব্যথা-মলিন ॥

—— ০ ——

মৃণাল কান্তি ঘোষ ।

এন্, ৭১২৪

ও মন ভাসলি মিছে সাগর জলে রতনটা আর তুললি কৈ।
কূলের পানে রইলি চেয়ে অতল তলে ডুবলি কৈ ॥
মিথ্যে কেবল মরলি ব'কে, দেখে শুনে হাসল লোকে,
মনের আলো মনে রেখে মনকে আলো করলি কৈ ॥
যে ফুল তুই তুলবি ব'লে, ছুটলি কত কাঁটা দলে,
ভুলে গেলি ফুলের কথা কাঁটার ব্যথা ভুললি কৈ ॥
যারে বেড়াস খুঁজে তিন ভুবনে, সে যে রে তোর আপন মনে,
ছুটলি কেবল বাহির পানে ভিতর পানে চললি কৈ ॥

—— ০ ——

হেলায় হারায়ে খেলার খেলায় তারি তরে আঁখি জল
ক্ষ্যাপা কেঁদে আর কিবা ফল ॥
প্রভাতে তরুণ অরুণের আলো
নিদমাখা চোখে লাগেনি তো ভাল
তাই বাতায়ন রুধি চির কালো রেখেছিস্ হিয়াতল ॥
মণি ভেবে তুই কাঁচ তুলে নিলি
পরশ মানিক হেলায় হারালি
ভিখারী ভাবিয়ে দাতারে তাড়ালি আপনি হলি বিফল ॥

—•—

রঞ্জিৎ রায় ও মিস্ রেণুবালা।

এন্, ৭১২৫

দুনিয়ার নামের নাই ঠিকানা।
নামের সঙ্গে কাম মেলেনা নামে যায় না মানুষ জানা ॥
বাবুর নাম "গোরাচাদ" কয়লার মত ময়লা
হার মেনে যায় মোষের কাঁধ যেন ভুতো গয়লা
আজব কারখানা এ দুনিয়া আজব কারখানা ॥
মাথা নেড়া "এলোকেশী" "কুবের" নাম ঐ দেখ চাষী
"লক্ষ্মীরাণী" উপবাসী, ধনী কন্যার নাম দাসী—
আজব কারখানা এ দুনিয়া আজব কারখানা ॥
"সাধুচরন" করলে চুরি নিয়ে গেল জেলে
"অমর" বাবু গেলেন মারা কাটা পড়ে রেলে
"অভয়" ভয়ে ছুটছে বেগে কুকুর করলে তাড়া
আজব কারখানা এ দুনিয়া আজব কারখানা ॥

আশী বছরের "খোকার" কোলে দুই বছরের 'বুড়ো' নাতি
খোকার আঁধার স্বর্গে বুঝি বুড়ো গিয়ে দেবে বাতি
গল্লা খ্যাদা 'মদন মোহন' 'কুটীর' লেখা বিরাট ভবন
'মৃত্যুঞ্জয়' যায় কাঁধে চ'ড়ে হরি বোল ওই যায় শোনা
আজব কারখানা এ দুনিয়া আজব কারখানা ॥

—০—

ঠাকুর্দা—এই বর সেজে দাঁড়ালাম তোদের মাঝখানে।
তোরা পালা করে মালা দে ভাই রাখিস নে খেদ পরাণে ॥
নাতনীরা—ও হা-হা-হা-হা ওকি বলছ ঠাকুর্দা।
তোমার দাঁতের পাটী লোপাট বেবাক্, চুলগুলো সব সাদা
বলি করবে কি ভাই নিয়ে কনের গাদা
ঠাকুর্দা— আমার চুলোয় যাক্‌গে দাঁত
আমার ঠিক আছে, ভাই আঁত
জানিসনে কি পচা আদার ঝালটা জিয়াদা
তোদের বোঝা বইতে সোজা পাবিনে আর গাধা ॥
নাতনীরা—এই বুড়ো বয়সে কিসে উঠলে এত মেতে ?—
ঠাকুর্দা—তোদের যে কেউ মুখ চায় না এমন মধুর রেতে
তাই রাগে অনুরাগে আমার মনটা গেছে তেতে
এবার ঠুমকি ঠুমকি নেচে নাগর চল্ বাসর করি শ্মশানে ॥

—:০:—

শিশু মঙ্গল সমিতি।

জি, টি, ৩২

প্রথম—আজ মিলেছে ছুটী সবাই জুটি খেলায় কাটাই দিন্ ॥
বই ফেলিয়ে খেলনা নিয়ে নাচিরে ধিন ধিন।

দ্বিতীয়—না ভাই, যদি খেলেই বেড়াই শিখ্‌ব পড়া কবে।
একজামিনে গোল্লা পেলে খেলা কোথায় রবে ?
প্রথম—ছুটী ত' আর রোজ মেলে না পড়া রোজই আছে
ছুটী ছাটা আছে বলেই হাঁফ ছেড়ে প্রাণ বাঁচে।
দ্বিতীয়—তাইত' বলি ছুটী যখন দু-একটা দিন পাই
রোজের পড়ার চাপ থাকে না এগিয়ে যাওয়া চাই।
প্রথম—তুই যেন ভাই বইয়ের পোকা আছিস ঘাপ্‌টি মেরে
তারাও যেরে কটকটানি থামিয়ে চলে ফেরে
দ্বিতীয়—তুই যেন ভাই পেরজাপতি অকাজের গোঁসাই
গায় ফুঁ দিয়ে ফরফরিয়ে সদাই ফেরা চাই।
প্রথম—খেলা ধুলো ছিল বলেই যা হ'ক পড়া যায়
নইলে পড়তে কেবা চায়।
দ্বিতীয়—পড়া শুনার পরে হ'লেই খেলা ভাল লাগে
কেমন স্ফূর্তি মনে জাগে
উভয়ে— তোর কথায় অবাক হ'লাম
ব্যাপারটা বুঝতে পেলাম
বই পোকা আর পেরজাপতি কোনটাই ঠিক নয়
খেলা পড়া দুটোই যে চাই তবে যা' রয় সয়॥

—•—

গান।

পড়ার সময় পড়া আর খেলার সময় খেলা
এই কথাটা রাখতে মনে করবো না'কো হেলা
খেলে বেড়ায় প্রজাপতি দুঃখ সে তাই পায়
ফুলে ফুলে বেড়ায় তবু মধু নাহি চায়

আবার মৌমাছিরা কাজের কাজী
খেলতে সদাই নয়কো রাজী
তারা প্রজাপতির দুঃখের দিনে সুখে কাটায় বেলা ॥

—০—

এক ছিল যে ডাইনী বুড়ী, তার ছিল কি লম্বা হাত
শনের মত চুল পাকা আর মুলোর মত য্যাবড় দাঁত।
হার মেনে যায় হাড়গিলে তার হাড় বেরোনো পাঁজরা দেখে
সকলে তায় রাক্ষুসী কয়,—দৌড়ে পালায় তফাৎ থেকে!
গর্ত্তে-বসা চোখ দুটো গোল, কাঁপছে দেহ থরথরে,—
এক্ষুনি বাপ ধরবে এসে,—পুরবে মুখে গপ্ করে।
তিরসীমানায় তার, কেউ আসে না আর, সব ভয়েই পগার পার
সেই গাঁয়ে এক চোর ছিল, সে মস্ত ঘাগী ফরফরে,
সখ হ'ল তার এই বুড়ীকে জব্দ করে বেশ ক'রে॥
ঘুটঘুটে ঘোর অন্ধকারে সেদিন রাতে সিঁদ কেটে
বুড়ীর ঘরে চোর ঢুকে খায় পান্তা যত যায় পেটে॥
হাঁড়ী ভরা পান্তা বুড়ীর, কতই খাবে চোর ব্যাটা
আস্তাকুড়ে ছড়িয়ে দিয়ে ঘুচিয়ে দিলে সব ল্যাঠা।
ভোর বেলা তাই দেখে বুড়ী কেঁদে কেঁদে হয় সারা
বুক চাপড়ে চুল উপড়ে করে তোলপাড় সব পাড়া।
দাওয়ায় বসে তার, শেষে করলে বার, এক ফন্দী চমৎকার॥
পান্তা-নাদায় গোটা পাঁচ ছয় রাখলে শিঙ্গী মাছ বুড়ী
উনুনে চার বেল রাখে, আর ছুঁচ বেড়াতে চার কুড়ি।
পরদিন ফের চোর এসে যেই পাথর নাদায় হাত দিলে—
অমনি শিঙ্গী মাছগুলোতে মারলে কাঁটা কিলবিলে।

মুছতে গিয়ে রক্ত হাতের বেড়ার গায়ে ছুঁচ বেধে,—
জালার উপর যন্ত্রণাতে চোর বেচারা খুন কেঁদে
উনুনে হাত সেঁকতে গেলেই ফট ফটাফট বেল ফাটে
দুষ্টু বুড়ী জেগেই ছিল,—হেসে তো তার দম ফাটে
কয় হেসে খল খল, দেখলি মজার কল, এখন কেমন জব্দ বল ॥

—— o ——

মিস্ ইন্দুবালা ঃ

পি. ১১৭৭২

বলি তারে যাও যাও গেলে কেঁদে সারা হই ।
আসিতে করিয়া মানা পথ পানে চেয়ে রই ॥
বিরহে ব্যথার বুকে সে রহে মিলিয়া মোর
মিলনে মানের ছলে বিরহ যাতনা সই ॥
সারাদিন যত্নে একা সোহাগের যে শেজ পাতি ॥
তুলি তা গহীন্ রাতে এলে মোর শয়ন সাথী ॥
গাথি যে কথার মালা কাটে মোর কাল নিরালা
ভুলিয়া যাই সে এলে কি কহিতে কি যে কই ॥

— o —

মন নিতে চায় মন দেওয়া যায় মান দেওয়া সই যায় কি বল্ !
ফুল মধু দেয় মৌ-কাঙ্গালে বুকের লালি দেয় কি বল্ ॥
মিলন রাতি গোপন কথা চুমায় চুমায় লগ্ন জেনে
নিঃশেষে যার সব নিলে তার মুখের কথা পায় কি বল্ ॥
বিদায় বেলা যতই বলা ফেলতে মানা চোখের জল
আদর ভরা অধর কোণে হাসির দেখা পায় কি বল্ ॥

আমার যদি কিছুই না রয় ঠাঁই কোথা সে পায় সখি
মান আছে তাই আজও ভালবাসতে পারি নয় কি বল্ ॥

—০—

আশ্চর্য্যময়ী দাসী ঃ

এন্, ৭১২৭

শ্যাম-মুরলী ধারী ব্রজ দুলাল।
হরিণ নয়ন জিনি লোচন বিশাল ॥
অঙ্গে পীতবাস
সুমধুর হাস
বিশ্ব-বিমোহন মোহন গোপাল ॥

—০—

মৃদু কলয়িছে কল কল ছল ছল টল টল
যমুনা উজান বহে মুরলীর তানে।
আঁখি জলে ভর ভর থর থর জর জর
তনুয়া চলয়ে প্যারী পুলকিত প্রাণে ॥
চন্দ্র অতন্দ্র জাগে নভোতলে
মুরলীর মন্তর জাগে বনতলে
আজি উঠিল হাসি কুসুম রাশি পীক কুহুকুহু ডাকে মুহুমুহু ফুল বাণে

—০—

মিস্ বীণাপাণি ঃ

এন্, ৭১২৮

মিনতি করিলো নিদিয়া এসোনা আঁখি পাতে।
তৃষিত বুকে মম তিরপিত বঁধুয়া জাগে সাথে ॥

বিরহ যামিনী জাগি একাকিনী
জ্বলেছি যেদিন এমনি সেদিন
আসিলে বৈরী আজি রাতে ॥

—০—

সই ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন পায়েলা বাজে রে।
মম চরণ অচল করি লাজে রে ॥
গোপন কি যে বাণী
বনে বনে কাণাকানি
চমকি উঠি থাকি থাকিরে ॥
নীল বাসে তনু
যদি আবরিনু
কেন ভুলে এনু এযে চরণে বাজেরে ॥

—০—

শ্রীমতী নিবেদিতা দেবী।

এন, ৭১২৯

ঝড়ে ওই রঙ্গীন উষায় হাসিয়া আলোর বাণী
খুলিতে কমল বালা হেসে তার ঘোমটা খানি ॥
ডাকিছে দোয়েল শ্যামা সবুজ ওই চাঁপার শাখে
বঁধুয়া যায় যে ঘাটে মৃদু পায়ে কলসী কাঁখে
পুলকের সুরের হাওয়ায় প্রভাত বাণীর পূজায়
দিনু আজ নিবেদিয়া পরাণের বীণা খানি ॥

—০—

কে সুরে বাজে বাঁশী তমাল বনে।
না জানি কাহারে হায়

কি কথা জানাতে চায় আজি গোপনে ?
আধ ঘুম ঘোরে আধ জাগরণে
জাগিয়া আজ রমতে সুরের মালা গাঁথে কে ওর সনে ॥
তারাগুলি চেয়ে আছে জাগিছে শশী
কে বাজায় কে শোনে একেলা বসি
আজি কাহার ধ্যানে ॥

—০—

শ্রীমতী সুপ্রভারাণী বসু।

এন্, ৭১৩০

শুনহে চিকণ কালা
বলিব কি আর চরণে তোমার
অবলার যত জ্বালা।
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদাই পরের বশ
সদাই পরের বশ হ'য়ে রই
আমরা কুলের কুলনারী
কুলের বাধা ভাঙ্গতে নারি
যদি কোন ছলে তব কাছে এলে
লোকে করে অপযশ।
কলঙ্কিনী ব'লে কৃষ্ণ কলঙ্কিনী ব'লে (আমায়) ঘরে পরে জ্বালায় নিতি
বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঞি সে অবলা নাম—
বলতে নারি, মনের কথা বলতে নারি।
বুক ফাটে ত' মুখ ফোটে না—মনের কথা বলতে নারি ॥

নয়ন থাকিতে সদা দরশন
না পেনু নবীন শ্যাম ॥
দেখা পেলাম নাগো, জীবন আমার বৃথায় গেল
তোমার দেখা পেলাম না গো ॥

—•—

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজ বিহারী
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে
মনের এই বাসনা
হৃদি মন্দিরে রাখি এই বাসনা।
গুঞ্জ গুঞ্জন চন্দন অঙ্গ ভূষা
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা
ভরসা করিহে
ওই রাঙ্গা চরণ ভরসা করি হে
চরণ পাবার লাগি ভরসা করি হে
আহিরিনী কুরূপিনী গোপ নারী
আমরা কিবা জানি? কৃষ্ণ সেবার কিবা জানি!
এমন ভাগ্য কি ক'রেছি
(আমরা) কৃষ্ণ সেবার দাসী হব, এমন ভাগ্য কি করেছি।
(তুমি) জগরঞ্জন মোহন বংশীধারী ॥
মন মোহিত কর
বাঁশীর সুরে মন মোহিত কর
ঘরে রইতে নারি।
কুলনাশা বাঁশীর সুরে ঘরে রইতে নারি।
আমরা কুলের কুলবধূ—রইতে নারি ॥

—•—

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী :

এন্, ৭১৩১

উজল কাজল দুটী নয়ন তারা
আকুল চঞ্চল কারে খুঁজিয়া সারা
আসিলে কে পাশে
লাজে মুদিয়া আসে
পিয়াসী সদা ফেরে কার দরশ আশে
দখিনা বাতাসে কুসুম সুবাসে
কারে মনে প'ড়ে বহে নয়নে ধারা ॥

—০—

দামিনী দমকে যামিনী আঁধার গো
জাগিয়ে এক্‌লা কী আশে তোমার গো ॥
কেঁদে ফেরে বনে বাদল বায় হায়
তারি সনে কাঁদে প্রাণ আমার ॥

—:—

পূর্ণচন্দ্র নন্দী :

এন্, ৭১৩২

শ্যাম সুন্দর গোপীজন মনোহারী ।
যমুনারি কূলে নীপ তরু মূলে
বঙ্কিম ঠামে শোভে ত্রিভঙ্গ মুরারী ॥
বাঁশরীতে সাধে তান আয় ওরে আয়
গৃহ কুল মান ত্যাজি গোপীকুল ধায়
যমুনা উজান বয় মলয় থমকি রয়
তরু শাখে ভুলে রয় গীতি শুক শারী ॥

—০—

নিওনা নিওনা ফুল ডালি
গোপিকা সাথে আসে নাগর
নন্দদুলাল, সাথে শিখি চূড়া নুপুর ধারী ॥
চলে মন্থর গমনে চাহে যে বঙ্কিম নয়নে
আসিছে পথে কৃষ্ণ কালিয়া বাজায়ে বাঁশরী ॥
আসে চঞ্চল কিশোর টানিও অঞ্চল তোমার
নয়ত' কালা ফুল ডালাটী নেবে গো উজারী ॥

—০—

শ্রীবেলা দাস ও বীণাপাণি ঃ

এন্, ৭১৩৩

আজি মিলন বাসর প্রিয়া হের মধু-মাধবী নিশা ।
কত জনম অভিসার শেষে প্রিয় পেয়েছি তব দিশা ॥
সহকার তরু হের দোলে মালতী লতায় লয়ে বুকে
মাধবী-কাঁকণ পরি সহকার তরু দোলে সুখে
প্রাণ কাণায় কাণায় আজি পুরে হিয়া আবেশ পুলক মিশা ॥
শরাব রঙের সাড়ী প'রেছে চাঁদিনী রাতি
চাঁদে ও তারাতে আজি মিলনের মাতামাতি
হের জোয়ার উতলা সিন্ধু পূর্ণিমা চাঁদেরে পেয়ে
কতদূর অতীত স্মৃতি মোর প্রাণে মনে ওঠে ছেয়ে
আজি মিলন-ঘন-মেঘ-লোকে প্রিয় মিটাবে মরু তৃষা ॥

—০—

ধীরে যায় ফিরে ফিরে চায়
চলে নব অভিসারে ভীরু কিশোরী
ওঠে পাতাটী নড়লে চমকে
হরিণ নয়নে সভয় চাহনি

আসিছে কে যেন দেখিবে এখনি
পথে সে দেয় ফেলে মুখর নুপুর খুলে
আপন ছায়া হেরি ওঠে গো চম্‌কে ॥
চোখ চোখ চোখ গেল ডাকে পাপিয়া
শুনিয়া সরমে ওঠে কাঁপিয়া
হায় যার লাগি এত কোথায় সে
ঝিল্লী রবে ভাবে কেউ হবে
বনে ফুল ঝরার আওয়াজে দাঁড়ায় সে থম্‌কে ॥

—০—

শিশু মঙ্গল সমিতি ঃ

জি, টী. ৮৩

কোন্ সে দেশের চাঁদের আলোয় জুড়োয় শরীর মন ;
কোন্ সে দেশের কাদা মাটী পবিত্র চন্দন ;
আমার দেশের আমার দেশের আমার দেশের গো ॥
কোন্ সে দেশের শস্যে আছে সবার চেয়ে বল
রসের চেয়ে মিষ্টি লাগে কোন্ সে দেশের জল ;
আমার দেশের আমার দেশের আমার দেশের গো ॥
কোন্ সে দেশের বাতাস ফুলের-গন্ধে যেন ভরা
কোন্ সে দেশের শিশুর হাসি সকল দুখ হরা ;
আমার দেশের আমার দেশের আমার দেশের গো ॥
কোন্ সে দেশের শুনলে ভাষা প্রাণের ঘোচে তাপ
কোন্ সে দেশের নরনারীর মুখে দেবের ছাপ
আমার দেশের আমার দেশের আমার দেশের গো ॥

—০—

[illegible] জাগাও যদি ভাই
[illegible]র জয়ই গাই ॥
[illegible] শয়নে,
[illegible] অশ্রু [illegible]তর নয়নে ;
[illegible] আঁখি জল মুছাই
[illegible] কাছে মি[illegible] ॥

ঘুমের ঘোরে ছি[illegible]
না হয় মোরা হা[illegible]ছি [illegible]
না হয় মোরা কা[illegible]
মায়ের কাছে মি[illegible]
মায়ের পায়ে প্রণ[illegible]
মায়ের মুখে ফুটবে হাসি [illegible]
মানুষ হ'য়ে বাঁচা[illegible]
মায়ের কাছে মি[illegible]

—০—

ইস্‌লামী রেকর্ড।

গনি মিঞা

এন, ৭১৩৫

মারহাবা সৈয়দে মক্কী মদনী অল্ আরবী
বাদশারও বাদশাহ্ নবীদের রাজা নবী
ছিলে মিশে আহদে আসিলে আহমদ হ'য়ে
বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার এলে খোদার সনদ লয়ে
মানুষে উদ্ধারিলে মানুষের আঘাত স'য়ে

1933